বাংলা সংস্করণ

তন্ত্র-প্রকাশ গ্রন্থমালা—১

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী

শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী

বাংলা সংস্করণ

তন্ত্র-প্রকাশ গ্রন্থমালা—১

পরমহংস-পরিব্রাজক

শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দগিরি-সঙ্কলিতা

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী

পণ্ডিত-প্রবর-

শ্রীযুক্ত পঞ্চানন শাস্ত্রি

তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ

সম্পাদিতা

[illegible] অনূদিতা

আগমানুসন্ধান-সমিতি-সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বিভুপদ ঘোষ

প্রকাশিতা

বঙ্গাব্দ—১৩৪৯

মূল্য ১৸০ মাত্র

নিবেদন

পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ গিরি-কৃত "শাক্তানন্দতরঙ্গিণী" প্রায় এক বৎসরের অধিক কাল যন্ত্রস্থ থাকিয়া ভগবৎ কৃপায়, 'আগমানুসন্ধান-সমিতি'র ঐকান্তিক চেষ্টায় ও সহৃদয় পাঠকবর্গের শুভেচ্ছায় আজ লোকলোচনের গোচরে আসিয়াছে। 'আগমানুসন্ধান-সমিতি' এ যাবৎ ২২খানি তন্ত্র গ্রন্থ দেবনাগর অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কোন গ্রন্থই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হয় নাই, বঙ্গানুবাদও কোন গ্রন্থে প্রদত্ত হয় নাই। আজ হঠাৎ সেই সমিতি হইতে বঙ্গানুবাদের সহিত বঙ্গাক্ষরে পুস্তক মুদ্রিত হইল দেখিয়া অনেকেই ইহার কারণ জানিতে ইচ্ছুক হইবেন। তাই সর্ব্বপ্রথমে ইহার কারণ বলা আবশ্যক।

অপ্রকাশিত তন্ত্র গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া মহাপ্রাণ স্বর্গীয় সার জন্ উডরফ্ ও স্বর্গীয় অটলবিহারী ঘোষ মহাশয় এই সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। দানবীর স্বর্গীয় দ্বারবঙ্গেশ্বর রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁহারই প্রদত্ত অর্থে সমিতি হইতে পর পর কয়েকখানি তন্ত্র প্রকাশিত হয়। বহু পাঠক দুর্ব্বোধ সংস্কৃতের অর্থগ্রহণে অসমর্থ হইয়া বঙ্গানুবাদের সহিত বঙ্গাক্ষরে পুস্তক প্রকাশের অনুরোধ জানাইয়াছিলেন; কিন্তু সমিতির অবৈতনিক সম্পাদক স্বর্গীয় অটলবিহারী ঘোষ মহাশয়, কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তানুসারে সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাহার প্রধান কারণ—বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক ভারতের ও অন্য দেশের পাঠকগণের সুখপাঠ্য হয় না। দেবনাগর অক্ষরের সহিত সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই পরিচিত বলিয়া এ যাবৎ দেবনাগর অক্ষরেই এই সমিতি হইতে তন্ত্র প্রকাশিত হইতেছে।

বিগত সাত বৎসরের মধ্যে সমিতি হইতে লক্ষ্মণেন্দ্র দেশিক কৃত 'শারদাতিলক', শঙ্করাচার্য্য কৃত 'প্রপঞ্চসার', মহাকবি কালিদাস কৃত 'চিদ্গগনচন্দ্রিকা', নরসিংহ ঠকুর কৃত 'তারাভক্তি-সুধার্ণব', পূর্ণানন্দকৃত 'ষট্চক্রনিরূপণ', (৩য় সং) ও 'তন্ত্রাভিধান' (২য় সং) প্রকাশিত হওয়ায় সমিতির সঞ্চিত অর্থ যখন প্রায় নিঃশেষ হইবার উপক্রম হয়, ঠিক সেই সময়েই প্রধান পৃষ্ঠপোষক দ্বারবঙ্গেশ্বর ('শারদাতিলক' ও 'প্রপঞ্চসার' প্রকাশ করিয়া) স্বর্গত হইলেন। সার জন উডরফ ও অটলবাবু 'চিদ্গগন-চন্দ্রিকা' প্রেসে দিয়াই মহাপ্রয়াণ করিলেন। বর্ত্তমান দ্বারবঙ্গেশ শ্রীযুক্ত কামেশ্বর সিংহ বাহাদুর অটলবাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বিভূপদ ঘোষ মহাশয়কে সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। শ্রীযুক্ত বিভূপদ বাবু অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত

হইয়া পূর্ব্বসঞ্চিত অর্থে শেষোক্ত তিনখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। এদিকে মহাসমরের রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। ইউরোপে পুস্তক বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল। সঞ্চিত অর্থও পুস্তক প্রকাশে নিঃশেষ হইয়া আসিল। তখন সম্পাদক মহাশয় একখানি ক্ষুদ্র-কলেবর তন্ত্র প্রকাশের ইচ্ছা করিলেন। সেই পুস্তকখানি হইতেছে —উমাপতি শিবাচার্য্য কৃত শৈব দার্শনিক গ্রন্থ **শতরত্ন-সংগ্রহ**। সমিতির সঞ্চিত অল্প অর্থে ২৮ পাউণ্ড উৎকৃষ্ট দেশী কাগজে এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইবে কিনা সন্দেহ ছিল; তৎসত্ত্বেও সম্পাদক মহাশয় সাহস করিয়া পুস্তকখানি প্রেসে দিলেন। ক্রমশঃ কাগজের মূল্য বাড়িয়া যাওয়ায় পুস্তক প্রকাশের আশা নাই দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় হতাশ হইয়া পড়িলেন। তখন সমিতির কতিপয় সুহৃদ্‌বর্গ বঙ্গানুবাদের সহিত বঙ্গাক্ষরে তন্ত্র প্রকাশের পরামর্শ দিলেন। আশা—বিদ্যানুরাগী বাঙ্গালী ধনীর ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তাহা হইলে সমিতি পূর্ব্বের মতই নূতন নূতন গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বিদ্যানুরাগী পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবে। সম্পাদক মহাশয় তাঁহাদের এই শুভ পরামর্শ গ্রহণ করিয়া 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী' সম্পাদনের ভার আমার উপর অর্পণ করিলেন। আমি ইহাতে সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও সমিতির শুভেচ্ছায় অনুপ্রাণিত হইয়া ইহার অনুবাদ ও সম্পাদন কার্য্যে নিযুক্ত হই।

এই পুস্তকের কয়েক ফর্ম্মা মুদ্রিত হইতে না হইতেই কাগজ দুর্ম্মূল্য ত হইলই, দুষ্প্রাপ্যও হইয়া উঠিল। সম্পাদক মহাশয় মহাচিন্তায় পড়িলেন। যাহা হউক, ৺রাজরাজেশ্বরীর অপার অনুগ্রহে সেই সময়ে পুস্তক-বিক্রেতৃগণের নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগৃহীত হয়। সে অর্থে কোনরূপে 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী' ও 'শতরত্ন-সংগ্রহ' মুদ্রিত হয়।

এখন ইহার একটী ভূমিকা আবশ্যক। বর্ত্তমানকালে ভূমিকা না হইলে সম্পাদকের সম্পাদনা পূর্ণ হয় না। আধুনিক পাঠকগণও মনে করেন—ভূমিকা না হইলে গ্রন্থও পূর্ণাঙ্গ হয় না; কিন্তু আধুনিক যুগের ভূমিকা লেখা এ দুঃসময়ে আমার পক্ষে সম্ভব নহে। তাই সংক্ষেপে দুই চারিটী কথা বলিয়া এবারের মত আমার বক্তব্য শেষ করিব। আশা করি—দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা করিয়া সহৃদয় পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন। ইচ্ছা রহিল—যদি কখনও ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তবে সেই সময়ে ইহার একটী বিস্তৃত ভূমিকা লিখিয়া দিব।

শাস্ত্রে 'তন্ত্র' শব্দটী বহু অর্থে প্রযুক্ত হইলেও 'মন্ত্রশাস্ত্র' অভিপ্রায়ে উহা সমধিক প্রসিদ্ধ। 'তন্ত্র' বলিলে সাধারণতঃ আগম, নিগম, যামল প্রভৃতি শাস্ত্রই বুঝায়। পরবর্ত্তী কালের রচিত আগমশাস্ত্রের সংগ্রহ গ্রন্থগুলিও 'তন্ত্র' নামে অভিহিত হয়। আধুনিক

গবেষকগণ এই তন্ত্রশাস্ত্রকে অপ্রামাণিক বা আধুনিক বলিয়া প্রচার করিলেও (১) সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী প্রখ্যাত পূর্ব্বাচার্য্যগণ ইহাকে অপ্রামাণিক বা আধুনিক বলিতে সাহস ত করেনই নাই ; পরন্তু বহুভাবে উহার প্রামাণ্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন।

(১) ডক্টর শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় "ছদ্মবেশে দেবদেবী" নামক প্রবন্ধে (হরপ্রসাদ সম্বর্দ্ধন লেখমালার ২য় খণ্ডের ৩য় প্রবন্ধ) কালী, তারা প্রভৃতিকে বৌদ্ধ দেবতা বলিয়া সমর্থন করিতে যে সমস্ত কথার অবতারণা করিয়াছেন, তাহার সারাংশ এইরূপ :—

১। হিন্দুতন্ত্রে তারামূর্ত্তির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার অভাব। ২। হিন্দুগণ কর্ত্তৃক তারাধ্যানোক্ত 'পঞ্চমুদ্রা' শব্দের অপব্যাখ্যা ও বৌদ্ধগণের সমীচীন ব্যাখ্যা। ৩। হিন্দুতন্ত্রে একজটা নামের অর্থ নাই। ৪। অক্ষোভ্য শব্দের অপব্যাখ্যা এবং অক্ষোভ্যের তারার মস্তকে অবস্থিতির কারণ নির্ণয়ে হিন্দুগণের অসামর্থ্য ও বৌদ্ধগণের সামর্থ্য। ৫। বৌদ্ধ দেবতা একজটার অবান্তর মূর্ত্তি মহাচীনতারার সহিত হিন্দু তারার ঐক্য। ৬। বৌদ্ধ তারার পূর্ব্বে হিন্দুতারার অস্তিত্বে প্রমাণাভাব। ৭। বুদ্ধদেবের নিকট বশিষ্ঠের তারামন্ত্র লাভ। ৮। বৌদ্ধ সিদ্ধনাগার্জ্জুন কর্ত্তৃক তারা পূজার প্রচার।

আমরা বিনয়তোষ বাবুর এই যুক্তিগুলিকে অকাট্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। তাহার কারণ সংক্ষেপে বলিতেছি।

১। কাঃ—তন্ত্রসার-কার কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ পঞ্চমুদ্রা' পদের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা শব্দার্থমাত্র, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা নহে। ভগবান্ যাস্ক ত্রিবিধ ব্যাখ্যার রীতি দেখাইয়া অযোগ্যের নিকট বিদ্যাদান ও বিদ্যার রহস্যোদ্ঘাটন নিষেধ করিয়াছেন—"বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি। অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায় ন মা ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যাম্॥" (নিরুক্ত ১১২ পৃঃ) সমস্ত তন্ত্রেও এই বিদ্যাগুপ্তি বিহিত হইয়াছে—"দেবাগ্নিগুরুভক্তায় নিত্যং ভক্তিযুতায় চ। প্রদাতব্যমিদং শাস্ত্রং নেতরেভ্যঃ প্রদাপযেৎ॥ গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং গুহ্যমূহনীয়ং প্রযত্নতঃ। নাশিষ্যায় প্রদাতব্যং নাপুত্রায় কদাচন॥" (শতরত্নসংগ্রহোল্লেখনীধৃত 'সর্ব্বজ্ঞানোত্তর' বচন) তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের গুরুগণ উপযুক্ত শিষ্য ব্যতীত অন্যের নিকট কোন রহস্য প্রকাশ করেন না, ইহা আজও দেখা যায়। যাহা সম্প্রদায় পরম্পরায় রহস্যবিদ্যারূপে প্রচলিত, তাহা তাঁহারা গ্রন্থে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন নাই। এই জন্যই তাঁহারা 'একজটা' নামের রহস্য এবং অক্ষোভ্যের তারামস্তকে অবস্থিতির কারণও নির্ণয় করেন নাই। তোড়ল তন্ত্রে অক্ষোভ্যের যে অর্থ দেখা যায়, উহা রহস্য বিদ্যা নহে। সুতরাং রহস্য প্রকাশ না করাটা অজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। বিশেষ তোড়ল তন্ত্রের অক্ষোভ্য এবং তারার মস্তকস্থিত অক্ষোভ্য কি এক ?

২। কাঃ—মুদ্রা শব্দের কপাল অর্থ অন্যত্র প্রসিদ্ধ না হইলে তন্ত্রে কি উহা প্রযুক্ত হইতে পারে না? বৌদ্ধ শাস্ত্রে যে যে অর্থে যে যে শব্দের ব্যবহার আছে, সে অর্থে সে শব্দের ব্যবহার কি সর্ব্ববাদি-সম্মত? আমরা ত জানি—তন্ত্রের এমন কতকগুলি বিশেষ শব্দ আছে, যাহা অন্যত্র নাই। অথচ অন্য শাস্ত্রকারগণ তাহার সমর্থন করিয়াছেন। এখানে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ধ্যানোক্ত শব্দের কোন প্রাধান্য নাই, অর্থেরই প্রাধান্য। কপাল পঞ্চক ভূষিত তারাই যখন হিন্দুর উপাস্য, তখন মুদ্রাশব্দের কপাল অর্থ প্রসিদ্ধ না হইলেও

এখানে সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্যই কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ 'তন্ত্রচূড়ামণি' ও শঙ্করাচার্য্যের উক্তি দ্বারা স্বকৃত অর্থের সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ চিহ্নার্থক বা অলঙ্কারার্থক মুদ্রা শব্দের ঐরূপ অর্থ অসমীচীন বলা যায় না। কারণ কালী, তারা প্রভৃতির মুণ্ডমালা, পঞ্চমুদ্রা প্রভৃতিই অলঙ্কার।

বৌদ্ধগণ মুদ্রা শব্দের যে ব্যাখ্যা ("কণ্ঠিকা রুচক বত্নকুণ্ডলং ভস্ম সূত্রকম্। ষট্ বৈ পারমিতা এতা মুদ্রারূপেণ যোজিতাঃ॥"—সাধনমালা) করিয়াছেন, তাহা তারার ধ্যানে বা মূর্ত্তিতে দেখা যায় কি? বিনয়তোষ বাবুর মতে বৌদ্ধ তারা এবং হিন্দু তারার ধ্যান ও মূর্ত্তি এক। অহিংসা ধর্ম্মাবলম্বী বৌদ্ধগণের নরাস্থি দ্বারা মুদ্রা নির্ম্মাণ পরানুকরণের পরিচায়ক নহে কি? দেবদেবীর পূজা—দেবদেবীর মূর্ত্তিতে নরাস্থির ব্যবহার বেদ ও আগমে দেখা যায়। বুদ্ধের রচিত কোন শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ আছে কি? আমরা জানি বুদ্ধের রচিত কোনই শাস্ত্র নাই। বুদ্ধের দেহ-ত্যাগের বহুকাল পরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধঃপতনের প্রারম্ভে বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক যে কতকগুলি তন্ত্র রচিত হইয়াছিল, তাহা হিন্দুতন্ত্রেরই নকল। বৌদ্ধ তন্ত্রে কি ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না?

আরও এক কথা—হিন্দুগণ বৌদ্ধের দেবী লইলেন, দেবীর মন্ত্র লইলেন। আসল মূর্ত্তির রহস্যটা কি জানিয়া লইতে ভুলিয়া গেলেন? আর যিনি দিলেন, তিনিও কি তাঁহাদেরই মত বিস্মরণশীল? আমরা কিন্তু ঐ কথা বিশ্বাসই করি না। বেদবিরুদ্ধ শাস্ত্র ও আচার ব্যবহারকে—এমন কি ঋষির নিজস্ব মতকে যাঁহারা অপ্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেন না, যাঁহারা বৌদ্ধ মতের আচার-ব্যবহারের খণ্ডনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহাদের বৌদ্ধগণের নিকট দেবদেবী ও মন্ত্রের গ্রহণ সম্ভব কিনা, সুধীগণ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন। ধরিয়া লওয়া গেল—বৌদ্ধগণের ব্যাখ্যাই সমীচীন, কিন্তু তাহাতে তারা বৌদ্ধ হইয়া যাইবেন কেন? একজন কোন বিষয়ের সুন্দর ব্যাখ্যা করিলেই কি তাহা তাহার নিজস্ব হইয়া যাইবে? আর বৌদ্ধগণ কি তারার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা' দেখাইয়াছেন? বিনয়তোষ বাবু একজটার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দেখান নাই।

৩। কাঃ—একজটা শব্দের আধ্যাত্মিক অর্থ অন্যের নিকট অপ্রকাশ্য, সহজ অর্থ কাহারও অজ্ঞাত নহে, সুতরাং উহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

৪। কাঃ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি দেবতাবয়বের সন্নিবেশ রহস্য সাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে। একমাত্র গুরুর নিকটই শিষ্য ইহার রহস্য জানিতে পারেন। অধিদৈব পক্ষের অধ্যাত্মমাত্রে তাৎপর্য্য নিরূপিত হইলে অধিদৈবে অর্থাৎ দেবোপাসনাদিতে লোকের অশ্রদ্ধা হইতে পারে; এজন্যও ইহার রহস্য প্রকাশ অকর্ত্তব্য। পরন্তু অক্ষোভ্য শিব যে কেবল তারার মাথায় থাকেন, তাহা নহে; পায়ের তলায়ও থাকেন। বৌদ্ধমূর্ত্তি শাস্ত্রে ইহার রহস্য কি? বিনয়তোষ বাবু তাহা দেখান নাই। বৌদ্ধ মূর্ত্তিশাস্ত্রমতে তারার মস্তকে ধ্যানিবুদ্ধ অক্ষোভ্যের স্থিতির ন্যায় বৌদ্ধ দেবতা কালী সরস্বতী প্রভৃতির মূর্ত্তিতেও তাহা দেখা যায় কি? আমরা কিন্তু তাহা দেখি না। হিন্দুগণ তারার মস্তকে অক্ষোভ্যকে রাখিলেন, অন্য কোন মূর্ত্তিতে রাখিলেন না, ইহারও কোন সন্তোষজনক কারণ পাওয়া যায় না।

৫। কাঃ—বৌদ্ধ দেবতা একজটার সহিত হিন্দু তারার ঐক্য থাকিলেই যে, তারা বৌদ্ধ হইবেন, ইহা কোন যুক্তি নহে। হিন্দুর তারাকে বৌদ্ধগণ নিজের বলিয়া চালাইতে

শৈবাচার্য্য নারায়ণকণ্ঠ 'মৃগেন্দ্র সংহিতার' টীকায় আগমগুলির বেদবৎ প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন (২)। 'মনুসংহিতা'র টীকাকার কুল্লুক ভট্ট তন্ত্রকে শ্রুতি বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন (৩)। প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট 'ন্যায়মঞ্জরী'তে (২৪১ পৃঃ) বহু যুক্তিদ্বারা আগমের প্রামাণ্য স্থাপন করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে কেবল তন্ত্রের প্রামাণ্য স্থাপনের জন্যও বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। যাঁহারা সেই সমস্ত গ্রন্থের তাৎপর্য্য অবগত আছেন,

---

পারেন না কি? বৌদ্ধ দেবতা একজটার পূর্ব্বে হিন্দু তারার অস্তিত্ব প্রমাণিত না হইলে ইহা বলা যায় বটে, কিন্তু অদ্যাপি তাহা প্রমাণিত হয় নাই।

৬। কাঃ—বিনয়তোষ বাবুর মতে তারা সম্বন্ধীয় তন্ত্রগুলি সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে বা তাহারও পরে রচিত। কারণ সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিদ্ধনাগার্জ্জুন যখন একজটা পূজার প্রবর্ত্তক, তখন তারা তাহার পূর্ব্বে হইতে পারেন না। কিন্তু তিনিই আবার 'ভৈরব-তন্ত্র'কে পুরাতন বলিয়াছেন। অবশ্য কত পুরাতন তাহা বলেন নাই। আমরা কিন্তু উহাকে অতি প্রাচীন বলিয়া জানি। উমাপতি শিবাচার্য্য যে কামিকাদি ২২ খানি তন্ত্র অবলম্বনে 'শতরত্ন-সংগ্রহ' রচনা করেন, (সদ্যোজ্যোতিঃপাদ প্রভৃতি এই গ্রন্থের টীকাকার) সেই কামিকাগমে উহার উল্লেখ আছে। ষষ্ঠ শতকের বরাহমিহিরের 'বৃহৎ-সংহিতা'য় কামিক, কিরণ প্রভৃতি আগমের শিল্পবিদ্যা গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং উহা যে সপ্তম শতাব্দীর বহু পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা নিঃসন্দেহ। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ তারা দেবীর পূজাপদ্ধতি যখন ভৈরবতন্ত্রানুসারে রচনা করিয়াছেন, তখন ইহাতে কি তারাপূজার প্রাচীনত্ব সমর্থিত হয় না? এ সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

৭। কাঃ—হিন্দুতন্ত্রে বৌদ্ধের নিকট বশিষ্ঠের তারামন্ত্র গ্রহণের কথার উল্লেখ থাকিলেও ইহাকে আমরা প্রক্ষিপ্ত মনে করি। ইহা বৌদ্ধগণের ককীর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। এইরূপ প্রক্ষিপ্ততার পরিচয় বৌদ্ধগ্রন্থ 'লঙ্কাবতারসূত্রে'ও (দশাননকে রাবণকে তত্ত্বোপদেশ দানের জন্য লঙ্কায় বুদ্ধের গমন প্রভৃতি) পাওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে ভগবান্ বশিষ্ঠের যে পরিচয় পাই, তাহাতে বুদ্ধের নিকট বশিষ্ঠের মন্ত্রগ্রহণ একেবারে অবিশ্বাস্য।

৮। কাঃ—বিনয়তোষ বাবু বলিয়াছেন—সিদ্ধনাগার্জ্জুন ভোটদেশ হইতে তারা সাধনা উদ্ধার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অনার্য্য ভোটদেশে প্রথম তারা পূজার প্রবর্ত্তক কে, বিনয়তোষ বাবু তাহা দেখাইতে পারিলে তাঁহার কথা দৃঢ় হইত। ইহা কি হইতে পারে না যে—হিন্দুর তারাই ভোটদেশে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছিল, পরে নাগার্জ্জুন বৌদ্ধগণের মধ্যে তাহা প্রচার করেন। আমরা কিন্তু তাহাই বিশ্বাস করি। পরবর্ত্তী কালে বহু বৌদ্ধ হীনপ্রভ হওয়ায় অন্য কোন সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিতে না পারিয়া তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কি এরূপ কথা বলেন নাই? এই সমস্ত কারণে বিনয়তোষ বাবুর যুক্তিগুলি সন্তোষজনক না হওয়ায় তাঁহার মত সমর্থন করা যায় না।

(২) মৃগেন্দ্র-সংহিতার উপোদ্ঘাত প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

(৩) "শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।" —মনুসংহিতা ২অঃ ১ম শ্লোক টীকা।

তাঁহাদের নিকট 'তন্ত্র' অপ্রমাণ নহে। বিশেষতঃ তন্ত্রোক্ত কার্য্যের প্রত্যক্ষ ফল উহার প্রামাণ্যকে দৃঢ়তর করিয়াছে। মহর্ষি গৌতমের ন্যায়-সূত্রেও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ সেই তন্ত্রোক্ত মন্ত্রের কথা দেখা যায়। এখন সেই কথাই বলিব।

ন্যায়-দর্শনের রচয়িতা মহর্ষি গৌতম বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে বলিয়াছেন— "মন্ত্রায়ুর্ব্বেদ-প্রামাণ্যবচ্চ তৎপ্রামাণ্যমাপ্তপ্রামাণ্যাৎ" (ন্যায়সূত্র ২ অঃ ১ আঃ ৬৮ সূঃ)। যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন না, তাঁহারাও কিন্তু মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতেন। তাহা না হইলে মহর্ষি বেদপ্রামাণ্য সমর্থনে মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের প্রামাণ্যকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিতেন না। বিষ, ভূত ও অনাবৃষ্টির নিবারক—পশু, পুত্র ও গ্রামাদির প্রাপ্তিকারক মন্ত্র দ্বারা যে বিষাদির নিবৃত্তি হয়, পশু, পুত্র ও গ্রামাদির প্রাপ্তি হয়, ইহা অস্বীকার করা যায় না। 'ন্যায়মঞ্জরী'র রচয়িতা জয়ন্তভট্টের পিতামহ 'সাংগ্রহণী' নামক যাগ সমাপ্ত করিয়াই গৌরমূলক নামে এক গ্রাম পাইয়াছিলেন। ইহা জয়ন্তভট্ট কৃত ন্যায়মঞ্জরীতে অবগত হওয়া যায় (চৌখাম্বা মুদ্রিত ন্যায়মঞ্জরী ৩৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। যে আয়ুর্ব্বেদের ঔষধ সেবনে দুরারোগ্য ব্যাধির নিবৃত্তি হয়, সেই আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও বহুবিধ মন্ত্রের প্রয়োগ বিধি দেখা যায়। সুতরাং মন্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদের অলৌকিক শক্তির প্রভাব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ বলিয়া উহার প্রামাণ্য সকলেরই স্বীকৃত। মন্ত্রের এই অলৌকিক শক্তির বহু কথা বেদ, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বহুভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

বেদবিদ্বেষী দার্শনিক বৌদ্ধগণের অসাধারণ প্রতিভা যখন ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিতেছিল, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি জনসাধারণের অনাস্থার ভাব যখন বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন তাঁহাদেরই এক সম্প্রদায় কাষ্ঠপাষাণাদি নির্ম্মিত প্রতিমার কথোপকথন, পাষাণ বিদারণ প্রভৃতি নানাবিধ বিস্ময়কর কুহক দেখাইয়া অশিক্ষিত জন-সাধারণকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে আকৃষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা আমরা আচার্য্য উদয়নের 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারি (৪)। আমরা এই বিস্ময়কর কার্য্যগুলিকে আগম নিগমাদি তন্ত্রোক্ত মন্ত্রোপাসনারই ফল বলিয়া মনে করি। আমাদের বিশ্বাস—তন্ত্রোক্ত কার্য্যের প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ আত্মরক্ষার জন্য তন্ত্রোক্ত সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিল এবং পরে তাহারা স্বভাবসিদ্ধ অনুকরণপ্রিয়তার বশে যে সমস্ত তন্ত্র রচনা করিয়াছিল, সেগুলি "বৌদ্ধতন্ত্র" নামে অভিহিত হয়। যাহা হউক, মন্ত্রের অপপ্রয়োগে তাহার সেই অলৌকিক প্রভাব ম্লান হইয়া গেলেও একেবারে যে লুপ্ত

---

(৪) "আদিত্যস্তম্ভনং পাষাণপাটনং শাখাভঙ্গো ভূতাবেশঃ প্রতিমাজল্পনং ধাতুবাদ ইত্যাদি-ধন্ধনাং কুহকবঞ্চিতাঃ।" —ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ ২ স্তবক ৩ শ্লোক।

হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহ। আজও বহু মন্ত্রসিদ্ধ (৫) যোগী সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া মানুষ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যায়।

মহর্ষি গৌতম যে বেদোক্ত মন্ত্রকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় না। পরন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঐ মন্ত্র বেদ হইতে পৃথক্। মন্ত্র প্রামাণ্যের দৃষ্টান্তে সমগ্র বেদের প্রামাণ্য যখন অনুমেয়, তখন বেদবহির্ভূত প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ আগম-নিগমোক্ত তান্ত্রিক মন্ত্রই এখানে মহর্ষির অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যায়। বস্তুতঃ বেদে যেরূপ বহুবিধ মন্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়; শিবপ্রোক্ত কামিকাদি (৬) অষ্টাবিংশতি আগম এবং নিগমাদিতেও সেইরূপ বহুবিধ মন্ত্রের প্রয়োগ দেখা যায়। এই আগম ও নিগমাদি তন্ত্রোক্ত মন্ত্র 'তান্ত্রিক মন্ত্র' নামে অভিহিত হয়।

(৫) কেবল মন্ত্রের দ্বারা সিদ্ধি লাভের কথা পতঞ্জলির যোগদর্শনেও ("জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ"—কৈবল্যপাদ ১ম সূত্র) দেখিতে পাওয়া যায়। "স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসংপ্রয়োগঃ" (সাধনপাদ ৪৪ সূত্র)—এই সূত্রের ভাষ্যেও মন্ত্রের দ্বারা ইষ্টদেবতার সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত সমর্থিত হইয়াছে।

(৬) (১) কামিক (২) যোগজ (৩) চিন্ত্য (৪) কারণ (৫) অজিত (৬) দীপ্ত (৭) সূক্ষ্ম (৮) সহস্র (৯) অংশুমৎ (১০) সুপ্রভেদ (১১) বিজয় (১২) নিশ্বাস (১৩) স্বায়ম্ভুব (১৪) অনল (১৫) রৌরব (১৬) বীর (১৭) মুকুট (১৮) বিজয় (১৯) চন্দ্রসংহিত (২০) মুখবিম্ব (২১) প্রোদ্গীত (২২) ললিত (২৩) সিদ্ধ (২৪) সন্তান (২৫) শার্ব্বোক্ত (২৬) বাতুল (২৭) কিরণ (২৮) পারমেশ্বর—এই আটাইশ খানি তন্ত্র শিবমুখনিঃসৃত মূল আগম। 'শৈবাগমানুক্রমণিকা'য় এই অষ্টাবিংশতি আগমের উৎপত্তি এইরূপ বর্ণিত আছে—

কামিকং যোগজং চিন্ত্যং কারণং ত্বজিতং তথা। পঞ্চতন্ত্রা ইমে জ্ঞেয়াঃ সদ্যোজাতমুখোদ্ভবাঃ॥ ১॥ দীপ্তং সূক্ষ্মং সহস্রং চ অংশুমৎ সুপ্রভেদকম্। পঞ্চ তন্ত্রা ইমে প্রোক্তা বামদেবমুখোদ্ভবাঃ॥ ২॥ বিজয়ং চৈব নিঃশ্বাসং স্বায়ম্ভুবমথানলম্। রৌরবঞ্চ ত্বিমে পঞ্চ অঘোরমুখসংভবাঃ॥ ৩॥ বীরং চ মুকুটং চৈব বিজয়ং চন্দ্রসং(জ্ঞিক)হিতম্। মুখবিম্বঞ্চ পঞ্চৈতে পুরুষাস্য-সমুদ্ভবাঃ॥৪॥ প্রোদ্গীতং ললিতং চৈব সিদ্ধং সন্তানসংজ্ঞকম্। শার্ব্বোক্তং বাতুলং তন্ত্রং কিরণং পারমেশ্বরম্। অষ্টৌ তন্ত্রা ইমে জ্ঞেয়া ঈশানমুখ-সম্ভবাঃ॥ ৫॥

শিবশক্তি পার্ব্বতীর মুখনিঃসৃত তন্ত্রগুলি "নিগম" নামে অভিহিত হয়। কামিকাদি আগমে তন্ত্রের বহু প্রকার ভেদ বর্ণিত আছে এবং সেইগুলি যে শিব প্রোক্ত, তাহাও বর্ণিত হইয়াছে। 'শতরত্নসংগ্রহের' টীকায় কামিকাগমের ক্রিয়াপাদের সেই উদ্ধৃত বচনগুলি এই:—

"তথৈব মন্ত্রতন্ত্রাখ্যং সদাশিবমুখোদ্ভবম্।
সিদ্ধান্তং গারুড়ং বামং ভূততন্ত্রং চ ভৈরবম্॥
ঊর্দ্ধপূর্ব্বকুবেরাপ্য-যাম্যবক্ত্রাৎ যথাক্রমম্॥"

এখানে প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বক্তব্য যে—'বৈদিক মন্ত্র' অর্থে মন্ত্র শব্দের বহু প্রয়োগ থাকিলেও 'তান্ত্রিক মন্ত্র' অর্থে উহার প্রয়োগ অপ্রসিদ্ধ নহে। বিশেষতঃ 'মন্ত্রশাস্ত্র' বলিলে একমাত্র তন্ত্রকেই বুঝায়। আরও কথা—তন্ত্রোক্ত বহু দেবদেবীর গায়ত্রী বেদোক্ত দেবদেবীর গায়ত্রী ও মন্ত্রের অনুরূপ (৭)। সুতরাং তান্ত্রিক মন্ত্র অপ্রসিদ্ধ বা অপ্রামাণিক নহে এবং মনুষ্য কর্ত্তৃকও রচিত নহে। উহা অপ্রসিদ্ধ বা অপ্রামাণিক হইলে 'বিষ্ণুসংহিতা,' 'বোধায়ন-সংহিতা' ও 'শ্রীমদ্‌ভাগবত' প্রভৃতি পুরাণে যে আগমোক্ত বিধানে স্ত্রী শূদ্রাদির পূজা বিহিত হইয়াছে, তাহা কোনরূপেই সঙ্গত হইত না (৮) এবং মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুক ভট্টও তন্ত্রকে শ্রুতি বলিয়া সমর্থন করিতেন না। আর শিব বা মহাদেব নামক কোন মনুষ্য কর্ত্তৃক পরবর্ত্তীকালে উহা রচিত হইলে সমগ্র ভারতের বৈদিক ও তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ অদ্যাবধি উহাকে নির্ব্বিবাদে মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়া কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইতেন না। বিশেষ উহার সেই রচয়িতা মনুষ্যের স্মরণ থাকিত; কিন্তু অদ্যাপি

---

(৭) নৃসিংহতাপনী, রামতাপনী, নারায়ণোপনিষদ, মৈত্রায়ণীসংহিতা প্রভৃতিতে যে সমস্ত দেবদেবীর গায়ত্রী ও বীজমন্ত্র দেখা যায়, সেই সমস্ত গায়ত্রী বা মন্ত্র সেই সেই দেবতার উপাসনাতেই আবশ্যক হইত, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ঐ উপাসনা বেদের অন্যান্য উপাসনা হইতে স্বতন্ত্র হইলেও তান্ত্রিক উপাসনার অনুরূপ। এই জন্য অনেকে মনে করেন- তান্ত্রিক উপাসনার মূলসূত্রগুলি বেদ হইতেও আবির্ভূত। রাঘবভট্ট, ভাস্কর রায় প্রভৃতি প্রখ্যাত তান্ত্রিকাচার্য্যগণ বোধ হয় এই কারণেই মনুষ্য রচিত তন্ত্রকে বেদমূলক স্মৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতেও দেখা যায়—"যানীহাগমশাস্ত্রাণি যাশ্চ কাশ্চিৎ প্রবৃত্তয়ঃ। তানি বেদং পুরস্কৃত্য প্রবৃত্তানি যথাক্রমম্।" (—অনুশা পং ১২২ অঃ ৪ শ্লোঃ) কামিকাগমেও উক্ত হইয়াছে—

"লৌকিকং বৈদিকং চৈব তথাধ্যাত্মিকমেব চ। অতিমার্গঞ্চ মন্ত্রাখ্যং তন্ত্রভেদমনেকধা॥
সদ্যোবামমহাঘোরপুরুষেশানমূর্দ্ধয়ঃ। প্রত্যেকং পঞ্চবক্ত্রাঃ স্যুঃ স্রুক্তং লৌকিকাদিকম্॥"

—শতরত্নসংগ্রহোল্লেখনী ধৃত, কামিকাগম বচন

(৮) "আগমোক্তেন মার্গেণ স্ত্রীশূদ্রৈরপি পূজনম্॥
কর্ত্তব্যং শ্রদ্ধয়া বিষ্ণোঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়কম্॥"

— বীরমিত্রোদয় পূজাপ্রকাশধৃত বিষ্ণুবচন।

"শূদ্রাণাং চৈব ভবতি নাম্না বৈ দেবতার্চ্চনম্।
সর্ব্বে চাগমমার্গেণ কুর্য্যুর্বেদানুসারিণা॥"

— বীরমিত্রোদয় পূজাপ্রকাশধৃত বোধায়ন বচন।

এই বচনে 'বেদানুসারিণা' এই বিশেষণ প্রদত্ত হওয়ায় বুঝা যায়, তৎকালে বেদ পরিপন্থী আগমোপাসনাও প্রচলিত ছিল, তাহাকে নিষেধ করিবার জন্য এই বিশেষণটী প্রদত্ত হইয়াছে।

"বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।"—ভাগবত ১১।২৭।৭

কেহ উহার রচয়িতার নাম প্রমাণিত করেন নাই। পরন্তু স্বয়ং শিব যে কৌশিক কশ্যপ, ভরদ্বাজ, অত্রি ও গৌতম—এই পাঁচজন ঋষিকে আগমোক্ত মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় (১)। এই পাঁচ জন ঋষিই আদি শৈব নামে প্রসিদ্ধ। বৈদিক ভারতে তাঁহারাই তান্ত্রিক সাধনার প্রথম প্রবর্ত্তক ও প্রচারক। কালপ্রভাবে বহু ব্যয়সাধ্য কষ্টকর বৈদিক কর্ম্মে মানুষের যখন আলস্য দেখা দিল, তখন তাঁহারাই তান্ত্রিক সাধনার বিভিন্ন পথ দেখাইয়া উচ্ছৃঙ্খল মানুষকে সুশৃঙ্খলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় ও পরিপুষ্টি হয়। মানুষের সামর্থ্য ও অধিকারের ভেদে এই সম্প্রদায় কালক্রমে শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্যাদিভেদে বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে।

সমস্ত সম্প্রদায়ে বিদ্যালাভের প্রথম সোপান দীক্ষা। আয়ুর্ব্বেদও বিদ্যাগ্রহণে দীক্ষার উপদেশ দিয়াছেন। (সুশ্রুত ২য় অঃ দ্রষ্টব্য)। গুরুর নিকট দীক্ষিত না হইলে শিষ্য বিদ্যাগ্রহণে ও সাধনায় অধিকারী হয় না। এই দীক্ষা গ্রহণের জন্য শিষ্যকে যে সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, তাহাতে গুরু, শিষ্যের চরিত্র সামর্থ্য ও অধিকার বুঝিতে পারিতেন এবং তদনুসারে তাহাকে বিদ্যাদান করিতেন। দীক্ষিত শিষ্য গুরুর অন্তেবাসী হইয়া সাধনার রীতি-নীতিগুলি শিক্ষা করিতেন। কিন্তু কালপ্রভাবে গুরুর অন্তেবাসী হইয়া থাকা যখন কষ্টকর হইয়া উঠিল, মানুষের বুদ্ধি প্রতিভা যখন কমিয়া যাইতে লাগিল, তখন তাঁহারা গুরু পরম্পরা প্রাপ্ত সাধনার খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে স্মরণ রাখিবার জন্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইহা হইতেই 'সংগ্রহ' গ্রন্থের সৃষ্টি হয়। শ্রৌতসূত্র যেমন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৈদিক কর্ম্মকলাপকে, গৃহ্যসূত্র যেমন স্মার্ত্ত কর্ম্মসমূহকে একত্র করিয়া অনুষ্ঠানের ক্রম দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহা না হইলে যেমন বৈদিক বা স্মার্ত্ত অনুষ্ঠান চলিতে পারে না। তদ্রূপ তান্ত্রিক 'সংগ্রহ' গ্রন্থ না হইলে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানও চলিতে পারে না। সমস্ত আগমের রহস্যজ্ঞ কর্ম্মনিপুণ সাধকের নিকট 'সংগ্রহ' গ্রন্থের আবশ্যকতা না থাকিলেও অল্পজ্ঞ সাধকের নিকট উহা মহামূল্যবান্। সুতরাং তান্ত্রিক সাধনার আরম্ভ হইতেই শ্রৌতসূত্রের ন্যায় তান্ত্রিক 'সংগ্রহ' গ্রন্থ প্রচলিত ছিল। পরবর্ত্তীকালে মানুষের বুদ্ধি, মেধা, প্রতিভা যেমন ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়াছে; বিভিন্ন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে

(১) কৌশিকঃ কশ্যপশ্চৈব ভরদ্বাজোঽত্রিরেব চ ;
গৌতমশ্চেতি পঞ্চৈতে পঞ্চবক্ত্রেণ দীক্ষিতাঃ — শৈবলক্ষণ।

কিরণতন্ত্রে এবং কামিকাগমের ক্রিয়াপাদে আগম বিস্তার পরম্পরা বিচয় অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পাঠকগণ শক্তরত্নসংগ্রহের দশম পৃষ্ঠায় কিরণতন্ত্রের সেই বচনগুলি দেখিতে পাইবেন

'সংগ্রহ গ্রন্থ'ও সেইরূপ বহু রচিত হইয়াছে। সেই সমস্ত সংগ্রহগ্রন্থে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অল্পবিস্তর দার্শনিক মতেরও আলোচনা আছে। শৈবাগম শাক্তাগম প্রভৃতিতে ঐসমস্ত দার্শনিক মত বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বেদেও এই সমস্ত দার্শনিক মতের আলোচনা দেখা যায়।* "শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী" অন্যতম সংগ্রহ গ্রন্থ হইলেও উহাতে কিন্তু দার্শনিক মতের কোন আলোচনা নাই। গ্রন্থকার ব্রহ্মানন্দ গিরি কেবল শক্তি সাধনার খুঁটিনাটী বিষয়গুলি নানাতন্ত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহাতে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। এজন্য উহা শাক্ত সম্প্রদায়ে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে।

কালপ্রভাবে আজ তান্ত্রিক সম্প্রদায় লুপ্তপ্রায়; বিশেষ বাংলায় তান্ত্রিক সম্প্রদায় নাই বলিলেও চলে। এখনও যে দুই চারিজন কর্ম্মকুশল সাম্প্রদায়িক রহস্যবিৎ গুরু আছেন, তাঁহাদের অভাবে তন্ত্রের রহস্য—সাধনার রহস্য জানিতে হইলে এ জাতীয় সংগ্রহ গ্রন্থই তখন একমাত্র অবলম্বন হইবে। সম্প্রদায় লুপ্ত হইলে একমাত্র গ্রন্থই সেই লুপ্ত সম্প্রদায় পুনরুদ্ধার করিতে পারে। কাশ্মীর শৈব সম্প্রদায়ের 'শিবসূত্র' ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সম্প্রদায় যখন রহিল না, দেশবাসী যখন তাহার রক্ষায় উদাসীন; তখন এই গ্রন্থগুলিকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করা দেশবাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে ভারতীয় সভ্যতা ও জাতীয়তা ধরাপৃষ্ঠ হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে—পরমপূজ্যপাদ দণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ নির্ম্মলানন্দ তীর্থ মহারাজ (ইনি এখন কোন্নগর 'ওঙ্কার মঠে' অবস্থান করেন)

* সম্প্রতি আমরা যে সমস্ত বিভিন্ন শাক্ত মত দেখিতে পাই; সে সমস্ত মত বেদেও দেখা যায়। অষ্টোত্তর শতোপনিষদের অন্তর্গত বহ্বৃচোপনিষৎ শাক্তমতের আলোচনায় পরিপূর্ণ। সম্প্রতি মান্দ্রাজ এডিয়ার লাইব্রেরী হইতে যে ২৬ খানি শাক্তোপনিষৎ মুদ্রিত হইয়াছে। তাহাতে বিভিন্ন শাক্ত সিদ্ধান্তের পরিচয় আছে। সুতরাং ঐ সমস্ত মত বৈদিক মত বলিয়াও প্রসিদ্ধ। কিন্তু দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী মহাশয় বেদান্ত সূত্রের প্রদীপ টীকায় লিখিয়াছেন যে, 'শিষ্টগণের অনমুমোদিত শাক্তমত খণ্ডনের (মেট্রোপলিটন প্রিন্টিং এণ্ড পাব্লিসিং হাউস প্রকাশিত বেদান্ত দর্শনের ৩৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য) অযোগ্য বলিয়া ব্যাসদেব উহার খণ্ডন করেন নাই'। শাক্তমত অবৈদিক বলিয়া খণ্ডনের অযোগ্য হইলে জৈন, বৌদ্ধাদির মতগুলিও খণ্ডনের অযোগ্য বলিতে হয়। আমরা কিন্তু জানি—বেদে বা উপনিষদে যে মত পূর্ব্বপক্ষ বা সিদ্ধান্তরূপে আলোচিত, তাহাই বৈদিক মত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই হিসাবে সমস্ত মতই বেদ হইতে আবির্ভূত বলা যায়। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের ১২২ অধ্যায়েও তাহাই বলা হইয়াছে। বিশেষ ব্যাসদেবের খণ্ডিত শৈব মত কি শাক্তমতের সম্পর্ক শূন্য? যাহা হউক, শাস্ত্রী মহাশয়ের এ কথার মর্ম্ম ঠিক বুঝা গেল না।

এই পুস্তকের মূলাংশের আগুন্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার সহায়তা না পাইলে এই পুস্তক সংশোধন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত।

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীর পাঁচটী সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কোন সংস্করণেই পুস্তকখানি আশানুরূপ সংশোধিত হয় নাই। আমি এই পুস্তকের সংশোধনে চারিখানি পুস্তকের সহায়তা লইয়াছি। প্রথম—(ক) চিহ্নিত প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী সম্পাদিত শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী। দ্বিতীয়—(খ) চিহ্নিত সংস্কৃত কলেজের হস্তলিখিত পুস্তক। তৃতীয় (গ) চিহ্নিত দণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ নির্ম্মলানন্দ তীর্থ মহারাজের সংশোধিত পুস্তক। চতুর্থ—আগমানুসন্ধান সমিতির সংগৃহীত হস্তলিখিত পুস্তক।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—আমি ইহার সম্পাদনে অযোগ্য ও অনধিকারী। স্বামীজীর সহায়তায় পুস্তকখানিকে বিশুদ্ধ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। সহৃদয় পাঠকবর্গ পূর্ব্ব প্রকাশিত যে কোন গ্রন্থের সহিত মিলাইয়া দেখিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। তথাপি মনে হইতেছে—ভুল ত্রুটি আছে, স্খলনও হইয়াছে। তাই ৺জগদম্বার নিকট করযোড়ে নিবেদন করি—

"দৈবাদ্ যদি ক্বচিদিহ স্খলনং তথাপি
নিস্তারকো ভবতু মে জগদন্তরাত্মা ॥"

১৩৪৯ বঙ্গাব্দ
জন্মাষ্টমী

শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী

সূচীপত্রম্

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী

প্রথমোল্লাসঃ

মঙ্গলাচরণম্

প্রণম্য প্রকৃতিং নিত্যাং পরমাত্মস্বরূপিণীম্।
তন্যতে ভুক্তিমুক্ত্যর্থং শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ॥ ১ ॥

প্রকৃতিশব্দার্থঃ

অথ কা প্রকৃতিঃ ? তথাহি—গুণত্রয়সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ। তথাচোক্তং যামলে—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণত্রয়মুদাহৃতম্।
সাম্যাবস্থিতিমেতেষামব্যক্তং প্রকৃতিং বিদুঃ ॥
সৈব মূলপ্রকৃতিঃ স্যাৎ প্রধানং পুরুষোঽপি চ।

অন্যত্রাপি—সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণানাং ত্রিতয়ং প্রিয়ে !।
যদা সা পরমা শক্তির্গুণাধিষ্ঠানমাচরেৎ।

অনুবাদঃ—পরমাত্মস্বরূপা নিত্যা প্রকৃতিকে প্রণাম করিয়া ভোগ ও মোক্ষ লাভের জন্য **শাক্তানন্দতরঙ্গিণী** রচিত হইতেছে ॥ ১ ॥

[প্রশ্ন] প্রকৃতি কি ? [উত্তর] সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা (১) প্রকৃতি। যামল তন্ত্রে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে। যথা—'সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই গুণত্রয় কথিত হইয়াছে। এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে (পণ্ডিতগণ) অব্যক্ত প্রকৃতি বলিয়া জানেন। উহাই মূল প্রকৃতি, প্রধান এবং পুরুষও' (২)। অন্য

(১) জীবের ভোগাদৃষ্টবশতঃ গুণত্রয়ের বৈষম্য বা ন্যূনাধিকভাব হইতেই জগতের সৃষ্টি হয়। ভোগাবসানে পুনরায় সৃষ্ট জগৎ নিজের উপাদান প্রকৃতিতে লীন হয়। তখন গুণত্রয়রূপ প্রকৃতি বৈষম্যভাব পরিত্যাগ করিয়া কেবল কারণরূপে অবস্থান করে। এই অবস্থাই গুণত্রয়ের অকার্য্যাবস্থা বা সাম্যাবস্থা।

(২) পরিণামবাদী শাক্ত সম্প্রদায়ের মতে সচ্চিদানন্দরূপ শিবের আনন্দাংশই বিমর্শ-

প্রকৃতিত্বং ভবেৎ তস্যাঃ পুরুষঃ স্যাৎ সদাশিবঃ ॥ ২ ॥

তন্ত্রেও কথিত হইয়াছে :—'হে প্রিয়ে! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—ইহা গুণত্রয়। যে কালে সেই পরমা শক্তি গুণত্রয়ের অধিষ্ঠান করেন, তখন তাঁহার প্রকৃতিত্ব হয় এবং পুরুষ (নির্গুণ শিব) সদাশিব হন'। (৩) ॥ ২ ॥

শক্তি নামে অভিহিত হয়। উহা বহ্নির দাহিকাশক্তির ন্যায় শিবেরই স্বাভাবিক শক্তি বলিয়া শিবের সহিত উহার কোনই ভেদ নাই। শাক্ত মতে যে ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, উহা এই বিমর্শ শক্তিরই পরিণাম। 'প্রপঞ্চসার' তন্ত্রের টীকাকার পদ্মপাদাচার্য্য শাক্তসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন :—"একৈব শক্তিঃ অন্তর্মুখতয়া বিকসন্তী বিদ্যাদিতত্ত্বরূপিণী বহির্মুখতয়া সঙ্কুচন্তী মায়াদিতত্ত্বরূপিণী" (আর্থার এভেলন প্রকাশিত প্রপঞ্চসার ২৮ পৃষ্ঠা) অর্থাৎ একই বিমর্শ শক্তির অন্তর্মুখ (দ্বৈতের অস্ফুরণ প্রযুক্ত স্বাধিষ্ঠান চিদ্রূপ-প্রবণ) পরিণাম হইতেই বিদ্যা, ঈশ্বর ও সদাশিব এবং সঙ্কুচিত বহির্মুখ পরিণাম হইতে মায়া প্রভৃতি তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। এই মতে উপাদান উপাদেয়ও অত্যন্ত অভিন্ন। কিন্তু কোন কোন স্থলে শিবের প্রাধান্য বিবক্ষায় শিবকে এবং কোন স্থলে শক্তির প্রাধান্য বিবক্ষায় শক্তিকে জগৎ কর্ত্তা বলা হইয়াছে। যেখানে কেবল শিবকে বা কেবল শক্তিকে জগৎকর্ত্তা বলা হইয়াছে, সেখানে শক্তিবিশিষ্ট শিবই জগৎকর্ত্তা বুঝিতে হইবে। কারণ কেবল শিব বা কেবল শক্তি কোন কিছুই করিতে পারেন না। ফল কথা—এই শক্তি শিবের সহিত অত্যন্ত অভিন্ন বলিয়া কখনও প্রকৃতিরূপে, কখনও বা পুরুষরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন। মহাকবি কালিদাস কুমার সম্ভবের দ্বিতীয় সর্গে শাক্তসিদ্ধান্তের এই কথা প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—

'ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনীম্।
তদ্দর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ" ॥

(৩) প্রাচীন কোন শৈব সম্প্রদায় পরমশিবের চিচ্ছক্তি ও অবিদ্যা শক্তি নামে দুইটী শক্তি স্বীকার করিতেন। চিচ্ছক্তি চিন্ময়, শিবস্বরূপ ও পরমার্থসৎ। অবিদ্যা শক্তি জড় ও অসৎ। পরম শিবের এই শক্তিদ্বয় পরস্পর মিলিত হইলে তাহা হইতে বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকাশ হয়। ত্রিগুণাত্মক অবিদ্যাশক্তির সহযোগে চিচ্ছক্তির যে সৃষ্টি প্রবণতা, তাহাই পরমা শক্তির গুণাধিষ্ঠান। কারণ এই মতে চিচ্ছক্তির সম্বন্ধ ব্যতিরেকে কেবল অবিদ্যা হইতে জগতের সৃষ্টি হয় না। সংক্ষেপশারীরককার সর্ব্বজ্ঞাত্ম মুনির কথা হইতে ইহা জানা যায়। তিনি বলিয়াছেন—

চিচ্ছক্তিঃ পরমেশ্বরস্য বিমলা চৈতন্যমেবোচ্যতে
সত্যোবাঽস্য জড়াঽপরা ভগবতঃ শক্তিস্ত্ববিদ্যোচ্যতে।
সংসর্গাচ্চ মিথস্তয়োর্ভগবতঃ শক্ত্যোর্জগজ্জায়তেঽ
সচ্ছক্ত্যা সবিকারয়া ভগবতশ্চিচ্ছক্তিরুদ্রিচ্যতে। —সংক্ষেপশারীরক ৩।২২৮

শৈবাচার্য্য অপ্পয় দীক্ষিত 'শিবাদ্বৈতনির্ণয়ে' এই মতের সূচনা করিতে বলিয়াছেন—"এবং পরমেশ্বরস্য চিচ্ছক্তিসদ্ভাবঃ তস্যাঃ পরমেশ্বরাভিন্নত্বং তথাত্বেঽপি তস্যা গুণধর্ম্মত্বমিতি" (শিবাদ্বৈতনির্ণয়ঃ ৬১ পৃষ্ঠা)।

নিত্যাশব্দার্থঃ

নিত্যাশব্দার্থমাহ শক্তিযামলে—

ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাং ভবো যস্যা নিজেচ্ছয়া।
পুনঃ প্রলীয়তে যস্যাং নিত্যা সা পরিকীৰ্ত্তিতা ॥ ৩ ॥

পরমাত্মশব্দার্থঃ

পরমশ্চাসৌ আত্মা চেতি পরমাত্মা, উৎকৃষ্ট আত্মা ইত্যর্থঃ। উৎকৃষ্টত্বঞ্চ স্বেচ্ছয়া ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদি-শরীরোৎপাদক(নবত্ত্ব)ত্বম্। অথবা তত্তদিন্দ্রিয়রহিতোঽপি তত্তদিন্দ্রিয়জন্য-প্রত্যক্ষাশ্রয়ঃ। তথাচ শ্রুতিঃ (শ্বেতাঃ ৩।১৯)—

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥

নিত্য-জ্ঞান-কৃত্যাশ্রয়ঃ পরমাত্মা। স চ লাঘবাৎ এক এব। ন চ

শক্তি-যামল তন্ত্রে নিত্যা শব্দের অর্থ বলিতেছেন:—'যাঁহার নিজের ইচ্ছায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদির উৎপত্তি এবং যাহাতে পুনরায় লয় হয়, তিনি নিত্যা নামে কীৰ্ত্তিত হন।' ॥ ৩ ॥

পরম যে আত্মা, তিনি পরমাত্মা অর্থাৎ পরমাত্ম-শব্দের অর্থ—উৎকৃষ্ট আত্মা। এই উৎকর্ষ হইতেছে সঙ্কল্পমাত্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদির শরীরের উৎপাদন কর্ত্তৃত্ব। অথবা (যিনি) চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রহিত হইয়াও ইন্দ্রিয়-জন্য প্রত্যক্ষের আশ্রয়, তিনি পরমাত্মা। শ্রুতি সেইরূপই বলিতেছেন:—'তিনি হস্ত-পদ রহিত হইয়া গমন ও গ্রহণ করেন, চক্ষুরহিত হইয়া দর্শন করেন, কর্ণরহিত হইয়া শ্রবণ করেন। তিনি জ্ঞাতব্য বিষয় জানেন, কিন্তু তাঁহার কেহ জ্ঞাতা নাই। তাঁহাকে আদি ও মহান্ পুরুষ বলে।'

পরমাত্মা নিত্য জ্ঞান ও নিত্য কৃতির আশ্রয়। লাঘববশতঃ (৪) তিনি

(৪) শক্তির পরিণাম হইতে বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকাশ হইলেও উহা কেবল শক্তির পরিণাম নহে; ইহা পূৰ্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বিশেষতঃ শক্তি ধর্ম্মরূপে ব্যবহৃত হয় বলিয়া তাহার আশ্রয় অবশ্য স্বীকার্য্য। শক্তির ঐ আশ্রয়ই পরমাত্মা। যে প্রমাণের দ্বারা পরমাত্মার সিদ্ধি হয়, লাঘব জ্ঞান থাকিলে ঐ প্রমাণ দ্বারাই তাঁহার একত্ব সিদ্ধি হইবে। পরমাত্মা দুই বা বহু হইলে সকলেরই ইচ্ছাশক্তি তুল্য বলিতে হইবে। অন্যথা কাহারও ইচ্ছাশক্তি ন্যূনবল হইলে তাঁহার ইচ্ছা ব্যাহত হইবে, অতএব তিনি পরমাত্মা হইতে পারেন না। কারণ পরমাত্মার ইচ্ছা

জন্য-জ্ঞান-কৃত্যাশ্রয়ো জীবাত্মা। স চানন্তঃ, মনুষ্য-পশু-পক্ষ্যাদিভেদাৎ। তথা শিব-বিষ্ণু-দুর্গাদীনাং শরীরভেদাৎ পরমাত্মা নানা এব অস্তু ইতি বাচ্যম্। ঘটাদ্যুপাধিভেদেনাকাশস্য নানাত্বভ্রমবৎ মনুষ্য-পশু-পক্ষ্যাদি-শরীরভেদেনাত্মনো ভিন্নত্বভ্রমাৎ, সুষুপ্তিপ্রলয়াদৌ শরীরনাশে আত্মন একত্বদর্শনাৎ। তথা ভক্তানুগ্রহায় গৃহীত-শরীরাণাং শিবাদি-দৈবতানাং নানাত্বেন তত্র নানাত্বভ্রমাৎ। নহি ভ্রমাদ্ বস্তুসিদ্ধিরিতি ॥ ৪ ॥

উল্লাস-বিষয়-নির্ণয়ঃ

অথ উল্লাসপ্রতিপাদ্যমাহ—

উল্লাসে প্রথমে বক্ষ্যে শরীরং কর্ম্মসম্ভবম্।
দীক্ষাং দ্বিতীয়ে বক্ষ্যামি তৃতীয়ে যোগনির্ণয়ম্ ॥
প্রাতঃকৃত্যং চতুর্থে তু আসনং পঞ্চমে তথা।
অন্তর্যাগবিধিং ষষ্ঠে নিত্যপূজাঞ্চ সপ্তমে ॥
বসৌ মালাবিধানন্তু নবমে জপলক্ষণম্।
মহাসেতুঞ্চ সেতুঞ্চ কুল্লুকাং দশমে তথা ॥

একই অর্থাৎ বহু নহেন। জীবাত্মা জন্য জ্ঞান ও জন্য কৃতির আশ্রয়। মনুষ্য, পশু, পক্ষি-প্রভৃতির ভেদবশতঃ সেই জীবাত্মা যেরূপ অনন্ত (অসংখ্য)। সেইরূপ শিব, বিষ্ণু ও দুর্গাদি বিগ্রহের ভেদবশতঃ পরমাত্মাও বহু হইবেন, ইহা বলা যায় না। কারণ ঘটাদিরূপ উপাধির ভেদবশতঃ আকাশের যেরূপ ভেদ ভ্রম হয়, সেইরূপ মনুষ্য, পশু, পক্ষ্যাদির শরীরের ভেদপ্রযুক্ত আত্মার নানাত্ব ভ্রম হইয়া থাকে। কারণ সুষুপ্তি বা প্রলয়ে শরীর বিনষ্ট হইলে আত্মার একত্ব বোধ হয়। আর ভক্তগণের অনুগ্রহের নিমিত্ত শিবাদি দেবতার গৃহীত-শরীরের অর্থাৎ শিবদুর্গাদি বিগ্রহের ভেদ-প্রযুক্ত সেই এক পরমাত্মাতে ভেদ ভ্রম হইয়া থাকে। ভ্রম প্রযুক্ত বস্তুর সিদ্ধি হয় না ॥ ৪ ॥

প্রথম উল্লাসে কর্ম্ম (ধর্ম্মাধর্ম্ম) জনিত শরীর, দ্বিতীয় উল্লাসে দীক্ষা, তৃতীয় উল্লাসে যোগনির্ণয়, চতুর্থ উল্লাসে প্রাতঃকৃত্য, পঞ্চম উল্লাসে আসন নিয়ম,

অব্যাহতি। তুল্য ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট দুই বা বহু পরমাত্মা স্বীকার করিলে যুগপৎ বিরুদ্ধ ইচ্ছার উদ্ভব হইলে কাহারই ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না। বিশেষতঃ বহু পরমাত্মা স্বীকার করিলে সংখ্যা-নিয়মের কোন কারণ না থাকায় অসংখ্য পরমাত্মার কল্পনা করিতে হয়। তদপেক্ষা এক পরমাত্মার কল্পনায় লাঘব। এইরূপ জ্ঞানই লাঘব জ্ঞান। উহা প্রমাণের সহায়মাত্র, নিজে কোন স্বতন্ত্র প্রমাণ নহে।

মুখস্য শোধনং রুদ্রে দ্বাদশে চ পুরস্ক্রিয়াম্ ।
সংস্কারং যন্ত্ররাজস্য বলিদানং ত্রয়োদশে ॥
ফলং চতুর্দ্দশে চৈব উপচারাদি-দানজম্ ।
নামস্মরণ-পূজাদিফলং পঞ্চদশে তথা ॥
কলৌ সংসর্গদোষাদি-প্রায়শ্চিত্তন্ত ষোড়শে ।
কুণ্ডং সপ্তদশে চৈব হোমঞ্চাষ্টাদশে তথা ॥
ততঃ সর্ব্বমঙ্গলাদি-নাম্নামর্থো নিরূপিতঃ ।
দুর্গাদেব্যাশ্চ মাহাত্মাং বিশেষেণ প্রদর্শিতম্ ॥
গুরুপাদরজো ধ্যাত্বা কৃত উল্লাসনির্ণয়ঃ ॥ ৫ ॥

শরীরোৎপত্তিক্রমঃ

জ্ঞানভাষ্যে— দেব্যুবাচ—

শরীরং কীদৃশং নাথ ! মুক্তির্বা কেন কর্ম্মণা ।
ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূহি মে শশিশেখর ! ॥

ঈশ্বর উবাচ—

শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি শরীরং কর্ম্মসম্ভবম্ ।
রজস্বলা যদা নারী বিশুদ্ধা পঞ্চমে দিনে ॥
পীড়িতা কামবাণেন ততঃ পুরুষমীহতে ।

ষষ্ঠ উল্লাসে অন্তর্যাগবিধি, সপ্তম উল্লাসে নিত্য পূজা, অষ্টম উল্লাসে মালাবিধি, নবম উল্লাসে জপবিধি, দশম উল্লাসে মহাসেতু, সেতু এবং কুল্লুকা, একাদশ উল্লাসে মুখশোধন, দ্বাদশ উল্লাসে পুরশ্চরণ, ত্রয়োদশ উল্লাসে যন্ত্র সংস্কার ও বলিদান, চতুর্দ্দশ উল্লাসে উপচার দানের ফল, পঞ্চদশ উল্লাসে নামস্মরণ ও পূজাদির ফল, ষোড়শ উল্লাসে সংসর্গদোষাদি জনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত, সপ্তদশ উল্লাসে কুণ্ডবিধান এবং অষ্টাদশ উল্লাসে হোমবিধি এবং সর্ব্বমঙ্গলাদি নামের অর্থ ও বিশেষতঃ দুর্গাদেবীর মাহাত্ম্য নিরূপিত হইবে। গুরুর পদধূলি ধ্যান করিয়া উল্লাস নিরূপণ করিলাম ॥ ৫ ॥

জ্ঞানভাষ্যে দেবী বলিতেছেন :—'হে নাথ ! হে শশিশেখর ! শরীর কিরূপ ? কি কর্ম্মের দ্বারা বা মুক্তি হয় ? (তাহা) এখন শুনিতে ইচ্ছা করি, আমাকে বলুন। ঈশ্বর বলিলেন :—হে দেবি ! কর্ম্ম-সম্ভূত দেহের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। রজস্বলা স্ত্রী যখন ঋতুর পঞ্চম দিনে বিশুদ্ধা হয়, তখন সে কামবাণে পীড়িতা

ভগ-লিঙ্গ-সমাযোগান্মৈথুনং স্যাৎ তদা তয়োঃ ॥
অন্যোন্যস্পর্শনাদ্ দেবি ! জায়তে চ মহৎ সুখম্ ।
ক্ষরতে চ তদা রেতঃ প্রাণাপানাদিসংশ্রিতং ॥
ক্ষিতিরাপস্তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ ।
সর্ব্বেষাং তত্ত্বং প্রাদুঃস্যাদ্ দেহস্থ-রক্তবীজয়োঃ ॥
নাভিরন্ধ্রে তদা দেবি ! ভ্রাম্যতে চ সমীরণৈঃ ।
কুম্ভকারো যথা চক্রে ঘটতে চ ঘটাদিকম্ ॥
তথা সমীরণো গর্ভে ঘটতে প্রাণিনাং তনুম্ ।
কললং চৈকরাত্রেণ বুদ্‌বুদং পঞ্চমে দিনে ॥
শোণিতং দশরাত্রেণ মাংসপিণ্ডশ্চতুর্দ্দশে ।
মাসৈকেঽপি চ সম্পূর্ণে মাংসপিণ্ডোঽঙ্কুরায়তে
আদৌ সংজায়তে পিণ্ডো ব্রহ্মাণ্ডঃ স হি সাঙ্কুরঃ ।

হইয়া পুরুষসংসর্গ কামনা করে। হে দেবি! তখন সেই স্ত্রী-পুরুষের ভগ-লিঙ্গ-সংযোগে মৈথুন নিষ্পন্ন হয় এবং তাহাদের পরস্পর স্পর্শ জন্য অত্যন্ত আনন্দও উৎপন্ন হয়। সেই সময় প্রাণ ও অপানাদির সহযোগে রেতঃ ক্ষরণ হয় এবং দেহস্থ রক্ত ও শুক্রের মধ্যে ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ—সমস্ত ভূতের তত্ত্ব প্রাদুর্ভূত হয়। হে দেবি! সেই সময় ঐ শুক্রশোণিত বায়ু দ্বারা নাভিরন্ধ্রে সঞ্চালিত হয়। কুম্ভকার যেরূপ চক্রের উপর ঘটাদি বস্তু নির্ম্মাণ করে, বায়ুও তদ্রূপ গর্ভে জীবদেহ নির্ম্মাণ করে। (ঐ শুক্র শোণিত) এক রাত্রে কলল এবং পঞ্চম দিনে বুদ্‌বুদ্ হয় (৫)। দশম রাত্রিতে (উহা) শোণিত ও চতুর্দ্দশ দিনে মাংসপিণ্ডে পরিণত হয়। এক মাস পূর্ণ হইলে মাংসপিণ্ড অঙ্কুরের অনুরূপ হয়। প্রথমতঃ সেই অঙ্কুরযুক্ত মাংসপিণ্ড সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হয়।

(৫) গর্ভাবস্থায় শরীরোৎপত্তির যে ক্রম তন্ত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা গর্ভোপনিষদের বর্ণনার অনুরূপ। সুতরাং উহাকে শ্রুতি সম্মত বলা যাইতে পারে। ভগবান যাস্ক নিরুক্তে গর্ভাবস্থায় শরীরোৎপত্তির ক্রম অন্যরূপ বলিয়াছেন। (নিরুক্ত ১৪ অধ্যায় ৬ খণ্ড দ্রষ্টব্য) মহামুনি চরকের মতে—প্রথম মাসে কলল, ২য় মাসে ঘন, পিণ্ড, পেশী ও অর্ব্বুদ এবং ৩য় মাসে সমস্ত অঙ্গ, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গাবয়ব উৎপন্ন হয়। স্থূলদর্শীর নিকট ইহা বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইলেও সূক্ষ্মদর্শীর নিকট অবিরোধই প্রতীত হইবে। মহর্ষি সুশ্রুত সুশ্রুতসংহিতার শারীর স্থানের ৩য় অধ্যায়ে এই সমস্ত মতভেদের যে সমাধান করিয়াছেন, তাহা প্রণিধান পূর্ব্বক সকলেরই দেখা কর্ত্তব্য।

তস্য মধ্যে সুমেরুশ্চ কঙ্কালদণ্ডরূপকঃ ॥
চরাচরাণাং সর্ব্বেষাং দেবাদীনাং বিশেষতঃ।
আলয়ঃ সর্ব্বভূতানাং মেরোরভ্যন্তরেঽপি চ ॥
প্রদীপকলিকাকারো জীবো হৃদি সদা স্থিতঃ।
রজ্জুবদ্ধো যথা শ্যেনো গতোঽপ্যাকৃষ্যতে পুনঃ ॥
প্রাণবদ্ধস্তথা জীবঃ প্রাণাপানেন কৃষ্যতে।
জীবস্য পরমেশানি ! পরিবারগণং শৃণু ॥
অক্ষিণী নাসিকে কর্ণৌ জিহ্বা চ কমলাননে !।
হস্তৌ পাদৌ মহেশানি ! গুহ্যোপস্থৌ ক্রমাৎ প্রিয়ে ! ॥
নাভিশ্চ পরমেশানি ! মনশ্চ পরমেশ্বরি ! ॥
জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাখ্যাশ্চেতি দেহেষু সংস্থিতাঃ।
ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ সর্ব্বেষাং মনঃ পরমসারথিঃ ॥
পাপৈঃ পুণ্যৈর্মহেশানি ! বন্ধঃ স্যাদাত্মনঃ প্রিয়ে !।
সঙ্গত্যা সদসৎ কর্ম্ম জীবঃ সর্ব্বং করোতি হি ॥
বিশুদ্ধসাত্ত্বিকো জীবঃ সদসৎকর্ম্মবর্জ্জিতঃ।
মনসা জীবসংযোগাৎ সৎ কার্য্যং কুরুতে সদা ॥

তাহার মধ্যে কঙ্কালদণ্ডরূপ সুমেরু আছে। সেই মেরুর মধ্যে চরাচর সমস্ত ভূতের বিশেষতঃ দেবাদির আলয় বর্ত্তমান। প্রদীপ-কলিকাকার জীব হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থিত আছে। রজ্জুবদ্ধ শ্যেন পক্ষী যেরূপ গমন করিলেও পুনরায় আকৃষ্ট হয়। সেইরূপ প্রাণবদ্ধ জীব প্রাণ ও অপান বায়ু দ্বারা (দেহমধ্যে) আকৃষ্ট হয়। হে পরমেশ্বরি ! জীবের পরিবারবর্গ শ্রবণ কর। হে প্রিয়ে ! হে পরমেশ্বরি ! দুইটী চক্ষু, দুইটী নাসিকা, দুইটী কর্ণ ও জিহ্বা, হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়, গুহ্য, উপস্থ, নাভি, মন, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি—ইহারা প্রাণিবর্গের দেহে অবস্থান করে। হে মহেশ্বরি ! সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মনঃ শ্রেষ্ঠ সারথি অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের পরিচালক। হে প্রিয়ে ! পাপ ও পুণ্য সমূহের দ্বারা জীব বদ্ধ হয় এবং বুদ্ধির সংসর্গে সমস্ত সৎ ও অসৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে। সদসৎকর্ম্ম রহিত সেই জীব শুদ্ধসত্ত্ব-প্রধান বুদ্ধির সহিত অভিন্ন হইয়া মনের সহিত প্রাণের সম্বন্ধবশতঃ সৎকার্য্য সম্পাদন করে।

মাসদ্বয়ে তু সম্পূর্ণে মেদস্তত্র প্রজায়তে।
মজ্জাস্থীনি ত্রিভির্মাসৈঃ কেশাস্ত্বক্ চ চতুষ্টয়ে॥
কর্ণাক্ষি-নাসিকা-বক্ত্রং কণ্ঠোদরঞ্চ পঞ্চমে।
রক্তাদুৎপদ্যতে শুক্রং শুক্রাদ্ বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥
প্রাণতো বায়ুরুৎপন্নঃ কালাগ্নিঃ স্যাদপানতঃ।
শুক্রতো নাড়িকোৎপত্তিঃ শুক্রাদগ্নিসমুদ্ভবঃ॥
মাংসতশ্চ মলোৎপত্তির্মজ্জা চাপি ততো ভবেৎ।
বায়ুনা প্রাণনিষ্পত্তিরপানাদগ্নিসম্ভবঃ॥
শুক্রেণোৎপাদিতা জিহ্বা নাসিকা সর্ব্বদেহিনাম্।
রক্তাদুৎপদ্যতে নেত্রং বামঞ্চৈব তু দক্ষিণম্॥
প্রাণাদুৎপদ্যতে শূন্যং ঘ্রাণরন্ধ্রদ্বয়ং তথা।
ষষ্ঠে মুখং তথা পাদৌ সর্ব্বাঙ্গানি চ সপ্তমে॥
সন্ধিঃ সম্পূর্ণতাং যাতি অষ্টমে মাসি বৈ ততঃ।
অণ্ডাধারস্তু কঙ্কাল আরভ্য গুদমূলতঃ॥

মাসদ্বয় পূর্ণ হইলে সেই মাংসপিণ্ডে মেদ উৎপন্ন হয়। তিন মাসে মজ্জা ও অস্থি; চতুর্থ মাসে কেশরাশি ও ত্বক্, পঞ্চম মাসে কর্ণ, চক্ষুঃ, নাসিকা, বক্ত্র, কণ্ঠ ও উদর উৎপন্ন হয়। রক্ত হইতে শুক্র, শুক্র হইতে বিন্দু (ওজো ধাতু) উৎপন্ন হয়। প্রাণ হইতে বায়ু, অপান বায়ু হইতে কালাগ্নি (উদরাগ্নি) উৎপন্ন হয় (৬)। শুক্র হইতে নাড়ী ও অগ্নি (ধাতবাগ্নি), মাংস হইতে মল ও মজ্জা উৎপন্ন হয়। বায়ু হইতে প্রাণ, অপান হইতে অগ্নি এবং শুক্র হইতে সমস্ত প্রাণীর জিহ্বা ও নাসিকা, রক্ত হইতে বাম ও দক্ষিণ নেত্র এবং প্রাণ হইতে শূন্য ঘ্রাণরন্ধ্রদ্বয় উৎপন্ন হয়। ষষ্ঠ মাস পূর্ণ হইলে মুখ ও পদদ্বয়, সপ্তম মাসে সর্ব্বাঙ্গ উৎপন্ন হয়। তাহার পর অষ্টম মাসে সন্ধি, অণ্ডাধার ও

(৬) গর্ভোপনিষদে শরীর শব্দের ব্যুৎপত্তি বর্ণন প্রসঙ্গে শরীরে (১) জ্ঞানাগ্নি (২) দর্শনাগ্নি ও কোষ্ঠাগ্নি— এই ত্রিবিধ অগ্নির স্থিতি উক্ত হইয়াছে। শুভাশুভ কর্ম্মের প্রকাশক যে তেজঃ, তাহাকে জ্ঞানাগ্নি বলে। যে তেজের দ্বারা রূপাদি গৃহীত হয়, উহাই দর্শনাগ্নি এবং যাহা দ্বারা ভুক্ত বস্তু পরিপক্ব হয়, তাহাই কোষ্ঠাগ্নি। তন্ত্রেও কোষ্ঠাগ্নি এবং দোষ-দূষ্যগত ভূতকাদি দশ অগ্নি এই উভয়বিধ অগ্নির উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। বাত-পিত্ত-কফকে দোষ এবং সপ্ত ধাতুকে দূষ্য বলে। তন্ত্রোক্ত এই দ্বিবিধ অগ্নি গর্ভোপনিষৎ বর্ণিত অগ্নিত্রয় হইতে পৃথক্ নহে।

দ্বাত্রিংশজ্-জ্ঞানবিজ্ঞেয়-গ্রন্থিকো বর্দ্ধতঃ সদা।
তস্য মধ্যে সদা সর্ব্বা নাড্যস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ ॥ ৬ ॥

শরীরস্থ-নাড়ীনির্ণয়ঃ

ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্ণা চ তৃতীয়িকা।
গান্ধারী হস্তিজিহ্বা চ পূষা চৈব যশস্বিনী ॥
অলম্বুষা কুহূশ্চৈব শঙ্খিনী দশমী তথা।
অন্যাশ্চ নাড়িকাঃ ক্ষুদ্রাঃ সহস্রাণাং দ্বিসপ্ততিঃ ॥
ইড়া চ বামভাগে তু দক্ষিণে পিঙ্গলা তথা।
ব্রহ্মরন্ধ্রে সুষুম্ণা চ গান্ধারী বামচক্ষুষি ॥
দক্ষিণে হস্তিজিহ্বা চ পূষা কর্ণেঽথ দক্ষিণে।
বামে যশস্বিনী চৈব মুখে চালম্বুষা তথা ॥
কুহূশ্চ লিঙ্গমূলে চ শঙ্খিনী শিরসোপরি।
এবং দ্বারং সমাবৃত্য তিষ্ঠন্তি দশ নাড়িকাঃ ॥

বত্রিশটী জ্ঞানগম্য (সূক্ষ্ম) গ্রন্থিযুক্ত কঙ্কাল মলদ্বারের মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহার মধ্যে সমস্ত নাড়ী বর্ত্তমান ॥ ৬ ॥

তন্মধ্যে ইড়া, পিঙ্গলা, তৃতীয় সুষুম্ণা এবং গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহূ ও শঙ্খিনী নাড়ী প্রধান (১) এবং অন্য ক্ষুদ্র নাড়ী ৭২০০০। মেরুদণ্ডের বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা, ব্রহ্মরন্ধ্রে সুষুম্ণা, (২) বাম চক্ষুতে গান্ধারী, দক্ষিণ চক্ষুতে হস্তিজিহ্বা, দক্ষিণ কর্ণে পূষা, বামকর্ণে যশস্বিনী, মুখে অলম্বুষা, লিঙ্গমূলে কুহূ এবং মস্তক মধ্যে শঙ্খিনী—এই দশটী নাড়ী এইরূপে

(১) যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার প্রায়শ্চিত্তাধ্যায়ে ৭০০ নাড়ীর সংখ্যা উল্লিখিত আছে।

(২) মেরুদণ্ডের বামপার্শ্বে ইড়া বামমুষ্ক হইতে উত্থিত হইয়া ধনুর ন্যায় বক্রাকারে বাম নাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে। পিঙ্গলা মেরুদণ্ডের দক্ষিণ পার্শ্বে দক্ষিণ মুষ্ক হইতে উত্থিত হইয়া দক্ষিণ নাসিকা পর্য্যন্ত গিয়াছে। সুষুম্ণা নাড়ী কন্দমূল হইতে নিঃসৃত হইয়া মস্তকস্থিত অধোমুখ সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকাবর্ত্তী দ্বাদশদল পদ্মের অধোদেশ পর্য্যন্ত গিয়াছে। 'নিগমতত্ত্বসারে' যে তিনটী নাড়ীর মেরু মধ্যে অবস্থিতি উক্ত হইয়াছে, উহা সুষুম্ণা, বজ্রা ও চিত্রা সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে বিশেষ কথা মৎসম্পাদিত ষট্চক্রনিরূপণে দ্রষ্টব্য।

ক্ষিতিশ্চ বারি তেজশ্চ বায়ুরাকাশমেব চ।
স্থৈর্য্যং গতা ইমে পঞ্চ বাহ্যাভ্যন্তর এব চ ॥ ৭ ॥

ভূতগুণাঃ

অস্থি চর্ম্ম তথা নাড়ী লোম মাংসস্তথৈব চ।
এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তাঃ পৃথিব্যাঞ্চ ব্যবস্থিতাঃ ॥
মলমূত্রং তথা শুক্রং শ্লেষ্মা শোণিতমেব চ।
এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তা আপস্তত্র ব্যবস্থিতাঃ ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা তথা নিদ্রা প্রমোহঃ ক্ষান্তিরেব চ।
এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তাস্তেজস্তত্র ব্যবস্থিতম্ ॥
বিরোধাক্ষেপণাকুঞ্চধারণং তর্পণং তথা।
এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তা মারুতে চ ব্যবস্থিতাঃ ॥
রাগো দ্বেষশ্চ মোহশ্চ ভয়ং লজ্জা তথৈব চ।
এতে পঞ্চ গুণাঃ প্রোক্তা আকাশে চ ব্যবস্থিতাঃ ॥

সমস্ত দ্বার আবৃত করিয়া (দেহমধ্যে) রহিয়াছে। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ—এই পাঁচটী ভূত বাহিরে ও দেহাভ্যন্তরে স্থির হইয়া আছে ॥ ৭ ॥

অস্থি, চর্ম্ম, নাড়ী, লোম ও মাংস—এই পাঁচটী পৃথিবীর গুণ (অবস্থা বা বিকার) বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং পৃথিবীতেই অবস্থিত আছে। মল, মূত্র, শুক্র, শ্লেষ্মা ও শোণিত—এই পাঁচটী জলের গুণ; জল এই পাঁচটীতে অবস্থিত অর্থাৎ এই পাঁচটী জলপ্রধান। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, মোহ ও ক্ষান্তি—এই পাঁচটী তেজের গুণ, তেজ এইগুলিতে বর্ত্তমান আছে। বিরোধ, আক্ষেপণ, আকুঞ্চন, ধারণ ও তৃপ্তি—এই পাঁচটী বায়ুর গুণ, বায়ুতেই থাকে। রাগ, দ্বেষ, মোহ, ভয় ও লজ্জা—এই পাঁচটী আকাশের গুণ, আকাশেই থাকে (৩) ॥ ৮ ॥

(৩) তন্ত্রান্তরে অস্থি, মাংস, ত্বক্, স্নায়ু ও লোম—এই পাঁচটী পৃথিবীর গুণ; লালা, মূত্র, শুক্র, শোণিত ও মজ্জা—এই পাঁচটী জলের গুণ; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, নিদ্রা, আলস্য ও ক্ষান্তি—এই পাঁচটী তেজের গুণ, শীঘ্রগতি, লম্ফ, ভক্ষণ, আকুঞ্চন ও প্রসারণ,—এই পাঁচটী বায়ুর গুণ, রাগ, দ্বেষ, লজ্জা, ভয় ও মোহ—এই পাঁচটী আকাশের গুণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞান তন্ত্রের প্রথম পটলে পঞ্চভূতের গুণ অন্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে। (রাঘব ভট্ট কৃত শারদাতিলক টীকা দ্রষ্টব্য)।

শরীরস্থ-বায়ুনির্ণয়ঃ

প্রাণাপান-সমানাশ্চোদান-ব্যানৌ চ বায়বঃ।
নাগঃ কূর্ম্মোঽথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ ॥
এতে দশ গুণাঃ প্রোক্তাঃ সর্ব্বে প্রাণসমাত্মকাঃ
হৃদি প্রাণো বসেন্নিত্যমপানো গুদমণ্ডলে ॥
সমানো নাভিদেশে চ উদানঃ কণ্ঠদেশতঃ।
ব্যানঃ সর্ব্বশরীরে তু প্রধানাঃ পঞ্চ বায়বঃ ॥
নাগঃ কূর্ম্মোঽথ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ।
এতে নাড়ীসহস্রেষু বর্ত্তন্তে জীবরূপিণঃ ॥ ৯ ॥

শরীরকোষ-বর্ণনম্

ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে।
পাতালং ভূধরা লোকা আদিত্যাদি-নবগ্রহাঃ ॥

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এবং নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়—এই দশটী বায়ুর গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সকলেই প্রাণের তুল্যরূপ অর্থাৎ প্রাণবায়ুর অবস্থাবিশেষ। প্রাণ সর্ব্বদাই হৃদয়ে অবস্থিত; গুহ্যদেশে অপান, নাভিতে সমান, কণ্ঠে উদান এবং সর্ব্ব শরীরে ব্যান বায়ু বর্ত্তমান (৪)। তন্মধ্যে (প্রাণাদি) পঞ্চ বায়ুই প্রধান। নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়—জীব (চৈতন্য) স্বরূপ এই বায়ু পাঁচটী নাড়ী সমূহে অবস্থান করে ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত পদার্থ বর্ত্তমান আছে, সে সমস্ত দেহের মধ্যেও আছে (৫)। পাতাল, পর্ব্বত, লোক, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ভূরাদি সপ্ত স্বর্গ ও নাগগণ—সকলেই

(৪) তন্ত্রান্তরে ললাট, উরঃ, স্কন্ধ, হৃদয়, নাভি, ত্বক্ ও অস্থিতে নাগাদি পঞ্চ বায়ুর অবস্থিতি উক্ত হইয়াছে। ইহাদের বর্ণ ও কার্য্য পরস্পর পৃথক্ পৃথক্। এই সম্বন্ধে বিশেষ কথা আর্থার এভেলন প্রকাশিত শারদাতিলকের রাঘব ভট্ট কৃত টীকায় (৪১ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

(৫) পঞ্চদশ প্রকার রাজযোগের মধ্যে জ্ঞানযোগ দ্বিতীয়। নিজ দেহ মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের যে ভাবনা, তাহাই জ্ঞানযোগ। এই ভাবনার জন্যই তন্ত্রে দেহ মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থিতি বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা রাজযোগ অভ্যাস করেন, তাঁহারাই ইহার রহস্য ও প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারেন। তাই যোগস্বরোদয়ে কথিত হইয়াছে :—

নবচক্রং ষড়াধারং ত্রিলক্ষ্যং ব্যোমপঞ্চকম্।
স্বদেহে যো ন জানাতি স যোগী নামধারকঃ ॥

(ভূরাদি-সপ্তস্বর্গাশ্চ নাগাশ্চ সর্ব্বদেহিনাম্।)
পিণ্ডমধ্যে স্থিতাঃ সর্ব্বে স্থানং তেষাং বদামি তে ॥ ১০

শরীরে সপ্তপাতাল-বর্ণনম্

পাদাধস্তলং বিদ্যাৎ তদূর্দ্ধং বিতলং তথা।
জান্বনোঃ সুতলঞ্চৈব তলং চ সন্ধিরন্ধ্রকে ॥
তলাতলং গুদ(ল্ফ)মধ্যে লিঙ্গমূলে রসাতলম্।
পাতালং কটিসন্ধৌ চ পাদাদৌ লক্ষয়েদ্ বুধঃ ॥ ১১ ॥

শরীরে ভূরাদি-লোককথনম্

ভূর্লোকো নাভিদেশে তু ভুবর্লোকস্তথা হৃদি।
স্বর্লোকঃ কণ্ঠদেশে তু মহর্লোকশ্চ চক্ষুষি ॥
জনলোকস্তদূর্দ্ধঞ্চ তপোলোকো ললাটকে।
সত্যলোকো মহাযোনৌ ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥ ১২ ॥

শরীরে সপ্তাচলবর্ণনম্

ত্রিকোণে চ স্থিতো মেরুরূর্দ্ধকোণে চ মন্দরঃ।
কৈলাসো দক্ষিণে কোণে বামকোণে হিমালয়ঃ।

সমস্ত প্রাণীর দেহমধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন; তাহাদের স্থান তোমাকে বলিতেছি। ॥ ১০ ॥

পণ্ডিতগণ পাদের অধোভাগকে অতল বলিয়া জানেন। উহার ঊর্দ্ধভাগ বিতল, জানুদ্বয়ে সুতল, সন্ধিরন্ধ্রে তল, গুদমধ্যে তলাতল, লিঙ্গমূলে রসাতল, পাদের অগ্রভাগ ও কটির সন্ধি স্থলে পাতাল দর্শন করেন। ॥ ১১ ॥

নাভিদেশে ভূর্লোক, হৃদয়ে ভুবর্লোক, কণ্ঠদেশে স্বর্লোক, চক্ষুদ্বয়ে মহর্লোক, তাহার ঊর্দ্ধভাগে অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়ে জনলোক, ললাটে তপোলোক এবং মহাযোনিতে অর্থাৎ মস্তকস্থ সহস্রারে সত্যলোক—এই চতুর্দ্দশ ভুবন সমস্ত দেহমধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ১২ ॥

দেহের মধ্যে ত্রিকোণে মেরু পর্ব্বত, ঊর্দ্ধ কোণে মন্দর, দক্ষিণ কোণে কৈলাস,

বিন্ধ্যো বিষ্ণুস্তদূর্দ্ধে চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ ॥ ১৩ ॥

শরীরস্থ-সপ্তদ্বীপ-বর্ণনম্

অস্থিস্থানে মহেশানি ! জম্বুদ্বীপো ব্যবস্থিতঃ ।
মাংসেষু চ কুশদ্বীপঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ শিরাসু চ ॥
শাকদ্বীপঃ স্থিতো রক্তে প্রাণিনাং সর্ব্বসন্ধিষু ।
তদূর্দ্ধং শাল্মলিদ্বীপঃ প্লক্ষশ্চ লোমসঞ্চয়ে ।
নাভৌ চ পুষ্করদ্বীপঃ সাগরাস্তদনন্তরম্ ॥ ১৪ ॥

শরীরস্থ-সপ্তসাগর-বর্ণনম্

লবণোদস্তথা মূত্রে শুক্রে ক্ষীরোদসাগরঃ ।
মজ্জা দধিসমুদ্রশ্চ তদূর্দ্ধং ঘৃতসাগরঃ ॥
রসোদকে রসঃ প্রোক্ত ইতি পুস্তকান্তরে পাঠঃ ।
বসাপঃ সাগরঃ প্রোক্ত ইক্ষুঃ স্যাৎ কটিশোণিতম্ ।

বামে হিমালয় এবং তাহার ঊর্দ্ধভাগে বিন্ধ্য ও বিষ্ণু—এই সমস্ত কুল পর্ব্বত (৬) বিদ্যমান আছে ॥ ১৩ ॥

প্রাণিগণের অস্থিস্থানে জম্বুদ্বীপ, মাংস মধ্যে কুশ দ্বীপ, শিরাসমূহে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, রক্তে শাক দ্বীপ, উহার ঊর্দ্ধভাগে প্রাণিগণের সমস্ত সন্ধিতে শাল্মলী দ্বীপ, লোম স্থানে প্লক্ষ দ্বীপ এবং নাভিতে পুষ্কর দ্বীপ বিদ্যমান ॥ ১৪ ॥

ইহার পর সাগর অবস্থিত। মূত্রে লবণ সমুদ্র, শুক্রে ক্ষীরোদসাগর, মজ্জা দধিসাগর, তাহার ঊর্দ্ধভাগ অর্থাৎ চর্ম্ম ঘৃত সাগর, বসা জলসাগর, কটিরক্ত ইক্ষু

---

(৬) মূলাধার চক্রের মধ্যস্থলে যে ত্রিকোণ আছে। ঐ ত্রিকোণই ত্রিকোণ শব্দের বিবক্ষিত অর্থ বলিয়া বুঝা যায়। কারণ তন্ত্রান্তরে মূলাধার চক্রস্থ ত্রিকোণের বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে :—

ত্রিকোণমধ্যে তদ্বাহ্যে পশ্চাৎ পূর্ব্বং বরাননে।
স্থাবরং পর্ব্বতং পশ্য কীটং পশুমনুত্তমম্ ॥

তন্ত্রান্তরে দেহ মধ্যে সপ্ত কুলাচল স্থিতির অনুরূপ বর্ণনাও দেখা যায় :—'ত্রিকোণবাহ্যে গিরিজে ! পর্ব্বতং বহুরূপকম্। নীলাচলং মন্দরাখ্যং পর্ব্বতং চন্দ্রশেখরম্। হিমালয়ং সুবেলঞ্চ মলয়ং ভস্মপর্ব্বতম্। চতুষ্কোণে বসেদ্ দেবি ! এতৎ সপ্ত কুলাচলম্। (প্রাণতোষণী ধৃত বচন, ৬ষ্ঠ কাণ্ড, ৪র্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) মৎস্যপুরাণ ও বিষ্ণুপুরাণের মতে মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শক্তিমান্, ঋক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিযাত্র—এই সাতটী কুল পর্ব্বত। মতান্তরে হিমালয়কে ধরিয়া আটটী কুল পর্ব্বত ; কিন্তু এখানে ছয়টী কুল পর্ব্বতের নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

শোণিতেষু সুরাসিন্ধুঃ কথিতাঃ সপ্ত সাগরাঃ ॥ ১৫

শরীরস্থ-গ্রহ-মণ্ডলম্

গ্রহাণাং মণ্ডলং চৈব শৃণু বক্ষ্যামি পার্ব্বতি ! ।
নাদচক্রে স্থিতঃ সূর্য্যো বিন্দুচক্রে চ চন্দ্রমাঃ ॥
লোচনে মঙ্গলঃ প্রোক্তো হৃদি সোমসুতস্তথা ।
উদরে চ গুরুশ্চৈব শুক্রে শুক্রস্তথৈব চ ॥
নাভিচক্রে স্থিতো মন্দো মুখে রাহুঃ স্থিতঃ সদা ।
পাদে নাভৌ চ কেতুশ্চ শরীরে গ্রহমণ্ডলম্ ॥ ১৬ ।

গর্ভস্থ-জীবস্য পূর্ব্বজন্মস্মরণম্

নবমে মাসি গর্ভস্থঃ সর্ব্বান্ সংস্মরতে হৃদা ।
নবদ্বারে পুরে দেহী সময়াংশ্চ বিকারকান্ ॥
সুখং দুঃখং সমং কৃত্বা ভুক্তঞ্চ হৃদয়ে নৃণাম্ ।
সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চৈব যৎ কৃতং পূর্ব্বজন্মনি ॥
তৎ সর্ব্বং সফলং জ্ঞাত্বা ঊর্দ্ধপাদস্ত্বধোমুখঃ ।
গর্ভস্তু সংপ্রবিষ্টোঽসৌ স্তিমিতে ঘোরদর্শনে ॥
যদি মাতা সুখং ভুঙ্ক্তে অন্নপানাদিকং ততঃ ।

সাগর এবং শোণিতে সুরা সাগর—সপ্ত সাগরের অবস্থিতি এইরূপই কথিত হইয়াছে ॥ ১৫ ॥

হে পার্ব্বতি ! (দেহমধ্যে) গ্রহগণের অবস্থিতি বলিতেছি, শ্রবণ কর। নাদচক্রে সূর্য্য অবস্থিত আছেন। বিন্দুচক্রে চন্দ্র, চক্ষুতে মঙ্গল, হৃদয়ে বুধ, উদরে বৃহস্পতি, শুক্রে শুক্র, নাভিচক্রে শনি, মুখে রাহু এবং পদ ও নাভিতে কেতু—শরীরে গ্রহমণ্ডল এইরূপ ॥ ১৬ ॥

নবম মাস পূর্ণ হইলে গর্ভস্থ জীব মনে মনে সমস্ত বিষয় স্মরণ করে; এবং নবদ্বার বিশিষ্ট শরীরের মধ্যে থাকিয়া আচার ও বিকার (পরিণাম) চিন্তা করে। এই জীব মানবগণের অনুভূত সুখ ও দুঃখ তুল্য মনে করিয়া ও পূর্ব্বজন্মার্জিত সমস্ত পাপ-পুণ্য সফল জানিয়া ঊর্দ্ধপাদ ও অধোমুখ হইয়া ঘোরদর্শন অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভে প্রবেশ

জনন্যা নাভিদেশে তু মুখং দত্ত্বা পিবত্যসৌ ॥
ততো জীবতি গর্ভোঽসৌ অন্যথা মরণং ভবেৎ ॥
যোনিদ্বারং তু সংকীর্ণং যদি মে নির্গমো ভবেৎ।
অভ্যস্যামি শিবং জ্ঞানং সংসারার্ণবতারণম্ ॥
(দেবদ্বিজগুরূণাং হি পূজনং শঙ্কয়ান্বিতঃ।
করিষ্যামি যথাভাগ্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥)
চিরযোগী ততো ভূত্বা মুক্তো যাস্যামি তৎপদম্।
এবং গর্ভস্থিতো জীবো গর্ভযাতনয়ার্দ্দিতঃ।
নিত্যং ভাবয়তে চিত্তে লব্ধচৈতন্যলক্ষণঃ।
এতস্মিন্নন্তরে দেবি বিশ্বেষাং গর্ভসঙ্কটে।
নবমে দশমে মাসি প্রবলৈঃ সূতিমারুতৈঃ ॥
নিঃসার্য্যতে বাণ ইব জন্তুশ্ছিদ্রেণ সজ্বরঃ।
পতিতোঽপি ন জানাতি মূর্চ্ছিতোঽপি ততশ্চ্যুতিম্ ॥

করিয়াছে। মাতা যদি (সে সময়) সুখে অন্নপানাদি ভোজন করেন, গর্ভস্থ জীব জননীর নাভিদেশে মুখ দিয়া উহা পান করে। সেই জন্যই সেই গর্ভ বাঁচিয়া থাকে, তাহা না হইলে তাহার মৃত্যু হইত।

'যোনিদ্বার ত অতি সঙ্কীর্ণ। যদি আমি নির্গত হইতে পারি, সংসার-সাগর-তারক কল্যাণজনক জ্ঞানের অভ্যাস করিব এবং শঙ্কিত হইয়া ভাগ্যানুসারে দেব-দ্বিজ ও গুরুগণের পূজা করিব, ইহা নিশ্চয়—ইহাতে সংশয় নাই। তাহার পর চিরকাল যোগী হইয়া থাকিব এবং সংসার-মুক্ত হইয়া সেই পরম পদ মোক্ষলাভ করিব'—গর্ভস্থ জীব নিজের চৈতন্য স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া গর্ভযাতনায় পীড়িত হইয়াও সর্ব্বদাই মনে মনে এইরূপ চিন্তা করে। হে দেবি—সেই সময় সকলেরই গর্ভপীড়া হয়। তখন সেই বালক নবম বা দশম মাসে যন্ত্রণায় আকুল হইয়া প্রবল সূতিবায়ু দ্বারা তীরের ন্যায় যোনিদ্বার দিয়া গর্ভ হইতে নিঃসৃত হয়। তাহার পর ভূমিষ্ঠ হইয়াই মূর্চ্ছিত হওয়ায় গর্ভচ্যুতিও জানিতে পারে না (৭)। জীব গর্ভে থাকিয়া

(৭) গর্ভোপনিষদেও এই মত সমর্থিত হইয়াছে। সেখানে উক্ত হইয়াছে যে—'জাতমাত্রস্তু বৈষ্ণবেন বায়ুনা সংস্পৃষ্টস্তদা ন স্মরতি জন্মমরণানি নচ কর্ম্ম শুভাশুভং বিন্দতি' অর্থাৎ জাতমাত্র বালক বৈষ্ণবীয় বায়ুর (মায়া) সংস্পর্শে জন্ম, মরণ ও শুভাশুভ কর্ম্ম কিছুই স্মরণ করিতে

স্মৃতিবাতস্য বেগেন যোনিরন্ধ্রস্য পীড়নাৎ।
বিস্মৃতং সকলং জ্ঞানং গর্ভে যচ্চিন্তিতং হৃদি ॥
(যথা ভবতি তত্ত্বেষু সূতিভূতেষুপীড়নাৎ।)
মাতরং স্মরতি নিত্যং বুভুক্ষাদৃঢ়রোদনঃ ॥ ১৭।

স্ত্রীপুরুষাদি-ভেদকারণম্

রক্তাধিকা ভবেন্নারী ভবেচ্ছুক্রাধিকঃ পুমান্।
নপুংসকং ততো জাতং সাম্যে চ রক্ত-বীজয়োঃ
পঞ্চৈতান্যপি সৃজ্যন্তে গর্ভস্থস্যৈব দেহিনঃ।
আয়ুঃ কর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ বিদ্যা নিধনমেব চ ॥ ১৮

জীবাবস্থাকথনম্

বালঃ শিশুশ্চ পোগণ্ডঃ কিশোরকস্তথৈব চ।
অতঃপরন্তু যুবকঃ প্রৌঢ়শ্চৈব ততঃপরম্ ॥
অতিপ্রৌঢ়স্তথা বৃদ্ধশ্চাতিবৃদ্ধস্ততঃ পরম্।
পলিতং মরণঞ্চৈব অবস্থাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকম্।

তত্ত্ববিষয়ে যেরূপে যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছিল, সূতি বায়ুর বেগে এবং যোনিদ্বারের পীড়ায় তাহা ভুলিয়া যায়। সেই সূতি বায়ুরূপ বাণে পীড়িত হইয়া বুভুক্ষায় রোদন করিতে করিতে সর্ব্বদাই মাতাকে স্মরণ করিতে থাকে ॥ ১৭ ॥

রক্তাংশ অধিক হইলে নারী, শুক্রাংশ অধিক হইলে পুরুষ এবং রক্ত ও শুক্রের সাম্যে ক্লীব উৎপন্ন হয়। জীবের গর্ভাবস্থাতেই আয়ু, শুভাশুভ কর্ম্ম, সম্পদ, বিদ্যা ও মরণ—এই পাঁচটী সৃষ্ট হয় অর্থাৎ অদৃষ্টানুসারে আয়ু প্রভৃতি কে কিরূপ লাভ করিবে, তাহা গর্ভেই নিরূপিত হয় ॥ ১৮ ॥

বাল্য, শৈশব, পোগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, অতিপ্রৌঢ়, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, পলিত, মরণ—এইগুলি জীবের অবস্থা বলিয়া কথিত হইয়াছে। জীব মৃত্যুক্ষণেই

পারে না। ভগবান্ যাস্কও বলিয়াছেন—'জাতশ্চ বায়ুনা স্পৃষ্টো ন স্মরতি জন্মমরণে, অন্তে চ শুভাশুভং কর্ম্ম' (নিরুক্ত ১৪।৭।৬)

কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ ।।
প্রেতদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ ।
ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ সৎকৃতে নরৈঃ ।।
পূর্ণে সংবৎসরে দেহমতোঽন্যং সংপ্রপদ্যতে ।
ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা ।।

তৎক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ ।। ১৯ ।।

জীবানাং কর্ম্মফলপ্রকারঃ

দেবত্বমথ মানুষ্যং পশুত্বং পক্ষিতাং তথা ।
কৃমিত্বং স্থাবরত্বঞ্চ যাতি জন্তুঃ স্বকর্ম্মভিঃ ।।
স্থাবরা জঙ্গমাদ্যাশ্চ পক্ষিণঃ পশবো নরাঃ ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ সংসারে দুঃখসাগরে ।।
কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে ।

আতিবাহিক দেহ ধারণ করে। এই দেহ কেবল কোন কোন স্থলে মনুষ্যগণেরই লাভ হয়, (১) অন্য প্রাণীর হয় না। ক্রমে জীব প্রেতদেহ ধারণ করে বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাতে সংশয় নাই। তাহার পর বন্ধুগণ কর্তৃক পূর্ণ এক বৎসরে সপিণ্ডীকরণের দ্বারা সৎকৃত হইলে জীব ভোগদেহ ধারণ করে। তাহার পর সে নিজ কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গে বা নরকে গমন করে। শ্লোকোক্ত 'তৎক্ষণাৎ' পদের অর্থ হইতেছে—মৃত্যুক্ষণ হইতে ।। ১৯ ।।

জীব নিজ কর্ম্মের দ্বারা দেবত্ব, মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, পক্ষিত্ব, কৃমিত্ব বা স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, স্থাবর, জঙ্গমাদি—সকলেই এই দুঃখময় সংসারে

(১) যে সমস্ত মানব নিজকর্ম্মানুসারে বা আশ্রমধর্ম্ম প্রভাবে উত্তরায়ণ বা দক্ষিণায়ণ পথে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে (পিতৃলোক বা দেবলোকে) গমন করেন, কেবল তাঁহাদেরই আতিবাহিক দেহ লাভ হয়। অর্চ্চিরাদ্যভিমানী দেবগণ তাঁহাদিগের লিঙ্গ-শরীর বহন করিয়া লইয়া যান বলিয়া তাঁহারাই 'আতিবাহিক' নামে উপনিষদে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) যাঁহাদের দাহাদি হয় না, তাঁহাদের আতিবাহিক দেহ হয় না। বিহিত দাহাদি ক্রিয়া হইতেই আতিবাহিক দেহ সৃষ্ট হয়। তাহার পর পূরকপিণ্ডের দ্বারা প্রেতদেহ প্রাপ্তি হয়। সপিণ্ডীকরণের দ্বারা প্রেতদেহ নিবৃত্ত হইলে মানব নিজ কর্ম্মানুসারে ভোগদেহ লাভ করে।

দেহে বিনষ্টে তৎ কর্ম্ম পুনর্দ্দেহং প্রপদ্যতে ॥
যথা ধেনুসহস্রেষু বৎসো বিন্দতি মাতরম্।
তথা শুভাশুভং কর্ম্ম কর্ত্তারমনুগচ্ছতি ॥
প্রাক্তনং বলবৎ কর্ম্ম কোঽন্যথা তৎ করিষ্যতি।
দেহঃ কর্ম্মাত্মকঃ প্রোক্তস্তৎতদ্ দেহে! * প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
কর্ম্মযোগানুরূপেণ নির্ম্মাণং † বিধিরাদিশেৎ।
চরাচরমিদং দেবি! সর্ব্বং কর্ম্মাত্মকং প্রিয়ে! ॥

পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করে ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মের দ্বারাই জীব উৎপন্ন হয় অর্থাৎ দেহান্তর গ্রহণ করে এবং কর্ম্মের দ্বারাই বিনষ্ট হয়। দেহ বিনষ্ট হইলে ভোগদানোন্মুখ সেই কর্ম্ম পুনরায় আর একটী ভোগ-দেহ লাভ করে। সহস্র ধেনুর মধ্যে বৎস যেরূপ নিজ মাতার অন্বেষণ করিয়া অনুগমন করে, তদ্রূপ শুভাশুভ কর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠাতার অনুগমন করে। বলবৎ সেই প্রাক্তন (প্রারব্ধ) কর্ম্মকে কে অন্যথা করিতে পারে (২)? হে দেবি! দেহ কর্ম্মাত্মক বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং সেই কর্ম্মসকল দেহেই সুপ্রতিষ্ঠিত। বিধাতা কর্ম্মানুসারে দেহ নির্ম্মাণের আদেশ করেন (৩)। হে প্রিয়ে! চরাচর সকলেই কর্ম্মাত্মক।

(২) সঞ্চিত কর্ম্ম জ্ঞানাদির দ্বারা বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্ম্ম জ্ঞানাদির দ্বারা নষ্ট হয় না। ইহা দার্শনিক সিদ্ধান্ত। শৈব সিদ্ধান্তেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। শৈবাচার্য্য ভোজরাজ তত্ত্বপ্রকাশে বলিয়াছেন—

কর্ম্মবিপাচনহেতোঃ পশুদয়য়া পুনরপীহ পরমেশঃ।
সৃষ্টিং বিধায় কর্ম্মাণ্যেবং পাচয়তি দেহভৃতাম্।
ভোগেন কর্ম্মপাকং বিধায় দীক্ষাং শিবঃ শক্ত্যা।
মোচয়তি পশূনখিলান্ করুণৈকনিধিঃ সদা শম্ভুঃ ॥ (৬।১-২)

(৩) মেঘ যেরূপ বিবিধ বৃক্ষ, গুল্ম, পত্র পুষ্পাদির সৃষ্টিতে সাধারণ কারণ; ঈশ্বরও সেইরূপ বিচিত্র জগতের সৃষ্টিতে সাধারণ কারণ। তিনি ইচ্ছা করিয়া বিষম সৃষ্টি করেন না। জীব নিজ কর্ম্মানুসারেই বিচিত্র ভোগ ও ভোগোপযোগী বিচিত্র দেহ লাভ করিয়া থাকে। এইজন্য ঈশ্বরের পক্ষপাতিত্ব দোষ নাই। কৌষিতকী ব্রাহ্মণে (৩।৮) এই কথাই উক্ত হইয়াছে:—'এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ উ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে"। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও (৩।২।১৩) উক্ত হইয়াছে:—'পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন"। নকুলীশ পাশুপত মতে কর্ম্ম নিরপেক্ষ ঈশ্বর জগৎ কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলেও শৈবমতে তাহা স্বীকৃত হয় নাই।

"শুভদ্দেবি খ "শুভ্র দেবি" ॥ + ক নির্ম্মলং বিধিমাদি"

মাতা কর্ম্ম ‡ পিতা কর্ম্ম কর্ম্মৈব পরমো গুরুঃ।
স্বর্গং বা নরকং বাপি কর্ম্মণৈব লভেন্নরঃ ॥
সুখদুঃখময়ৈঃ স্বীয়ৈঃ পুণ্য-পাপৈর্নিয়ন্ত্রিতঃ।
তত্তজ্জাতিযুতং † দেহং সম্ভোগঞ্চ স্বকর্ম্মজম্ ॥ ২০ ॥

মনুষ্যজন্মোৎকর্ষকথনম্

অত্র জন্মসহস্রৈস্তু সহস্রৈরপি পার্ব্বতি ! ।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ ॥
নিদ্রা চ মৈথুনাহারাঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ।
জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তো জ্ঞানহীনঃ পশুঃ প্রিয়ে ! ॥
সম্পদঃ স্বপ্নসঙ্কাশা যৌবনং কুসুমোপমম্।
তড়িদ্বৎ পরমায়ুশ্চ যস্য জ্ঞানবতো ধৃতিঃ ॥
চতুরশীতিলক্ষেষু শরীরেষু শরীরিভিঃ।
ন মানুষ্যং বিনাঽন্যত্র তত্ত্বজ্ঞানন্তু লভ্যতে ॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশাদি-দেবতা-ভূতজাতয়ঃ।
নাশমেবানুধাবন্তি তস্মাচ্ছ্রেয়ঃ সমাচরেৎ ॥ ২১ ॥

মাতা কর্ম্ম, পিতা কর্ম্ম এবং পরম গুরুও কর্ম্ম অর্থাৎ জীবই জীবের কর্ম্মানুসারে মাতা, পিতা বা গুরুরূপে জন্মগ্রহণ করে। মানুষ কর্ম্মের দ্বারাই স্বর্গ বা নরক লাভ করে। জীব সুখ দুঃখাত্মক স্বীয় পাপ-পুণ্যের দ্বারা প্রেরিত হইয়া নিজ কর্ম্মানুরূপ সেই সেই জাতিবিশিষ্ট দেহ ও কর্ম্মানুরূপ ভোগ লাভ করে ॥ ২০ ॥

হে পার্ব্বতি ! এই সংসারে জীব সহস্র সহস্র জন্মের মধ্যে পুণ্যসঞ্চয় প্রযুক্ত কোনও সময়ে মনুষ্যদেহ লাভ করে। নিদ্রা, মৈথুন ও আহার—সকল প্রাণীরই সমান, কিন্তু হে প্রিয়ে ! মনুষ্য জ্ঞানবান্ আর পশু জ্ঞানহীন। যে জ্ঞানবান্ পুরুষের চিত্তস্থৈর্য্য লাভ হইয়াছে, তাঁহার নিকট সম্পদ্ স্বপ্নের তুল্য অলীক যৌবন পুষ্পের মত ক্ষণস্থায়ী এবং পরমায়ু বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর। চতুরশীতি লক্ষ দেহের মধ্যে জীব মনুষ্যদেহ ব্যতীত অন্য কোন দেহে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে না। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবতা ও ভূতবর্গ বিনাশেরই অনুধাবন করেন অর্থাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হন, অতএব শ্রেয়ঃ আচরণই কর্ত্তব্য ॥ ২১ ॥

‡ ক "কার্য্যং"। † খ তত্তজ্জাতিবৃতং।

মোহপ্রভাবঃ

স্বদেহ-ধন-দারাদি-নিরতাঃ সর্ব্বজন্তবঃ।
জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ হাহতাঽজ্ঞানমোহিতাঃ ॥
প্রভবং সর্ব্বদুঃখানা-মাশ্রয়ং সকলাপদাম্।
আলয়ং সর্ব্বপাপানাং সংসারং বর্জ্জয়েৎ প্রিয়ে ॥
প্রতিক্ষণময়ং কায়ঃ ক্ষীয়মাণো ন লক্ষ্যতে।
আমকুম্ভ ইবাম্ভস্থো বিশীর্ণো নৈব ভাব্যতে ॥
অপত্যং মে কলত্রং মে ধনং মে বান্ধবাশ্চ মে।
লপন্তমিতি মর্ত্ত্যং তমত্তি কালবৃকো বলাৎ ॥
পৃথিবী দহ্যতে যেন মেরুশ্চাপি বিদার্য্যতে।
শোষ্যতে সাগরজলং শরীরেম্বপি কা কথা ॥ ২২ ॥

মোহস্য সংসারকারণত্ব-কথনম্

লোহপাশময়ৈঃ পাশৈর্নরো বদ্ধোঽপি মুচ্যতে।
স্ত্রীধনাদিষু সংসক্তো মুচ্যতে ন কদাচন ॥
অসকৃদ্ দেহকর্ম্মাণি সুখদুঃখানি ভুঞ্জতে।

অজ্ঞানাচ্ছন্ন মৃতপ্রায় প্রাণী সকল নিজের দেহ, মন ও স্ত্রী পুত্রাদিতে আসক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হে প্রিয়ে! সমস্ত দুঃখের কারণ, সমস্ত আপদের আশ্রয় এবং সমস্ত পাপের আলয় এই সংসারকে পরিত্যাগ করিবে। জলমধ্যবর্ত্তী অপক্ব (কাঁচা) কুম্ভের ন্যায় এই দেহ প্রতিক্ষণে বিনষ্ট হইতেছে, প্রতিক্ষণেই বিশীর্ণ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু কেহ লক্ষ্য করে না। আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার ধন, আমার বান্ধব—এইরূপ প্রলাপকারী মানবকে কাল-বৃক বলপূর্ব্বক ভক্ষণ করিতেছে। যে কাল কর্ত্তৃক পৃথিবী দগ্ধ হইতেছে, সুমেরু পর্ব্বত বিদীর্ণ হইতেছে এবং সমুদ্র শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, শরীরের সম্বন্ধে আর কথা কি? অর্থাৎ সে শরীরকেও বিনাশ করিবে ॥ ২২ ॥

জীব লৌহনির্ম্মিত বা রজ্জুনির্ম্মিত পাশে আবদ্ধ হইয়াও মুক্ত হইতে পারে কিন্তু স্ত্রীপুত্রাদি ঐশ্বর্য্যে আসক্ত হইয়া কখনও মুক্ত হইতে পারে না; বার বার

পরত্রাঽজ্ঞানিনো দেবি ! যান্ত্যায়ান্তি পুনঃ পুনঃ ॥
অরজ্জুবন্ধনং সঙ্গো দুষ্টসঙ্গো মহাবিষঃ ।
সৎসঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নয়নদ্বয়ম্ ॥
যস্য নাস্তি নরঃ সোঽন্ধঃ কথং ন স্যাদমার্গগঃ ॥ ২৩

মোক্ষকারণম্

দ্বে পদে মোক্ষবন্ধায় নমমেতি মমেতি চ ।
মমেতি বধ্যতে জন্তুর্নমমেতি চ মুচ্যতে ॥
মমেত্যধ্যাসনাদ্ বন্ধো বিমুক্তির্নমমেতি চ ॥
মাংসলুব্ধো যথা মৎস্যো লৌহশঙ্কুং ন পশ্যতি ।
সুখলুব্ধস্তথা দেহী যমবাধাং ন পশ্যতি ॥
পাপশূলবিনির্ভিন্নং সিক্তং বিষয়সর্পিষা ।
রাগদ্বেষানলৈঃ পক্বং মৃত্যুরশ্নাতি মানবম্ ॥
স্বদেহমপি জীবোঽয়ং ত্যক্ত্বা যাতি কুলেশ্বরি ! ।
স্ত্রী-মাতৃ-ধন-পুত্রাদি-সম্বন্ধঃ কেন হেতুনা ॥ ২৪ ॥

দেহকৃত কর্ম্ম ও সুখ-দুঃখাদি ভোগ করে। হে দেবি ! অজ্ঞানী জীব এইরূপে ইহলোক ও পরলোকে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিয়া থাকে। বিষয়াসক্তি রজ্জু না হইলেও রজ্জুর ন্যায় বন্ধজনক, দুষ্ট সংসর্গ মহাবিষস্বরূপ অর্থাৎ মহাবিষের মত সংহারক। সৎসঙ্গ ও বিবেক রূপ নির্ম্মল নয়নদ্বয় যাহার নাই, সে ব্যক্তি অন্ধ ; সে কুমার্গগামী কেন হইবে না ? ২৩ ॥

মমতারাহিত্য ও মমতা—এই দুইটী মোক্ষ ও বন্ধের আস্পদ (কারণ)। জীব 'মমত্ব' বুদ্ধি দ্বারা বদ্ধ হয় এবং নির্ম্মমতা দ্বারা মুক্ত হয়। কারণ মমত্ব-নিশ্চয়ের দ্বারা বন্ধ এবং নির্মমতা দ্বারা মুক্তি কথিত হইয়াছে। মাংসলুব্ধ মৎস্য যেরূপ লৌহশঙ্কু (বড়শীর কাঁটা) দেখিতে পায় না। সেইরূপ সুখলুব্ধ জীব যমবাধা অর্থাৎ মৃত্যু দেখিতে পায় না। হে কুলেশ্বরি ! মৃত্যু মানবকে পাপরূপ শূলে বিদ্ধ করিয়া বিষয়রূপ ঘৃতে সিক্ত করিয়া এবং রাগদ্বেষরূপ অগ্নিতে পক্ব করিয়া ভক্ষণ করে। হে কুলেশ্বরি ! এই জীব যখন নিজের দেহকেও পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। তখন, তাহার কি কারণেই বা স্ত্রী, মাতা, পুত্র ও ধনের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে (৪) ? ॥ ২৪ ॥

---

(৪) আত্মাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম। ঐ আত্মার সহিত অন্তরঙ্গরূপে দেহেন্দ্রিয়াদি মিলিত

সংসারস্য দুঃখরূপত্ববর্ণনম্

শতং জীবনমত্যল্পং নিদ্রা তস্যার্দ্ধহারিণী।
বাল্য-রোগ-জরা-দুঃখৈরর্দ্ধং তদপি নিষ্ফলম্ ॥
দুঃখমূলো হি সংসারঃ স যস্যাস্তি স দুঃখিতঃ।
তস্য ত্যাগঃ কৃতো যেন স সুখী নাপরঃ প্রিয়ে! ॥
প্রভাতে মলমূত্রাভ্যাং মধ্যাহ্নে ক্ষুৎপিপাসয়া।
রাত্রৌ মদন-নিদ্রাভ্যাং বাধ্যন্তে মানবাঃ সদা ॥
দিব্যৌষধং ন সেবন্তে মহাব্যাধিবিনাশনম্।
তদ্ব্যাধিবর্দ্ধনাপথ্যং কুর্ব্বন্তি বহুশো জনাঃ ॥
সুকর্ম্ম ফলদং হিত্বা দুষ্কর্ম্মাণি করোতি যঃ।
কামধেনুং সমাগ(ক্র)ম্য হ্যর্কক্ষীরং স মার্গতি ॥ ২৫

শতবৎসর জীবন অতি অল্প (দেখা যায়); নিদ্রা তাহার অর্দ্ধেক আয়ু হরণ করে অর্থাৎ নিদ্রায় অর্দ্ধেক আয়ু অতিবাহিত হয়। সেই অবশিষ্ট অর্দ্ধেকও বাল্য, রোগ, জরা ও দুঃখের দ্বারা নিষ্ফল হয়। সংসারই দুঃখের মূল; যাহার এই সংসার আছে, সেই দুঃখী। হে প্রিয়ে! যিনি এই সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই সুখী, অপর কেহ সুখী নহে। মানবগণ প্রাতঃকালে মল-মূত্রের দ্বারা, মধ্যাহ্নে ক্ষুধা-তৃষ্ণা দ্বারা এবং রাত্রিতে কাম ও নিদ্রা দ্বারা সর্ব্বদাই পীড়িত হইতেছে, তথাপি মহাব্যাধি-(সংসার) নাশক দিব্যৌষধ পান করে না। প্রায়শঃ লোকসকল সংসার-ব্যাধির বৃদ্ধিকারক বহু কুপথ্য সেবন করে। যে ব্যক্তি শুভফলপ্রদ সুকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া দুষ্কর্ম্ম করে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই কামধেনুকে লাভ করিয়াও অর্কবৃক্ষের ক্ষীর অনুসন্ধান করে ॥ ২৫ ॥

হইয়াছে বলিয়া তাহারা আত্মার প্রিয়তর। স্বভাবতঃ তাহারা প্রিয়ও নহে, প্রিয়তরও নহে। বাহ্য স্ত্রীপুত্রাদি ঐ দেহেন্দ্রিয়াদিরই পরিপোষক বলিয়া তাহারাও আত্মার প্রিয় হইয়াছে। কিন্তু দেহেন্দ্রিয়াদির মত তাহারা আত্মার প্রিয় নহে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৪।৮) এই কথাই উক্ত হইয়াছে:—'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা'। সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিচ্যুত হইলে অন্যের সহিত সম্বন্ধ থাকে না।

অনিত্যানি শরীরাণি বিভবো নৈব শাশ্বতঃ।
নিত্যং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্মসঞ্চয়ঃ ॥
অধ্রুবেণ শরীরেণ প্রতিক্ষণবিনাশিনা।
যো ধ্রুবং নার্জয়েদ্ ধর্ম্মং স মর্ত্ত্যো মূঢ়চেতনঃ ॥
নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ গচ্ছতি।
নাপি পুত্রো নবা জ্ঞাতির্ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলম্ ॥
পুত্রদারময়ৈঃ পাশৈঃ পুমান্ বদ্ধো ন মুচ্যতে ॥ ২৬ ॥
পণ্ডিতে চৈব মূর্খে চ বলিন্যপ্যথ দুর্ব্বলে।
ঈশ্বরে চ দরিদ্রে চ মৃত্যোঃ সর্ব্বত্র তুল্যতা ॥
রাজতঃ সলিলাদগ্নেশ্চৌরতঃ স্বজনাদপি।
ভয়মর্থবতাং নিত্যং মৃত্যোঃ প্রাণভৃতামিব ॥
শ্বঃকার্য্যমদ্য কুর্ব্বীত পূর্ব্বাহ্নে চাপরাহ্নিকম্।
নহি প্রতীক্ষতে মৃত্যুঃ কৃতমস্য নবা কৃতম্ ॥
কর্ম্মণা মনসা বাচা যঃ কর্ম্মনিরতঃ সদা।
অফলাকাঙ্ক্ষিচিত্তো যঃ স মোক্ষমধিগচ্ছতি ॥

অফলাকাঙ্ক্ষি স্বকীয়ভোগজনকাকাঙ্ক্ষারহিতমিত্যর্থঃ।

শরীর সকল অনিত্য, সম্পদ্‌ও চিরন্তন নহে এবং মৃত্যুও সর্ব্বদাই নিকটবর্ত্তী। অতএব ধর্ম্মসঞ্চয় কর্ত্তব্য। যে মানব ক্ষণস্থায়ী অনিত্য শরীরের দ্বারা নিত্য ধর্ম্মের উপার্জ্জন না করে, সে মানব মূঢ়। পরলোকে সহায়তা করিবার জন্য মাতা বা পিতা, পুত্র বা জ্ঞাতি—কেহই গমন করে না, কেবল ধর্ম্মই সঙ্গে থাকেন। স্ত্রী-পুত্ররূপ পাশে আবদ্ধ হইয়া মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে না। পণ্ডিত, মূর্খ; বলবান্ দুর্ব্বল; সম্রাট্ ও দরিদ্র—সকলের নিকট মৃত্যু তুল্য। ধনী ব্যক্তির যেরূপ রাজা, জল, অগ্নি, চোর এবং স্বজনের নিকট হইতে সর্ব্বদা ভয় হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রাণিমাত্রই সর্ব্বদা মৃত্যুকে ভয় করে। আগামী দিনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আজই করা উচিত, অপরাহ্নকৃত্য পূর্ব্বাহ্নেই কর্ত্তব্য; কারণ মৃত্যু মানবের কৃতাকৃত প্রতীক্ষা করে না অর্থাৎ যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছে, তাহাকে মৃত্যুগ্রাস করিলেও যে করে নাই, তাহার জন্য অপেক্ষা করিবে, এমন নহে। যে ব্যক্তি শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বদাই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন এবং যাঁহার চিত্ত ভোগজনক আকাঙ্ক্ষা রহিত, তিনিই মুক্তিলাভ করেন। শ্লোকোক্ত

অহো মোহস্য মাহাত্ম্যং তন্মায়াজনিতস্য চ।
কিমন্যমপি দেবেশি ! মোহয়েদমরানপি ॥

ইতি যামলবচনাৎ। মার্কণ্ডেয়ে—

মহামায়া হরেশ্চৈতৎ তয়া সংমোহ্যতে জগৎ।

তয়া মহামায়য়া জগৎ সংসারঃ মোহ্যতে। ন কেবলং জগৎ সংমোহ্যতে, দেবানামপি চেতাংসি।

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥

জ্ঞানিনামিতি প্রশংসায়ামিন্ নিত্যজ্ঞানিনামিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

মহামায়াশব্দার্থঃ

মহতী চাসৌ মায়া চেতি মহামায়া। ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনাং মোহজনকত্বাৎ মহামায়া। তথাচোক্তং যামলে—

সৈব মায়া প্রকৃতির্যা সংমোহয়তি শঙ্করম্।
হরিং তথা বিরিঞ্চিঞ্চ তথৈবান্যাংশ্চ নির্জ্জরান্ ॥

কালিকাপুরাণে (৬।৬১-৬৩)—

‘অফলাকাঙ্ক্ষি’ শব্দের অর্থ—ভোগজনক আকাঙ্ক্ষা রহিত। কারণ যামল তন্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, ‘হে দেবেশি ! সেই মায়াজনিত মোহের কি মাহাত্ম্য ! অধিক কি, উহা দেবতাদিগকেও মুগ্ধ করিয়া থাকে’। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, ‘যোগনিদ্রা ভগবানের শক্তি মহামায়া। সেই মহামায়া কর্ত্তৃক এই জগৎ মোহিত হইতেছে’। উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, সেই মহামায়া কর্ত্তৃক যে কেবল জগৎ সংসার মুগ্ধ হইতেছে, তাহা নয়; দেবতাগণেরও চিত্ত মুগ্ধ হইতেছে। সেই অঘটন-ঘটনপটীয়সী ঐশ্বর্য্যময়ী মহামায়া নিত্যজ্ঞান-বিশিষ্ট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদির চিত্তও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহে নিক্ষেপ করেন। শ্লোকোক্ত ‘জ্ঞানিনাং’ পদটী প্রশংসার্থে ইন্ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হওয়ায় উহার অর্থ হইতেছে—নিত্যজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ॥ ২৭ ॥

মহতী যে মায়া—উহাই মহামায়া। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদিরও মোহজনক বলিয়া উনি মহামায়া। যামল তন্ত্রে সেইরূপ কথিত হইয়াছে। যথা—‘যে প্রকৃতি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য দেবতাগণকে মোহিত করেন, তিনিই মায়া’।

গর্ভান্তর্জ্জ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং সূতিমারুতৈঃ।
উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্ ॥
পূর্ব্বাতিপূর্ব্বসংস্কার-সম্মোহং সংনিযোজ্য চ *।
আহারাদৌ ততো মোহং মমত্বং জ্ঞানসংশয়ম্ ॥
ক্রোধোপরোধনাদিষু ক্ষিপ্ত্বা ক্ষিপ্ত্বা পুনঃ পুনঃ।
পশ্চাৎ কামে নিযোজ্যাশু চিন্তাযুক্তমহর্নিশম্ ॥ ২৮ ॥

মহামায়াভেদঃ

সা মহামায়া দ্বিবিধা বিদ্যাঽবিদ্যা চ। যা মহামায়া মুক্তের্হেতুভূতা সা বিদ্যা। যা মহামায়া সংসারবন্ধনহেতুভূতা সাঽবিদ্যা। মার্কণ্ডেয়ে—

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥ ২৯ ॥

কালিকাপুরাণে কথিত হইয়াছে—'গর্ভ মধ্যে জীবের জ্ঞান নিরন্তর থাকে, সূতিবায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া জীব যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন যিনি তাহাকে জ্ঞানরহিত করেন এবং নিরন্তর পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভ্রম সংস্কাররূপ মোহে ও আহারাদিতে নিয়োগ করিয়া মোহ, মমতা ও জ্ঞানসংশয় উৎপাদন পূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ ক্রোধ ও উপরোধাদিতে নিক্ষেপ করিয়া কামে নিয়োগ করতঃ সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্ত করেন, তিনি মহামায়া ॥ ২৮ ॥

সেই মহামায়া দ্বিবিধা:—বিদ্যা ও অবিদ্যা। যে মহামায়া মুক্তির জননী, তিনি বিদ্যা। আর যে মহামায়া সংসার বন্ধের কারণ-স্বরূপা, তিনি অবিদ্যা (১)। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত হইয়াছে—'যিনি মুক্তির জননী, তিনিই সনাতনী পরমা বিদ্যা, তিনিই সংসার-বন্ধের কারণ-স্বরূপা এবং তিনিই ব্রহ্মাদির নিয়ন্ত্রী' ॥ ২৯ ॥

(১) দেহান্তর্গত বায়ু স্থানভেদে বিভিন্ন কার্য্যের জনক হইয়া প্রাণ, অপানাদিরূপে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও যেমন প্রাণাদির বাস্তব ভেদ নাই। তদ্রূপ একই শক্তি কার্য্যভেদে ভিন্ন হইলেও উহাদের বাস্তব ভেদ নাই। এই জন্য মহামায়া কোন স্থলে বিদ্যা এবং কোন স্থলে অবিদ্যা নামে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

* মুদ্রিত কালিকাপুরাণে 'পূর্ব্বাতিপূর্ব্বং সম্বাতুং সংস্কারেণ' এইরূপ পাঠ আছে। অসঙ্গতবোধে তাহা পরিত্যক্ত হইল। খ পুস্তকে "পূর্ব্বাতিপূর্ব্বসংস্কারসম্মোহেন" এই পাঠ আছে। ...সম্মোহেন – পূর্ব্বাতিপূর্ব্বসংস্কার জন্যস্মৃত্যনুৎপাদেন হেতুনা—এইরূপ অর্থও লিখিত আছে।

অন্যত্রাপি—বিদ্যা বাঽপ্যথবাঽবিদ্যা দ্বে এতে মায়য়াবৃতে।
তৎ কর্ম্ম যচ্চ বন্ধায় সাঽবিদ্যা পরিকীর্ত্তিতা॥
যন্ন বন্ধায় তৎ কর্ম্ম সা বিদ্যা সমুদাহৃতা।
বিদ্যা তু সর্ব্বদা সেব্যা নাপ্যবিদ্যা কথঞ্চন॥
অবিদ্যা কর্ম্মবন্ধঃ স্যাদ্ তয়া জ্ঞানং প্রণশ্যতি।
জ্ঞাননাশাদ্ ভবেদ্ধানির্হানৌ সংসরণং পুনঃ॥
সংসারাৎ তু ভবেদ্ ঘোরাদ্ ঘোরং নরকমেব চ।
তস্মাদবিদ্যা কুত্রাপি ন সেব্যাপি কদাচন॥ ৩০॥

বিদ্যাপ্রশংসা

যা বিদ্যা সা মহামায়া সা তু সেব্যা সদা বুধৈঃ।
"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে" (ঈশ ৯) ইতি শ্রুতেঃ।
অন্যত্রাপি—"সংসারৈকনিয়তিরূপাঽবিদ্যা" ইতি। রুদ্রযামলে—
সুখদা মোক্ষদা নিত্যা সর্ব্বভূতেষু সংস্থিতা।
যদা তুষ্টা ভবেন্মায়া তদা সিদ্ধিমুপালভেৎ॥

অন্যত্রও কথিত হইয়াছে—বিদ্যা (জ্ঞান) ও অবিদ্যা (কর্ম্ম)—এই দুইই মায়ায় আবৃতা। যে কর্ম্ম বন্ধের হেতু, উহা অবিদ্যা নামে কীর্ত্তিত হইয়াছে। আর যে কর্ম্ম বন্ধের জনক নহে, উহা বিদ্যা নামে কথিত হইয়াছে। বিদ্যা সর্ব্বদাই সেব্য। কোন প্রকারে অবিদ্যার সেবা কর্ত্তব্য নহে। কারণ অবিদ্যা কর্ম্মবন্ধ স্বরূপ। সেই অবিদ্যা হইতে জ্ঞান নাশ অর্থাৎ আত্মবিস্মৃতি উৎপন্ন হয়। জ্ঞান নাশ হইতে হানি অর্থাৎ স্বরূপানুভূতির বিলোপ হয়। হানি হইতে সংসার হয় এবং ঘোর সংসার হইতে ভীষণ নরক হয়। অতএব কোন অবস্থায় অবিদ্যার সেবা করিবে না॥ ৩০॥

যিনি বিদ্যা, তিনি মহামায়া। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সেই বিদ্যাই সেব্য। কারণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে:—'যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা 'অন্ধতমঃ' নরকে প্রবেশ করে'। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—'সংসারৈকনিয়তিরূপা অবিদ্যা' অর্থাৎ কেবল সংসারই যাহার উত্তর ফল, উহা অবিদ্যা। রুদ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, 'সুখমোক্ষদায়িনী সনাতনী মহামায়া সমস্ত ভূতে অবস্থিত আছেন। সেই মায়া যখন সন্তুষ্ট হন, তখন জীব সিদ্ধিলাভ করে। সেই

বন্দনীয়া সদা স্তুত্যা পূজনীয়া চ সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যা কীর্ত্তিতব্যা চ মায়া নিত্যা নগাত্মজা॥ ৩১॥
বৃথা ন কালং গময়েদ্ দ্যূতক্রীড়াদিনা সুধীঃ।
গময়েদ্ দেবতাপূজা-জপযোগস্তবাদিনা॥
কিমন্যৈরসদালাপৈঃ যদায়ুর্ব্ব্যয়তামিয়াৎ॥
তস্মান্মন্ত্রাদিকং সর্ব্বং বিজ্ঞায় শ্রীগুরোর্মুখাৎ।
সুখেন মুচ্যতে দেবি! ঘোরসংসারবন্ধনাৎ॥ ৩২॥

ইতি শ্রীপরিব্রাজকাচার্য্য-পরমহংস তীর্থাবধূত-শ্রীমদ্-ব্রহ্মানন্দ-গিরি-কৃতায়াং শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণ্যাং শরীরনির্ণয়ো নাম প্রথমোল্লাসঃ

পর্ব্বতনন্দিনী সনাতনী মহামায়া সর্ব্বদা সকলেরই বন্দনীয়া ও পূজনীয়া। সকল সময়েই তাঁহার মহিমার শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিবে॥ ৩১॥

পণ্ডিত ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়াদি দ্বারা বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না; দেবতার পূজা জপ, যোগ ও স্তবাদি দ্বারা কাল অতিবাহিত করিবেন। হে দেবি! অন্য অসৎ আলাপের আর ফল কি? ইহা দ্বারা যখন আয়ু নষ্ট হয়। তখন সাধক গুরুর মুখ হইতে মন্ত্রাদি সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া ঘোর সংসার বন্ধন হইতে অনায়াসে মুক্ত হইতে পারে।

শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীর প্রথম উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োল্লাসঃ

দীক্ষামাহাত্ম্যম্

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
বিনা দীক্ষাং ন মোক্ষঃ স্যাৎ প্রাণিনাং শিবশাসনে ॥
ন যোগেন বিনা মন্ত্রো ন মন্ত্রেণ বিনা হি সঃ।
দ্বয়োরভ্যাসযোগশ্চ ব্রহ্ম-সংসিদ্ধিকারকঃ ॥
তমঃ-পরিবৃতে গেহে ঘটো দীপেন দৃশ্যতে।
এবং মায়াবৃতো হ্যাত্মা মনুনা গোচরীকৃতঃ ॥
সংপ্রাপ্তে ষোড়শে বর্ষে দীক্ষাং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।

অনুবাদ—হে দেবি! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা শ্রবণ কর। আগম মতে—দীক্ষা ব্যতীত মুক্তি হইতে পারে না (২)। যম, নিয়মাদি ক্রিয়া-যোগ ব্যতীত মন্ত্র ফলপ্রদ হয় না এবং মন্ত্র ব্যতীত যোগও সিদ্ধ হয় না। এই উভয়ের অভ্যাসই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জনক। অন্ধকারাচ্ছন্ন গৃহে প্রদীপের দ্বারা যেমন ঘট দৃষ্ট হয়; তদ্রূপ মায়াবৃত আত্মা মন্ত্রের দ্বারা প্রকটীকৃত হইয়া থাকেন। ষোড়শবর্ষ পূর্ণ হইলে সমাহিত হইয়া দীক্ষা গ্রহণ

---

(২) অজ্ঞান দ্বিবিধ আত্মগত ও বুদ্ধিগত। দীক্ষা দ্বারা আত্মগত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু বুদ্ধিগত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। উহা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে প্রকৃত দীক্ষিত ব্যক্তির দ্বিবিধ অজ্ঞান নিবৃত্ত হওয়ায় সদ্যঃ শিবত্ব প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ হয়। তত্ত্বজ্ঞান না হইলে দেহান্তে মুক্তি হয়। অভিনব গুপ্তপাদ 'তন্ত্রালোকে' এই মত প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন:—'দীক্ষয়া গলিতেঽপ্যন্তরজ্ঞানে পৌরুষাত্মনি। ধীগতস্যানিবৃত্তত্বাদ্ বিকল্পোঽপি হি সম্ভবেৎ। দেহান্ত এব মোক্ষঃ স্যাৎ পৌরুষাজ্ঞানহানিতঃ। বৌদ্ধাজ্ঞাননিবৃত্তৌ তু বিকল্পোন্মূলনাদ্ ধ্রুবম্। তদৈব মোক্ষ ইত্যুক্তং ধাত্রা শ্রীমন্নিশাটনে ॥ (তন্ত্রালোক)।

ক্রিয়ার সমধর্ম্মী বলিয়া দীক্ষা কোন কোন স্থলে ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হইলেও ইহা জ্ঞানস্বরূপ। উমাপতি শিবাচার্য্য 'শতরত্ন-সংগ্রহে' এই কথা বলিয়াছেন। (আর্থার এভেলন প্রকাশিত 'শতরত্ন সংগ্রহে' ৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) এই জন্যই উহা অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হয়। শাক্তী ও মান্ত্রী দীক্ষা ক্রিয়াস্বরূপ কিন্তু শাম্ভবী তাহা নহে। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা 'পরশুরাম-কল্পসূত্র' ও 'শতরত্ন সংগ্রহে' দ্রষ্টব্য।

রসৈর্মন্ত্রৈর্যথা বিদ্ধময়ঃ সুবর্ণতাং ব্রজেৎ।
দীক্ষাবিদ্ধস্তথা হ্যাত্মা শিবত্বং লভতে ধ্রুবম্ ॥

ইতি কুলার্ণবাৎ। মন্ত্রমুক্তাবল্যাম্—

জপো দেবার্চনবিধিঃ কার্য্যো দীক্ষান্বিতৈর্নরৈঃ।
(নাস্তি পাপং যতস্তেষাং সূতকঞ্চ যতাত্মনাম্) ॥*

রুদ্রযামলে—আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ।
নহি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ ॥ ১ ॥

আগমলক্ষণম্

আগমশব্দব্যুৎপত্তিমাহ রুদ্রযামলে—

আগতঃ শিববক্ত্রেভ্যো গতশ্চ গিরিজামুখে †।
মতঃ শ্রীবাসুদেবস্য তস্মাদাগম উচ্যতে ॥

বক্ত্রেভ্য ইতি বহুবচনং পঞ্চাম্নায়লাভার্থম্। তথাচ কুলার্ণবে—

কর্ত্তব্য। কারণ কুলার্ণব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, লৌহ যেমন রস (পারদ) ও মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত হইয়া সুবর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আত্মা দীক্ষা দ্বারা সংস্কৃত হইলে নিশ্চয়ই শিবত্বলাভ করেন'। মন্ত্রমুক্তাবলীতে উক্ত হইয়াছে,—'জপ ও দেবপূজা দীক্ষিত ব্যক্তির কর্ত্তব্য। (কারণ তাঁহাদের চিত্ত সংযত হওয়ায় পাপ ও সূতক (অশৌচ) হয় না।) রুদ্রযামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'সুধী ব্যক্তি কলিকালে আগমোক্ত বিধানে দেবতার অর্চ্চনা করিবেন। কারণ কলিকালে অন্যবিধানে দেবতার অর্চ্চনা করিলে দেবতা প্রসন্ন হন না' (৩) ॥ ১ ॥

রুদ্রযামল তন্ত্রে আগমশব্দের ব্যুৎপত্তি বলিয়াছেন—আগম শিবের মুখসমূহ হইতে নির্গত, পার্ব্বতীর মুখবিবরে প্রবিষ্ট এবং বাসুদেবের মত অর্থাৎ সম্মত; এই হেতু ইহা **আগম** নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। শ্লোকোক্ত

---

(৩) উক্ত বচন তান্ত্রিক কর্ম্মের প্রশংসা দ্বারা যেমন প্রবর্ত্তক, তদ্রূপ বেদে অনধিকারীর প্রতি বৈদিক কর্ম্মে নিবর্ত্তকও হয়। সর্ব্বথা বৈদিক কর্ম্মের নিষেধ উহার প্রতিপাদ্য নহে, কারণ তন্ত্রেও বহুস্থলে বৈদিক ক্রিয়ার পরে তান্ত্রিক ক্রিয়া বিহিত হইয়াছে। ভাস্কর রায় বামকেশ্বর তন্ত্রের টীকায় এই কথা প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন :—"এবং যানি তত্তদ্বিদ্যা-প্রশংসকানি বচনানি, তানি তদধিকারিণং প্রত্যেব প্রবর্ত্তকানি। যানি চ তন্নিন্দকানি তানি তদনধিকারিণং প্রতি নিবর্ত্তকানি। ন পুনর্—নহি নিন্দান্যায়েন বিধেয়স্তাবকানি"।

---

* খ পুস্তকে বন্ধনীমধ্যগতপাঠো নাস্তি † খ গিরিজা শ্রুতৌ

মম পঞ্চমুখেভ্যশ্চ পঞ্চাম্নায়াঃ সমুদ্গতাঃ।
পূর্ব্বপশ্চিমতশ্চৈব দক্ষিণোত্তরতস্তথা ॥
ঊর্দ্ধং নয়ত্যধঃসংস্থমূর্দ্ধাম্নায় ইতীরিতঃ।
যাবন্তঃ পাংশবো ভূমেস্তাবন্তঃ সমুদীরিতাঃ ॥
একৈকাম্নায়জা মন্ত্রা ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদাঃ।
সর্ব্বেষামেব মন্ত্রাণাং দেবতা তৎফলপ্রদা ॥

ইতি বচনেভ্যঃ। বাসুদেবস্য মতঃ সম্মত ইত্যর্থঃ। তেন বেদাবিরুদ্ধত্ব-লাভান্নাগমব্যুদাসঃ; সদাগম এবাগমশব্দস্য মুখ্যত্বাৎ। অত এবাগস্ত্য*সংহিতায়ামসদাগমস্য নিন্দামাহ শিবঃ

কলৌ প্রায়েণ দেবেশি! রাজসাস্তামসাস্তথা।
নিষিদ্ধাচরণাঃ সন্তো মোহয়ন্ত্যপরান্ বহূন্ ॥
আবাভ্যাং পিশিতং রক্তং সুরাঞ্চৈব সুরেশ্বরি!।
বর্ণাশ্রমোচিতং ধর্ম্মমবিচার্য্যার্পয়ন্তি যে।

'বক্ত্রেভ্যঃ' এই পদে বহুবচন 'পঞ্চাম্নায়' লাভের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ কুলার্ণব তন্ত্রের বচনগুলি দ্বারা সেইরূপই উক্ত হইয়াছে। যথা—"আমার পঞ্চমুখ হইতে পাঁচটী আম্নায় আবির্ভূত হইয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম মুখ হইতে পূর্ব্বাম্নায় ও পশ্চিমাম্নায়; দক্ষিণ ও উত্তর মুখ হইতে দক্ষিণাম্নায় ও উত্তরাম্নায় প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা অধঃপতিত ব্যক্তিকে ঊর্দ্ধে লইয়া যায়; উহা 'ঊর্দ্ধাম্নায়' নামে কথিত। পৃথিবীতে যত সংখ্যক ধূলিকণা আছে, এক একটী আম্নায়ের মন্ত্রও তত সংখ্যক এবং উহারা ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করে। সকল মন্ত্রের দেবতাই মন্ত্রের ফলদাতা"। 'বাসুদেবস্য মতঃ' ইহার অর্থ হইতেছে—বাসুদেবের সম্মত। ইহা দ্বারা বেদের অবিরুদ্ধত্ব লাভ হওয়ায় অর্থাৎ বেদের সহিত (সৎ) আগমের বিরোধ না থাকায় (সৎ) আগম বর্জ্জনীয় নহে। কারণ সৎ আগমই আগম শব্দের মুখ্য অর্থ। এই জন্যই শিব 'অগস্ত্যসংহিতায়' অসৎ আগমের নিন্দা করিয়াছেন। 'হে দেবেশি! কলিকালে প্রায়শই সমস্ত লোক রাজস ও তামসভাবাপন্ন হইয়া নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া অন্য বহু সাত্ত্বিক লোককে মোহিত করিতেছে। হে সুরেশ্বরি! যাহারা বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মবিচার

* ক আগমসংহিতায়াম্। গ অসদাগমব্যুদাসঃ।

ভূতপ্রেতপিশাচাস্তে ভবন্তি ব্রহ্মরাক্ষসাঃ ॥

ইতি বচনাৎ। শ্রীক্রমেঽপি—

ন দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণো মদ্যং মহাদেব্যৈ কথঞ্চ(দাচ)ন।
ব্রাহ্মণো বামকামোঽপি মদ্যং মাংসং ন ভক্ষয়েৎ ॥
দেব্যাশ্চ পশ্চিমে ভাগে চক্রপার্শ্বে নিবেদয়েৎ।
তৎ তদ্ দ্রব্যন্তু শূদ্রস্য নান্যেষাঞ্চ কদাচন ॥
বৈশ্যস্য মাক্ষিকং শুদ্ধং ক্ষত্রিয়স্য তু সাজ্যকম্।
ব্রাহ্মণশ্চ গবাং ক্ষীরং তাম্রে বা বিসৃজেন্ মধু।
নারিকেলোদকং কাংস্যে সর্ব্বেষাং দ্রব্যশোধনম্ ॥ ইতি।

অন্যত্রাপি—গোক্ষীরং ব্রাহ্মণো দদ্যাদ্ গব্যমাজ্যঞ্চ বাহুজঃ।
বৈশ্যশ্চ মাক্ষিকং দেয়ং শূদ্রঃ পৈষ্ট্যাদিকং চরেৎ ॥

পৈষ্ট্যাদিকমিত্যত্র পৌষ্পাদিকমিতি পাঠো দৃশ্যতে, তথাত্বে শূদ্রস্যা-পানুকল্পঃ। তথাচ পূর্ব্বত্র—

নারিকেলোদকং কাংস্যে সর্ব্বেষাং দ্রব্যশোধনম্। ইত্যুক্তেঃ ॥২॥

না করিয়া আমাদের দুই জনের উদ্দেশ্যে মাংস, রক্ত ও মদ্য অর্পণ করে, তাহারা ভূত, প্রেত, পিশাচ বা ব্রহ্ম-রাক্ষস হইয়া থাকে'। এই সকল বচন হইতে অসৎ আগমের নিন্দা বুঝা যায়। শ্রীক্রম তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, 'ব্রাহ্মণ কখনই মহাদেবীকে মদ্য নিবেদন করিবে না। ব্রাহ্মণ বামাচারী হইলেও মদ্য ও মাংস ভক্ষণ করিবে না। দেবীর পশ্চিমদিকে চক্র (যন্ত্র) পার্শ্বে মদ্য নিবেদন করিবে। মদ্য-মাংসাদি সেই সেই দ্রব্য শূদ্রের পক্ষে বিহিত, অন্য কাহারও কখনও দাতব্য নহে। (মদ্যের পরিবর্ত্তে) বৈশ্যগণের পক্ষে মধু ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সঘৃত জল শুদ্ধ (প্রশস্ত), ব্রাহ্মণ (মদ্যের পরিবর্ত্তে) গোদুগ্ধ অথবা তাম্রপাত্রে মধু নিবেদন করিবে। কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক সকলের পক্ষে প্রশস্ত। দ্রব্যশোধন সকলেরই কর্ত্তব্য। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে ঃ—'ব্রাহ্মণ (মদ্যের পরিবর্তে মহাদেবীকে) গোদুগ্ধ, ক্ষত্রিয় গব্য ঘৃত, বৈশ্য মধু এবং শূদ্র পৈষ্টী প্রভৃতি সুরা নিবেদন করিবে'। 'পৈষ্ট্যাদি' স্থলে পৌষ্পাদি পাঠও দেখা যায়। ঐ পাঠ প্রকৃত হইলে শূদ্রেরও (মদ্যের পরিবর্ত্তে) অনুকল্প বিহিত হইয়াছে। এই কারণেই পূর্ব্বে 'কাংস্যপাত্রে নারিকেলোদক সকলের পক্ষে প্রশস্ত। সকলেরই দ্রব্য-শোধন কর্ত্তব্য'— এইরূপ উক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥

দেব্যাশ্চ পশ্চিমে ভাগে চক্রপার্শ্বে নিবেদয়েৎ।
তৎ তদ্ দ্রব্যন্তু শূদ্রস্য নান্যেষান্তু কদাচন॥

ইতি বচনাৎ, তথাচান্যত্র বহুষু তন্ত্রবচনেষু* শূদ্রস্য মুখ্যদ্রব্যাদিদানস্য বিহিতত্বাৎ পরস্পরবিরোধে বিকল্পাশ্রয়ণম্, অতস্তেষাং (শূদ্রাণাং) সুরা-দানস্য ঐচ্ছিকত্বমায়াতম্। ন কেবলং দ্রব্যাভাব এব শূদ্রস্যানুকল্পো বিধীয়তে। অপি তু দ্রব্যাদিসত্ত্বেঽপি স্বেচ্ছয়া শূদ্রোঽনুকল্পেনাপি পূজাং কর্ত্তুমর্হতীতি সর্ব্বমনবদ্যমিতি॥ ৩॥

তথা গুরুণা দীক্ষিতঃ শিব-শক্তিভ্যাং প্রোক্তমন্ত্রযোগসমাশ্রয়েণ সাধকঃ কৃতার্থো ভবত্যেব। তথাচাগমসারে—

শিবেন পরয়া শক্ত্যা দ্বাভ্যাং কৃৎস্নং সমুদ্ধৃতম্।
বাচ্যবাচকভাবেন দ্বাভ্যাং ব্রহ্ম প্রকাশিতম্॥ ইতি॥ ৪॥

দীক্ষাশব্দার্থঃ

দীক্ষাশব্দার্থমাহ যামলে—

দেবীর পশ্চিমদিকে চক্রপার্শ্বে মদ্য নিবেদন করিবে। মদ্য-মাংসাদি সেই সেই দ্রব্যগুলি শূদ্রের পক্ষে বিহিত, অন্য কাহারও কখনও দাতব্য নহে'—এই বচন থাকায় এবং অন্য স্থলে বহু তন্ত্রবচনে শূদ্রের মুখ্যদ্রব্য (মদ্য) দান বিহিত হওয়ায় পরস্পর বিরোধ প্রযুক্ত বিকল্পের (মুখ্য বা অনুকল্প যে কোন একটীর) আশ্রয় করিতে হইবে। অতএব শূদ্রগণের সুরাদান ঐচ্ছিক বলিয়া প্রতীত হইতেছে। দ্রব্যের অভাবেই যে শূদ্রের অনুকল্প বিহিত হইয়াছে, তাহা নহে। পরন্তু দ্রব্যাদি থাকিলেও শূদ্র ইচ্ছানুসারে অনুকল্পের দ্বারাও পূজা করিতে পারে। সুতরাং সমস্তই সুসঙ্গত॥ ৩॥

অতএব গুরু কর্ত্তৃক দীক্ষিত সাধক গুরুদত্ত মন্ত্র ও যোগের সাহায্যে শিব ও শক্তির কৃপায় নিশ্চয়ই কৃতার্থ হইবে। 'আগমসার' তন্ত্রে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে। যথাঃ—শিব ও পরাশক্তি—এই উভয় কর্ত্তৃক সমগ্র শাস্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে এবং বাচ্যবাচকরূপে এই উভয় কর্ত্তৃক ব্রহ্ম প্রকাশিত হইয়াছেন॥ ৪॥

* তন্ত্রান্তরে মুখ্য দ্রব্যদানের বিধানে এইরূপ উক্ত হইয়াছে—

বিপ্রাঃ ক্ষৌণিভুজো বিশস্তদিতরে ক্ষীরাজ্যমধ্বাসবৈ-
স্ত্বাং দেবি! ত্রিপুরে! পরাং পরময়ীং সন্তর্প্য পূজাবিধৌ।
যাং যাং প্রার্থয়তে মনঃস্থিরধিয়াং তেষাং ত এব ধ্রুবম্।
তাং তাং সিদ্ধিমবাপ্নুবন্তি তরসা বিঘ্নৈরবিঘ্নীকৃতাঃ॥

দীপ্তজ্ঞানং তু যা দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপক্ষয়ং তথা।
তেন দীক্ষেতি লোকেঽস্মিন্ কীর্ত্তিতং তন্ত্রপারগৈঃ ॥ ৫

অদীক্ষিতার্চ্চননিন্দা

উপচারসহস্রৈস্তু পূজিতা* ভক্তিসংযুতৈঃ।
অদীক্ষিতার্চ্চনং দেবা ন গৃহ্লন্তি কদাচন।
তস্য কর্ম্মাঽখিলং ব্যর্থং † তস্মাদদীক্ষিতঃ পশুঃ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রগ্রহণ-নিয়মঃ

ক্রিয়াসারে—কল্পে দৃষ্ট্বা তু যো মন্ত্রং জপেদ্ গুরুমনাশ্রিতঃ।
সুতনাশো ভবেৎ তস্য ফলং কিঞ্চিন্ন বিদ্যতে ॥
যামলে— গুরোর্মুখান্ মহাবিদ্যাং গৃহ্ণীয়াৎ পাপনাশিনীম্।
তস্মাদ্ যত্নাদ্ গুরুং কৃত্বা মন্ত্রসাধনমাচরেৎ ॥ ৭ ॥

গুরু-শব্দার্থঃ

গুরুশব্দার্থমাহ যামলে—
গুকারঃ (১) সিদ্ধিদঃ প্রোক্তো রেফঃ পাপস্য দাহকঃ।

যামল তন্ত্রে দীক্ষা শব্দের অর্থ বলিতেছেন—'যাহা দীপ্ত (দিব্য) জ্ঞান দান করে, এবং পাপক্ষয় করে, সেই হেতু উহা ইহলোকে 'দীক্ষা' বলিয়া তন্ত্রবিদ্গণ কর্তৃক অভিহিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

ভক্তিমান্ সাধক কর্তৃক সহস্র উপচারের দ্বারা অর্চ্চিত (হইলেও) দেবতাগণ অদীক্ষিত ব্যক্তির (সেই) অর্চ্চনা কখনও গ্রহণ করেন না। অদীক্ষিত ব্যক্তির সমস্ত কর্ম্ম বৃথা, এইজন্য অদীক্ষিত ব্যক্তি পশু বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

'ক্রিয়াসার'তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে - 'যে ব্যক্তি গুরুকে আশ্রয় না করিয়া গ্রন্থ দেখিয়া মন্ত্র জপ করে, তাহার পুত্রনাশ হয় এবং তাহার কোন ফল হয় না'। যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—'গুরুর মুখ হইতে পাপ-ধ্বংসকরী বিদ্যা (শক্তিদেবতার মন্ত্র) গ্রহণ করিতে হয়। অতএব যত্নপূর্ব্বক গুরু গ্রহণ করিয়া মন্ত্রসাধনের অনুষ্ঠান করিবে' ॥ ৭

যামল তন্ত্রে গুরুশব্দের অর্থ বলিতেছেন—'গুরুশব্দের গুকার সিদ্ধি-প্রদ

(১) মুদ্রিত শাক্তানন্দতরঙ্গিণী ও তন্ত্রসারাদিতে "গকারঃ" পাঠ আছে। এ পাঠে গকার ও রকারের পরবর্ত্তী উকার এক বর্ণই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ গুরু শব্দে চারিটী বর্ণ গ্রহণ করিলে তদনুসারে উক্তরূপ অর্থে গুরু 'ত্রিতয়াত্মা'—ইহা বলা সংগত হয় না।

* খ যোজিতাং...ভক্তিসংযুতাং † ক যস্মাৎ

উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ স্মৃতঃ ॥ ৮ ॥

গুরুলক্ষণম্

সারসংগ্রহে—

বিশুদ্ধ-মাতাপিতৃকো জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বাগমজ্ঞঃ পরদুঃখকাতরঃ।
যথার্থবাগ্ বেদবিদঙ্গপারগঃ শান্তঃ কুলীনো গুরুরীরিতো দ্বিজঃ ॥ ৯ ॥

ব্রাহ্মণ-গুরুকরণ-বিধিঃ

দ্বিজ ইত্যুপাদানাদ্ ব্রাহ্মণেভ্যো মন্ত্রগ্রহণম্। তন্ত্রে—

সদাচারো দ্বিজো যস্তু বর্ণানাং গুরুরেব সঃ।

বলিয়া উক্ত হইয়াছে। রকার পাপের নাশক, উকার শম্ভুস্বরূপ—এইজন্য গুরু এই তিনটীর স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছেন' ॥ ৮ ॥

সারসংগ্রহে উক্ত হইয়াছে:—'বিশুদ্ধ মাতা-পিতা হইতে উৎপন্ন, (১) জিতেন্দ্রিয়, সমস্ত আগমার্থবিৎ, পরদুঃখকাতর, সত্যবাদী, বেদজ্ঞ, বেদাঙ্গবিৎ, শান্ত ও কুলীন (২) দ্বিজ গুরু বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন' ॥ ৯ ॥

এই বচনে 'দ্বিজঃ' এই পদের উল্লেখ হওয়ায় ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ কর্ত্তব্য (৩)। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে:—'যে দ্বিজ সদাচারপরায়ণ, তিনিই সমস্ত বর্ণের গুরু

(১) ব্যবহার ও লোক প্রসিদ্ধি দ্বারা মাতা পিতার বিশুদ্ধি জানা যায়। সন্তানের মনোভাব পিতামাতার মনোভাবের অনুরূপ বলিয়া তদ্দ্বারাও পিতা মাতার বিশুদ্ধি বুঝা যায়। রাঘবভট্ট 'শারদাতিলকে'র টীকায় (১১৯ পৃঃ) প্রাচীন উক্তির দ্বারা এই কথা প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন—"যদকারি কর্ম্ম গুপ্তং যৌবনসময়ে মদান্ধয়া মাত্রা। তৎ প্রকটয়ন্তি তনয়া বিগতনয়াঃ স্বধর্ম্মমুৎসৃজ্য" ॥ "কার্য্যানুগতং শীলং শীলানুগতং নৃণাং ভবতি চিত্তম্। চিত্তানুগতং রূপং রূপানুগতা গুণাঃ প্রায়ঃ ॥" (শারদাতিলক ১২০ পৃঃ)।

(২) কেহ কেহ "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্। নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুললক্ষণম্ ॥" এই বচনানুসারে আচারাদি নবগুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে কুলীন বলেন। সারসংগ্রহ-বচনে এবং অন্যান্য অনেক বচনে কুলীন পদের পৃথক্ উল্লেখ থাকায় এবং কামাখ্যা, কুলার্ণব ও রুদ্রযামলাদি তন্ত্রে বিষ্ণুমন্ত্রোপাসকেরও কুলাচার বিহিত হওয়ায় কুলীন শব্দের কৌল অর্থও কেহ কেহ গ্রহণ করেন। কৌল শব্দের বিকৃতার্থ গ্রহণ না করিলে কুলীন শব্দের কৌল অর্থ গ্রহণে কাহারও আপত্তি হইবে না।

(৩) অবশ্য দ্বিজ শব্দের দ্বারা ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যও বুঝা যায়। কিন্তু "সদাচারো দ্বিজো যস্তু বর্ণানাং গুরুরেব সঃ"—এই বচনে 'বর্ণানাং' এইরূপ বহুবচনান্ত পদের দ্বারা সর্ব্ববর্ণের গ্রহণ হওয়ায় উক্ত বচনে দ্বিজ শব্দের দ্বারা ব্রাহ্মণই বুঝিতে হইবে। কারণ ব্রাহ্মণ গুরুর অভাবে

অন্যত্রাপি— স্বধর্ম্মনিরতো ভূত্বা শ্রুত্বা দ্বিজগুরোর্মুখাৎ।
সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি শীঘ্রং দেবত্বমাপ্নুয়াৎ॥
শূদ্রঃ শূদ্রমুখাচ্ছ্রুত্বা বিদ্যাং বা মন্ত্রমেব বা।
গৃহীত্বা নরকং যাতি দুঃখং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্॥ ১০॥

দীক্ষাফলম্

নবরত্নেশ্বরে—সর্ব্বাসামেব দীক্ষাণাং মুক্তিঃ ফলমখণ্ডিতম্।
অবিশেষাদ্ ভবত্যেষা প্রাসঙ্গিক্যস্তু ভুক্তয়ঃ॥
যামলে— দীক্ষিতো ব্রাহ্মণো যাতি ব্রহ্মলোকমনাময়ম্।
ঐন্দ্রলোকং ক্ষত্রিয়স্তু প্রাজাপত্যং তথা বিশঃ।
যাতি গন্ধর্ব্বনগরং শূদ্রো দীক্ষাপ্রভাবতঃ॥ ১১॥

হইবেন'। অন্যত্রও কথিত হইয়াছে:—'মানব স্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া দ্বিজ গুরুর মুখ হইতে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং শীঘ্র দেবত্বও প্রাপ্ত হয়। শূদ্র শূদ্র গুরুর মুখ হইতে বিদ্যা বা মন্ত্র গ্রহণ করিয়া নরকেই গমন করে এবং দুঃখ অবশ্য প্রাপ্ত হয়'॥ ১০॥

নবরত্নেশ্বরে উক্ত হইয়াছে:—'সমস্ত দীক্ষার পূর্ণ ফল হইতেছে মুক্তি; অবিশেষে সকলেরই ইহা হইতে পারে। পরন্তু অবান্তররূপে ভোগও হইয়া থাকে'। যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে:—'ব্রাহ্মণ দীক্ষিত হইয়া দুঃখশূন্য আনন্দময় ব্রহ্মলোকে গমন করেন, ক্ষত্রিয় দীক্ষিত হইয়া ইন্দ্রলোকে এবং বৈশ্য প্রজাপতি লোকে গমন করে। শূদ্র দীক্ষাপ্রভাবে গন্ধর্ব্বনগর প্রাপ্ত হয়'॥ ১১॥

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্থলবিশেষে দীক্ষাদানের অধিকারী হইলেও ব্রাহ্মণের দীক্ষা দানে তাহাদের অধিকার নাই, ইহা 'নারদ পঞ্চরাত্রে'ও কথিত হইয়াছে। যথা—বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাদ্ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ম্। তস্যেহামুত্রনাশঃ স্যাৎ তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ॥ (তারাভক্তি-সুধার্ণব ধৃত নারদ-পঞ্চরাত্র বচন) রুদ্রযামলতন্ত্রে এবং হরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত বচনেও কথিত হইয়াছে—'প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ" অর্থাৎ প্রতিলোমবর্ণের দীক্ষাদান কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং ব্রাহ্মণই ব্রাহ্মণের দীক্ষাদাতা—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। তদনুসারেই গ্রন্থকার এখানে সর্ব্ববর্ণের দীক্ষাদাতা অভিপ্রায়ে লিখিয়াছেন—'ব্রাহ্মণেভ্যো মন্ত্রগ্রহণম্'।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বক্তব্য এই যে—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র, শৈবাগম, শিব-সদ্ভাব, যোগিনীতন্ত্র ও রুদ্রযামল প্রভৃতি তন্ত্রে সন্ন্যাসীর নিকট গৃহস্থের দীক্ষাগ্রহণ নিষিদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং সন্ন্যাসীর নিকট গৃহস্থের দীক্ষা গ্রহণ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নহে।

শূদ্র-দীক্ষাধিকার-বিচারঃ

অত্র শূদ্রদীক্ষাধিকারশ্রুতেঃ—"ন শূদ্রায় মন্ত্রং দদ্যাদি"তি বচনং বেদমন্ত্রপরং দেবতাবিশেষপরং মন্ত্রবিশেষপরং চ। বারাহীতন্ত্রে—

গোপালস্য মন্ত্রর্দেয়ো মহেশস্যাপি পাদজে।
তৎপত্ন্যাশ্চাপি সূর্য্যস্য গণেশস্য মন্ত্রস্তথা॥
এষু দীক্ষাধিকারী স্যাদন্যথা পাপভাগ্ ভবেৎ।

ইতি বচনাদ্ দেবতান্তরস্য মন্ত্রে শূদ্রাণামনধিকারঃ। নৃসিংহতাপনীয়ে—শ্রুতিঃ—"সাবিত্রীং প্রণবং যজুর্লক্ষ্মীং স্ত্রীশূদ্রায় নেচ্ছন্তী"তি। "সাবিত্রীং লক্ষ্মীং যজুঃ প্রণবং যদি জানীয়াৎ স্ত্রীশূদ্রঃ স মৃতোঽধোগচ্ছতী" (১।৩) তি চ। লক্ষ্মীং শ্রীবীজম্। লক্ষ্মীমন্ত্রমিত্যপি কশ্চিৎ॥ ১২॥

গোপালস্য দশাক্ষরঃ শ্যামায়া দ্বাবিংশত্যক্ষরশ্চ মন্ত্রঃ স্বাহাগর্ভোঽপি শূদ্রায় দেয়ঃ ; "সর্ব্বেষু বর্ণেষু তথাশ্রমেষু" (১।৪) ইতি ক্রমদীপিকায়ামভিধানাৎ,—নাত্র সিদ্ধাদ্যপেক্ষাস্তি নচাঽমিত্রাদিদূষণম্।

এই বচনে শূদ্রের দীক্ষায় অধিকার উক্ত হওয়ায় 'ন শূদ্রায় মন্ত্রং দদ্যাৎ' অর্থাৎ শূদ্রকে মন্ত্রদান করিবে না—শূদ্রের দীক্ষা নিষেধ প্রতিপাদক এই বচন বেদমন্ত্র-বিষয়ক, দেবতা-বিশেষ-বিষয়ক এবং মন্ত্রবিশেষ বিষয়ক বুঝিতে হইবে। কারণ 'শূদ্রকে গোপালের মন্ত্র দেওয়া যাইতে পারে; মহেশ্বরেরও মন্ত্র দেওয়া যায় এবং মহেশ্বর-পত্নী পার্ব্বতী, সূর্য্য ও গণেশের মন্ত্র দেওয়া যায়। এই সকল মন্ত্রের দীক্ষায় ইহাদের অধিকার আছে। অন্য মন্ত্র গ্রহণ করিলে শূদ্র পাপভাগী হইবে'—বারাহীতন্ত্রের এই বচন অনুসারে জানা যায় যে, দেবতান্তরের মন্ত্র-গ্রহণে শূদ্রের অধিকার নাই। নৃসিংহ-তাপনীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে যে, 'সাবিত্রী (বেদোক্ত গায়ত্রী), প্রণব (ওঁকার), যজুঃ (বৈদিক মন্ত্রবিশেষ) ও শ্রীবীজ উচ্চারণে স্ত্রী ও শূদ্রের অধিকার নাই'। 'স্ত্রী ও শূদ্র যদি সাবিত্রী, প্রণব, যজুঃ ও লক্ষ্মীমন্ত্র গ্রহণ করে, তবে সে মরণান্তে অধোগতি প্রাপ্ত হয়'। নৃসিংহতাপনীয় শ্রুতি-বাক্যোক্ত লক্ষ্মীশব্দের অর্থ হইতেছে—শ্রীবীজ। কেহ কেহ বলেন—লক্ষ্মীমন্ত্র॥ ১২॥

গোপালের দশাক্ষর, শ্যামার দ্বাবিংশতি অক্ষর মন্ত্র স্বাহা-গর্ভিত (যুক্ত) হইলেও শূদ্রকে দেওয়া যায়। কারণ 'সমস্ত বর্ণে এবং সমস্ত আশ্রমে' ইহা ক্রমদীপিকায় উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ ক্রমদীপিকায় গোপালের দশাক্ষর মন্ত্রে সমস্ত বর্ণের ও সমস্ত আশ্রমের লোককে অধিকার দেওয়া হইয়াছে॥ 'কালিকার মন্ত্র

নচাঽধিকারচিন্তাঽত্র গ্রহণে কালিকামনোঃ ॥

ইতি কালীকুলসর্ব্বস্ববচনাচ্চ। তস্মাদ্ গোপালদশাক্ষর-শ্যামাদ্বাবিংশত্যক্ষর-মন্ত্রগ্রহণে শূদ্রস্যাধিকারঃ ॥ ১৩ ॥*

নন্‌ স্বাহা-প্রণবসংযুক্তং শূদ্রে মন্ত্রং দদদ্দ্বিজঃ।

শূদ্রো নিরয়গামী স্যাদ্ ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্ ॥

ইতি দেবীযামলবচনাৎ স্বাহা-প্রণবান্বিতমন্ত্রেষু শূদ্রস্যানধিকারপ্রতীতেঃ প্রণবান্বিত-গোপালমন্ত্রে স্বাহাগর্ভিত-দ্বাবিংশত্যক্ষর-শ্যামা-মন্ত্রে চ কথং তস্যাধিকার ইতি চেন্ন।

তন্ত্রোক্তং প্রণবং দেবি! বহ্নিজায়াঞ্চ সুন্দরি!।

প্রজপেৎ সততং শূদ্রো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

ইতি ভূতশুদ্ধিবচনেন তন্ত্রোক্ত-প্রণব-বহ্নিজায়য়োঃ শূদ্রোচ্চার্য্যতা-প্রতি-

---

গ্রহণে সিদ্ধাদি বিচারের অপেক্ষা নাই; অমিত্রাদি দোষও নাই এবং মন্ত্রগ্রহণে অধিকার চিন্তাও কর্ত্তব্য নহে'—কালীকুলসর্ব্বস্ব তন্ত্রের এই বচনেও তাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব গোপালের দশাক্ষর এবং শ্যামার দ্বাবিংশতি অক্ষর মন্ত্র গ্রহণে শূদ্রেরও অধিকার আছে ॥ ১৩ ॥

[প্রশ্ন] 'যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকে স্বাহা ও প্রণবসংযুক্ত মন্ত্র দান করে, সে অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং শূদ্রও নরকগামী হইয়া থাকে'—দেবীযামল তন্ত্রের এই বচনের দ্বারা স্বাহা ও প্রণবযুক্ত মন্ত্রে শূদ্রের অনধিকার প্রতীত হওয়ায় স্বাহাযুক্ত মন্ত্রে শূদ্রের অধিকার কিরূপে হইতে পারে? এই যদি বলি, [উত্তর] না—ইহা বলিতে পার না। কারণ—'হে দেবি! হে সুন্দরি! শূদ্র সর্ব্বদাই তন্ত্রোক্ত প্রণব ও তন্ত্রোক্ত বহ্নিজায়া (৪) জপ করিতে পারে, ইহাতে বিচার কর্ত্তব্য নহে'—ভূতশুদ্ধি তন্ত্রের এই বচনের দ্বারা তন্ত্রোক্ত প্রণব ও বহ্নিজায়া শূদ্রের উচ্চার্য্য বলিয়া প্রতিপাদিত হওয়ায় উক্ত বচনের

---

(৪) তন্ত্রোক্ত প্রণব ওঁকার নহে—ঔঁকার। কঙ্কালমালিনী তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—

শূদ্রাণাং প্রণবং দেবি। চতুর্দ্দশস্বরং প্রিয়ে! নাদবিন্দুসমাযুক্তং স্ত্রীণাং চৈব বরাননে।॥

এইরূপ তন্ত্রোক্ত বহ্নিজায়া (স্বাহা) হইতেছে নমঃ। তারারহস্যধৃত দেবীযামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বৈশ্যানাং হরসুন্দরি!। যোষিতামপি শূদ্রাণাং চাধিকারোঽত্র সদ্বিধৌ। সর্ব্বত্র হোমপূজাদৌ সংস্কারে বালকস্য চ। প্রয়োগে যন্ত্রসংশুদ্ধৌ স্রজঃসংস্কার-কর্ম্মণি। শবানাঞ্চ চিতানাঞ্চ লতানাং চৈব সাধনে। লজ্জা তু প্রণবস্থানে হৃদয়ং বহ্নিবল্লভা সেতুস্থানে কূর্চ্চবীজং যোড়ায়াং কামবীজকম্। স্বর্গমোক্ষপ্রদং বিদ্ধি সর্ব্বত্র শূদ্রযোষিতোঃ ॥

---

* ক খ পুস্তকে নন্বিত্যাদি সর্ব্বমবদাতমিত্যন্তপাঠস্থানে ভূতশুদ্ধৌ—তন্ত্রোক্তং...বিচারণা। স্বাহা...ধোগতিমিতিশ্লোকদ্বয়াদি-ইতি তু বৈদিকমন্ত্রপরমিত্যন্তমেব পাঠঃ।

পাদনাৎ তদেকবাক্যতয়া তন্ত্রোক্ত-স্বাহা-প্রণবান্বিতেষ্বেব মন্ত্রেষু তস্যাধিকারকল্পনাৎ। এবং যত্র যত্র স্বাহা-প্রণবান্বীঢ়ে মন্ত্রে শূদ্রস্যাধিকারোক্তির্দৃশ্যতে, তত্র ন স্বরূপতঃ, অপিতু বহ্নিজায়াদিস্থলে মায়াবীজাদিপ্রক্ষেপেণ। তথাচোক্তম্—শ্রীবিষ্ণোঃ কোটিমন্ত্রে চ কোটিমন্ত্রে শিবস্য চ।

শূদ্রাণামধিকারোঽস্তি স্বাহাপ্রণববর্জ্জিতে॥
বহ্নিজায়াস্থলে মায়াং দত্ত্বা শূদ্রো জপেদ্ যদি।
জপাৎ সিদ্ধীশ্বরো ভূত্বা পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

তস্মাৎ তন্ত্রোক্ত-প্রণবাদ্যন্বিতেষ্বেব গোপালাদিমন্ত্রেষু শূদ্রাণামধিকার ইতি সর্ব্বমবদাতম্ (৫)॥ ১৪॥

সহিত একবাক্যতাপ্রযুক্ত তন্ত্রোক্ত প্রণব ও তন্ত্রোক্ত বহ্নিজায়াযুক্ত মন্ত্রেই শূদ্রের অধিকার কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপ যেখানে যেখানে স্বাহা ও প্রণবযুক্ত মন্ত্রে শূদ্রের অধিকার উক্ত হইয়াছে। সেখানে স্বরূপতঃ অর্থাৎ বৈদিক প্রণব ও স্বাহাযুক্ত মন্ত্রে অধিকার নাই। পরন্তু বহ্নিজায়া স্থলে মায়াবীজ (হ্রীং), প্রণবস্থলে 'নমঃ' বা ঔঁ যোগে অধিকার বুঝিতে হইবে। তন্ত্রে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে। যথা—'স্বাহা ও প্রণব রহিত শিবের কোটি মন্ত্রে এবং বিষ্ণুর কোটিমন্ত্রে শূদ্রের অধিকার আছে। 'শূদ্র যদি বহ্নিজায়া স্থলে মায়া বীজ যোগ করিয়া জপ করে, তবে সে জপের দ্বারা সিদ্ধিপতি হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়'। অতএব তন্ত্রোক্ত প্রণবাদিযুক্ত গোপালাদি মন্ত্রেই শূদ্রের অধিকার; (বৈদিক প্রণবাদিযুক্ত মন্ত্রে অধিকার নাই)। সুতরাং সমস্ত সুসঙ্গত॥ ১৪॥

---

(৫) বেদ ও তন্ত্রে সামান্যভাবে ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ব বর্ণের স্ত্রীর এবং শূদ্রের প্রণব উচ্চারণ নিষিদ্ধ হওয়ায় স্বাহা ও প্রণবযুক্ত মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণে তাহাদের অধিকার নাই বুঝা যায়। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনও 'মলমাসতত্ত্বে' তান্ত্রিক দীক্ষা প্রকরণে তাহাই বলিয়াছেন এবং শিষ্ট ব্যবহারও সেইরূপ প্রচলিত আছে। কিন্তু বচনান্তরে স্বাহাযুক্ত কতকগুলি বিশেষ মন্ত্রে স্ত্রীশূদ্রের অধিকার প্রদত্ত হওয়ায় সামান্য নিষেধবিধির সংকোচ করিয়া সেই বিশেষ মন্ত্রগুলি ব্যতীত অন্য কোন প্রণবাদিযুক্ত মন্ত্রে তাহাদের অধিকার নাই—ইহাই বুঝিতে হইবে। পরন্তু বচনান্তরে সর্ব্বত্র বৈদিক প্রণবাদিস্থলে তান্ত্রিক প্রণবাদিযোগে মন্ত্রজপ বিহিত হওয়ায় উক্ত গোপালাদি মন্ত্রে সামান্য নিষেধ-বিধির প্রাপ্তি নাই বলিয়া পূর্ব্বোক্ত ক্রমদীপিকাবচন বা কালীকুলসর্ব্বস্ব বচন প্রতিপ্রসব হয় না। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনও উক্ত স্থলে কোন প্রতিপ্রসব বচন বলেন নাই। শাক্তানন্দতরঙ্গিণীকারের মতে উক্ত বচনগুলি মন্ত্রবিশেষের প্রশংসাবোধক অর্থবাদমাত্রও বলা যায়।

স্ত্রীগুরোর্দীক্ষাগ্রহণ-ফলম্

স্ত্রিয়ো দীক্ষা শুভা প্রোক্তা মাতুশ্চাষ্টগুণা স্মৃতা।
স্বপ্নলব্ধা চ যা দীক্ষা তত্র নাস্তি বিচারণা॥

স্ত্রিয় ইতি পদং ন সর্ব্বস্ত্রীপরম্। বিধবায়া ন গুরুত্বম্। তদুক্তং তত্ত্বসারে—সাধ্বী চৈব সদাচারা গুরুভক্তা জিতেন্দ্রিয়া।
সর্ব্বতন্ত্রার্থসারজ্ঞা সধবা পূজনে রতা॥
গুরুযোগ্যা ভবেৎ সা হি বিধবাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৫॥

যৎ তু—বিধবায়াঃ সুতাদেশাৎ কন্যায়াঃ পিতুরাজ্ঞয়া।
নাধিকারো যতো (বিনা) নার্য্যা ভার্য্যায়া ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া॥

• স্ত্রী গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ শুভ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মাতার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ তদপেক্ষা আটগুণ অধিক শুভ বলিয়া কথিত হইয়াছে। স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রের দীক্ষায় কোন বিচার নাই। 'স্ত্রিয়ো দীক্ষা' এই বচনে 'স্ত্রিয়ঃ' এই পদটী স্ত্রীমাত্রের বোধক নহে। কারণ বিধবা স্ত্রীলোকের গুরুতা অর্থাৎ গুরুকার্য্যে অধিকার নাই। তত্ত্বসার গ্রন্থে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—'যে সধবা স্ত্রী সাধ্বী, সদাচার-পরায়ণা, জিতেন্দ্রিয়া, সমস্ত তন্ত্রার্থে অভিজ্ঞা, পূজাকার্য্যে নিরতা, তিনিই গুরুর যোগ্যা। বিধবাকে (গুরুকার্য্যে) পরিত্যাগ করিবে'॥ ১৫॥

'যেহেতু স্ত্রীলোকের দীক্ষাদানে (স্বাধীনভাবে) অধিকার নাই। সেইজন্য পুত্রের আদেশে বিধবা স্ত্রীর, পিতার আদেশে কন্যার এবং ভর্ত্তার আদেশে ভার্য্যার

তন্ত্রদীপিকাকার বলেন—উক্ত ক্রমদীপিকা বচনের অনুরোধে "স্বাহাপ্রণবসংযুক্তং" ইত্যাদি বচন উভয়পর অর্থাৎ স্বাহা ও প্রণব—উভয়যুক্ত মন্ত্রে স্ত্রীশূদ্রাদির অনধিকার বুঝিতে হইবে। পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় 'মলমাস-তত্ত্বের' টীকায় উক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন—'তদসৎ। প্রণবসম্বন্ধেনৈব তন্নিষেধসিদ্ধেঃ স্বাহোপাদানবৈয়র্থ্যাৎ। অতএব "যদি কামী ভবেচ্চৈব শূদ্রোঽপি হোমকর্ম্মণি। বহ্নিজায়াং পরিত্যজ্য হৃদন্তেনৈব হোময়েৎ॥ ইতি তন্ত্রান্তরবচনে স্বাহোচ্চারণমপি নিষিদ্ধমবগম্যতে।

কেহ কেহ বাজসনেয় সংহিতার 'যথেমাং বাচং কল্যাণীমাবদানি জনেভ্যঃ। ব্রহ্মরাজন্যাভ্যাং শূদ্রায় চার্য্যায় চ স্বায় চারণায়। (২৬৷২) এই বাক্যের দ্বারা শূদ্রেরও বেদমন্ত্রে অধিকার সমর্থন করেন। কিন্তু উহা একেবারেই অসঙ্গত। কারণ উক্ত বাক্য যজ্ঞান্তে ঋত্বিক্‌গণের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনার বোধক; কাহারও কোন বিষয়ে অধিকার বোধক নহে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের বেদের উক্ত স্থান দ্রষ্টব্য।

ইতি বিধবায়া গুরুত্ববোধকং বচনম্, তদমূলম্। সমূলত্বেঽপি —

সিদ্ধমন্ত্রো নরং সর্ব্বমযোগ্যং যোগ্যতাং নয়েৎ।

ইতি বচনৈকবাক্যতয়া সাধিতমন্ত্রবিষয়ম্ ॥ ১৬ ॥

মন্ত্রোদ্ধারঃ

গুপ্তদীক্ষাতন্ত্রে—মৃতমপ্যনুগচ্ছেৎ তু বিদ্যা মন্ত্রো বিশেষতঃ।
মন এব § মনুষ্যস্য পূর্ব্বকর্ম্মাণি শংসতি ॥ ‡
যদি ন স্যান্মহেশানি! মনুষ্যত্বং কথং ভবেৎ।
দীক্ষায়াঞ্চ কথং তস্য মনো ভবতি পার্ব্বতি! ॥
তস্মাৎ তু যত্নতো দেবি! পূর্ব্ববিদ্যাং সমুদ্ধরেৎ ॥ ১৭ ॥

দীক্ষাদানে অধিকার হয়—বিধবার গুরুত্ববোধক এই যে বচন, তাহা অমূলক অর্থাৎ নিষ্প্রমাণ। সমূলক (সপ্রমাণ) হইলেও উহা—'সিদ্ধমন্ত্র সমস্ত অযোগ্য ব্যক্তির যোগ্যতা প্রদান করে'—এই বচনের সহিত একবাক্যতা প্রযুক্ত সাধিত মন্ত্র-বিষয়ক বুঝিতে হইবে অর্থাৎ সিদ্ধমন্ত্র বিধবার সেই মন্ত্রে দীক্ষাদানে অধিকার আছে, অন্য বিধবার দীক্ষাদানে অধিকার নাই ॥ ১৬ ॥

গুপ্তদীক্ষা তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'বিশেষতঃ বিদ্যা ও মন্ত্র মৃত ব্যক্তিরও অনুগমন করে। মনই মনুষ্যের পূর্ব্বকর্ম্মের অর্থাৎ পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত জ্ঞানকর্ম্মাদির স্মরণ করে। যদি তাহার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞানাদির স্মরণ না হইত, তবে সে কিরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিত (৬)? এবং দীক্ষাতেই বা কেন তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত? অতএব হে দেবি! সর্ব্বাগ্রে যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্বজন্মে গৃহীত বিদ্যার উদ্ধার করিবে ॥ ১৭ ॥

(৬) জীব নিজকর্ম্মানুসারে নানা দেহ লাভ করে এবং সেই দেহে সে যে সমস্ত জ্ঞান ও কর্ম্ম উপার্জ্জন করে, সে সমস্ত সংস্কাররূপে (সূক্ষ্মরূপে) তাহার বুদ্ধিতে অবস্থান করে। মৃত্যুর সময় তাহাই সঙ্গে যায় এবং যাবৎ ভোগ বা জ্ঞানের দ্বারা ক্ষয় না হয়, তাবৎ কালই তাহার সঙ্গে থাকে। মৃত্যুর পর যখন সে নূতন দেহলাভ করে, তখন তাহার সেই দেহোচিত জ্ঞান ও কর্ম্ম উদ্‌বুদ্ধ হইয়া তাহার দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে। মনুষ্য জন্মের পর বহুজন্মান্তে—পুনরায় মনুষ্যদেহ লাভ করিলে অদৃষ্ট প্রভাবে সেই বহুজন্ম ব্যবহিত মনুষ্যজন্মেরই সঞ্চিত সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইবে, অন্য কোন জন্মের সংস্কার উদ্‌বুদ্ধ হইবে না। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"জাতিদেশকালব্যবহিতানামপ্যানন্তর্য্যং স্মৃতিসংস্কারয়োরেকরূপত্বাৎ"।

§ খ অনেনৈব। মন এব পাঠে 'অন্যত্রাপি চে'তি বচনাৎ কর্ত্তরি বতি, তেন স্মারক ইত্যর্থঃ (খ টি) ‡ খ সংস্মৃতিঃ।

মন্ত্রলিখননিয়মঃ

গুপ্তদীক্ষাতন্ত্রে—বকুলাশ্বত্থবটকং পত্ররত্নং শৃণু প্রিয়ে ।।
বটপত্রে মহেশানি ! শক্তিমন্ত্রং লিখেৎ প্রিয়ে ! ॥
অশ্বত্থে বিষ্ণুমন্ত্রঞ্চ বকুলে শিবমন্ত্রকম্ ।
রক্তগন্ধেন দেবেশি ! কাশ্মীরৈর্বা মহেশ্বরি ! ॥
শক্তিমন্ত্রং লিখেদ্ দেবি ! চন্দনৈর্বিষ্ণুমন্ত্রকম্ ।
ভস্মনা শিবমন্ত্রঞ্চ বিলিখেৎ পরমেশ্বরি ! ॥

বিলিখেদিতি—সপ্ত সপ্তসু পত্রেষু তৎতদ্দেবতায়া মন্ত্রং লিখেদিত্যর্থঃ ।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং তন্মন্ত্রে কারয়েদ্ যত্নতঃ সুধীঃ ।

তত্তদ্দেবতায়াঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্য্যাদিতার্থঃ ।
যথাশক্ত্যুপচারেণ সম্পূজ্য পরমেশ্বরি ! ।
ততঃ শিষ্যশ্চার্ঘপাত্রং হস্তে কৃত্বা মহেশ্বরি ! ॥
অনেন মনুনা মন্ত্রী ভাস্করায় নিবেদয়েৎ ॥ ১৮ ॥

অর্ঘদ্রব্যম্

অর্ঘদ্রব্যমাহ—আপঃ ক্ষীরং কুশাগ্রাণি ঘৃতং দধি তথা মধু ।
রক্তানি করবীরাণি তথা রক্তঞ্চ চন্দনম্ ॥
অষ্টাঙ্গ এষকোঽর্ঘো বৈ ভানবে পরিকীর্ত্তিতঃ ।

গুপ্তদীক্ষা তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—'হে প্রিয়ে ! বকুল, অশ্বত্থ ও বটের পত্রকে 'পত্ররত্ন' (শ্রেষ্ঠ পত্র) বলে। হে মহেশানি ! বটপত্রে শক্তিমন্ত্র, অশ্বত্থপত্রে বিষ্ণুমন্ত্র এবং বকুলপত্রে শিবমন্ত্র লিখিবে। হে মহেশ্বরি ! রক্তচন্দন বা কুঙ্কুমের দ্বারা শক্তিমন্ত্র, শ্বেত চন্দন দ্বারা বিষ্ণুমন্ত্র এবং ভস্ম দ্বারা শিবমন্ত্র লিখিবে। শ্লোকোক্ত 'বিলিখেৎ' পদের অর্থ হইতেছে—সেই সেই ইষ্টদেবতার প্রত্যেক মন্ত্র সাত সাতটী পত্রে লিখিবে। সুধী শিষ্য সেই মন্ত্রে যত্নপূর্ব্বক প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে। ইহার অর্থ—সেই সেই দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। হে দেবি ! তাহার পর শিষ্য সামর্থ্যানুরূপ উপচারের দ্বারা দেবতার পূজা করিয়া অর্ঘপাত্র হস্তে লইয়া এই (নিম্নোক্ত) মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যকে অর্ঘদান করিবে॥ ১৮ ॥

অর্ঘদ্রব্য বলিতেছেন :—জল, দুগ্ধ, কুশাগ্র, ঘৃত, দধি ও মধু এবং রক্ত-করবীর ও রক্তচন্দন-এই আটটী—সূর্য্যের অর্ঘদ্রব্য বলিয়া কথিত

গান্ধর্ব্বে—ন দদ্যাদ্ ভাস্করায়াঽর্ঘং শঙ্খতোয়ৈর্ম্মহেশ্বরি ! ॥ ১৯ ॥

অর্ঘদানমন্ত্রঃ

অর্ঘদানমন্ত্রো যথা—ওঁ ভো দেব ! পৃথিবীপাল ! সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ! ।
মমার্ঘঞ্চ গৃহাণ ত্বং পূর্ব্ববিদ্যাং প্রকাশয় ॥
অর্ঘং দত্ত্বা নমস্কৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ পঠেৎ ততঃ ।।
ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ বৈ ।
এতে শুভাশুভস্যেহ কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ ॥
সর্ব্বে দেবাঃ শরীরস্থা মম মন্ত্রস্য সাক্ষিণঃ ।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতাং বিদ্যাং মম হস্তে প্র(দীয়তাং)দাপয় ॥ ২০

শাক্তিকী দীক্ষা

পঠিত্বেদং মহেশানি ! সত্বরং পত্রমুদ্ধরেৎ ।
উদ্ধৃত্য পত্রমেকং তু গুরোর্হস্তে প্রদাপয়েৎ ॥
গুরুস্তু অক্ষরশ্রেণীমধীত্য পরমেশ্বরি ! ।
সেতুং দত্ত্বা মহেশানি ! তন্মন্ত্রাষ্টশতং জপেৎ ॥
শিষ্যস্য মস্তকে হস্তং দত্ত্বা চাষ্টশতং জপেৎ ।
গুরুস্তু প্রাঙ্‌মুখো ভূত্বা শিষ্যঃ প্রত্যঙ্‌মুখস্থিতঃ ॥

হইয়াছে। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে ঃ—"হে মহেশ্বরি ! শঙ্খজলের দ্বারা সূর্য্যকে অর্ঘ্যদান করিবে না" ॥ ১৯ ॥ অর্ঘদানের মন্ত্র যথা ঃ—

"ভো দেব ! পৃথিবীপাল ! সর্ব্বশক্তিসমন্বিত ! ।
মমাঽর্ঘঞ্চ গৃহাণ ত্বং পূর্ব্ববিদ্যাং প্রকাশয় ॥

উহার অর্থ—হে দেব ! হে সর্ব্বশক্তিমন্ ! হে পৃথিবীপালক ! তুমি আমার এই অর্ঘ গ্রহণ কর এবং পূর্ব্বজন্ম গৃহীত বিদ্যা আমাব নিকট প্রকাশ কর। তাহার পর অর্ঘদান ও নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া "ওঁ সূর্য্যঃ সোমো" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। (মন্ত্রের অর্থঃ—"সূর্য্য, চন্দ্র, যম, কাল, পঞ্চ মহাভূত—এই নয়জন ইহলোকে শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী। শরীরস্থ সমস্ত দেবতাগণ আমার মন্ত্রের সাক্ষী। (হে দেব !) পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যা আমার হস্তে প্রদান করুন') ॥ ২০ ॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সত্বর একটী পত্র উত্তোলন করিবে এবং একটী পত্র তুলিয়া গুরুর হস্তে দান করিবে। হে পরমেশ্বরি ! গুরু অক্ষর সমুদয় অর্থাৎ সেই পত্রলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া সেতুযোগে ১০৮ বার সেই মন্ত্র জপ করিবেন এবং শিষ্যের মস্তকে হস্ত রাখিয়া ১০৮ বার

(অন্যত্র—প্রাঙ্‌মুখো গুরুরাসীনঃ শিষ্যঃ প্রত্যঙ্‌মুখস্থিতঃ)।†
ত্রিবারং দক্ষিণে কর্ণে বামকর্ণে তথা সকৃৎ।
স্ত্রীশূদ্রবিষয়ে কুর্য্যাদ্ বৈপরীত্যেন চিন্তনম্॥
এতচ্চ বিষ্ণ্বাদিবিষয়ম্। শক্তৌ চ—
আচম্য সংযতো ভূত্বা প্রাণায়ামং বিধায় চ।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা ঋষ্যাদিকসমন্বিতম্॥
অষ্টকৃত্বো বদেন্‡ মন্ত্রং বামকর্ণে সুরেশ্বরি!।
ইয়ং দীক্ষা সর্ব্বতন্ত্রে শাক্তিকী * পরিকীর্ত্তিতা॥ ২১॥
গুরোর্লব্ধ্বা মহাবিদ্যামষ্টোত্তরশতং জপেৎ॥
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদ্ বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ।
গুরবে গুরুপুত্রায় তৎপত্ন্যৈ বা প্রদাপয়েৎ॥
কুলার্ণবে—শ্রীগুরৌ প্রীতিমাপন্নে দেবতাপ্রীতিমাপ্নুয়াৎ।
দেবে চ প্রীতিমাপন্নে মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্॥ ২২॥
পত্ররত্নপ্রদানেন দীক্ষাং কুর্য্যাৎ কলৌ যুগে।

জপ করিবেন। গুরু পূর্ব্বমুখ হইয়া এবং শিষ্য পশ্চিমমুখ হইয়া অবস্থান করিবেন। গুরু শিষ্যের দক্ষিণকর্ণে তিনবার এবং বামকর্ণে একবার মন্ত্রপাঠ করিবেন। স্ত্রী ও শূদ্রবিষয়ে বিপরীতভাবে মন্ত্রচিন্তা কর্ত্তব্য অর্থাৎ বামকর্ণে তিনবার এবং দক্ষিণকর্ণে একবার পাঠ করিবেন। এই কার্য্যগুলি বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার মন্ত্রগ্রহণে বুঝিতে হইবে। কিন্তু শক্তি দেবতার মন্ত্রগ্রহণ স্থলে—(গুরু) সংযত হইয়া আচমন করিয়া ও প্রাণায়াম করিয়া ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিয়া (শিষ্যের) বামকর্ণে ঋষ্যাদি সহকারে আটবার ঐ মন্ত্র বলিবেন। এই দীক্ষা সমস্ত তন্ত্রে 'শাক্তী দীক্ষা' নামে অভিহিত হইয়াছে॥২১॥

শিষ্য গুরুর নিকট মহাবিদ্যা গ্রহণ করিয়া ১০৮ বার জপ করিবে। গুরুকে উপযুক্ত দক্ষিণা দিবে, বিত্তশাঠ্য করিবে না। গুরু, গুরুপুত্র বা গুরুপত্নীকেও দক্ষিণা দেওয়া যায়। কুলার্ণব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে:—'গুরুর প্রীতি উৎপন্ন হইলে দেবতা প্রীত হন। দেবতার প্রীতি উৎপন্ন হইলে অবশ্যই মন্ত্রসিদ্ধি হয়'॥ ২২

† খ পুস্তকে বন্ধনীপাঠঃ নাস্তি। ‡ ক জপেন্। * খ শাক্তেয়ী

ততঃ সিদ্ধো ভবেন্মন্ত্রী নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥
এতজ্‌ জ্ঞানং বিনা দেবি ! দীক্ষাং কুর্য্যাচ্চ যো নরঃ।
দীক্ষা তু বিফলা তস্য চান্তে হি নরকং ব্রজেৎ ॥
ততঃ শিষ্যো মহেশানি ! প্রণমেদ্‌ দণ্ডবদ্‌ ভুবি ॥
ত্বৎপ্রসাদাদহং দেব ! কৃতকৃত্যোঽস্মি সর্ব্বতঃ।
মায়া-মৃত্যু-মহাপাশাদ্‌ বিমুক্তোঽস্মি শিবোঽস্মি চ ॥
এবমাভাষ্য দেবেশি ! শ্রীগুরোশ্চরণান্তিকে।
পতিতস্তন্মনাঃ শিষ্যস্তিষ্ঠেদ্‌ ভূমৌ তু বাগ্‌যতঃ ॥
অনুজ্ঞাং শ্রীগুরোর্যাবন্ন লভেতোত্থিতুং প্রিয়ে !।
উত্থাপয়েদ্‌ গুরুঃ শিষ্যং মন্ত্রমেতং সমুচ্চরন্‌ ॥ *
উত্তিষ্ঠ বৎস ! মুক্তোঽসি সম্যগাচারবান্‌ ভব।
কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ কান্তি-মেধা (পুত্রা) য়ুর্বলারোগ্যং সদাস্তু তে ॥ ২৩

যোগিনীতন্ত্রে—মন্ত্রং দত্ত্বা চোপবাসং গুরুর্নৈব সমাচরেৎ।

কলিযুগে পত্র (যান বাহন) ও রত্ন (মণিমাণিক্যাদি) প্রদানের দ্বারা দীক্ষা গ্রহণ করিবে। তাহা হইলেই শিষ্য মন্ত্রসিদ্ধ হইবে। ইহাতে বিচার কর্ত্তব্য নহে। যে ব্যক্তি এই জ্ঞান ব্যতিরেকে দীক্ষাগ্রহণ করে, তাহার দীক্ষা নিষ্ফল হয় এবং সে মৃত্যুর পর নরকে গমন করে। হে মহেশানি ! তাহার পর শিষ্য দণ্ডবৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া গুরুকে প্রণাম করিবে এবং 'ত্বৎ প্রসাদাদহং দেব' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। (এই মন্ত্রের অর্থ—হে দেব ! আমি তোমার কৃপায় সর্ব্বতোভাবে কৃতকৃত্য হইলাম এবং মায়া ও মৃত্যুরূপ মহাপাশ হইতে মুক্ত হইলাম এবং শিবত্ব লাভ করিলাম।) এইরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া শ্রীগুরুর নিকট হইতে যতক্ষণ উত্থানের অনুজ্ঞা না পাওয়া যায়, ততক্ষণ বাগ্‌যত হইয়া শ্রীগুরুর চরণে সমীপে ভূমিতে তদ্‌গতচিত্ত হইয়া পড়িয়াই থাকিবে। গুরু এই (নিম্নোক্ত) মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শিষ্যকে উঠাইবেন (গুরু বলিবেন)—বৎস ! উত্থিত হও, তুমি পাপমুক্ত হইয়াছ; যথাবিধি আচার প্রতিপালন কর। তোমার কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, কান্তি, মেধা, বল ও আরোগ্য সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হউক ॥ ২৩ ॥

* ক পুস্তকে সমুচ্চরন্‌ ইত্যনন্তরং ততো গুরুর্বদেদিতি পাঠঃ।

মহান্ধকার-নরকে কৃমির্ভবতি চান্যথা ॥
দীক্ষাং লব্ধ্বা যদা মন্ত্রী চোপবাসং সমাচরেৎ।
তস্য দেবঃ সদা রুষ্টঃ শাপং দত্ত্বা ব্রজেৎ পুরম্ ॥ ২৪ ॥

উপদেশদীক্ষা

তত্ত্বসারে— চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে তীর্থে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে।
মন্ত্রমাত্রপ্রকথনমুপদেশঃ স উচ্যতে ॥
রুদ্রযামলে—শ্যামায়াং ভৈরবী-তারা-চ্ছিন্নমস্তাসু ভৈরবে।
মঞ্জুঘোষে তথা রৌদ্রে পঞ্চাঙ্গং নেষ্যতে বুধৈঃ ॥
তত্রাপি গুহ্যকালীবিষয়ে পঞ্চায়তনী দীক্ষাঽস্ত্যেব। যথা বিশ্বসারে—
ভূপুরেষু চতুষ্কোণে পূজয়েৎ ক্রমশঃ সুধীঃ।
বিষ্ণুং শিবং গণেশঞ্চ সূর্য্যং শক্তিং যথাক্রমাৎ।
পূজয়েচ্চ মহেশানি! প্রধানং মধ্যতো ন্যসন্ ॥ ২৫ ॥

দীক্ষায়াং চক্রাদিবিচারস্যানাবশ্যকত্বম্

দীক্ষায়াং চক্রবিচারে দোষমাহ গুপ্তদীক্ষাতন্ত্রে—

'যোগিনী তন্ত্রে কথিত হইয়াছে:—'গুরু মন্ত্রদান করিয়া উপবাস করিবেন না, অন্যথা অর্থাৎ উপবাস করিলে ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন নরকে কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন'। রুদ্রযামল তন্ত্রে কথিত হইয়াছে:—শিষ্য যদি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া উপবাস করে, তবে দেবতা তাহার প্রতি রুষ্ট হইয়া তাহাকে শাপ দিয়া নিজপুরে গমন করেন' ॥ ২৪ ॥ তত্ত্বসার তন্ত্রে কথিত হইয়াছে:—'চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণে, তীর্থে, সিদ্ধক্ষেত্রে ও শিবালয়ে কেবল মন্ত্রের যে কথন, উহা 'উপদেশ' নামে কথিত হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত স্থানে কেবল মন্ত্রদানেই দীক্ষা সিদ্ধ হয়, অন্য অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই'। রুদ্রযামল তন্ত্রে কথিত হইয়াছে:—'কালী, ভৈরবী, তারা, ছিন্নমস্তা, ভৈরব, মঞ্জুঘোষ ও রুদ্রের মন্ত্রগ্রহণে পণ্ডিতগণ পঞ্চাঙ্গের অনুষ্ঠান ইচ্ছা করেন না। তন্মধ্যে গুহ্যকালীর মন্ত্রগ্রহণে পঞ্চায়তনী দীক্ষা আছেই। যথা—বিশ্বসার তন্ত্রে (গুহ্যকালী প্রকরণে) উক্ত হইয়াছে:—'ধীমান্ সাধক ভূপুরের চতুষ্কোণে যথাক্রমে বিষ্ণু, শিব, গণেশ, সূর্য্য ও শক্তির পূজা করিবে এবং মধ্যস্থলে প্রধান দেবতা (যে দেবতার মন্ত্র গ্রাহ্য, সেই দেবতা) স্থাপন করিয়া পূজা করিবে' ॥২৫॥

গুপ্তদীক্ষা তন্ত্রে দীক্ষায় চক্রবিচারের দোষ বলিতেছেন:—'যে পামর দীক্ষায়

যঃ কুর্য্যাচ্চক্রগণনাং দীক্ষায়াং পশুপামরঃ।
স ভ্রষ্টঃ সচ পাপিষ্ঠো বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ॥
কিং ঋণৈঃ কিং ধনৈর্বাপি রাশ্যাদিকবিচারণৈঃ।
সিদ্ধ-সাধ্য-সুসিদ্ধারি-বিচারং পরিবর্জয়েৎ॥
নাস্তি সত্যং মহেশানি! নক্ষত্রাদিবিচারণা।
রাশ্যাদিগণনা নাস্তি শঙ্করেণেতি ভাষিতম্॥ ২৬॥

আগমকল্পদ্রুমে—রবিসংক্রমণে চৈব সূর্য্যস্য গ্রহণে তথা।
তত্র লগ্নাদিকং কিঞ্চিন্ন বিচার্য্যং কথঞ্চন॥

যামলে— শরৎকালে যুগাদ্যায়াং গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
বোধনে চৈব দুর্গায়াঃ কালাকালং ন শোধয়েৎ॥ ২৭॥

কালবিশেষে—মন্ত্রবিশেষগ্রহণনিয়মঃ

মৎস্যসূক্তে— গ্রহণে চ মহাতীর্থে নাস্তি কালস্য নির্ণয়ঃ।
সোমগ্রহে বিষ্ণুমন্ত্রং সূর্য্যে শক্তিং ন চাচরেৎ॥

চক্রবিচার করে, সে ভ্রষ্ট ও পাপিষ্ঠ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ঋণী-ধনী চক্র বা রাশ্যাদি চক্রের বিচারের ফল কি? অর্থাৎ উহার বিচার নিষ্ফল। সিদ্ধ, সাধ্য ও সুসিদ্ধারি বিচারও পরিত্যাগ করিবে। হে মহেশানি! নক্ষত্রাদি বিচারও নাই এবং রাশিগণনাও নাই—ইহা শঙ্কর কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে'। ॥২৬॥ আগম কল্পদ্রুমে কথিত হইয়াছেঃ—'রবি-সংক্রমণে (সংক্রান্তিতে) এবং সূর্য্যগ্রহণ কালে দীক্ষায় কোনরূপে লগ্নাদিবিচার করিবে না'। যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছেঃ—'শরৎকালে, যুগাদ্যায়, সূর্য্য ও চন্দ্রের গ্রহণে এবং দুর্গার বোধন দিবসে দীক্ষায় কালাকাল বিচার করিবে না' (১)॥ ২৭॥। মৎস্যসূক্তে কথিত হইয়াছেঃ—'গ্রহণকালে ও মহাতীর্থে কাল-শুদ্ধির আবশ্যকতা নাই। চন্দ্রগ্রহণ কালে বিষ্ণুমন্ত্র এবং সূর্য্যগ্রহণ কালে

(১) বস্তুতঃ এই সমস্ত বচন ঐ সমস্ত মন্ত্রবিশেষের প্রশংসার্থ। উহাতে বিচারের নিষেধ প্রতিপাদ্য নহে। সন্ন্যাসীর চক্রাদি বিচার কর্ত্তব্য না হইলেও গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ রুদ্রযামলতন্ত্রের উত্তর খণ্ডের চতুর্থ পটলে চক্রাদিবিচারের কর্ত্তব্যতা উক্ত হইয়াছে। যথা—"কালীতারাদিমন্ত্রস্য সিদ্ধাদীন্নৈব শোধয়েৎ। তথাপি শোধয়েন্মন্ত্রং প্রশংসাপরমেব তৎ॥" কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশও তন্ত্রসারে বলিয়াছেন—"বস্তুতস্তু ইদং প্রশংসাপরম্। সর্ব্বত্র বিচারস্যাবশ্যকত্বাৎ; দুরদৃষ্টবশাৎ কদাচিৎ বৈরিমন্ত্রস্য স্বপ্নাদৌ প্রাপ্ত্যা তদ্দোষস্য দৃষ্টত্বাৎ" (তন্ত্রসার দীক্ষাপ্রকরণ)।

যামলে— সূর্য্যগ্রহে শক্তিমন্ত্রং ন প্রদদ্যাজ্জিজীবিষুঃ।
ন গৃহ্লীয়াদপি তথা যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্ ॥ ২৮ ॥

তত্র বিশেষবিধিঃ

অত্র শক্তিপদং পঞ্চমীপরং, প্রকরণাদিত্যুদয়করঃ। অতএব—
শ্রীকামকালীবীজানি লোপাদৌর্গশ্চ যো মনুঃ।
সূর্য্যস্যোপগ্রহে লব্ধো নৃণাং শীঘ্রফলপ্রদঃ ॥

ইতি যামলবচনমপি সংগচ্ছতে। পরাশ্রীকামবীজানীতি কুলমূলাবতারে পাঠঃ। পূর্ব্ববচনে শক্তিমন্ত্রপদং শ্রীবীজাদ্যতিরিক্তমন্ত্রপরমিতি তু শিবদীক্ষাটীকাকৃতঃ। যামলে—
লগ্নে বাপ্যথবা হ্লগ্নে যত্র কুত্র তিথাবপি।
গুরোরাজ্ঞানুসারেণ দীক্ষা কার্য্যা বিশেষতঃ ॥
ন তিথি র্ন ব্রতং পূজা ন স্নানং ন জপক্রিয়া।
দীক্ষায়াঃ কারণং কিঞ্চিৎ স্বেচ্ছাপ্রাপ্তে চ সদ্গুরৌ ॥
সর্ব্বে বারা গ্রহাঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি চ রাশয়ঃ।

শক্তিমন্ত্র গ্রহণ করিবে না'। যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে ঃ—'জীবন ধারণেচ্ছু গুরু সূর্য্যগ্রহণকালে শিষ্যকে শক্তিমন্ত্র দান করিবেন না এবং শিষ্য যদি নিজের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করে, তবে সেও উহা গ্রহণ করিবে না' ॥ ২৮ ॥। এই বচনে শক্তিশব্দ "পঞ্চমীপর" অর্থাৎ (১ কালী ২ তারা ৩ ষোড়শী ৪ ভুবনেশ্বরী ৫ ভৈরবী) ভৈরবী তাৎপর্য্যে কথিত ; কারণ ভৈরবীর প্রকরণেই ইহা উক্ত হইয়াছে—ইহা উদয়কর বলেন। সুতরাং 'শ্রীবীজ, কামবীজ, কালীবীজ, লোপা দুর্গার মন্ত্র সূর্য্যগ্রহণকালে গৃহীত হইলে উহা মানুষের শীঘ্র ফলপ্রদ হইয়া থাকে'—এইরূপ যামলতন্ত্রের বচনও সঙ্গত হয়। কুলমূলাবতার গ্রন্থে ('শ্রীকামকালীবীজানি' স্থলে) 'পরাশ্রীকামবীজানি' এইরূপ পাঠ আছে। শিবদীক্ষাটীকাকার কিন্তু বলেন—পূর্ব্ববচনে শক্তিমন্ত্রপদটী শ্রীবীজাদি ভিন্ন মন্ত্রবিষয়ক বুঝিতে হইবে। যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে ঃ—'শুভ লগ্নে বা অশুভ লগ্নে, যে কোন তিথিতে গুরুর আজ্ঞানুসারে বিশেষভাবে দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য। সিদ্ধমন্ত্র গুরু স্বেচ্ছায় উপস্থিত হইলে তিথি, ব্রত, পূজা, স্নান বা জপ— ইহার কোনটিই দীক্ষার কারণ নহে অর্থাৎ তিথি বারাদির বিচার না করিয়া দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য। গুরু যেদিন সন্তুষ্ট হন, সমস্ত বার, সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্রগণ ও

যস্মিন্নহনি সন্তুষ্টো গুরুঃ সর্ব্বে শুভাবহাঃ।
যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুসারতঃ ॥ ২৯ ॥

মন্ত্রাণাং দশসংস্কারঃ

অথ দশসংস্কারমাহ শারদায়াম্ (২।১১২)—

জননং জীবনং পশ্চাৎ তাড়নং বোধনং তথা ॥
অথাভিষেকো বিমলীকরণাপ্যায়নে পুনঃ ॥
তর্পণং দীপনং গুপ্তির্দশৈতা মন্ত্রসংস্ক্রিয়াঃ ॥ ৩০ ॥
মন্ত্রাণাং মাতৃকাযন্ত্রা † (মধ্যা) দুদ্ধারো জননং স্মৃতম্ ॥

মাতৃকাবর্ণাস্তু অকারাদিক্ষকারান্তাঃ।—অকারাদি-ক্ষকারান্তা মাতৃকার্ণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। ইতি তন্ত্রগন্ধর্ব্ববচনাৎ। মাতৃকাযন্ত্রলিখনমাহ—

ভূমৌ গোময়লিপ্তায়াং বিলিখ্যাঽষ্টদলান্বিতম্।
চন্দনাদ্যৈঃ কঠিন্যা বা তার্ত্তীয়ং কর্ণিকাগতম্ ॥
দ্বিদ্বিঃ স্বরান্ কেশরেষু বর্গানষ্টদলেষু চ।

তার্ত্তীয়ং হেসৌঃ।

কাদি-মান্তাঃ পঞ্চবর্গা মাতৃকাঃ ক্রমশোদিতাঃ ॥

রাশি সমুদয় শুভফল দান করেন। সুতরাং যখন গুরুর ইচ্ছা হইবে, তখনই তাঁহার আজ্ঞানুসারে দীক্ষা গ্রহণ করিবে ॥ ২৯ ॥

অনন্তর 'শারদাতিলকে' মন্ত্রের দশ সংস্কার বলিতেছেন। জনন, জীবন, অনন্তর তাড়ন ও বোধন, অনন্তর অভিষেক, বিমলীকরণ ও আপ্যায়ন, তর্পণ, দীপন ও গুপ্তি—এই দশটী মন্ত্রের সংস্কার। মাতৃকাযন্ত্রের মধ্য হইতে দেয় মন্ত্র সমূহের এক একটী অক্ষর উদ্ধারের নাম **১ জনন**। অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণগুলিকে মাতৃকাবর্ণ বলে। কারণ গন্ধর্ব্বতন্ত্রের উক্তি হইতে জানা যায় যে—"অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণগুলি মাতৃকা বর্ণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।" মাতৃকাযন্ত্রের লিখন প্রণালী বলিতেছেন।—'গোময়লিপ্ত ভূমিতে একটী অষ্টদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া চন্দনাদি দ্বারা বা কঠিনী (খড়িমাটী) দ্বারা কর্ণিকা মধ্যে তার্ত্তীয় বীজ (হেসৌঃ) লিখিবে। কেশর সমূহে দুই দুইটী স্বর এবং অষ্টদলে বর্গ সমূহ লিখিবে। 'তার্ত্তীয়' শব্দের অর্থ—হেসৌঃ। তাহার পর যথাক্রমে পূর্ব্বোক্ত ককারাদি মকারান্ত পঞ্চবর্গ,

যাদি-বান্তাঃ শাদি-হান্তা লক্ষার্ণৌ বিলিখেৎ ততঃ §

ইতি মাতৃকাযন্ত্রম্ ।

তস্মাচ্চ গন্ধপঙ্কেন ভূর্জাদৌ মন্ত্রমুদ্ধরেৎ ।
প্রণবান্তরিতান্ কৃত্বা মন্ত্রবর্ণান জপেৎ সুধীঃ ।
এতজ্ জীবনমিত্যাহু র্মন্ত্রতন্ত্রবিশারদাঃ ॥

দশধা শতধা বা জপঃ । যথা বিশ্বসারে—

পৃথক্ শতং বা দশধা মন্ত্রবর্ণান্ জপেৎ সুধীঃ ।
মন্ত্রবর্ণান্ সমালিখ্য তাড়য়েচ্চন্দনাম্ভসা ।
প্রত্যেকং বায়ুনা মন্ত্রী তাড়নং তদুদাহৃতম্ ॥

তন্ত্রান্তরে—তাড়নং তাড়য়েদ্ বর্ণানখিলাংশ্চন্দনাম্ভসা ।
শতং বা দশধা বাপি বোধয়েৎ তু মনুং ততঃ ॥ ইতি ।
বিলিখ্য মন্ত্রং তন্মন্ত্রী প্রসূনৈঃ করবীরজৈঃ ।
তন্মন্ত্রাক্ষরসংখ্যাতৈর্হন্যাদ্ যান্তেন বোধনম্ ॥

যান্তেন রমিতি বীজেন ।

যকারাদি বকারান্ত, শকারাদি হকারান্ত এবং ল ও ক্ষরূপ মাতৃকা বর্ণ সমূহ লিখিবে—ইহাই মাতৃকাযন্ত্র। সেই মাতৃকাযন্ত্র হইতে চন্দনের দ্বারা ভূর্জাদি পত্রে মন্ত্র উদ্ধার করিবে। (ইহাই মন্ত্রের জনন।) সুধী ব্যক্তি মন্ত্রবর্ণগুলিকে প্রণবের দ্বারা ব্যবহিত করিয়া অর্থাৎ মন্ত্রবর্ণের আদিতে প্রণব দিয়া জপ করিবেন। মন্ত্র-তন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ ইহাকে ২ **জীবন** বলেন। উক্ত জপ দশবার অথবা শতবার কর্তব্য। বিশ্বসার তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—'সুধী ব্যক্তি মন্ত্রবর্ণগুলিকে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে দশবার বা শতবার জপ করিবেন'। (ভূর্জপত্রাদিতে কুঙ্কুমাদি দ্বারা) মন্ত্রবর্ণগুলি লিখিয়া মন্ত্রদাতা গুরু বায়ুবীজের (যং) দ্বারা প্রত্যেক মন্ত্রবর্ণকে চন্দন জল দ্বারা তাড়ন করিবেন। উহা ৩ **তাড়ন** বলিয়া কথিত হইয়াছে।

তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে :—'মন্ত্রবর্ণগুলিকে চন্দন জলের দ্বারা দশবার বা শতবার তাড়ন করিবে। উহাই তাড়ন। তাহার পর মন্ত্রের বোধন করিবে।' মন্ত্রদাতা গুরু সেই দেয় মন্ত্রকে লিখিয়া যান্ত (রং) বীজের দ্বারা মন্ত্রবর্ণের সমসংখ্যক করবীর পুষ্পের (এক একটী) দ্বারা হনন করিবেন। উহাই ৪ **বোধন**। 'যান্তেন' এই পদের

§ খ পুস্তকে ততঃ ইত্যনন্তরং তন্ত্রে—ব্যোমেন্দ্বাবিত্যাদি শ্লোকোঽধিকঃ ।

স্বতন্ত্রোক্তবিধানেন মন্ত্রী মন্ত্রার্ণসংখ্যয়া।
অশ্বত্থপল্লবৈর্মন্ত্রমভিষিঞ্চেদ্ বিশুদ্ধয়ে॥
তন্ত্রান্তরে—মন্ত্রস্য চামুকং বর্ণমভিষিঞ্চামি হৃদ্‌যুতম্।
অভিষিঞ্চেদষ্টধা বা প্রত্যেকমভিষেচনম্॥
কুশোদকেন দুগ্ধেনাঽভিষেচনমুদাহৃতম্॥ ইতি।
সঞ্চিন্ত্য মনসা মন্ত্রং জ্যোতির্মন্ত্রেণ নির্দহেৎ।
মন্ত্রে মলত্রয়ং মন্ত্রী বিমলীকরণং ত্বিদম্॥
তারং ব্যোমাগ্নি-মনুযুক্ দণ্ডী জ্যোতির্মনুর্মতঃ।
মনুশ্চতুর্দ্দশস্বরো দণ্ডী অনুস্বারঃ। তেন ওঁ হ্রৌং ইতি।
কুশোদকেন জপ্তেন প্রত্যর্ণং প্রোক্ষণং মনোঃ।
তেন মন্ত্রেণ বিধিবদেতদাপ্যায়নং মতম্॥
অন্যত্র—অমুকমন্ত্রং তর্পয়ামি নম ইত্যম্ভসা চ তম্।
মধুনা শক্তিমন্ত্রেষু বৈষ্ণবে চেন্দুমজ্জলৈঃ।

অর্থ – 'বং' এই বীজের দ্বারা। মন্ত্রদাতা গুরু স্বস্বতন্ত্রোক্তবিধানে অর্থাৎ শিব মন্ত্রে শিবতন্ত্রানুসারে, শক্তিমন্ত্রে শক্তিতন্ত্রানুসারে এবং বিষ্ণুমন্ত্রে বৈষ্ণবতন্ত্রানুসারে মন্ত্রের বিশুদ্ধির জন্য মন্ত্রবর্ণের সমসংখ্যক অশ্বত্থ পত্রের দ্বারা মন্ত্রকে অভিষিক্ত করিবেন। তন্ত্রান্তরে অভিষেকের প্রয়োগ উক্ত হইয়াছে—'মন্ত্রস্যামুকবর্ণমভিষিঞ্চামি নমঃ' এই মন্ত্রের দ্বারা প্রত্যেক বর্ণকে আটবার অভিষিক্ত করিবে। (ইহার নাম ৫ **অভিষেক**) কুশোদকের সহিত দুগ্ধের দ্বারা অভিষেক কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। মন্ত্রদাতা মনে মনে মন্ত্র চিন্তা করিয়া জ্যোতির্মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রগত ত্রিবিধ মল (সহজ, আগন্তুক ও মায়ীয়) দগ্ধ করিবেন (১)। ইহাই (মন্ত্রের) ৬ **বিমলীকরণ**। তার (প্রণব) এবং ব্যোম (হকার), অগ্নি (রেফ) ও মনু (ঔ) যুক্ত দণ্ডীকে (অনুস্বারকে) জ্যোতির্মন্ত্র বলে। মনু শব্দের অর্থ– চতুর্দ্দশ স্বর (ঔ) এবং দণ্ডী শব্দের অর্থ—অনুস্বার। সুতরাং মন্ত্র হইল– ওঁ হ্রৌং। দেয় মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক মূল মন্ত্র-জপ্ত কুশোদকের দ্বারা যথাবিধি মন্ত্রের প্রত্যেক বর্ণের যে প্রোক্ষণ, ইহাই ৭ **আপ্যায়ন**। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—'অমুকমন্ত্রং তর্পয়ামি নমঃ" বলিয়া জলের

(১) ছিন্ন রুদ্ধাদি দোষই মন্ত্রের সহজ মল। গুরুর প্রতি অনাদর প্রযুক্ত যে দোষ উৎপন্ন হয়, উহাই মন্ত্রের আগন্তুক মল। কাম-ক্রোধাদির অবস্থায় জপ করিলে যে দোষ, উহাই মায়ীয় মল।

শৈবে ঘৃতেন দুগ্ধেন তর্পণং সমুদীরিতম্ ॥

দশধা তর্পয়েৎ তাবদিতি তর্পণম্।

তারমায়া-রমাযোগে মনোদীপনমুচ্যতে।

বিশ্বসারে— তারমায়ারমাবীজপুটিতেন জপন্মনুম্।

শতমষ্টোত্তরঞ্চৈব দীপয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ইতি।

তন্ত্রান্তরে— সপ্তধা দীপনমিতি।

জপ্যমানস্য মন্ত্রস্য গোপনং ত্বপ্রকাশনম্ ॥ ৩১ ॥

ইতি মন্ত্রাণাং দশসংস্কারঃ।

ইষ্টদেবস্য নিত্যপূজ্যত্বকথনম্

বিশ্বসারে— গৃহীত্বা চ মহাবিদ্যাং জপেজ্ জীবাবধি প্রিয়ে!।

মহাগুরুনিপাতাদৌ ন পূজায়াং বিকল্পনা ॥

মোহাদ্বা যদি বা দৈবাৎ পূজয়েন্ ন চ সাধকঃ।

তস্য সর্ব্ববিনাশঃ স্যান্মারয়েৎ তং সদাশিবঃ ॥

অশুচৌ বা শুচৌ বাপি সর্ব্বদেশেঽপি সর্ব্বদা।

পূজয়েৎ পরয়া ভক্ত্যা নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥

দ্বারা মূলমন্ত্রের তর্পণ কর্ত্তব্য। শক্তিমন্ত্রে মধু দ্বারা, বৈষ্ণবমন্ত্রে কর্পূরমিশ্রিত জলের দ্বারা, শৈবমন্ত্রে দুগ্ধ ও ঘৃতের দ্বারা তর্পণ কথিত হইয়াছে। দশবার তর্পণ কর্ত্তব্য। ইহাই ৮ **তর্পণ**। মন্ত্রে তার (প্রণব), মায়া (হ্রীং) ও রমা (শ্রীং) যোগ হইলে মন্ত্রের দীপন অর্থাৎ মন্ত্রের আদিতে এই তিনটী বীজযোগে মন্ত্রের সাতবার জপে **৯ দীপন** হয়। বিশ্বসার তন্ত্রে কথিত হইয়াছে:—'সাধকশ্রেষ্ঠ তার, মায়া ও রমা—এই বীজ তিনটীর দ্বারা পুটিত করিয়া ১০৮ বার দেয় মন্ত্র জপ করিতে করিতে মন্ত্রের দীপন করিবেন। তন্ত্রান্তরে সাতবার দীপন কথিত হইয়াছে। যে মন্ত্র জপ করা হয়, তাহার গোপনকে ১০ **অপ্রকাশ** বলে। ইহাই মন্ত্রের দশ সংস্কার ॥ ৩১

বিশ্বসার তন্ত্রে কথিত হইয়াছে:—'হে প্রিয়ে! মহাবিদ্যা গ্রহণ করিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত জপ করিবে। মহাগুরু নিপাতাদিতে অর্থাৎ পিতা, মাতা গুরু প্রভৃতির মরণাদি জন্য অশৌচেও পূজায় বিচার নাই অর্থাৎ পূজা কর্ত্তব্য। সাধক দৈবাৎ বা মোহবশতঃ যদি পূজা না করে, তবে তাহার সমস্তই বিনষ্ট হয়, শিব তাহাকে বিনাশ করেন। অশুচি বা শুচি অবস্থায় সমস্ত দেশে ও সমস্তকালে ভক্তির

রুদ্রযামলে—পূজয়েন্ মৃতকে বাঽপি জননে সরুজোঽপি বা।
সর্ব্বত্রৈষ বিধিঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥ ৩২ ॥

সূতকিনঃ পূজাবিধিঃ

অথ সূতকিনঃ পূজাং বক্ষ্যাম্যাগমচোদিতাম্।
স্নাত্বা নিত্যঞ্চ নির্ব্বর্ত্ত্য মানস্যা ক্রিয়য়া তু বৈ।
বাহ্যপূজাক্রমেণৈব ধ্যানযোগেন পূজয়েৎ ॥

দেবীবিষয়ে বাহ্যপূজা কর্ত্তব্যা, বিশেষবিধানাৎ। তথাচোক্তং বারাহীতন্ত্রে-
তারায়াশ্চৈব কাল্যাশ্চ ত্রিপুরায়াশ্চ সুব্রতে!।
সূতকে মৃতকে চৈব ন ত্যজেয়ুর্জপার্চ্চনম্ ॥ *

যামলে—অশুচির্ব্বা শুচির্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি।
ন দোষো মানসে জাপ্যে সর্ব্বদেশেঽপি সর্ব্বদা ॥

বিশ্বসারে— জাগ্রৎ শয়ান উত্তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ ভুঞ্জান এব বা।
সিদ্ধমন্ত্রে ন দোষঃ স্যাদশৌচেঽপি জপেৎ সদা।

সহিত দেবীর পূজা করিবে। ইহাতে বিচার কর্ত্তব্য নহে। রুদ্রযামল তন্ত্রে কথিত হইয়াছে :—'জননাশৌচ বা মরণাশৌচেও পূজা করিবে এবং রুগ্ন ব্যক্তিও পূজা করিবে। সকল স্থলেই সমস্ত কাম্য-ফলপ্রদ এই বিধি কথিত হইয়াছে ॥ ৩২

অনন্তর আগমবিহিত জননাশৌচীর পূজা বলিব। (জননাশৌচী ব্যক্তি) স্নান করিয়া ও নিত্য কর্ম্ম শেষ করিয়া মানস ক্রিয়া দ্বারা অর্থাৎ মনে মনে বাহ্যপূজাক্রমানুসারেই (ইষ্টদেবের) ধ্যান দ্বারা পূজা করিবে। দেবীবিষয়ে বাহ্যপূজাও কর্ত্তব্য; কারণ (এবিষয়ে) বিশেষ বিধান আছে। বারাহী তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—'হে সুব্রতে! জননাশৌচ ও মরণাশৌচে কালী, তারা ও ত্রিপুরার জপ পূজা পরিত্যাগ করিবে না'। যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—'অশুচি বা শুচি ব্যক্তি গমন কালে, অবস্থান কালে বা শয়ন কালেও সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বদা জপ করিবে। কারণ মানস জপে কোন দোষ নাই'। বিশ্বসার তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—'জাগ্রৎ অবস্থায়, শায়িত বা উপবিষ্ট হইয়া, গমন কালে বা ভোজন কালেও এবং অশৌচেও সর্ব্বদা জপ করিবে। সিদ্ধমন্ত্রের জপে দোষ হয় না।

* খ পুস্তকেঽত্র অতিরিক্ত পাঠো যথা—"পিচ্ছিলাতন্ত্রেঽপি—কালিকায়াশ্চ তারায়াস্ত্রিপুরায়াশ্চ সুন্দরি। বাহ্যপূজাজপৌ কার্য্যৌ সূতকে মৃতকেঽপি চ। অত্রাপি নাচরেৎ সন্ধ্যাবিধানং হরবল্লভে।"

ন কল্পনা দিবা রাত্রৌ নচ সন্ধ্যাবসানকে ॥ ৩৩ ॥

অথ গুরুমাহাত্ম্যম্

গুরুঃ সর্ব্বসুরাধীশো গুরুঃ সাক্ষী কৃতাকৃতে।
সম্পূজ্য সকলং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ তস্যাজ্ঞয়া সদা ॥
গমনং পূজনং জাপং ভোজনং মননং † তথা।
গৃহীত্বাজ্ঞাং গুরোঃ কুর্য্যাৎ তস্য সিদ্ধির্বিনা জপাৎ ॥

তন্ত্রে* —ত্রিসন্ধ্যং শ্রীগুরোর্ধ্যানং ত্রিসন্ধ্যং পূজনং গুরোঃ।
ত্রিসন্ধ্যং ভাবয়েন্নিত্যং গুরুং পরমকারণম্ ॥
স্বগুরুং হি বিনা দেবি! নান্যঞ্চ গুরুমর্চ্চয়েৎ।
প্রত্যক্ষো বা পরোক্ষো বা প্রত্যহং প্রণমেদ গুরুম্ ॥
একগ্রামে স্থিতো নিত্যং ত্রিসন্ধ্যং প্রণমেদ্ গুরুম্।
ক্রোশমাত্রস্থিতো ভক্ত্যা গুরুং প্রতিদিনং নমেৎ ॥
অর্দ্ধযোজনতঃ শিষ্যঃ প্রণমেৎ পঞ্চপর্ব্বসু।
একযোজনমারভ্য যোজনদ্বাদশাবধি।

উহাতে দিবসে, রাত্রিতে বা সন্ধ্যার অবসানেও কোন বিচার নাই ॥ ৩৩ ॥

গুরু সমস্ত দেবতার অধিপতি। গুরু সমস্ত কৃত ও অকৃত কর্ম্মের সাক্ষী। গুরুর পূজা করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে সর্ব্বদা সকল কর্ম্ম করিবে। যে ব্যক্তি গুরুর আজ্ঞা লইয়া গমন, পূজা, জপ, ভোজন ও মনন (চিন্তা) করে, তাহার বিনা জপেই সিদ্ধিলাভ হয়।

তন্ত্রে কথিত হইয়াছেঃ—'ত্রিসন্ধ্যায় (প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে) শ্রীগুরুর ধ্যান ও ত্রিসন্ধ্যায় শ্রীগুরুর পূজা কর্ত্তব্য। ত্রিসন্ধ্যায় গুরুকে পরম কারণ বলিয়া ভাবনা (চিন্তা) করিবে। হে দেবি! স্বগুরু ব্যতীত অন্য গুরুর অর্চ্চনা করিবে না। শিষ্য (গুরুর) প্রত্যক্ষ হউক বা পরোক্ষ হউক—গুরুকে প্রত্যহ প্রণাম করিবে। শিষ্য (গুরুর সহিত) এক গ্রামে অবস্থিত হইলে প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় গুরুকে প্রণাম করিবে। (গুরু গৃহ হইতে) এক ক্রোশ দূরে বাস করিলে প্রতিদিন ভক্তিপূর্ব্বক একবার গুরুকে প্রণাম করিবে। শিষ্য অর্দ্ধযোজন মধ্যে থাকিলে পঞ্চপর্ব্বে অর্থাৎ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতে

† খ রমণং * ক গ পুস্তকে নাস্তি

তত্তৎসংখ্যাগতৈর্মাসৈঃ প্রণমেদ্ শ্রীগুরুং প্রিয়ে ! ॥
যদি দূরে চ চার্ব্বঙ্গি ! শ্রীগুরুর্নগনন্দিনি ! ।
সংবৎসরস্য মধ্যে তু দ্বিবারং পূজয়েদ্ গুরুম্ ॥
দ্বিবারমিতি একধোত্তরায়ণে একধা দক্ষিণায়ণে ইত্যর্থঃ ।
এবং যো নাচরেদ্ দেবি ! স ভবেদ্ ব্রহ্মরাক্ষসঃ ॥
একত্র গুরুণা সার্দ্ধং স্বপিত্যুপবিশেচ্চ যঃ ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ ॥
তন্ত্রে—গুরুমালোকয়ন্ শিষ্য উত্তিষ্ঠন্নাসনং ত্যজেৎ ।
জাতিবিদ্যাধনাঢ্যোঽপি দূরে দৃষ্ট্বা গুরুং মুদা ।
প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমৌ প্রদক্ষিণমথাচরেৎ ॥
আয়ান্তমগ্রতো গচ্ছেদ্ গচ্ছন্তং তমনুব্রজেৎ ।
প্রণম্য প্রবসেৎ পার্শ্বে তদা গচ্ছেদনুজ্ঞয়া ॥
মুখাবলোকী সেবেত কুর্য্যাদাজ্ঞাদিমাদরাৎ ।
অসত্যং ন বদেদগ্রে ন বহু প্রলপেদপি ॥

গুরুদেবকে প্রণাম করিবে। এক যোজন হইতে দ্বাদশ যোজনের মধ্যে অবস্থিত হইলে যোজন সংখ্যক মাসে (গুরুর নিকট গমন করিয়া) তাঁহাকে প্রণাম করিবে। হে চার্ব্বঙ্গি নগনন্দিনি ! যদি ইহারও দূরে গুরুদেব অবস্থিত হন, তবে বৎসরের মধ্যে দুইবার গুরুদেবকে প্রণাম করিবে। শ্লোকোক্ত 'দ্বিবার' শব্দের অর্থ—একবার উত্তরায়ণে এবং একবার দক্ষিণায়ণে। হে দেবি ! যে ব্যক্তি (গুরুর প্রতি) এইরূপ আচরণ না করে, সে ব্রহ্মরাক্ষস হয়। যে ব্যক্তি গুরুর সহিত একত্র শয়ন ও উপবেশন করে, সে চতুর্দ্দশ ইন্দ্রের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত ঘোর নরকে গমন করে। 'তন্ত্রে কথিত হইয়াছে :—'শিষ্য গুরুকে দেখিয়াই উত্থিত হইয়া আসন পরিত্যাগ করিবে। বংশে, বিদ্যায় এবং ঐশ্বর্য্যে শ্রেষ্ঠ হইলেও শিষ্য গুরুদেবকে দূরে দেখিয়া আনন্দের সহিত দণ্ডবৎ ভূমিতে প্রণাম করিবে এবং তাহার পর প্রদক্ষিণ করিবে। গুরু যখন আগমন করেন, তখন অগ্রসর হইয়া যাইবে ; যখন গমন করেন, তখন তাঁহার অনুবর্ত্তন করিবে। গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিবে এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে তখন (অন্যত্র) গমন করিবে। তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে সেবা করিবে এবং আদরের সহিত

ঋণদানং তথাদানং বস্তূনাং ক্রয়বিক্রয়ম্ ।
ন কুর্য্যাদ্ গুরুণা সার্দ্ধং শিষ্যো ভূত্বা * কথঞ্চন ॥
গুরুর্মাতা পিতা স্বামী বান্ধবাশ্চ সুহৃদ্ গুরুঃ ।
ইত্যাধায় মনো নিত্যং যজেৎ সর্ব্বাত্মনা গুরুম্ ॥
গুরোরগ্রে পৃথক্ পূজা-মৌদ্ধত্যঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ।
দীক্ষা-ব্যাখ্যাং প্রভুত্বঞ্চ গুরোরগ্রে পরিত্যজেৎ ॥
আসনং শয়নং বস্ত্রং ভূষণং পাদুকাং তথা ।
ছায়াং কলত্রমন্যদ্ বা † যদ্ দৃষ্টং তৎ সুপূজয়েৎ ॥
যথা দেবে তথা মন্ত্রে যথা মন্ত্রে তথা গুরৌ ।
যথা গুরৌ তথা স্বাত্মন্যেবং ভক্তিক্রমঃ স্মৃতঃ ॥
গুরোঃ শয্যাসনং যানং পাদুকোপানহৌ তথা ।
স্নানোদকং তথা ছায়াং লঙ্ঘয়েন্ন কদাচন ॥ ৩৯ ॥
অন্যত্রাপি—দেবচ্ছায়াং গুরুচ্ছায়াং শক্তিচ্ছায়াং ন লঙ্ঘয়েৎ ।
‡ প্রমাদতোঽপি চেদ্ দেবি ! গুরোরগ্রে প্রপূজয়েৎ ॥

তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। গুরুর অগ্রে মিথ্যা কথা বলিবে না এবং বহু কথাও বলিবে না। হে দেবি! শিষ্য হইয়া গুরুর সহিত কখনও ঋণ দান ও ঋণ গ্রহণ এবং বস্তুর ক্রয় বিক্রয় করিবে না। গুরু মাতা, গুরু পিতা, গুরু স্বামী, গুরু বান্ধব এবং গুরু সুহৃৎ—এইরূপে মনকে সর্ব্বদা একাগ্র করিয়া সর্ব্বরূপে প্রত্যহ গুরুকে পূজা করিবে। গুরুর সম্মুখে পৃথক পূজা অর্থাৎ গুরুপূজা ব্যতীত অন্য পূজা ও ঔদ্ধত্য বর্জ্জন করিবে। গুরুর অগ্রে দীক্ষাব্যাখ্যা (অধ্যাপনা) ও প্রভুত্ব পরিত্যাগ করিবে। (গুরুর) আসন, শয্যা, বস্ত্র, ভূষণ, পাদুকা, প্রতিকৃতি, পত্নী এবং অন্য যাহা কিছু দৃষ্ট হইবে, তাঁহার পূজা করিবে। দেবতায় যেরূপ ভক্তি, মন্ত্রে তদ্রূপ ভক্তি কর্ত্তব্য। মন্ত্রে যাদৃশ ভক্তি, গুরুতে তাদৃশ ভক্তি করিবে। গুরুতে যেরূপ ভক্তি, নিজের আত্মাতেও সেরূপ ভক্তি কর্ত্তব্য—ভক্তির এইরূপ ক্রম কথিত হইয়াছে। কখনও গুরুর শয্যা, আসন, যান, পাদুকা, চর্ম্মপাদুকা, স্নানীয় জল ও ছায়া লঙ্ঘন করিবে না॥ ৪৩

অন্যত্রও কথিত হইয়াছে—দেবতার ছায়া, গুরুর ছায়া ও শক্তির (গুরু-পত্নীর) ছায়া লঙ্ঘন করিবে না। হে দেবি! যদি প্রমাদবশতঃও কেহ গুরুর

---

* ক খ দেবি ! † ক খ অন্যত্র ‡ ক যদি প্রমাদতো

স যাতি নরকং ঘোরং সা পূজা নিষ্ফলা ভবেৎ ॥
রিক্তহস্তেন নোপেয়াদ্ রাজানং দেবতাং গুরুম্।
ফল-পুষ্পাম্বরাদীনি যথাশক্ত্যা সমর্পয়েৎ ॥
ভক্ত্যা শক্ত্যনুসারেণ গুরুমুদ্দিশ্য যৎ কৃতম্।
স্বল্পং বা বহুলং তুল্যং ফলমাঢ্যদরিদ্রয়োঃ ॥
গুর্ব্বর্থে কৃপণো দেবি! রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।
গুরুবাক্যং মৃষা কৃত্বা আত্মবাক্যন্তু স্থাপয়েৎ ॥
গুরুং জেতুমনা যঃ সঃ পচ্যতে নরকার্ণবে।
গুরোর্নাম ন ভাষেত জপকালাদৃতে ক্বচিৎ ॥
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ নগনন্দিনি!।
ভুঞ্জতে বিবুধা ভক্ত্যা গুরোরুচ্ছিষ্টমুত্তমম্ ॥
আগচ্ছেদ্ যদি চার্ব্বঙ্গি! গুরুঃ শিষ্যস্য মন্দিরে।
শিষ্যস্য মন্দিরং দেবি! কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমম্ ॥
চন্দ্রগ্রহণকালো হি তদ্ দিনং বরবর্ণিনি!।
গুরোর্দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

অগ্রে পূজা করে, সে নরকে গমন করে এবং সেই পূজা নিষ্ফল হয়। রিক্তহস্তে রাজা, দেবতা ও গুরুর নিকট গমন করিবে না। সামর্থ্যানুসারে ফল, পুষ্প ও বস্ত্রাদি প্রদান করিবে। গুরুর উদ্দেশ্যে সামর্থ্যানুসারে ভক্তিপূর্ব্বক অল্প বা অধিক—যাহা করা হয়; ধনী ও দরিদ্র—উভয়েরই ফল তুল্য অর্থাৎ ধনী ব্যক্তি ভক্তিপূর্ব্বক প্রচুর দিয়া যে ফল পাইবেন; দরিদ্র ভক্তিপূর্ব্বক অল্প দিয়া সেই ফলই পাইবেন। হে দেবি! গুরুর উদ্দেশ্যে যাহারা কৃপণ অর্থাৎ গুরুকে দিতে যাহারা কৃপণতা করে; তাহারা 'রৌরব' নরকে প্রবেশ করে। যে ব্যক্তি গুরুবাক্যকে মিথ্যা প্রতিপাদন করিয়া নিজের বাক্যকে যথার্থ প্রতিপাদন করে এবং যিনি গুরুকে জয় করিতে অভিলাষী, সে নরক-সমুদ্রে পচিতে থাকে। জপকাল ভিন্ন অন্য কোন সময়ে গুরুর নাম উচ্চারণ করিবে না। হে নগনন্দিনি! জ্ঞানী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণও ভক্তির সহিত গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করেন। হে চার্ব্বঙ্গি! যদি গুরুদেব শিষ্যের গৃহে আগমন করেন; হে দেবি! হে বরবর্ণিনি! শিষ্যের সেই গৃহ কোটি সূর্য্যগ্রহণের তুল্য পবিত্র ক্ষেত্র এবং সেই দিন চন্দ্রগ্রহণের তুল্য পুণ্য। গুরুর দর্শনমাত্রেই সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। হে বরবর্ণিনি! হে চার্ব্বঙ্গি! গুরু,

গুরুং বা গুরুপুত্রং বা পত্নীং বা বরবর্ণিনি ! ॥
বিলঙ্ঘ্য যদি চার্ব্বঙ্গি ! গচ্ছেৎ সাধকসত্তমঃ ।
তৎক্ষণাচ্চঞ্চলাপাঙ্গি ! নরকং চোত্তরোত্তরম্ ॥ ৩৫ ॥

উত্তরকল্পে—সাক্ষাদ্বাপি পরোক্ষে বা গুরোরাজ্ঞাং সমাচরেৎ ।
(পরোক্ষে তদনুজ্ঞান-বিধানং শৃণু শঙ্করি ! ॥)*
পূজাকালে চ চার্ব্বঙ্গি ! আগচ্ছেচ্ছিষ্যমন্দিরম্ ।
গুরুর্বা তৎসুতো বাপি তৎপত্নী বা মহেশ্বরি ! ।
তদা পূজাং পরিত্যজ্য পূজয়েৎ স্বগুরুং প্রিয়ে ! ॥
যথ্বল্লং হি গুরোর্দ্রব্যমদত্তং স্বীকরোত্যপি ।
তিরশ্চাং যোনিমাগচ্ছেৎ ক্রব্যাদৈর্ভক্ষ্যতে সদা ॥
সহস্রারে গুরোঃ পাদপদ্মং ধ্যাত্বা প্রপূজ্য চ ।
স্তুত্বা করপুটং কৃত্বা মনসা ধ্যানতৎপরঃ ॥
"বিহিতং বিদধে নাথ ! বিধেয়ং যৎ কৃপাং কুরু ।
অবিরুদ্ধং ভবত্বত্র তত্ত্বদীয়প্রসাদতঃ ॥"
ইতি মন্ত্রেণ সংপ্রার্থ্য তদাদিষ্টং সমাচরেৎ ॥ ৩৬ ॥

গুরুপুত্র বা গুরুপত্নীকে লঙ্ঘন করিয়া (নমস্কারাদি না করিয়া) [যদি কেহ] গমন করে ; হে চঞ্চলাপাঙ্গি চার্ব্বঙ্গি ! তবে তিনি তৎক্ষণাৎ সাধকশ্রেষ্ঠ হইয়াও উত্তরোত্তর নরকে গমন করেন' ॥ ৩৫

উত্তরকল্পে কথিত হইয়াছে ঃ—'সাক্ষাতে ও অসাক্ষাতে গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। (হে শঙ্করি ! অসাক্ষাতে— গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালনের বিধি বলিতেছি, শুন।) হে চার্ব্বঙ্গি ! হে মহেশ্বরি ! যদি পূজাকালে শিষ্যের গৃহে গুরু, গুরুপুত্র বা গুরুপত্নী আগমন করেন, তবে সে সময় পূজা পরিত্যাগ করিয়া নিজগুরুকে (গুরুপুত্র ও গুরুপত্নীকে) পূজা করিবে। গুরুকর্ত্তৃক অদত্ত অল্পমাত্র দ্রব্যও যদি শিষ্য গ্রহণ করে, তবে সে পশুদিগের যোনি প্রাপ্ত হয় এবং রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা ভক্ষিত হয়। সহস্রার পদ্মে গুরুর পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া ও পূজা করিয়া, স্তব করিয়া এবং করপুট করিয়া মনের দ্বারা ধ্যানতৎপর হইয়া 'বিহিতং বিদধে নাথ' ইত্যাদি 'ত্বদীয়প্রসাদতঃ" ইত্যন্ত মন্ত্রের দ্বারা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে' ॥ ৩৬ ॥

* খ পুস্তকে বন্ধনীমধ্যগতপাঠো নাস্তি

মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্রে— শ্রীদেব্যুবাচ—

দেবদেব ! মহাদেব ! কৃপয়া পরমেশ্বর ! ।
গুরুপূজাবিধানং মে বিস্তরাদ্ বদ শঙ্কর ! ॥

ঈশ্বর উবাচ—

দিব্যং বীরঞ্চ চার্ব্বঙ্গি ! পূর্ব্বোক্তং বহুশঃ প্রিয়ে ! ।
মানবস্য ক্রমং দেবি ! সংক্ষেপান্নিগদামি তে ॥
গুরুঃ পরগুরুশ্চৈব পরাপরগুরুস্তথা ।
স্বগুরুঃ পরমেশানি ! সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম ন সংশয়ঃ ॥
তদ্-গুরুঃ স্যাৎ পরগুরুঃ স্বয়ং বিষ্ণুঃ ক্ষিতৌ সদা ।
পরাপরগুরুস্তস্য গুরুঃ সাক্ষান্মহেশ্বরঃ ॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ ।
অতএব মহেশানি ! সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো গুরুঃ ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং সর্ব্বব্যাপিনমীশ্বরম্ ।
সর্ব্বেশং সর্ব্বদং দেবং প্রণমামি পুনঃ পুনঃ ॥
পুরস্তাৎ পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠে নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥
ত্রিসন্ধ্যং শ্রীগুরোর্ধ্যানং ত্রিসন্ধ্যং পূজনং গুরোঃ ।

মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্রে শ্রীদেবী বলিতেছেন—হে দেবদেব মহাদেব ! হে পরমেশ্বর শঙ্কর ! কৃপাপূর্ব্বক আমাকে গুরুপূজার বিধি বিস্তৃতভাবে বলুন। ঈশ্বর বলিলেন—'হে চার্ব্বঙ্গি ! হে প্রিয়ে ! পূর্ব্বে অতিবিস্তৃতভাবে দিব্য ও বীরক্রম কথিত হইয়াছে। হে দেবি ! সঙ্ক্ষেপে মানবক্রমের কথা তোমাকে বলিতেছি। (মানবক্রমে) গুরু, পরম গুরু ও পরাপর গুরু—(এই ত্রিবিধ গুরু)।

হে পরমেশ্বরি ! নিজের গুরু সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, ইহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার গুরু পরম গুরু হন, তিনি পৃথিবীতে সর্ব্বদা স্বয়ং বিষ্ণুস্বরূপ। তাঁহার গুরু পরাপর গুরু; তিনি সাক্ষাৎ মহেশ্বর। গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু এবং গুরুদেবই মহেশ্বর। অতএব হে মহেশ্বরি ! গুরুদেব সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম-স্বরূপ। অখণ্ডমণ্ডলাকার সর্ব্বব্যাপী ষড়ৈশ্বর্য্যশালী সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বদাতা গুরুদেবকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। সম্মুখে, পার্শ্বদ্বয়ে ও পৃষ্ঠে নমস্কার। তোমাকে নমস্কার নমস্কার—এইরূপে শিষ্য নিত্য ত্রিসন্ধ্যায় শ্রীগুরুর ধ্যান

ত্রিসন্ধ্যং ভাবয়েন্নিত্যং গুরুং পরমকারণম্ ॥
গুরুং বিনা বরারোহে ! নাস্তি সিদ্ধিঃ কদাচন ॥ ৩৭ ॥
গুরুং স্মৃত্বা মহেশানি ! দিবসে দিবসে প্রিয়ে ! ॥
পূজয়েন্মানসৈর্গন্ধৈর্ধূপৈর্দীপৈস্তথোত্তমৈঃ ।
ভক্ষ্যৈর্ভোজ্যৈস্তথা পেয়ৈর্দধিদুগ্ধৈরনেকধা ॥
পনসৈর্নারিকেলৈশ্চ তথা রম্ভাফলৈঃ প্রিয়ে ! ।
অন্নৈর্নানাবিধৈর্দেবি ! পূজয়েৎ স্বগুরুং প্রিয়ে ! ॥
স্বগুরুং হি বিনা দেবি ! নান্যঞ্চ গুরুমর্চ্চয়েৎ ।
(মৎস্যৈর্মাংসৈর্মহেশানি ! পূজয়েদ্ ভক্তিতঃ প্রিয়ে ! ॥) *
গন্ধৈর্মাল্যৈশ্চ চার্ব্বঙ্গি ! পূজয়েদ ভক্তিতঃ সদা
স্বর্ণৈশ্চ পট্টবস্ত্রৈশ্চ তথা কার্পাসসম্ভবৈঃ ॥
অবিচিত্রৈর্বিচিত্রৈশ্চ অতিসূক্ষ্মৈর্মনোহরৈঃ ।
আসনৈর্বিবিধৈর্দেবি ! রক্তকম্বলসংযুতৈঃ ।
তথা নানাবিধৈর্দ্রব্যৈঃ পূজয়েৎ স্বগুরুং সদা
অলঙ্কারৈস্তথা দেবি ! বিবিধৈঃ স্বর্ণনির্ম্মিতৈঃ ॥
রাজতৈশ্চৈব চার্ব্বঙ্গি ! স্বগুরুং পূজয়েৎ সদা ।

ও ত্রিসন্ধ্যায় শ্রীগুরুর পূজা করিবে এবং ত্রিসন্ধ্যায় গুরুকে পরম কারণ বলিয়া চিন্তা করিবে। হে বরারোহে ! গুরু ব্যতীত কখনও সিদ্ধি নাই ॥ ৩৭ ॥

হে প্রিয়ে ! হে মহেশানি ! প্রত্যহ গুরুকে স্মরণ করিয়া মানস গন্ধসমূহের দ্বারা এবং মানস উত্তম ধূপসমূহ ও দীপসমূহের দ্বারা পূজা করিবে। হে প্রিয়ে ! হে দেবি ! সেইরূপ অর্থাৎ মানস অনেক প্রকার ভক্ষ্য, ভোজ্য দ্বারা এবং পেয় দধি-দুগ্ধ দ্বারা এবং পনস (কাঁঠাল), নারিকেল ও রম্ভা ফলের দ্বারা এবং নানাবিধ অন্ন দ্বারা নিজ গুরুকে পূজা করিবে। হে দেবি ! স্বগুরু ব্যতীত অন্য গুরুকে অর্চ্চনা করিবে না। হে চার্ব্বঙ্গি ! গন্ধ ও মাল্য দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক সর্ব্বদা গুরুকে পূজা করিবে। হে দেবি ! স্বর্ণের দ্বারা, পট্টবস্ত্রের দ্বারা, বিচিত্র বা অবিচিত্র অতি সূক্ষ্ম মনোহর কার্পাস বস্ত্রের দ্বারা, রক্তকম্বলসংযুক্ত বিবিধ আসনের দ্বারা এবং অন্যান্য নানাবিধ দ্রব্যের দ্বারা সর্ব্বদা নিজগুরুকে পূজা করিবে। হে চার্ব্বঙ্গি ! স্বর্ণনির্ম্মিত ও

* খ পুস্তকে বন্ধনীমধ্যগতপাঠো নাস্তি

গুরোর্মন্ত্রং মহেশানি ! প্রজপেৎ সুরবন্দিতে ! ।
গুরোঃ পত্নীং মহেশানি ! পূজয়েদ্ বিধিনাঽমুনা ! ॥ ৩৮ ॥
গুরুবদ্ গুরুপুত্রেষু গুরুবৎ তৎসুতাদিষু ।
প্রত্যহং § পূজনং কার্য্যং চামুনা বিধিনা প্রিয়ে ! ॥
গুরোরভাবে চার্ব্বঙ্গি ! গুরুপত্নীঞ্চ পূজয়েৎ ।
তদভাবে চ চার্ব্বঙ্গি ! গুরুপুত্রং স্বয়ং শিবম্ ।
তদভাবে বরারোহে ! গুরুকন্যাঞ্চ পূজয়েৎ ॥
তদভাবে মহেশানি ! গুরুস্বসৃং প্রপূজয়েৎ ।
এষামভাবে চার্ব্বঙ্গি ! গুরোর্গোত্রং প্রপূজয়েৎ ॥
গোত্রাভাবে বরারোহে ! তথা মাতামহং গুরোঃ ।
মাতুলং মাতুলানীং বা পূজয়েদ্ বিধিনাঽমুনা ॥ *
যদি নো পূজয়েদ্ দেবি ! অনেন বিধিনা প্রিয়ে ! ।
প্রায়শ্চিত্তী ভবেদ্ দেবি ! তৎক্ষণাৎ স চ সাধকঃ ॥
সংবৎসরস্য মধ্যে তু ন গচ্ছেদ্ যদি সাধকঃ ।

রজতনির্ম্মিত বিবিধ অলঙ্কারের দ্বারা নিজগুরুকে পূজা করিবে। হে মহেশ্বরি ! হে সুরবন্দিতে ! গুরুমন্ত্র জপ করিবে এবং এই বিধি দ্বারা গুরুপত্নীকে পূজা করিবে ॥ ৩৮ ॥

হে প্রিয়ে ! এই বিধি অনুসারে গুরুপুত্রগণকে গুরুর ন্যায় এবং গুরুর দুহিতাদি আত্মীয়গণকে গুরুর ন্যায় প্রত্যহ পূজা করিবে। হে চার্ব্বঙ্গি ! গুরুর অভাবে (অনুপস্থিতিতে) গুরুপত্নীকে পূজা করিবে। গুরুপত্নীর অভাবে স্বয়ং শিবস্বরূপ গুরুপুত্রকে পূজা করিবে এবং গুরুপুত্রের অভাবে গুরু-কন্যাকে পূজা করিবে। হে মহেশ্বরি ! গুরুকন্যার অভাবে গুরুর ভগিনীকে পূজা করিবে। ইহাঁদের অভাবে গুরুর সগোত্রকে পূজা করিবে। হে বরারোহে ! সগোত্রের অভাবে গুরুর মাতামহকে, মাতুলকে কিম্বা মাতুলানীকে এই বিধানে পূজা করিবে। হে দেবি ! যে সাধক এই বিধি অনুসারে পূজা না করে, হে প্রিয়ে ! সে তৎক্ষণাৎ প্রায়শ্চিত্তার্হ হয় এবং যে সাধক সর্ব্বদা কাশী পুরী তুল্য গুরুদেবের মন্দিরে সংবৎসরের মধ্যে গমন না করে,

§ খ পুস্তকে 'পূজয়েৎ প্রত্যহং ভক্ত্যা' ইতি পাঠঃ।

* ক পুস্তকেঽত্র শ্লোকদ্বয়ম্—"যদি দূরে চ চার্ব্বঙ্গি ! স্বগুরুর্নগনন্দিনি ! ॥ সংবৎসরস্য মধ্যে তু পূজয়েদ্ বিধিনাঽমুনা ॥ একধোত্তরায়ণে কালে একধা দক্ষিণায়নে। পূজয়েদ্ গুরুদেবঞ্চ বিধিনা চামুনা প্রিয়ে ! ॥"

মন্দিরং গুরুদেবস্য সদা কাশীপুরীসমম্ ॥
কাশীসমং মহেশানি ! যঃ পশ্যেদ্ গুরুমন্দিরম্ ।
শিবতুল্যো ভবেদ্ দেবি ! তৎক্ষণাৎ স চ সাধকঃ
গুরোর্গেহং সমাসাদ্য উচ্ছিষ্টভক্ষণং চরেৎ
তদৈব সহসা সিদ্ধিঃ সাধকস্য ভবেৎ প্রিয়ে ! ॥
অভুক্ত্বা গুরুদেবস্য চোচ্ছিষ্টং বরবর্ণিনি ! ।
বিদ্যাং বা পরমেশানি ! মন্ত্রং বা নগনন্দিনি ! ॥
ন জপেৎ তু কদাচিৎ তু কুত্রচিৎ ক্বচিদেব হি ।
তন্মুখং চঞ্চলাপাঙ্গি ! বিষ্ঠাকূপসমং প্রিয়ে ! ॥
উচ্ছিষ্টভক্ষণাদ্ দেবি ! মুখস্য শোধনং প্রিয়ে ! ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ নগনন্দিনি ! ॥
ভুঞ্জতে বিবিধং ভক্ত্যা গুরোরুচ্ছিষ্টমুত্তমম্ ।
গুরোরুচ্ছিষ্টমন্নঞ্চ সদানন্দময়ং প্রিয়ে ! ॥
গুরুং বা গুরুপুত্রং বা পত্নীং বা বরবর্ণিনি ! ।
বিলঙ্ঘ্য যদি চার্ব্বঙ্গি ! গচ্ছেৎ সাধকসত্তমঃ ।
তৎক্ষণাচ্চঞ্চলাপাঙ্গি ! নরকং চোত্তরোত্তরম্ ॥

সেও প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। হে মহেশানি ! যে সাধক গুরুগৃহকে কাশীতুল্য দর্শন করে, হে দেবি ! সে সাধক তৎক্ষণাৎ শিবতুল্য হয়। গুরুদেবের গৃহে গমন করিয়া উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবে ; হে প্রিয়ে ! সাধকের সেই কালেই সহসা সিদ্ধিলাভ হইবে ! হে বরবর্ণিনি ! হে পরমেশ্বরি নগনন্দিনি ! গুরুদেবের উচ্ছিষ্ট ভোজন না করিয়া কোনও সময়ে কোনও স্থানে কোনও কালে বিদ্যা বা মন্ত্র জপ করিবে না। যেহেতু হে প্রিয়ে ! হে চঞ্চলাপাঙ্গি ! সেই সাধকের মুখ বিষ্ঠাকূপের তুল্য (অপবিত্র) হয়। হে দেবি ! হে প্রিয়ে ! (গুরুর) উচ্ছিষ্ট ভক্ষণের দ্বারা মুখের শুদ্ধি হয়। হে নগনন্দিনি ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ ভক্তিপূর্ব্বক গুরুর বহুবিধ উচ্ছিষ্ট উত্তমরূপে ভোজন করেন। হে প্রিয়ে ! গুরুর উচ্ছিষ্ট অন্ন সকল সময়েই আনন্দময়। হে বরবর্ণিনি ! গুরুকে বা গুরুপুত্রকে বা গুরুপত্নীকে লঙ্ঘন করিয়া (নমস্কারাদি না করিয়া) যদি কেহ গমন করে, হে চঞ্চলাপাঙ্গি চার্ব্বঙ্গি ! তিনি সাধকশ্রেষ্ঠ হইয়াও তৎক্ষণাৎ উত্তরোত্তর নরকে গমন করেন অর্থাৎ তাহার উক্ত নরক-জনক অদৃষ্ট

মন্দিরং গুরুদেবস্য কুটিরং যদি পার্ব্বতি ! ।
কৈলাসসদৃশাকারং তদেব নগনন্দিনি ! ॥ ৩৯ ॥
যদ্ যদিষ্টতমং লোকে সাধকস্য শুচিস্মিতে ! ।
তৎ সর্ব্বং গুরবে দদ্যাৎ ভক্ত্যা পরমযত্নতঃ ॥
তদৈব সহসা দেবি ! মন্ত্রসিদ্ধিঃ প্রজায়তে ।
গুরোরাজ্ঞাং সমাদায় প্রজপেদনিশং যদি ॥
তদৈব সহসা সিদ্ধিরষ্টসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ।
পূজাকালে চ চার্ব্বঙ্গি ! আগচ্ছেচ্ছিষ্যমন্দিরম্ ॥
গুরুর্বা গুরুপুত্রো বা পত্নী বা বরবর্ণিনি ! ।
তদা পূজাং পরিত্যজ্য পূজয়েৎ স্বগুরুং প্রিয়ে ! ॥
দেবতাপূজনার্থঞ্চ গন্ধপুষ্পাদিকং প্রিয়ে ! ।
তৎসর্ব্বং গুরবে দত্ত্বা পূজয়েন্নগনন্দিনি ! ॥
তদৈব সহসা দেবি ! দেবতা প্রীতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪০ ॥

রুদ্রযামলে—গুরুর্ব্বা গুরুপত্নী বা পুত্রো বাপি সমাগতঃ ।
জ্যেষ্ঠো বাপ্যর্চ্চনামধ্যে শিষ্যঃ সর্ব্বার্চ্চনাং ত্যজেৎ ।
আজ্ঞয়া পূজয়েচ্ছিষ্য ইতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ ॥

উৎপন্ন হয়। হে নগনন্দিনি পার্ব্বতি ! গুরুদেবের মন্দির যদি কুটির হয়, তাহা হইলেও উহা কৈলাসের তুল্য জানিবে ॥ ৩৯ ॥

হে শুচিস্মিতে ! ইহলোকে সাধকের যাহা যাহা প্রিয়তম বস্তু, সে সমস্তই যত্নপূর্ব্বক ভক্তি সহকারে গুরুদেবকে দান করিবে, হে দেবি ! তৎকালেই সহসা (তাহার) মন্ত্র সিদ্ধি উৎপন্ন হয়। যদি গুরুর আজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদা (মন্ত্র) জপ করে (তাহা হইলে) তৎকালেই সহসা সিদ্ধি হয় এবং সে অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর হইতে পারে। হে চার্ব্বঙ্গি ! হে বরবর্ণিনি ! যদি পূজাকালে শিষ্যের গৃহে গুরু, গুরুপুত্র বা গুরুপত্নী আগমন করেন ; তখন পূজা পরিত্যাগ করিয়া নিজগুরুকে (তৎপুত্র ও তৎপত্নীকে) পূজা করিবে। হে নগনন্দিনি ! হে প্রিয়ে ! দেবতা পূজার জন্য যে সমস্ত গন্ধপুষ্পাদি (সংগৃহীত হইয়াছে)। সে সমস্ত গুরুদেবকে প্রদান করিয়া পূজা করিবে, সেই সময়ে সত্বই দেবতা প্রীতিলাভ করেন ॥ ৪০ ॥

রুদ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে, গুরু বা গুরুপত্নী অথবা (গুরুর) জ্যেষ্ঠ পুত্র যদি পূজাকালে উপস্থিত হন, শিষ্য সমস্ত অর্চ্চনা ত্যাগ করিবে। কিন্তু (গুরুর) আজ্ঞানুসারে

গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তথা ধূপৈস্তথা নৈবেদ্যকৈরপি।
পূজয়েদ্ বিবিধৈর্ভক্ত্যা স্বগুরুং তৎসুতঞ্চ বা॥
(গুরুদেবো হরঃ সাক্ষাৎ তৎপত্নী হরবল্লভা।
গুরুপুত্রো গণেশঃ স্যাদ্ বিভাব্য পূজনং চরেৎ॥) *
গুরুপত্নী মহেশানি! সাক্ষাদ্ দেবীস্বরূপিণী।
গণেশসদৃশং দেবি! গুরুপুত্রং বিভাবয়েৎ॥
শিষ্যস্য তদ্ দিনং দেবি! কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমম্।
চন্দ্রগ্রহণকালং হি তদ্ দিনং বরবর্ণিনি!॥ ৭১॥
গুরোর্দর্শনমাত্রেণ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
তৎক্ষণাচ্চঞ্চলাপাঙ্গি! দানং দদ্যাদ্ বিচক্ষণঃ॥
স্বর্ণ-গো-তিল-বস্ত্রাণাং রজতস্য বিশেষতঃ। †
গুরোঃ প্রীতিং সমুদ্দিশ্য দানং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
শ্রীগুরৌ প্রীতিমাপন্নে দেবতা প্রীতিমাপ্নুয়াৎ।
প্রীতায়াং দেবতায়াং তু মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
গুরোঃ সমীপে চার্ব্বঙ্গি! ন মিথ্যা চোচ্চরেৎ ক্বচিৎ।

শিষ্য পূজা করিতে পারিবে—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। বিবিধ গন্ধপুষ্প এবং ধূপ ও দীপ এবং নৈবেদ্যের দ্বারা নিজগুরুকে অথবা গুরুপুত্রকে পূজা করিবে। (গুরুদেব সাক্ষাৎ মহেশ্বর, গুরুপত্নী পার্ব্বতী এবং গুরুপুত্র গণেশস্বরূপ হন—ইহা চিন্তা করিয়া পূজা করিবে)। হে মহেশানি! গুরুপত্নী সাক্ষাৎ দেবীস্বরূপিণী। হে দেবি! গুরুপুত্রকে গণেশতুল্য চিন্তা করিবে। হে দেবি! শিষ্যের সেইদিন (গুরুর উপস্থিতি দিন) কোটি সূর্য্যগ্রহের তুল্য। হে বরবর্ণিনি! সেদিনকে চন্দ্রগ্রহণের কাল জানিবে)॥ ৪১॥

হে চঞ্চলাপাঙ্গি! গুরুর দর্শন মাত্রেই সর্ব্বপাপ হইতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হন। তখন বিচক্ষণ শিষ্য দান (দেয় বস্তু) দিবে। বিচক্ষণ শিষ্য গুরুর প্রীতিকে উদ্দেশ্য করিয়া বিশেষতঃ স্বর্ণ, গো, তিল ও বস্ত্রের এবং রজতের দান করিবে। শ্রীগুরু প্রীতি প্রাপ্ত হইলে দেবতা (ইষ্ট দেবতা) প্রীতিপ্রাপ্ত হন। দেবতা প্রীত হইলেই নিশ্চিত মন্ত্র-সিদ্ধি হয়। হে চার্ব্বঙ্গি! গুরুর নিকটে কখনও মিথ্যা উচ্চারণ করিবে না।

* খ পুস্তকেঽয়ং শ্লোকো নাস্তি। † (খ) চিহ্নিত পুস্তকেঽত্রায়ং পাঠো দৃশ্যতে—"স্বর্ণদানঞ্চ গোদানং তিলদানং তথৈব চ। বস্ত্রস্য রজতস্যৈব দানং কুর্য্যাদ সুভক্তিতঃ। গুরোঃ প্রীতিং সমুদ্দিশ্য দানং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।"

গুরোরঙ্গে মহেশানি ! দেবতাকারমুত্তমম্ ॥
গুরোঃ কৃপা মহেশানি ! পূজা-মূলং মহৎ পদম্
গুরোর্বাক্যং মন্ত্রমূলং পরং ব্রহ্ম স্বয়ং গুরুঃ ॥
অনেন বিধিনা দেবি ! প্রত্যহং ভাবয়েদ্ গুরুম্
তদৈব সহসা সিদ্ধির্জায়তে কমলাননে ! ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীপরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংসতীর্থাবধূত শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দগিরি-
কৃতায়াং শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং দীক্ষানির্ণয়ো
নাম দ্বিতীয়োল্লাসঃ।

হে মহেশানি ! গুরুর অঙ্গে দেবতার মনোহর আকার (মূর্ত্তি) (চিন্তা করিবে)। হে মহেশ্বরি ! গুরুর কৃপা পূজার মূল এবং মহাপদ। গুরুর বাক্যই মন্ত্রের মূল। গুরুদেবই স্বয়ং পরব্রহ্ম। হে দেবি ! প্রত্যহ এই বিধি অনুসারে গুরুকে চিন্তা করিবে। হে কমলাননে ! তাহা হইলেই সহসা সিদ্ধি জন্মে ॥ ৪২ ॥

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীর দীক্ষানির্ণয় নামক দ্বিতীয় উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োল্লাসঃ

যোগনির্ণয়ঃ

বিনা চোপাসনাং দেবী ন দদাতি ফলং নৃণাম।

তন্ত্রে—ধ্যাতঃ স্মৃতঃ পূজিতো বা স্তুতো বা নমিতোঽপি বা।

জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি পূজকানাং বিমুক্তিদঃ॥

ইত্যাদিষু পূজাদিকং বিনা চতুর্ব্বর্গফলং ন সম্ভবতীতি জ্ঞায়তে।

বিগ্রহস্থষ্টি-কারণম্

নির্গুণস্য ব্রহ্মণঃ কেন প্রকারেণ পূজাদিকং কার্য্যং, শরীর-রহিতত্বাৎ। কেন প্রকারেণ বা তন্মুক্ত্যাদিকং দাতুং শক্যতে ?* অত এব সাধকানাং হিতার্থায় সগুণ-নির্গুণভেদাদ্ ব্রহ্মণো দ্বৈবিধ্যমাহ— শ্রীরামতাপনীয় শ্রুতৌ কুলার্ণবে চ—

চিন্ময়স্যাঽদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্যাঽশরীরিণঃ।

উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা॥ ১॥

অস্যার্থঃ—চিন্ময়স্য জ্ঞানময়স্য। মার্কণ্ডেয়-পুরাণে—

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।

উপাসনা ব্যতীত দেবতা মনুষ্যগণের (অভিলষিত) ফল দেন না। "জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞান পূর্ব্বক (সাধক কর্ত্তৃক) ধ্যাত, স্মৃত পূজিত, স্তুত বা নমিত হইলেই দেবতা সাধকগণের মুক্তিপ্রদ হন"—তন্ত্রে এই সমস্ত বচনে জানা যায় যে, পূজাদি ব্যতীত চতুর্ব্বর্গ ফল (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) সম্ভব নহে।

নির্গুণ ব্রহ্মের কিরূপে পূজাদি কর্ত্তব্য ? অর্থাৎ পূজা সম্ভব নহে। কারণ তাঁহার শরীর নাই। আর কি প্রকারেই বা তিনি মুক্তি প্রভৃতি ফল দিতে পারেন ; অর্থাৎ শরীর শূন্য বলিয়া তিনি কোন ফল দিতে পারেন না। এই জন্য অর্থাৎ উপাসনাদির জন্য শ্রীরামতাপনীয় শ্রুতিতে এবং কুলার্ণব তন্ত্রে সাধকের হিতের নিমিত্ত সগুণ ও নির্গুণ ভেদে ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপ বলিতেছেন—'উপাসকের উপাসনা কার্য্যের নিমিত্ত চিন্ময়, অদ্বিতীয়, মায়াতীত, অশরীরী ব্রহ্ম কর্ত্তৃক রূপ (বিগ্রহ) কল্পিত হইয়াছে'॥১॥

এই শ্লোকের **চিন্ময়স্য** পদের অর্থ—'জ্ঞানময়স্য' অর্থাৎ জ্ঞানময়ের। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত হইয়াছে ঃ—'যিনি চৈতন্যরূপে এই পরিদৃশ্যমান সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া

অদ্বিতীয়স্য একস্য। তথাচোক্তং যোগিনীহৃদয়ে—

একং হি পরমং ব্রহ্ম নানাত্বেন নিরূপ্যতে।

স্থূল-সূক্ষ্মবিভেদেন পরংব্রহ্ম-স্বরূপিণী ॥ *

গোপালতাপনীয়শ্রুতিরপি—

একমেব পরং ব্রহ্ম মায়য়া তু চতুষ্টয়ম্ ॥ ২ ॥

তস্মাদ্ ব্রহ্মৈব পুংরূপেণ স্ত্রীরূপেণ চ মায়য়ৈব নটবদ্ বহুধা ভবতি।

"বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া"।

ইতি শ্রুতেঃ। নিষ্কলস্য কলা মায়া তয়া রহিতস্য। আগ্নেয়পুরাণে—

সকলো নিষ্কলো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমো হরিঃ।

দেহস্থঃ সকলো জ্ঞেয়ো নিষ্কলো দেহবর্জ্জিতঃ ॥

হরিরিত্যুপলক্ষণম্। যামলে—

সগুণা নির্গুণা চেতি মহামায়া দ্বিধা মতা।

সগুণা মায়য়া যুক্তা তয়া হীনা তু নির্গুণা ॥ ৩ ॥

অবস্থিত আছেন'। **অদ্বিতীয়স্য** পদের অর্থ—'একস্য' অর্থাৎ একের। যোগিনী-হৃদয়তন্ত্রে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে। যথা—"একই পরব্রহ্ম নানারূপে নিরূপিত হন এবং পরব্রহ্মস্বরূপিণী ব্রহ্ম শক্তিও স্থূল-সূক্ষ্মভেদে নানারূপে প্রতিভাত হন"। গোপাল-তাপনীয় শ্রুতিও বলিতেছেন—"একই পরব্রহ্ম মায়াদ্বারা চারিভাগে বিভক্ত হন ॥২॥

অতএব ব্রহ্মই মায়া দ্বারাই পুরুষরূপে ও স্ত্রীরূপে নটের ন্যায় বহুরূপ হন। কারণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্ম (বহুরূপ না হইলেও) বহুরূপা মায়াদ্বারা বহুরূপের ন্যায় প্রতিভাত হন।"

নিষ্কলস্য পদের অন্তর্গত কলা শব্দের অর্থ—মায়া। সুতরাং "নিষ্কলস্য" পদের অর্থ—মায়া শূন্যের। আগ্নেয় পুরাণে কথিত হইয়াছে—"সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর সকল (সগুণ) ও নিষ্কল (নির্গুণ) জানিবে। দেহমধ্যবর্ত্তী পরমেশ্বর সকল এবং দেহরহিত পরমেশ্বর নিষ্কল জানিবে"। "হরি" এই পদটী উপলক্ষণ অর্থাৎ হরিপদের দ্বারা পরমেশ্বর ও মহামায়া উভয়ই সকল-নিষ্কলরূপে লক্ষিত হইতেছে। যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"সগুণ ও নির্গুণ—এইরূপে মহামায়া দ্বিবিধা বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। মায়াযুক্ত মহামায়া সগুণা আর মায়াহীন মহামায়াই নির্গুণা ॥৩॥

* মুদ্রিতে যোগিনীহৃদয়ে শ্লোকোঽয়ং নোপলভ্যতে।

অশরীরিণঃ মুখ-হস্ত-পাদাদ্যবয়বাবচ্ছিন্ন-শরীর-রহিতস্য। ভূতশুদ্ধৌ—

নিষ্কলং পরমং ব্রহ্ম কুতঃ প্রীতিঃ কুতঃ সুখম্।
নিরাকারং নিরীহঞ্চ রহিতং ত্বিন্দ্রিয়েণ চ।
জন্ম-কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি ব্রহ্মণো নাস্তি ভামিনি!॥

প্রকৃতেঃ সন্তি ভাবিনীতি পাঠশ্চ। উপাসকানাং সভক্তিক-জ্ঞানকর্ম্মযোগবতামিত্যর্থঃ। * লৈঙ্গে—

সর্ব্বেষামেব মর্ত্ত্যানাং বিভোর্দিব্যবপুঃ শুভম্।
সকলং ভাবনাযোগ্যং যোগিনামপি নিষ্কলম্॥ ৪॥

যোগিনাং কর্ম্মযোগ-জ্ঞানযোগ-ভক্তিযোগবতামিত্যর্থঃ। আগ্নেয়-পুরাণে—সাধূনামপ্রমত্তানাং ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ।
উপকর্ত্তা নিরাকারস্তদাকারেণ জায়তে॥

অশরীরিণঃ পদের অর্থ—মুখ হস্ত পাদাদি অবয়ববিশিষ্ট শরীর রহিতের। ভূতশুদ্ধি তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"পরম ব্রহ্ম নিষ্কল (মায়াতীত), নিরাকার, নিরীহ (চেষ্টারহিত) ও ইন্দ্রিয় রহিত; সুতরাং তাঁহার প্রীতি কোথা হইতে হইবে? আর সুখই বা কোথা হইতে হইবে? হে ভামিনি! ব্রহ্মের জন্ম কর্ম্ম কিছুই নাই।" কোন কোন ভূতশুদ্ধি তন্ত্রে "জন্মকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি প্রকৃতেঃ সন্তি ভাবিনি" এইরূপ পাঠ আছে। উহার অর্থ—হে ভাবিনি! প্রকৃতির জন্ম-কর্ম্ম সকলই আছে।

উপাসকানাং পদের অর্থ—ভক্তিমান্ জ্ঞান-যোগী ও কর্ম্মযোগিগণের। লিঙ্গপুরাণে কথিত হইয়াছে—"পরমেশ্বরের দিব্য দেহ সকল মানবগণেরই শুভজনক। পরমেশ্বরের সকল দেহ (মায়াকল্পিত বিগ্রহ) ভাবনার যোগ্য আর যোগিগণের নিষ্কলদেহও ভাবনার যোগ্য॥৪॥

যোগিনাং পদের অর্থ হইতেছে—কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ভক্তিযোগিগণের অর্থাৎ এই ত্রিবিধ যোগবিশিষ্ট ব্যক্তিই এস্থলে "যোগিন্" শব্দের অর্থ। আগ্নেয় পুরাণে কথিত হইয়াছে—"ভক্তবৎসল ভগবান্ অপ্রমত্ত সাধু ভক্ত সাধকগণের উপাসনা কার্য্যের নিমিত্ত নিরাকার হইয়াও সেই সেই আকারে (সাধক-গণের ইষ্টদেবরূপে) আবির্ভূত হন এবং তাহাদের উপকারক হইয়া চতুর্ব্বর্গ

* ক পুস্তকে জ্ঞানযোগভক্তিযোগবতাম্ খ পুস্তকে জ্ঞানযোগ-ভক্তিযোগরহিতভক্তানাম্।

অদ্বিতীয়স্য একস্য। তথাচোক্তং যোগিনীহৃদয়ে—

একং হি পরমং ব্রহ্ম নানাত্বেন নিরূপ্যতে।

স্থূল-সূক্ষ্মবিভেদেন পরংব্রহ্ম-স্বরূপিণী ॥ *

গোপালতাপনীয়শ্রুতিরপি—

একমেব পরং ব্রহ্ম মায়য়া তু চতুষ্টয়ম্ ॥ ২ ॥

তস্মাদ্ ব্রহ্মৈব পুংরূপেণ স্ত্রীরূপেণ চ মায়য়ৈব নটবদ্ বহুধা ভবতি

"বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া"।

ইতি শ্রুতেঃ। নিষ্কলস্য কলা মায়া তয়া রহিতস্য। আগ্নেয়পুরাণে-

সকলো নিষ্কলো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পরমো হরিঃ।

দেহস্থঃ সকলো জ্ঞেয়া নিষ্কলো দেহবর্জ্জিতঃ ॥

হরিরিত্যুপলক্ষণম্। যামলে—

সগুণা নির্গুণা চেতি মহামায়া দ্বিধা মতা।

সগুণা মায়য়া যুক্তা তয়া হীনা তু নির্গুণা ॥ ৩ ॥

অবস্থিত আছেন'। **অদ্বিতীয়স্য** পদের অর্থ—'একস্য' অর্থাৎ একের। হৃদয়তন্ত্রে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে। যথা—"একই পরব্রহ্ম নানারূপে নিরূপিত হন এবং পরব্রহ্মস্বরূপিণী ব্রহ্ম শক্তিও স্থূল-সূক্ষ্মভেদে নানারূপে প্রতিভাত হন"। গোপাল-তাপনীয় শ্রুতিও বলিতেছেন—"একই পরব্রহ্ম মায়াদ্বারা চারিভাগে বিভক্ত হন ॥২॥

অতএব ব্রহ্মই মায়া দ্বারাই পুরুষরূপে ও স্ত্রীরূপে নটের ন্যায় বহুরূপ হন। কারণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে—"ব্রহ্ম (বহুরূপ না হইলেও) বহুরূপা মায়াদ্বারা বহুরূপের ন্যায় প্রতিভাত হন।"

নিষ্কলস্য পদের অন্তর্গত কলা শব্দের অর্থ—মায়া। সুতরাং "নিষ্কলস্য" পদের অর্থ—মায়া শূন্যের। আগ্নেয় পুরাণে কথিত হইয়াছে—"সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর সকল (সগুণ) ও নিষ্কল (নির্গুণ) জানিবে। দেহমধ্যবর্ত্তী পরমেশ্বর সকল এবং দেহরহিত পরমেশ্বর নিষ্কল জানিবে"। "হরি" এই পদটী উপলক্ষণ অর্থাৎ হরিপদের দ্বারা পরমেশ্বর ও মহামায়া উভয়ই সকল-নিষ্কলরূপে লক্ষিত হইতেছে। যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"সগুণ ও নির্গুণ—এইরূপে মহামায়া দ্বিবিধা বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। মায়াযুক্ত মহামায়া সগুণা আর মায়াহীন মহামায়াই নির্গুণা ॥৩॥

* মুদ্রিতে যোগিনীহৃদয়ে শ্লোকোঽয়ং নোপলভ্যতে।

অশরীরিণঃ মুখ-হস্ত-পাদাদ্যবয়বাবচ্ছিন্ন-শরীর-রহিতস্য। ভূতশুদ্ধৌ—

নিষ্কলং পরমং ব্রহ্ম কুতঃ প্রীতিঃ কুতঃ সুখম্।
নিরাকারং নিরীহঞ্চ রহিতং ত্বিন্দ্রিয়েণ চ।
জন্ম-কর্ম্মাণি সর্ব্বাণি ব্রহ্মণো নাস্তি ভামিনি!॥

প্রকৃতেঃ সন্তি ভাবিনীতি পাঠশ্চ। উপাসকানাং সভক্তিক-জ্ঞানকর্ম্মযোগবতামিত্যর্থঃ। * লৈঙ্গে—

সর্ব্বেষামেব মর্ত্ত্যানাং বিভোদিব্যবপুঃ শুভম্।
সকলং ভাবনাযোগাং যোগিনামপি নিষ্কলম্॥ ৪ ॥

যোগিনাং কর্ম্মযোগ-জ্ঞানযোগ-ভক্তিযোগবতামিত্যর্থঃ। আগ্নেয়-পুরাণে—সাধূনামপ্রমত্তানাং ভক্তানাং ভক্তবৎসলঃ।
উপকর্ত্তা নিরাকারস্তদাকারেণ জায়তে॥

অশরীরিণঃ পদের অর্থ—মুখ হস্ত পাদাদি অবয়ববিশিষ্ট শরীর রহিতের। ভূতশুদ্ধি তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"পরম ব্রহ্ম নিষ্কল (মায়াতীত), নিরাকার, নিরীহ (চেষ্টারহিত) ও ইন্দ্রিয় রহিত; সুতরাং তাঁহার প্রীতি কোথা হইতে হইবে? আর সুখই বা কোথা হইতে হইবে? হে ভামিনি! ব্রহ্মের জন্ম কর্ম্ম কিছুই নাই।" কোন কোন ভূতশুদ্ধি তন্ত্রে "জন্মকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি প্রকৃতেঃ সন্তি ভাবিনি" এইরূপ পাঠ আছে। উহার অর্থ—হে ভাবিনি! প্রকৃতির জন্ম-কর্ম্ম সকলই আছে।

উপাসকানাং পদের অর্থ—ভক্তিমান্ জ্ঞান-যোগী ও কর্ম্মযোগিগণের। লিঙ্গপুরাণে কথিত হইয়াছে—"পরমেশ্বরের দিব্য দেহ সকল মানবগণেরই শুভজনক। পরমেশ্বরের সকল দেহ (মায়াকল্পিত বিগ্রহ) ভাবনার যোগ্য আর যোগিগণের নিষ্কলদেহও ভাবনার যোগ্য॥৪॥

যোগিনাং পদের অর্থ হইতেছে—কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ভক্তিযোগিগণের অর্থাৎ এই ত্রিবিধ যোগবিশিষ্ট ব্যক্তিই এস্থলে "যোগিন্" শব্দের অর্থ। আগ্নেয় পুরাণে কথিত হইয়াছে—"ভক্তবৎসল ভগবান অপ্রমত্ত সাধু ভক্ত সাধকগণের উপাসনা কার্য্যের নিমিত্ত নিরাকার হইয়াও সেই সেই আকারে (সাধক-গণের ইষ্টদেবরূপে) আবির্ভূত হন এবং তাহাদের উপকারক হইয়া চতুর্ব্বর্গ

* ক পুস্তকে জ্ঞানযোগভক্তিযোগবতাম্ খ পুস্তকে জ্ঞানযোগ-ভক্তিযোগরহিতভক্তানাম্।

কার্য্যার্থং সাধকানাঞ্চ চতুর্ব্বর্গফলপ্রদঃ ॥

তথাচোক্তং মার্কণ্ডেয়পুরাণে—

আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা।

বৃহন্নারদীয়ে—ভক্তানাং মোক্ষদানায় ভবতো মূর্ত্তিকল্পনা ॥ ৫ ॥

আরাধনা-লক্ষণম্

আরাধনা তু ধ্যানং পূজা চ। তে চ ভেদজ্ঞানপূর্ব্বিকে ভোগ-স্বর্গপ্রদে। অভেদজ্ঞানপূর্ব্বিকে তু মুক্তিপ্রদে। তদর্থঞ্চ ব্রহ্মকর্ত্তকরূপ-কল্পনা ইত্যর্থঃ। ধ্যানন্তু তৎতদ্‌দেবতায়াস্তত্তন্মন্ত্র-ঘটকীভূত-তত্তদ্বর্ণোৎ-পন্ন-মুখহস্তপাদাদ্যবয়বাবচ্ছিন্ন-শরীরবিষয়কজ্ঞানমিতি তু নিষ্কর্ষার্থঃ। তথাচোক্তং গারুড়েঽপি—

অমূর্ত্তশ্চেৎ স্থিরো ন স্যাৎ ততো মূর্ত্তিং বিচিন্তয়েৎ ॥ ৬ ॥

ধ্যানদ্বৈবিধ্য-কথনম্

যামলেঽপি—স্থূলসূক্ষ্ম-বিভেদেন ধ্যানন্তু দ্বিবিধং ভবেৎ।

সূক্ষ্মং মন্ত্রবপুর্জ্ঞানং স্থূলং বিগ্রহচিন্তনম্ ॥

ফল প্রদান করেন।" মার্কণ্ডেয় পুরাণেও সেইরূপ কথিত হইয়াছে। যথা—"সেই মহামায়াই আরাধিতা হইয়া মানবগণের ভোগ, স্বর্গ ও অপবর্গ (মুক্তি) প্রদা হইয়া থাকেন।" বৃহন্নারদীয়-পুরাণে কথিত হইয়াছে—"ভক্তগণের মোক্ষদানের নিমিত্ত ভগবান্ কর্ত্তৃক মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে" ॥৫॥

আরাধনা কিন্তু ধ্যান ও পূজা। সেই ধ্যান ও পূজা (পূজ্য ও পূজকের) ভেদজ্ঞান পূর্ব্বক হইলে ভোগ ও স্বর্গপ্রদ হইয়া থাকে, অভেদজ্ঞান পূর্ব্বক হইলে মুক্তিপ্রদ হয়। এই জন্যই অর্থাৎ আরাধনার জন্যই ব্রহ্মকর্ত্তৃক রূপ কল্পিত হইয়াছে—ইহাই উক্ত শ্লোকের অর্থ। ধ্যান কিন্তু সেই সেই দেবতার অর্থাৎ সাধকগণের নিজ নিজ ইষ্টদেবতার সেই সেই মন্ত্রের (ইষ্টমন্ত্রের) স্বরূপ-নির্ব্বাহক প্রত্যেক বর্ণ হইতে উৎপন্ন মুখ, হস্ত ও পাদাদি অবয়ববিশিষ্ট যে শরীর, সেই শরীর বিষয়ক জ্ঞান—ইহাই "ধ্যান" শব্দের নিকৃষ্ট অর্থ। গরুড় পুরাণেও তাহাই কথিত হইয়াছে। যথা—"যদি পরমেশ্বর মূর্ত্তিরহিত হন, তবে তিনি স্থির অর্থাৎ ধ্যানের বিষয় হইতে পারেন না। সেই জন্যই পরমেশ্বরের মূর্ত্তি চিন্তা করিবে" ॥৬॥

যামলতন্ত্রেও কথিত হইয়াছে—"স্থূল সূক্ষ্মভেদে ধ্যান দ্বিবিধ। মন্ত্রাত্মক বিগ্রহের চিন্তাই সূক্ষ্ম ধ্যান। আর স্থূল ধ্যান হইতেছে স্থূল বিগ্রহের চিন্তা। হস্ত, পদ,

করপাদোদরাস্যাদি রূপং যৎ স্থূলবিগ্রহম্।
সূক্ষ্মঞ্চ প্রকৃতে রূপং পরং জ্ঞানময়ং স্মৃতম্ ॥
সূক্ষ্মধ্যানং মহেশানি ! কদাচিন্ন হি জায়তে।
স্থূলধ্যানং মহেশানি ! কৃত্বা মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৭ ॥

যামলে—দেবতায়াঃ শরীরন্তু বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্।
তত্তদ্‌বীজাত্মকং মন্ত্রং জপ্ত্বা ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥
তদিষ্টং ভাবয়েদ্ দেবি ! যথোক্তধ্যানযোগতঃ।
বর্ণরূপেণ সা দেবী জগদাধাররূপিণী ॥

বীজাৎ বর্ণাৎ। বীজপরিভাষামাহ কুলচূড়ামণৌ
একাক্ষরং সমুদ্ধৃত্য পূর্ব্ববীজং পরং শক্তিরিতি।

পূর্ব্বং কমিতি। পরমীকারঃ। রেফঃ কীলকম্। গান্ধর্ব্বে—
নিত্যমেকাক্ষরং ব্রহ্ম অক্ষরং পরমং পদম্।
সকৃজ্ জপ্ত্বাঽক্ষরং মন্ত্রং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
জপ্ত্বা তং সাধয়েৎ সর্ব্বং বহুজাপেন কিং ফলম্ ॥ ৮ ॥

উদর ও মুখ প্রভৃতি যে রূপ (আকার), তাহাই স্থূলবিগ্রহ এবং প্রকৃতির অতীত (অত্রিগুণাত্মক) জ্ঞানময় রূপই সূক্ষ্ম বিগ্রহ বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে মহেশানি ! (স্থূল ধ্যান ব্যতীত) সূক্ষ্মধ্যান কখনও উৎপন্ন হয় না। হে মহেশ্বরি ! (সাধক) স্থূল ধ্যান করিয়া সালোক্যাদি মুক্তি প্রাপ্ত হয়" ॥৭॥

যামল তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"দেবতার বীজ হইতেই দেবতার শরীর উৎপন্ন হয়। (সাধক) সেই সেই বীজরূপ মন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্মময় হন। অতএব হে দেবি ! যথোক্ত ধ্যানযোগের দ্বারা ইষ্টমন্ত্রের ভাবনা করিবে। পরমেশ্বর-শক্তি সেই মহামায়াই বর্ণরূপে জগতের আধার-স্বরূপা হইয়াছেন। শ্লোকোক্ত 'বীজাৎ' এই পদের অর্থ —বর্ণাৎ অর্থাৎ বর্ণ হইতে। কুলচূড়ামণি তন্ত্রে বীজ শব্দের পরিভাষা বলিতেছেন —"পূর্ব্ব অর্থাৎ ককাররূপ একাক্ষর বীজ উদ্ধার করিয়া পর অর্থাৎ ঈকাররূপ শক্তি উদ্ধার করিবে"। পূর্ব্ব শব্দের অর্থ—ককার। পর শব্দের অর্থ—ঈকার। রেফ হইতেছে কীলক। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"একাক্ষর মন্ত্র নিত্য ব্রহ্ম স্বরূপ আর ঐ অক্ষরই পরমপদ (মোক্ষ)। (সাধক) সেই একাক্ষর মন্ত্র একবার জপ করিয়া ব্রহ্মতুল্য হন। সুতরাং সেই একাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া সকলই সিদ্ধ কর। বহু জপের ফল কি ? ॥৮॥

স্থূলঃ সূক্ষ্ম এক এব। তথাচোক্তং যামলে—

ঘৃতস্য দ্বিবিধং রূপং কাঠিন্যং স্বচ্ছতা তথা।
কাঠিন্যে স্বচ্ছতায়াস্তু ঘৃতমেব ন সংশয়ঃ॥

পাদ্মেঽপি—দীপাদুৎপদ্যতে দীপো যথা তদ্বদ্ ভবিষ্যতি।
ইতি বচনাৎ। অথবা পূজ্য-পূজকয়োরভেদজ্ঞানার্থং ব্রহ্মণো রূপ-কল্পনা।
তথাচোক্তং কৌর্ম্মে—

মন্যন্তে যে তু চাত্মানং বিভিন্নং পরমেশ্বরাৎ।
ন তে পশ্যন্তি তং দেবং বৃথা তেষাং পরিশ্রমঃ॥

ঈশ্বর ইত্যুপলক্ষণম্। তথাচোক্তং রুদ্রযামলে—

সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং সর্ব্বমন্ত্রময়ীং পরাম্।
আত্মানং চিন্তয়েদ্ দেবি! পরমানন্দরূপিণীম॥ ৯॥

যোগনিরূপণম্

অথ প্রসঙ্গাদ্ যোগজ্ঞানং লিখ্যতে।
অথাঽপরং প্রবক্ষ্যামি সমাধিং ভবনাশনম্।

ভবনাশনং জন্মনাশনমিত্যর্থঃ।

স্থূল ও সূক্ষ্ম একই অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মের কোন ভেদ নাই। যামলতন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"ঘৃতের দুইটী রূপ—কাঠিন্য ও স্বচ্ছতা, কিন্তু কাঠিন্য ও স্বচ্ছতা, এই উভয় অবস্থাতেই তাহা ঘৃতই থাকে—ইহাতে সংশয় নাই"। "দীপ হইতে যেমন দীপ উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ (সূক্ষ্ম হইতে স্থূলের) উৎপত্তি হইবে"—পদ্মপুরাণের এই বচন হইতেও তাহাই জানা যায় অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম এক। অথবা পূজ্য ও পূজকের অভেদ জ্ঞানের জন্যই ব্রহ্ম কর্ত্তৃক রূপ (বিগ্রহ) কল্পিত হইয়াছে। কূর্ম্মপুরাণেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"যাঁহারা নিজের আত্মাকে পরমেশ্বর হইতে বিভিন্ন মনে করে, তাহারা সেই পরমেশ্বরকে দর্শন করে না। তাহাদের (আরাধনা কার্য্যে) পরিশ্রম বৃথা।" 'ঈশ্বর' এই শব্দটী উপলক্ষণ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বচনে ঈশ্বর শব্দটী ইষ্টদেব তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হওয়ায় 'পরমেশ্বরাৎ' পদের অর্থ হইবে—ইষ্টদেব হইতে। রুদ্রযামল তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"হে দেবি! পরমানন্দ-রূপিণী সর্ব্বমন্ত্রময়ী ও সর্ব্বদেবময়ী পরা দেবীকে নিজের আত্মা বলিয়া ভাবনা করিবে"॥৯॥

অনন্তর প্রসঙ্গক্রমে যোগজ্ঞান লিখিত হইতেছে। অনন্তর "ভবনাশন" অপর সমাধি বলিব। "ভবনাশন" অর্থাৎ—জন্মনাশক। হৃৎপদ্মের কর্ণিকামধ্যে মনোহর

হৃৎপদ্মকর্ণিকামধ্যে ধ্যায়েৎ সিংহং মনোহরম্।
সিংহোপরি স্থিতং পদ্মং রক্তং তস্যোর্দ্ধগং শিবম্॥
তস্যোপরি মহাদেবী রমতে কামরূপিণী॥
সিতপ্রেতো মহাদেবো রক্তপ্রেতোঽপি পদ্মজঃ।

ব্রহ্মা লোহিতপঙ্কজ ইতি বা পাঠঃ।

হরির্হরস্তু বিজ্ঞেয়ো বাহনানি মহৌজসঃ॥
ধ্যায়েচ্চ পরমেশানি! যথোক্ত-ধ্যানযোগতঃ।
দেব্যাত্মকং স্বমাত্মানং ভাবয়েদ্ যতমানসঃ॥
তস্যান্য(ন্ব)রূপং যদ্ যৎ তৎ স্বকীয়মিতি ভাবয়েৎ।
ঐক্যং সংভাবয়েন্নিত্যং স্বগুরুদেবতাত্মনাম্॥ ১০

শ্রীক্রমেঽপি—আত্মানং চিন্তয়েদ্ দেবি! শক্তিমাত্মাস্বরূপিণীম্।
মনসা বচসা চৈব কায়িকেন চ চিন্তয়েৎ॥

অন্যত্রাপি—আত্মাঽভেদেন সঞ্চিন্ত্য যাতি তন্ময়তাং নরঃ।
সোঽহমিত্যস্য সততং চিন্তনাৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥

সিংহ চিন্তা করিবে। সিংহের উপরিভাগে অবস্থিত রক্তপদ্ম ও উহার উপরিভাগে স্থিত শিবকে ধ্যান করিবে। উহার উপরিভাগে কামরূপিণী মহাদেবী বিরাজমানা আছেন। শুভ্রবর্ণ প্রেতরূপ মহাদেব ও রক্তবর্ণ প্রেতরূপ পদ্মোদ্ভব (ব্রহ্মা)—হরি ও হর—ইহাঁরা মহাশক্তির বাহন। অথবা (উক্ত শ্লোকের চতুর্থ চরণে) "ব্রহ্মা লোহিত-পঙ্কজঃ" এইরূপ পাঠ আছে। হে মহেশ্বরি! যথোক্ত ধ্যান-যোগানুসারে ধ্যান করিবে, সংযতচিত্ত হইয়া নিজের আত্মাকে দেবীস্বরূপ চিন্তা করিবে এবং তাঁহার অনুরূপ যে যে দেবতা, তাহাদিগকেও আত্মীয় অর্থাৎ আত্মস্বরূপ চিন্তা করিবে। সর্ব্বদাই নিজ গুরু, দেবতা ও আত্মার ঐক্য ভাবনা করিবে॥১০॥

শ্রীক্রমতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"হে দেবি! মনের দ্বারা আত্মাস্বরূপিণী শক্তিকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করিবে। বাক্যের দ্বারা এবং শরীরের দ্বারা শক্তির উপাসনা কর্ত্তব্য।" অন্যত্রও কথিত হইয়াছে—"আত্মার সহিত অভেদে (ইষ্টদেবকে) চিন্তা করিয়া সাধক নর তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। "সোঽহং" অর্থাৎ সেই পরমেশ্বরই আমি—উহার সর্ব্বদা চিন্তায় সাধক তৎস্বরূপ হইয়া যায়। আমি দেবী—অন্য নহি এবং

অহং দেবী ন চান্যোঽস্মি মুক্তোঽহমিতি ভাবয়েৎ।
রুদ্রস্য চিন্তনাদ্ রুদ্রো বিষ্ণুঃ স্যাদ্ বিষ্ণুচিন্তনাৎ ॥
দুর্গায়াশ্চিন্তনাদ্ দুর্গা ভবত্যেব ন চান্যথা।
এবমভ্যস্যমানস্ত অহন্যহনি পার্ব্বতি! ॥
জরামরণদুঃখাদ্যৈর্মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ।

ধ্যানযোগ-প্রশংসা

ধ্যানযোগপরস্যাঽস্য পূজা নাস্তি কথঞ্চন ॥
বিনা ন্যাসৈর্বিনা পূজাং বিনা জাপ্য-পুরস্ক্রিয়াম্।
ধ্যানযোগাদ্ ভবেৎ সিদ্ধির্নান্যথা খলু পার্ব্বতি! ॥
এতৎ তে কথিতং দেবি! ব্রহ্মজ্ঞানমিদং মহৎ।
বিজ্ঞায় গুরুতো দেবি! সংসার-সাগরং তরেৎ ॥
অহং ব্রহ্মাস্মি বিজ্ঞানাদজ্ঞানবিলয়ো ভবেৎ।
সোঽহমিত্যেব সঞ্চিন্ত্য বিহরেৎ সর্ব্বদা প্রিয়ে! ॥
যথা ফেন-তরঙ্গাদি সমুদ্রাদুত্থিতং মুনে!।
সমুদ্রে লীয়তে তদ্বদ্ জগদাত্মনি লীয়তে ॥
ইতি গন্ধর্ব্বতন্ত্রোক্ত-যোগঃ ॥ ১১ ॥

আমি মুক্ত—উহা ভাবনা করিবে। (সাধক) রুদ্রের ভাবনায় রুদ্রস্বরূপ এবং বিষ্ণুর ভাবনায় বিষ্ণুস্বরূপ হয়। দুর্গার চিন্তায় দুর্গা হয়, অন্য কোন প্রকারে (তাহা) হয় না। হে পার্ব্বতি! প্রত্যহ এইরূপ অভ্যাস করিলে জরা, মৃত্যু ও দুঃখ হইতে এবং সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। এই ধ্যানযোগপরায়ণ ব্যক্তির পূজা নাই অর্থাৎ এইরূপ যোগীর বাহ্য পূজা অনাবশ্যক।

হে পার্ব্বতি! ন্যাস ব্যতীত, পূজা ব্যতীত, জপ ও পুরশ্চরণ ব্যতীত ধ্যানযোগ দ্বারা নিশ্চয়ই সিদ্ধি হয়; অন্য কোন প্রকারে সিদ্ধি হয় না। হে দেবি! ইহা তোমাকে বলিলাম। এই মহৎ ব্রহ্মজ্ঞান গুরুর নিকট অবগত হইয়া (শিষ্য) সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবে। আমি ব্রহ্ম—এইরূপ জ্ঞান হইতে অজ্ঞানের লয় হয়। হে প্রিয়ে! সেই (পরমেশ্বর) আমিই—এই চিন্তা করিয়া—সর্ব্বদা বিচরণ করিবে অর্থাৎ সকল সময়ে সকল কার্য্যের মধ্যে 'সোঽহং' চিন্তা করিবে। হে মুনে! ফেন, তরঙ্গ, বুদ্বুদ যেমন সমুদ্র হইতেই উত্থিত হয় এবং সমুদ্রেই

তস্মাৎ সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্ম স্ত্রীপুংরূপং ধত্তে। বিষ্ণুযামলে দেবীং প্রতি বিষ্ণুবচনম্—

মাতস্ত্বৎ-পরমং রূপং তন্ন জানাতি কশ্চন।
কাল্যাদি স্থূলং যদ্রূপং তদর্চ্চন্তি দিবৌকসঃ॥
স্ত্রীরূপাং বা স্মরেদ্ দেবীং পুংরূপাং বা স্মরেৎ প্রিয়ে!।
স্মরেদ্ বা নিষ্কলং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দরূপি যৎ॥

স্ত্রীরূপাবতার-লক্ষণম্

স্তন-যোন্যাদ্যবয়বাবচ্ছিন্ন-শরীরাঃ স্ত্রীরূপাবতারাঃ। তদ্ যথা—

কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তকা।
বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ॥
কামাখ্যাবাসিনী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা বিদ্যাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ॥ ১২॥

অন্যত্রাপি—উমেতি কেচিদাহুস্ত্বাং শক্তিং লক্ষ্মীতি চাপরে।
ভারতীত্যপরে চৈনাং গিরিজেত্যম্বিকেতি চ॥

লয় হয়, তদ্রূপ এই জগৎ (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া) ব্রহ্মেই লয় হয়। ইহাই গন্ধর্ব্বতন্ত্রোক্ত যোগ॥ ১১॥

অতএব সাধকের কল্যাণের জন্যই ব্রহ্ম স্ত্রীরূপ (স্ত্রী মূর্ত্তি—কালী দুর্গা প্রভৃতি) ও পুরুষরূপ (পুরুষ মূর্ত্তি—শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি) ধারণ করেন। বিষ্ণু-যামল তন্ত্রে দেবীর প্রতি বিষ্ণুর উক্তি হইতেছে—"হে মাতঃ! তোমার সেই পরম (সূক্ষ্ম) রূপ কেহ জানে না। কালী, তারা প্রভৃতি যে সমস্ত স্থূল রূপ, তাহা দেবতাগণ অর্চ্চনা করেন। হে প্রিয়ে! সেই দেবীকে স্ত্রীরূপা চিন্তা করিবে অথবা পুরুষরূপা চিন্তা করিবে। অথবা দেবীকে—সচ্চিদানন্দরূপ যে নিষ্কল ব্রহ্ম, তৎস্বরূপা চিন্তা করিবে।" স্তন, যোনি প্রভৃতি অবয়ববিশিষ্ট বিগ্রহ স্ত্রীরূপ অবতার। তাহা এইরূপ :—কালী, নীলা (তারা), মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্-বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা (ভৈরবী), মাতঙ্গী ও শৈলবাসিনী (মহিষমর্দ্দিনী)—প্রভৃতি এই সমস্ত বিদ্যা (শক্তি) কলিকালে পূর্ণ ফলদাত্রী॥ ১২॥

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—"কেহ তোমাকে উমা বলে, কেহ শক্তি বলে, অপর কেহ লক্ষ্মী বলে; অপর কেহ ইহাঁকে ভারতী বলিয়া মনে করে। কেহ বা গিরিজা,

দুর্গেতি ভদ্রকালীতি চণ্ডীং মাহেশ্বরীং তথা।
কৌমারীং বৈষ্ণবীং বারাহীতি চৈন্দ্রীতি চাপরে॥
ব্রাহ্মীতি বিদ্যাবিদ্যেতি মায়েতি চ তথা পরে।
প্রকৃতিং চাপরাং চৈব বদন্তি পরমর্ষয়ঃ॥ ১৩॥

পুরুষাবতার-লক্ষণম্

শিশ্নাদ্যবয়বাবচ্ছিন্নশরীরাবচ্ছিন্নাবতারাঃ পুংরূপাঃ। যথা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাদয়ঃ। এবং—

মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নৃসিংহো বামনস্তথা।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধ-কল্কী চ তে দশ॥

ইত্যাদি। নপুংসকং গৃহস্থৈরনুপাস্যমেব, ফলাজনকত্বাৎ।

গৃহস্থানাঞ্চ সর্ব্বে স্যুর্ব্রহ্ম বৈ ব্রহ্মচারিণাম্।

"গৃহস্থানাঞ্চ সর্ব্বে স্যু"রিত্যুপাদানাৎ শিব-দুর্গা-বিষ্ণুপুরস্কারেণ উপাসনা কার্য্যা। তথাচ বিমলানন্দভাষ্যে কূর্ম্মপুরাণম্—

মনুষ্যাণামুমা দেবী তথা বিষ্ণুঃ সদাশিবঃ।
যা যস্যাঽভিমতা পুংসঃ সা হি তস্যৈব দেবতা।

কেহ বা অম্বিকা, কেহ বা দুর্গা, কেহ বা ভদ্রকালী, কেহ চণ্ডী, কেহ বা মহেশ্বরী, সেইরূপ কেহ কৌমারী, কেহ বৈষ্ণবী, কেহ বারাহী, কেহ ঐন্দ্রী, কেহ ব্রাহ্মী, কেহ বিদ্যা, কেহ অবিদ্যা, কেহ বা মায়া বলে। পরমর্ষিগণ তোমাকে পরা প্রকৃতি বলিয়া থাকেন॥ ১৩॥

উপস্থাদি অবয়ববিশিষ্ট বিগ্রহযুক্ত অবতার পুরুষরূপ। যেমন—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি। এইরূপঃ—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, পরশুরাম, বলরাম ও কল্কী—এই দশ অবতার ও অন্যান্য দেবতাগণ। নপুংসক অবতার গৃহস্থের উপাস্যই নহে, কারণ তাঁহারা ফলজনক হন না। "গৃহস্থের সকলেই উপাস্য, কিন্তু ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মই উপাস্য"—এই বচনে 'গৃহস্থের সকলেই উপাস্য' এইরূপ কথিত হওয়ায় শিব, দুর্গা বিষ্ণুরূপেই গৃহস্থের পরমেশ্বরের উপাসনা কর্ত্তব্য। 'বিমলানন্দভাষ্যো'ক্ত কূর্ম্মপুরাণ বচনে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে। যথা—"মনুষ্যগণের উমাদেবী, বিষ্ণু ও সদাশিব উপাস্য। যে মানবের যে দেবতা অভিমত অর্থাৎ যিনি যাঁহার উপাসনা করিতে ইচ্ছুক, তিনিই তাঁহার ইষ্ট দেবতা। কিন্তু

কিন্তু কার্য্যাঽবিশেষেণ পূজিতা স্বেষ্টদা নৃণাম্ ॥

নৃণাং মনুষ্যাণামভেদেন পূজা কার্য্যা। শৈবে দেবীং প্রতি ঈশ্বর-বাক্যম্—একং প্রশংসতি যস্তু সর্ব্বানেব প্রশংসতি।

একং নিন্দতি যস্তেষাং সর্ব্বানেব বিনিন্দতি ॥ ১৪ ॥

ঈশ্বরনিন্দা-ফলম্

ঈশ্বরস্য প্রশংসায়াং ন সুখং নিন্দায়াং বা ন দুঃখং, সুখদুঃখ-রহিতত্বাৎ। কিন্তু নিন্দকস্য নরকমেব। তথাচোক্তং ভাষ্যে—

দেবী-বিষ্ণু-শিবাদীনামেকত্বং পরিচিন্তয়েৎ।

ভেদকৃন্নরকং যাতি যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥

আহূতসংপ্লবং প্রলয়কাল-পর্য্যন্তমিত্যর্থঃ। বারাহে—

যথা দুর্গা তথা বিষ্ণুর্যথা বিষ্ণুস্তথা শিবঃ।

এতৎত্রয়মেকমেব ন পৃথগ্ ভাবয়েৎ সুধীঃ ॥

যোঽন্যথা ভাবয়েদেতান্ পক্ষপাতেন মূঢ়ধীঃ।

স যাতি নরকং ঘোরং রৌরবং পাপপুরুষঃ ॥ ১৫ ॥

মনুষ্যগণের অবিশেষেই পূজা কর্ত্তব্য। অভেদে পূজিত হইলেই তিনি স্বাভিমত ফল প্রদান করেন। উক্ত শ্লোকের "কিন্তু কার্য্যাঽবিশেষেণ" এই অংশের অর্থ—মনুষ্যগণের অবিশেষে অর্থাৎ অভেদে পূজা কর্ত্তব্য। শিবপুরাণে দেবীর প্রতি ঈশ্বরের বাক্য হইতেছে—"যিনি এককে প্রশংসা করেন, তিনি সকলকেই প্রশংসা করেন। যিনি তাঁহাদের একজনের নিন্দা করেন, তিনি সকলকেই নিন্দা করেন" ॥ ১৪ ॥

ঈশ্বরের প্রশংসায় সুখ হয় না এবং নিন্দায় দুঃখ হয় না। কারণ তাঁহার সুখ দুঃখ নাই। কিন্তু নিন্দাকারীর নরকই হইয়া থাকে। তাহাই ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে। যথা—"দেবী, বিষ্ণু ও শিবাদির ঐক্যই (অভেদই) ভাবনা করিবে। যাহারা ভেদ কল্পনা করে, তাহারা প্রলয়কাল পর্য্যন্ত নরকে গমন করে"? 'আহূত-সংপ্লব' শব্দের অর্থ হইতেছে—প্রলয়কাল পর্য্যন্ত। বরাহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে "যেরূপ দুর্গা, সেইরূপ বিষ্ণু, যেরূপ বিষ্ণু, সেইরূপ শিব—সুধী ব্যক্তি এই তিন জনকে একই চিন্তা করিবে, কখনও পৃথক্ চিন্তা করিবে না। যে মূঢ় পক্ষপাত-প্রযুক্ত ইহাঁদিগকে পৃথক্ বলিয়া ভাবনা করে, সেই পাপাত্মা রৌরব নামক ঘোর নরকে গমন করে।" ॥ ১৫ ॥

যামলে—ধ্যানগম্যং প্রপশ্যন্তি রুচিভেদাৎ পৃথগ্‌বিধম্।
তন্ত্রে—একৈব হি মহামায়া নামভেদং সমাশ্রিতা।
বিমোহনায় লোকানাং তস্মাৎ সমমনা ভবেৎ ॥
প্রবৃত্তিমার্গসঙ্গস্তু দীক্ষাভেদেন পূজয়েৎ।
নিবৃত্তিং মার্গমাণস্তু ভেদবাদং বিবর্জ্জয়েৎ ॥ ১৬ ॥

শক্ত্যুপাসনা-প্রশংসা

শিববিষ্ণোরুপাসনাং ত্যক্ত্বা দেব্যা উপাসনা কর্ত্তব্যা, কোমলান্তঃকরণত্বাৎ ভুক্তিমুক্তিদাতৃত্বাচ্চ। শিব-বিষ্ণোরুপাসনায়াং কায়ক্লেশেন মুক্তিমাত্রম্। তথাচ শারদায়াং ভুবনেশ্বরীং প্রতি শিববাক্যম্—
আদ্যাপ্যশেষজগতাং নবযৌবনাসি
শৈলাধিরাজতনয়াপ্যতিকোমলাসি।
সময়াতন্ত্রে—কদাচিৎ কস্য মুক্তিঃ স্যাৎ কস্যচিদ্ ভুক্তিরেব চ।
এতস্যাঃ সাধকস্যাথ ভুক্তিমুক্তিঃ করে স্থিতা ॥
রুদ্রযামলে—যত্রাস্তি ভোগো নচ তত্র মোক্ষো

যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"সাধক আপনার রুচি অনুসারে ধ্যানগম্য পরমেশ্বরকে নানারূপ দেখে"। তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"একই মহামায়া সাধারণ জনগণের মোহের নিমিত্ত নামভেদ আশ্রয় করিয়াছেন অর্থাৎ শিব দুর্গাদি নানা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। অতএব তুল্যমনা হইবে অর্থাৎ ভেদ দৃষ্টি বর্জ্জন করিবে। যাঁহারা প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থিত, তাঁহারা বিবিধ দীক্ষার দ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবেন। নিবৃত্তি আকাঙ্ক্ষা করিলে ভেদবাদ পরিত্যাগ করিবে" ॥ ১৬ ॥

শিব ও বিষ্ণুর উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া দেবীর উপাসনা কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহার অন্তঃকরণ কোমল এবং তিনি ভোগ ও মোক্ষদাত্রী। কিন্তু শিব ও বিষ্ণুর উপাসনায় বহু কষ্টে মুক্তিমাত্র হয়। শারদাতিলক তন্ত্রে ভুবনেশ্বরীর প্রতি শিবের উক্তিতে সেইরূপই কথিত হইয়াছে। যথা :—"সমস্ত জগতের আদ্যা (আদি জননী) হইয়াও তুমি নবযৌবনা এবং পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের কন্যা হইয়াও তুমি অতি কোমলা।" সময়াতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—"(শিব ও বিষ্ণুর উপাসকগণের) কখনও কাহারও মুক্তি হয় এবং কাহারও বা ভোগ হয়; কিন্তু দেবীর উপাসকগণের ভুক্তি মুক্তি দুইই করতলগত হয়।" রুদ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে :—"যেখানে ভোগ আছে, সেখানে

যত্রাস্তি মোক্ষো নচ তত্র ভোগঃ।
শিবাপদাম্ভোজযুগার্চ্চকানাং
ভোগশ্চ মোক্ষশ্চ করস্থ এব ॥
যোঽন্যেভ্যো দর্শনেভ্যশ্চ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ কাঙ্ক্ষতি।
স্বপ্নলব্ধ-ধনেনৈব ধনবান্ কিং ভবেন্নরঃ ॥
শুক্তৌ রজতবিভ্রান্তির্যথা জায়েত পার্ব্বতি!
তথান্যদর্শনেভ্যশ্চ ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ কাঙ্ক্ষতঃ * ॥ ১৭ ॥

ইতি শ্রীপরিব্রাজকাচার্য্য-পরমহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদ্-ব্রহ্মানন্দগিরি-
কৃতায়াং শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণ্যামভেদযোগনির্ণয়ো
নাম তৃতীয়োল্লাসঃ।

মোক্ষ নাই। যেখানে মোক্ষ আছে, সেখানে ভোগ নাই। যাহারা মহাদেবীর পাদপদ্ম যুগল অর্চ্চনা করে। তাহাদের ভোগ ও মোক্ষ করতলেই অবস্থান করে। যে ব্যক্তি অন্য দেবতার দর্শন (সাক্ষাৎকার) হইতে ভোগ ও মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করে, সে কি স্বপ্নলব্ধ ধনের দ্বারাও ধনবান্ হইতে পারে? হে পার্ব্বতি! শুক্তিতে যেরূপ রজতভ্রম উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অন্য দেবতার দর্শন হইতে ভোগ ও মোক্ষ আকাঙ্ক্ষাকারী ব্যক্তির ভ্রান্তিই জন্মে ॥ ১৭ ॥

শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীর অভেদযোগ নামক তৃতীয় উল্লাসের
অনুবাদ সমাপ্ত।

* বস্তুতস্তু পঞ্চোপাসকানামেব প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিভেদেনোপাসনয়া ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিরিতি শাস্ত্রসিদ্ধান্তঃ।

চতুর্থোল্লাসঃ

অথ প্রাতঃকৃত্যম্

যামলে— প্রাতঃকৃত্যমকৃত্বা তু যো দেবীং ভক্তিতোঽর্চয়েৎ।
তস্য পূজা চ বিফলা শৌচহীনা যথা ক্রিয়া ॥
ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায় চিন্তয়েদ্ গুরুদৈবতম্।
স্বমূর্দ্ধনি সহস্রারে শিবাখ্য-পরবিন্দুকে ॥

ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তস্তু রাত্রেরুপান্ত্যো মুহূর্ত্তঃ। তথাচ যামলে—
দ্বৌ দণ্ডৌ রাত্রিশেষে তু ব্রাহ্ম্যং মুহূর্ত্তকং বিদুঃ ॥ ১

শ্রীগুরু-ধ্যানম্

গুরোর্ধ্যানং যথা—শশাঙ্কাযুতসঙ্কাশং বরাভয়লসৎকরম্।
শুক্লাম্বরপরীধানং § শুক্লমাল্যানুলেপনম্ ॥
বামোরৌ রক্তশক্ত্যা চ যুতং দেবাখ্যমব্যয়ম্।
শিবেনৈক্যং সমুন্নীয় ধ্যায়েৎ পরগুরুং ধিয়া ॥
এবং ধ্যাত্বা পুরশ্চৈব পঞ্চভূতময়ৈর্যজেৎ ॥ ২

অনন্তর প্রাতঃকৃত্য। যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি প্রাতঃকৃত্য না করিয়াই দেবীকে ভক্তি পূর্ব্বক অর্চ্চনা করে, তাহার ঐ পূজা শৌচহীন ক্রিয়ার ন্যায় নিষ্ফল। ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্তে উত্থিত হইয়া (শয্যার উপরে থাকিয়াই) নিজের মস্তকস্থিত সহস্রার পদ্মের সমীপবর্ত্তী (দ্বাদশদল পদ্মে) শিব নামক পরবিন্দুতে গুরুদেবের ধ্যান করিবে। ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত কিন্তু রাত্রির উপান্ত্য (রাত্রি শেষের পূর্ব্ব) মুহূর্ত্ত। যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"রাত্রি শেষের দুই দণ্ডকে ব্রাহ্ম্য মুহূর্ত্ত বলে" ॥১॥

গুরুদেবের ধ্যান এইরূপ :—অযুত শশাঙ্কের সদৃশ, বরাভয়-বিভূষিত হস্ত, শুক্লবস্ত্র পরিধানকারী, শুক্লমাল্যধারী, চন্দনাদি অনুলেপনে অনুলিপ্ত, বাম উরুতে রক্ত-শক্তিযুক্ত দেব নামক অব্যয় পরগুরুকে (দীক্ষাগুরুকে) শিবের সহিত অভিন্ন

---

§ ক খ পুস্তকে—শুক্লাম্বরধর-শ্রীমচ্ছুক্ল।

শ্রীগুরু-মানসপূজা

গন্ধতত্ত্বং পার্থিবন্তু * কনিষ্ঠাঙ্গুলিযোগতঃ ॥
শব্দময়ং মহাপুষ্পং প্রথমাঙ্গুলিযোগতঃ।
বায়ুরূপং মহাধূপং তর্জ্জনীভ্যাং নিয়োজয়েৎ ॥
তেজোরূপং মহাদীপং মধ্যমাদ্বয়যোগতঃ।
অমৃতং ভোজনং † তদ্বদমৃতাঙ্গুলিযোগতঃ ॥
নমস্কারেণাঽঞ্জলিনা বাগ্‌ভবং তাম্বূলং স্মৃতম্।
স্বস্ববীজেন সর্ব্বন্তু নমস্কারেণ যোজয়েৎ।
গুরোর্মন্ত্রং প্রযত্নেন প্রজপেৎ সুরবন্দিতে ॥৩

গুরু-মন্ত্রঃ

গুরুমন্ত্রো যথা—বাণী চ ভুবনেশানী রমা চৈব সুরেশ্বরি !।

ভাবিয়া অন্তঃকরণের দ্বারা ধ্যান করিবে। এইরূপ ধ্যান করিয়া (গুরুর) সম্মুখেই পঞ্চভূতাত্মক উপচারের দ্বারা (গুরুদেবকে) পূজা করিবে ॥২॥

কনিষ্ঠাঙ্গুলিদ্বারা পৃথিবীরূপ গন্ধতত্ত্ব, প্রথমাঙ্গুলি (অঙ্গুষ্ঠ) দ্বারা শব্দময় (আকাশাত্মক) মহাপুষ্প এবং তর্জনীদ্বয়ের দ্বারা বায়ুরূপ মহাধূপ নিবেদন করিবে। মধ্যমাঙ্গুলিদ্বয়ের দ্বারা তেজোরূপ মহাদীপ, অনামিকা দ্বারা অমৃতরূপ নৈবেদ্য এবং অঞ্জলিদ্বারা নমঃশব্দ যোগে বাগ্‌ভবরূপ তাম্বূল (নিবেদন) উক্ত হইয়াছে। স্ব স্ব বীজ (পৃথিবী প্রভৃতির বীজ) ও নমস্কারের সহিত সমস্ত উপচার যোগ করিবে অর্থাৎ পৃথিব্যাদিরূপ গন্ধাদি উপচারের অগ্রে পৃথিব্যাদির বীজ এবং অন্তে 'নমঃ' যোগ করিয়া উক্ত উপচার দান করিবে। হে সুরবন্দিতে! (অনন্তর) যত্নপূর্ব্বক গুরুমন্ত্র জপ করিবে ॥৩॥

গুরুমন্ত্রটী এইরূপ :—হে দেবি হে সুরবন্দিতে! বাণী (ঐং), ভুবনেশানী (হ্রীং) ও রমা (শ্রীং)—এই তার-(প্রণব) ত্রয় গুরু মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহার পর

---

* উপচারদান-প্রয়োগস্তু—(১) লং পৃথিব্যাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং। (২) হং আকাশাত্মকং পুষ্পং সমর্পয়ামি নমঃ ইত্যঙ্গুষ্ঠাভ্যাং। (৩) যং বায়্বাত্মকং ধূপং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি তর্জ্জনীভ্যাং। (৪) রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি মধ্যমাঙ্গুলীভ্যাং। (৫) বং অমৃতাত্মকং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি নমঃ ইতি অনামিকাভ্যাং। (৬) ঐং বাগ্‌ভবাত্মকং তাম্বূলং সমর্পয়ামি নমঃ ইত্যঞ্জলিনা নিবেদয়েৎ। † গ পুস্তকে অমৃতাম্ভো জলং।

তারত্রয়মিদং দেবি ! গুরুমন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥
ততঃ স্বগুরু-নামান্তে চানন্দনাথমালিখেৎ ।
রক্তশক্তিপদান্তে চ অম্বাপদমথালিখেৎ ॥
শ্রীপাদুকাং সমুচ্চার্য্য পূজয়ামীতি সংজপেৎ ।*
তেজোরূপং সমর্প্যাথ স্তবেন তোষয়েদ্ গুরুম্ ॥
শ্যামারহস্যে—মনসা গন্ধপুষ্পাদ্যৈঃ সম্পূজ্য বাগ্ভবং জপেৎ ॥
অথ কুব্জিকাতন্ত্রোক্তাং স্তুতিং কুর্য্যাৎ ॥ ৪

ওঁ নমস্তুভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে ।
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসার-দুঃখতারিণে ॥
অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়াঽজ্ঞানহারিণে ।
নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলীন্যদায়িনে ॥
শিবতত্ত্ব-প্রবোধায় † ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রকাশিনে ।
নমোঽস্তু গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে ॥
অনাচারাচারভাব-বোধায় ভাবহেতবে ।

(এই তারত্রয়ের) পর নিজগুরুর নামান্তে আনন্দনাথ লিখিবে এবং রক্তশক্তিপদের অন্তে অম্বাপদ লিখিবে। অনন্তর 'শ্রীপাদুকাং' এই পদ উচ্চারণ করিয়া "পূজয়ামি" লিখিবে। এইরূপ (ঐং হ্রীং শ্রীং অমুকানন্দনাথ-রক্তশক্ত্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি —এই) গুরুমন্ত্র জপ করিবে। (গুরুকে) তেজোরূপ চিন্তা করিয়া জপ সমর্পণ করিয়া স্তবের দ্বারা গুরুর তুষ্টিবিধান করিবে। শ্যামারহস্যে উক্ত হইয়াছে :—"গন্ধপুষ্পাদি উপচার দানপূর্ব্বক মনের দ্বারা (গুরু) পূজা করিয়া বাগ্ভব বীজ (ঐং) জপ করিবে। অনন্তর কুব্জিকাতন্ত্রোক্ত স্তুতি করিবে ॥৪॥

মহামন্ত্র (ইষ্টমন্ত্র) দাতা, ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকাশক, সংসার-দুঃখের নিবর্ত্তক, অতি সৌম্য, দিব্য ও বীররূপী অজ্ঞান-নিবর্ত্তক শিবরূপী গুরুদেবকে নমস্কার। কুলনাথ, কুল-কৌলীন্যদাতা (শক্তিতন্ত্রের রহস্যের উপদেষ্টা), শিবতত্ত্ব-জ্ঞাপক, ব্রহ্মতত্ত্বের প্রকাশক সেই গুরুদেবকে নমস্কার। সাধকের অভয়দাতা, অনাচার ও আচার ভাবের

---

* শ্রীবিদ্যাবিষয়েঽয়ং গুরুমন্ত্রঃ—ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ অমুকানন্দনাথরক্তশক্ত্যম্বাশ্রীপাদুকাং পূজয়ামি।

† ক খ শিবতত্ত্ব-প্রকাশায়।

ভাবাভাববিনির্মুক্ত-মূর্ত্তয়ে গুরবে নমঃ ॥
ভাবাভাববিনির্মুক্তশাক্তায় ইতি বা পাঠ্যম্ *

নমোঽস্তু শম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে।
জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ ॥
শিবায় শক্তি-নাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।
কামরূপায় কামায় কামকেলিকলাত্মনে ॥
কুলপূজোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে।
আরক্তনিজসচ্ছক্তি-বামভাগ-বিভূতয়ে ॥
নমস্তেঽস্তু মহেশায় বিদ্যানাথায় সংবিদে।
সর্ব্ববিদ্যা-স্বরূপায় নমস্তেঽস্তু নমো নমঃ ॥
ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো গুরুদিঙ্মুখঃ।
প্রাতরুত্থায় দেবেশি! ততো বিদ্যা প্রসীদতি ॥
কুলসম্ভবপূজায়ামাদৌ যো ন পঠেদিদম্।
বিফলা তস্য পূজা স্যাদভিচারায় কল্পতে ॥৫॥

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রোক্তং শ্রীগুরুস্তোত্রং সমাপ্তম্।

অথ কবচমপি পঠেৎ। ততস্তু প্রণমেৎ।

উপদেষ্টা, দিব্যাদি ভাবের হেতু, ভাবাভাবাতীত মূর্ত্তি গুরুদেবকে নমস্কার। দিব্যভাবের প্রকাশক শম্ভুরূপী সেই গুরুদেবকে নমস্কার। জ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ ঐশ্বর্য্যময় গুরুদেবকে নমস্কার - নমস্কার। সচ্চিদানন্দরূপ, শক্তিপতি শিবস্বরূপ, কামরূপ কাম ও কামকেলিকলাত্মা অর্থাৎ কামক্রীড়ার শক্তিস্বরূপ, কুলপূজার উপদেশক, কুলাচার-স্বরূপ, বামভাগে রক্তবর্ণ সৎস্বরূপা স্বকীয় শক্তিবিভূষিত সেই গুরুদেবকে নমস্কার। সর্ব্ব বিদ্যাত্মক বিদ্যানাথ জ্ঞানরূপী শিবকে নমস্কার---নমস্কার—নমস্কার। সাধক প্রাতঃকালে নিদ্রাত্যাগ করিয়া গুরুর সম্মুখবর্ত্তী হইয়া প্রত্যহ এই স্তোত্র পাঠ করিবে। হে দেবেশি! তাহাতেই বিদ্যা (শক্তি) প্রসন্না হন। কুলপূজায় যিনি প্রথমে এই স্তোত্র পাঠ না করেন, তাঁহার পূজা নিষ্ফল হয়, উহা অভিচারের জনক হয় ॥৫॥

কুব্জিকা তন্ত্রোক্ত শ্রীগুরু স্তোত্র সমাপ্ত।

* গ পুস্তকে ভাবাভাবেত্যাদি পাঠো নাস্তি।

শ্রীগুরু-প্রণাম-মন্ত্রঃ

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৬॥

ষট্‌চক্রনিরূপণম্

অথ প্রসঙ্গাৎ ষট্‌চক্র-ব্যবস্থা লিখ্যতে।

তিস্রঃ কোট্যস্তদর্দ্ধেন শরীরে নাড়য়ো মতাঃ।
তাসু মুখ্যা দশ প্রোক্তাস্তিস্রস্তাসূত্তমা মতাঃ ॥
প্রধানা মেরুদণ্ডান্তশ্চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী।
শক্তিরূপা তু সা নাড়ী সাক্ষাদমৃতবিগ্রহা ॥

অনন্তর শ্রীগুরুর কবচও পাঠ করিবে। তাহার পর প্রণাম করিবে। প্রণাম মন্ত্রের (অর্থ) যথা—যৎকর্ত্তৃক অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচর জগৎ ব্যাপ্ত এবং যৎকর্ত্তৃক তৎপদ (ব্রহ্ম-পদ মোক্ষ) দর্শিত হয়, সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার। যৎকর্ত্তৃক তত্ত্বজ্ঞানরূপ অঞ্জন শলাকার দ্বারা অজ্ঞানরূপ তিমিরান্ধ শিষ্যের চক্ষুঃ উন্মীলিত হয়,—সেই শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥৬॥

অনন্তর প্রসঙ্গতঃ ষট্‌চক্র ব্যবস্থা লিখিত হইতেছে। শরীরে সার্দ্ধ তিন কোটি নাড়ী নিরূপিত হইয়াছে। সেই নাড়ী সমূহের মধ্যে দশটী নাড়ী (১) মুখ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই দশটীর মধ্যে আবার তিনটী শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপিণী (২) প্রধানা নাড়ী (সুষুম্না) অবস্থিত আছে। (মেরুদণ্ডের) বামে শুক্লবর্ণা চন্দ্রস্বরূপিণী ইড়া নাড়ী অবস্থিত। সেই নাড়ী শক্তিস্বরূপা এবং সাক্ষাৎ চন্দ্র তাঁহার দেহ অর্থাৎ উহা চন্দ্রস্বরূপা।

---

(১) গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, অলম্বুষা, যশস্বিনী, শঙ্খিনী, কুহূ, ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না—এই দশটী প্রধান নাড়ী। কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত দশটী এবং বারণা, সরস্বতী, বিশ্বোদরা, পয়স্বিনী—এই চারিটীকেও প্রধান বলেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ কথা শারদাতিলকের প্রথম পটলে ও ললিতা সহস্রনাম ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

(২) কোন্ কোন স্থলে সুষুম্না মাত্র বহ্নিরূপিণী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু চন্দ্ররূপা চিত্রিণী এবং সূর্য্যরূপা বজ্রিণী সুষুম্নারই রূপবিশেষ বলিয়া অর্থাৎ চিত্রিণী, বজ্রিণী, সুষুম্না এই নাড়ীত্রয়ের সমুদায়ই সুষুম্না নামে অভিহিত হওয়ায় উহাকে ত্রিতয়রূপিণীও বলা হইয়াছে। "অতঃ সুষুম্না ত্রিগুণা ললন্তী ললনা যথা। সত্ত্বাদি-ত্রিগুণাধারা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপিণী" ॥—ভূতশুদ্ধিতন্ত্র। এই সম্বন্ধে এবং ষট্‌চক্র সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য মৎসম্পাদিত ষট্‌চক্রনিরূপণে দ্রষ্টব্য।

পিঙ্গলাখ্যা চ যা দক্ষে পুংরূপা সূর্য্যবিগ্রহা ॥ ৭ ॥
মেরুমধ্যস্থিতা যা তু মূলাদাব্রহ্মরন্ধ্রগা।
সর্ব্বতেজোময়ী সা তু সুষুম্না বহ্নিরূপিণী ॥
দাড়িমী-কুসুমপ্রখ্যা শিবাখ্যা চাপরা মতা।
সুষুম্নান্তর্গতা চিত্রা চন্দ্রকোটিসমপ্রভা।
সর্ব্বদেবময়ী সা তু যোগিনাং হৃদয়ঙ্গমা ॥
তস্যা মধ্যে ব্রহ্মনাড়ী মৃণালতন্তুরূপিণী।
ব্রহ্মরন্ধ্রন্তু তন্মধ্যে হরবক্ত্রাদ্ সদাশিবম্ ॥ ৮ ॥

মূলাধারচক্র-কথনম্

সুষুম্নাগ্রন্থিসংস্থানি ষট্পদ্মানি যথাক্রমম্।
আধারাখ্যং মূলচক্রমতিরক্তং চতুর্দ্দলম্ ॥
বাদি-সান্তার্ণ-সংযুক্তং রক্তবর্ণং মনোহরম্।

পিঙ্গলা নামক যে নাড়ী (মেরুদণ্ডের) দক্ষিণে অবস্থিত, উহা পুরুষরূপ এবং সূর্য্য তাঁহার দেহস্বরূপ ॥ ৭ ॥

মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত যে নাড়ী মেরুদণ্ডের মধ্যে অবস্থিত আছে, উহাই সর্ব্বতেজোময়ী বহ্নিস্বরূপা সুষুম্না নাড়ী। দাড়িমী পুষ্পের সদৃশ রক্তবর্ণ শিবানাম্নী অপর এক নাড়ী (যোগিগণ কর্তৃক মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে) জ্ঞাত হইয়াছে। সুষুম্নার অভ্যন্তরে কোটি চন্দ্রতুল্য দীপ্তিশালিনী চিত্রা নাড়ী অবস্থিতা। সেই চিত্রা নাড়ী সর্ব্বদেবময়ী এবং যোগিগণের জ্ঞানবেদ্যা অর্থাৎ যোগিগণই চিত্রাকে দেখিতে পান। সেই চিত্রা নাড়ীর মধ্যে মৃণালতন্তু তুল্য সূক্ষ্ম ব্রহ্মনাড়ী [মূলাধারস্থিত] স্বয়ম্ভুলিঙ্গের (হরের) মুখবিবর হইতে [সহস্রদল পদ্মস্থিত] সদাশিব পর্য্যন্ত অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ ব্রহ্মনাড়ীর মধ্যে অর্থাৎ স্বয়ম্ভুলিঙ্গের মুখবিবরের নিকট ব্রহ্মনাড়ীর মুখদেশে ব্রহ্মরন্ধ্র (কুণ্ডলিনীর শিবসমীপে গমনাগমনের পথরূপ ব্রহ্মদ্বার) অবস্থিত আছে ॥ ৮ ॥

মূলাধারাদি ছয়টী পদ্ম যথাক্রমে সুষুম্নাগ্রন্থিতে (৩) অবস্থিত আছে। মূলাধার নামক মূলচক্রটী গাঢ়রক্তবর্ণ ও চতুর্দ্দল বিশিষ্ট। ঐ দলগুলি ব, শ, ষ, স এই চারিটী

(৩) ষট্চক্রনিরূপণের টীকাকার—ব্রহ্মদ্বারের সমীপবর্ত্তী প্রদেশ অর্থাৎ কন্দ ও সুষুম্নার সন্ধিস্থানকে সুষুম্নার গ্রন্থি বা বদন বলিয়াছেন। কিন্তু শারদাতিলকের টীকাকার রাঘব ভট্টের "তত্রাধোধোগ্রন্থিমারভ্যোর্দ্ধোর্দ্ধগ্রন্থিপর্য্যন্তং পর্ব্বসমাপ্তিঃ (১৪৩ শ্লোকের টীকা) এই কথায় জানা যায় যে, এক একটী পদ্মের সন্ধিস্থানই গ্রন্থি।

কর্ণিকায়াং স্থিতা যোনিঃ কামাখ্যা পরমেশ্বরী ॥
তদ্‌যোনিঃ পরমেশানি ! ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মিকা।
অপরাখ্যো হি কন্দর্প আধারে তৎত্রিকোণকে ॥
স্বয়ম্ভুলিঙ্গং তন্মধ্যে সরন্ধ্রং পশ্চিমাননম্‌।
ধ্যায়েচ্চ পরমেশানি ! শিবং শ্যামল-সুন্দরম্‌ ॥
কুণ্ডলী তেন মার্গেণ যাতায়াতং করোতি হি।
ভিত্ত্বা ভিত্ত্বা পুরীং যাতি চায়াতি কুণ্ডলী সদা ॥ ৯ ॥
তত্র বিদ্যুল্লতারূপা কুণ্ডলী পরদেবতা।
প্রসুপ্ত-ভুজগাকারা সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতা ॥
বামাবর্ত্তক্রমেণৈব বেষ্টিতা বিষতন্তুবৎ।
শিবং বেষ্ট্য মহেশানি ! সর্ব্বদা পরিতিষ্ঠতি ॥
যেন মার্গেণ গন্তব্যং পরং ব্রহ্ম নিরাময়ম্‌।
মুখেনাচ্ছাদ্য তদ্দ্বারং প্রসুপ্তা পরমেশ্বরী ॥
মূলমাধারষট্‌কানাং মূলাধারং ততো বিদুঃ ১০

বর্ণের দ্বারা সংযুক্ত, রক্তবর্ণ ও মনোহর। মূলাধার পদ্মের কর্ণিকায় পরমেশ্বরী কামাখ্যা যোনিরূপে অবস্থিতা। হে পরমেশ্বরি ! সেই যোনি (ডাকিনী শক্তি) ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াস্বরূপিণী। মূলাধার পদ্মে [কর্ণিকায় ধরাবীজের ঊর্দ্ধে] সেই ত্রিকোণে অপর নামক কন্দর্প বায়ু অবস্থিত। হে পরমেশানি ! সেই ত্রিকোণের মধ্যে শ্যামলসুন্দর (নীলবর্ণ) সচ্ছিদ্র অধোমুখ স্বয়ম্ভু নামক শিবলিঙ্গকে ধ্যান করিবে। কুণ্ডলিনী সেই পথে (ব্রহ্মনাড়ীর সাহায্যে) যাতায়াত করেন। কুণ্ডলিনী শক্তি পুনঃ পুনঃ ভেদ করিয়া অর্থাৎ স্বয়ম্ভু, বাণ ও ইতর নামক লিঙ্গত্রয়ের এক একটীকে ভেদ করিয়া ছয়টী চক্রের মধ্য দিয়া সর্ব্বদা শিবপুরে গমন করেন এবং সেখান হইতে (মূলাধার চক্রে) প্রত্যাবর্ত্তন করেন ॥ ৯ ॥

হে মহেশ্বরি ! সেই পদ্মে তড়িৎমালা তুল্য দীপ্তিমতী প্রসুপ্ত সর্পের ন্যায় কুণ্ডলাকৃতি সার্দ্ধত্রিবলয়যুক্তা পরদেবতা কুণ্ডলিনী মৃণালতন্তুর ন্যায় বামাবর্ত্তে শিবকে বেষ্টন করিয়াছেন। তিনি শিবকে বেষ্টন করিয়া সর্ব্বদা অবস্থিত থাকেন। যে পথে (কুণ্ডলিনী) পরব্রহ্মের নিকট গমন করেন, পরমেশ্বরী কুণ্ডলিনী সেই পথ মুখের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া সুপ্ত হইয়া আছেন। এই চক্র আধার ছয়টীর মূল, এইজন্য ইহাকে মূলাধার বলে ॥ ১০ ॥

স্বাধিষ্ঠান-মণিপুর-চক্র-বিবরণম্

লিঙ্গমূলে মহাপদ্মং স্বাধিষ্ঠানন্তু ষড়্দলম্।
বাদি-লান্তার্ণ-সংযুক্তং নাভৌ তু মণিপূরকম্।
ডাদি-ফান্তান্বিত-দলৈররুণৈর্দশভির্যুতম্ ॥ ১১ ॥

অনাহতপদ্ম-বিবরণম্

হৃদয়ে দ্বাদশদলমনাহত-সরোরুহম্।
কাদি-ঠান্তদলৈর্দেবি! তপ্তহাটকসন্নিভম্ ॥
তন্মধ্যে বাণলিঙ্গন্তু সূর্য্যাযুতসমপ্রভম্ ॥
শব্দব্রহ্মময়ো মন্ত্রোঽনাহতস্তত্র দৃশ্যতে।
তেনাহতাখ্যং তৎপদ্মং যোগিভিঃ পরিকীর্ত্তিতম্ ॥ ১২

বিশুদ্ধচক্র-নিরূপণম্

কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধাখ্যং ধূম্রবর্ণং মনোহরম্।
অকারাদি-স্বরোপেতৈর্দলৈঃ ষোড়শভির্যুতম্ ॥
বিশুদ্ধিস্তন্যতে যস্মাজ্জীবস্য হংসলোকনাৎ।
বিশুদ্ধপদ্মমাখ্যাতমাকাশাখ্যং মহাদ্ভুতম্ ॥ ১৩ ॥

লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান নামক ষড়্দল মহাপদ্ম অবস্থিত। ঐ (পদ্মের) দলগুলি ব, ভ, ম, য, র, ল—এই ছয়টী বর্ণ দ্বারা সংযুক্ত। নাভিদেশে মণিপুর নামক পদ্ম ডকারাদি ফকারান্ত দশটী বর্ণ-যুক্ত অরুণবর্ণ দশটী দলের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ১১ ॥

হে দেবি! উত্তপ্ত স্বর্ণতুল্য উজ্জ্বল দ্বাদশদল অনাহত পদ্ম হৃদয়ে অবস্থান করে। উহার দলগুলি ককার হইতে ঠকার পর্য্যন্ত দ্বাদশ বর্ণের দ্বারা সংযুক্ত। সেই পদ্মের মধ্যে অযুত সূর্য্যের তুল্য উজ্জ্বল বাণলিঙ্গ অবস্থিত। অনাহত শব্দব্রহ্মময় মন্ত্র (হংস মন্ত্র) সেই পদ্মে দেখা যায়, এইজন্য যোগিগণ কর্ত্তৃক সেই পদ্ম অনাহত নামে কথিত হইয়াছে ॥ ১২ ॥

কণ্ঠদেশে ষোড়শ দল বিশুদ্ধ নামক ধূম্রবর্ণ মনোহর পদ্ম আছে। ঐ পদ্মের দলগুলি অকারাদি ষোলটী বর্ণদ্বারা সংযুক্ত। যেহেতু (উহা) জীবের শব্দব্রহ্মময় হংসবীজ অবলোকনদ্বারা বিশুদ্ধি জন্মায়, সেই হেতু উহা অত্যাদ্ভুত আকাশ-নামক বিশুদ্ধপদ্ম বলিয়া প্রখ্যাত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

আজ্ঞাচক্র-বিবরণম্

আজ্ঞানাম ভ্রুবোর্মধ্যে চক্রঞ্চ দ্বিদলং পরম্।
হক্ষ-দ্ব্যক্ষর-সংযুক্তং নির্ম্মলং সুমনোহরম্॥
ইতরাখ্যং মহালিঙ্গং তন্মধ্যে কাঞ্চনপ্রভম্।
আজ্ঞাসংক্রমণং তত্র গুরোরাজ্ঞেতি বিশ্রুতম্॥
কৈলাসাখ্যং তদূর্দ্ধে তু বোধিনী তু তদূর্দ্ধতঃ॥ ১৪॥

সহস্রার-চক্র-বিবরণম্

সহস্রারং মহাপদ্মং নাদবিন্দু-সমন্বিতম্। *
শূন্যরূপঃ শিবঃ সাক্ষাদ্ বৃত্তং পরমকুণ্ডলী।
সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা কোটিবিদ্যুৎ-সমপ্রভা॥
যামলে—বৃত্তং কুণ্ডলিনী শক্তির্গুণত্রয়সমন্বিতা।
শূন্যভাগো মহাদেবি! শিবরূপো মহেশ্বরঃ॥

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে হ-ক্ষ এই বর্ণদ্বয় সংযুক্ত নির্ম্মল সুমনোহর আজ্ঞা নামক দ্বিদল একচক্র আছে। উহার মধ্যে কাঞ্চনতুল্য উজ্জ্বল ইতর নামক মহালিঙ্গ বর্ত্তমান আছেন। সেই চক্রে গুরুর আজ্ঞার সংক্রমণ হয়, এজন্য উহা "আজ্ঞা"এই নামে খ্যাত হইয়াছে। তাহার ঊর্দ্ধে অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে কৈলাস নামক শিব (দ্বিতীয় বিন্দু) এবং তাহার ঊর্দ্ধে (অর্দ্ধমাত্রাকারা) বোধিনী শক্তি (১) অবস্থান করেন॥১৪॥

[তাহার ঊর্দ্ধে শঙ্খিনী নাড়ীর মস্তকে] নাদবিন্দু সমন্বিত সহস্রার পদ্ম বর্ত্তমান। উহার মধ্যে শূন্যভাগ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ এবং বৃত্ত হইতেছে সার্দ্ধ ত্রিবলয়বেষ্টিতা কোটি বিদ্যুন্মালার ন্যায় উজ্জ্বলা পরমকুণ্ডলিনী। যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে:— "হে মহাদেবি! গুণত্রয়ান্বিতা কুণ্ডলিনী শক্তিই বৃত্ত। আর [সহস্রার পদ্মের]

(১) আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে শিবস্বরূপ দ্বিতীয় বিন্দু; তাহার ঊর্দ্ধে অর্দ্ধমাত্রাকারা বোধিনী শক্তি; তাহার ঊর্দ্ধে শিবশক্তি সমবায়রূপ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি নাদ; তাহার ঊর্দ্ধে লাঙ্গলাকৃতি মহানাদ, তাহার ঊর্দ্ধে আজ্ঞীরূপা ব্যাপিকা শক্তি; তাহার ঊর্দ্ধে সমনী এবং তাহার ঊর্দ্ধে উন্মনী —যথাক্রমে এই সাতটী কারণ রূপ বর্ত্তমান আছে। বিন্দু, বোধিনী, নাদ—এই তিনটী বিন্দুময় পরশক্তির রূপবিশেষ। ষট্‌চক্রনিরূপণ দ্রষ্টব্য।

* ক খ পুস্তকেঽত্রায় মধিকঃ পাঠঃ—"অকথাদি-ত্রিরেখায়ে হলক্ষত্রয়কোণকে। তন্মধ্যে পরবিন্দুশ্চ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মকঃ।। বামাবর্ত্তেন বিলিখেদকথাদি-ত্রিরেখকম্।"

সর্পাকারা শিবং বেষ্ট্য সর্ব্বদা তত্র সংস্থিতা ॥
শিব-শক্ত্যাত্মকো বিন্দু র্ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদঃ।
নাদরূপেণ সা দেবী যোনিরূপা সনাতনী ॥১৫॥

ভূতশুদ্ধৌ—শিব-বিষ্ণু-ব্রহ্মময়ী বিন্দুযোনিঃ শুচিস্মিতে !।
সর্ব্বোপরি মহেশানি ! বিন্দুর্ব্রহ্মস্বরূপকঃ ॥

গন্ধর্ব্বমালিকায়াং—ভবো বিন্দুরিতি খ্যাতো ভবনঞ্চ ত্রিকোণকম্।
ভবনং ভবসম্বন্ধাজ্ জায়তে ভুবনত্রয়ম্ ॥
পঞ্চভূতানি দেবেশি ! ষষ্ঠে মানসমীশ্বরি !।
ষট্‌চক্রেষু স্থিতান্যেব ক্রমাদ্ দেবি ! বিচিন্তয়েৎ ॥
সহস্রারং শিবপুরং রম্যং দুঃখবিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতৈর্দিব্যৈর্নিত্যপুষ্পফলৈর্দ্রুমৈঃ ॥১৬॥
সদাশিবপুরং রম্যং কল্পবৃক্ষং সুশোভিতম্।
পঞ্চভূতাত্মকং তচ্চ গুণত্রয়সমন্বিতম্ ॥
চতুর্ব্বেদ-চতুঃশাখং নিত্যপুষ্পফলান্বিতম্।

শূন্যভাগ শিবরূপ মহেশ্বর। সর্পাকারা কুণ্ডলিনী শিবকে বেষ্টন করিয়া সর্ব্বদা সেইস্থানে বর্ত্তমান আছেন। শিবশক্তি-স্বরূপ বিন্দু ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করেন। সেই সনাতনী কুণ্ডলিনী দেবী নাদরূপ শিবের সহিত মিলিত হইয়া প্রকৃতি হইয়া থাকেন ॥১৫॥

ভূতশুদ্ধি তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে ঃ—"হে শুচিস্মিতে ! বিন্দুরূপিণী প্রকৃতি শিব, বিষ্ণু ও ব্রহ্মস্বরূপ। হে মহেশানি ! সকলের উপরিভাগে ব্রহ্মস্বরূপ বিন্দু বিরাজমান।" গন্ধর্ব্বমালিকাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে ঃ—"ভব (মহেশ্বর) বিন্দু বলিয়া প্রখ্যাত এবং ত্রিকোণ ভবনরূপে প্রসিদ্ধ। ভবের সম্বন্ধ (অবস্থিতি) প্রযুক্ত উহা ভবন হইয়াছে এবং উহা হইতে ত্রিভুবন উৎপন্ন হয়। হে ঈশ্বরি ! হে দেবেশি ! [মূলাধারাদি পাঁচটী চক্রে] পঞ্চ মহাভূত এবং ষষ্ঠ চক্রে (সহস্রারে) চিত্ত অবস্থিত আছে। হে দেবি ! যথাক্রমে ইহাদিগকে ষট্‌চক্রে অবস্থিত চিন্তা করিবে ॥১৬॥

সহস্রার পদ্ম শিবপুর ; উহা মনোহর ও দুঃখ বিবর্জ্জিত এবং সর্ব্বদা ফুল-পুষ্প-যুক্ত মনোহর বৃক্ষের দ্বারা চতুর্দ্দিক্ শোভিত। (সেখানে গন্ধর্ব্বমালিকাতন্ত্রে আরও উক্ত হইয়াছে) ঃ—"সদাশিব পুর পরম রমণীয় ; (উহাতে) সুশোভিত কল্পবৃক্ষ বর্ত্তমান। সেই ত্রিগুণাত্মক কল্পবৃক্ষটী পঞ্চমহাভূত স্বরূপ। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্বরূপ চারি বেদ

পীতং কৃষ্ণং তথা শ্বেতং রক্তং পুষ্পঞ্চ পার্ব্বতি ! ॥
হরিতঞ্চ বিচিত্রঞ্চ নানাপুষ্পং মনোহরম্ ।
এবং কল্পদ্রুমং ধ্যাত্বা তদধো রত্নবেদিকাম্ ॥১৭॥
তত্রোপরি সুপর্য্যঙ্কং নানারত্নোপশোভিতম্ ।
মন্দারপুষ্পরচিতং নানাগন্ধানুমোদিতম্ ॥
তত্রোপরি মহাদেবঃ সদা তিষ্ঠতি সুন্দরি ! ।
ধ্যায়েৎ সদাশিবং দেবং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্ ॥
বহুরত্নসমাকীর্ণং দীর্ঘবাহুং মনোহরম্ ।
সুখপ্রসন্ননয়নং স্মেরাস্যং সততং প্রিয়ে ! ॥
শ্রবণে কুণ্ডলোপেতং রত্নহারেণ শোভিতম্ ।
শোণ-(গলে) পদ্মসহস্রস্য মালয়া শোভিতং বপুঃ
অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং শিবং পদ্মদলেক্ষণম্ ।
পাদয়োর্নূপুরং রম্যং শব্দব্রহ্মময়ং বপুঃ ॥
এবং স্থূলবপুস্তস্য ভাবয়েৎ কমলেক্ষণে ! ॥
পদ্মমধ্যে স্থিতং দেবং নিরীহং শব্দরূপিণম্ ।
শব্দরূপে মহাদেবে কৃত্যং নাস্তি কদাচন ॥

উহার চারিটী শাখা। সর্ব্বদা উহা ফল-পুষ্প-যুক্ত। হে পার্ব্বতি ! সেই বৃক্ষে পীত, কৃষ্ণ, শ্বেত, রক্ত, হরিত ও বিচিত্র পুষ্প—এইরূপ মনোহর নানা পুষ্প আছে। এইরূপ কল্পবৃক্ষের ধ্যান করিয়া তাহার অধোভাগে রত্নবেদিকা ধ্যান করিবে ॥১৭॥

সেই রত্নবেদিকার উপরে নানা রত্নশোভিত মন্দার পুষ্প-খচিত নানা গন্ধে আমোদিত এক সুন্দর পর্য্যঙ্ক আছে। হে সুন্দরি ! সেই পর্য্যঙ্কের উপর মহাদেব সর্ব্বদা বিরাজমান আছেন। হে প্রিয়ে ! তাহার পর শুদ্ধ স্ফটিকতুল্য শুভ্রবর্ণ সদাশিব দেবকে সতত (এইরূপ) চিন্তা করিবে—তিনি বহুরত্নের দ্বারা অলঙ্কৃত ; তাঁহার বাহুযুগল দীর্ঘ ও মনোহর ; নয়নদ্বয় আনন্দোজ্জ্বল ও প্রসন্ন ; মুখ স্মিতহাস্য যুক্ত কর্ণে কুণ্ডলযুক্ত ; দেহ (কণ্ঠদেশ) রত্নহারের দ্বারা ও সহস্র রক্তপদ্ম-খচিত মালাদ্বারা শোভিত ; তাঁহার আটটী বাহু, পদ্মদলের ন্যায় প্রশস্ত ও আয়ত তিনটী নয়ন ; পাদযুগলে মনোহর নূপুর ; তাঁহার দেহ শব্দব্রহ্মরূপ অর্থাৎ শব্দময়। হে কমলেক্ষণে ! শিবকে এবং তাঁহার স্থূল দেহকে এইরূপ চিন্তা করিবে। ষট্‌চক্র পদ্মে অবস্থিত শব্দরূপী শিবকে নিশ্চেষ্ট ভাবনা করিবে। (কারণ) শব্দরূপ মহাদেবের সম্বন্ধে কখনও কোন

এবং সর্ব্বেষু চক্রেষু শক্তিং রুদ্রং বিচিন্তয়েৎ ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট্ শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

শক্তিমাহ—বিশুদ্ধৌ ডাকিনী দেব্যনাহতে চৈব রাকিণী।
লাকিনী মণিপুরস্থা কাকিনী লিঙ্গগোচরে ॥
আধারে শাকিনী দেবী আজ্ঞায়াং হাকিনী তথা।
যাকিনী ব্রহ্মরন্ধ্রস্থা সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥ ১৯ ॥

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং দেবীং স্বয়ম্ভূলিঙ্গসংস্থিতাম্।
শ্যামাং সূক্ষ্মাং সৃষ্টিরূপাং সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মিকাম্ ॥
বিশ্বাতীতাং জ্ঞানরূপাং চিন্তয়েদূর্দ্ধগামিনীম্ ॥

সুন্দরীবিষয়ে তু রক্তামিতি জ্ঞেয়ম্।

হুঙ্কারবর্ণ-সম্ভূতা কুণ্ডলী পরদেবতা।
বিভর্ত্তি কুণ্ডলীদেহমাত্মানং হংসমন্ত্রতঃ ॥ ২০ ॥

কুণ্ডলিনী-যোগঃ

প্রবুদ্ধ-বহ্নিসংযোগে মনসা মারুতৈঃ সহ।
ঊর্দ্ধং নয়েৎ কুণ্ডলিনীং জীবাত্ম-সহিতাং পরাম্ ॥

কৃত্য নাই। এইরূপে মূলাধারাদি সমস্ত চক্রে শক্তি ও রুদ্রকে চিন্তা করিবে ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও তাহার পর পরশিব—[ষট্চক্রে] এই ছয়টী শিব কীর্ত্তিত হইয়াছেন। শক্তি বলিতেছেন—বিশুদ্ধচক্রে ডাকিনী দেবী, অনাহত চক্রে রাকিণী, মণিপুরে লাকিনী, স্বাধিষ্ঠানে কাকিনী, মূলাধারে শাকিনী, আজ্ঞাচক্রে হাকিনী শক্তি অবস্থিত। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিতা যাকিনী সমস্ত কাম্যফল দান করেন (১) ॥ ১৯ ॥

স্বয়ম্ভূলিঙ্গে অবস্থিতা কুণ্ডলিনী দেবীকে [এইরূপ] ধ্যান করিবে। তাঁহাকে শ্যামবর্ণা, সূক্ষ্মা, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়স্বরূপা, বিশ্বাতীতা, জ্ঞানরূপা ও ঊর্দ্ধগামিনী চিন্তা করিবে। সুন্দরী বিষয়ে ইহাঁকে রক্তবর্ণা জানিবে অর্থাৎ সুন্দরীর উপাসকগণ তাঁহাকে রক্তবর্ণা বলিয়া ধ্যান করিবেন। হুংকার বর্ণ-সম্ভূতা পরদেবতা কুণ্ডলিনী হংসমন্ত্রের দ্বারা নিজের কুণ্ডলী (সর্পাকার) দেহ পোষণ করেন ॥ ২০ ॥

বায়ুর সহিত মহাবহ্নির সংযোগ হইলে উহা যেমন ঊর্দ্ধে গমন করে, সেইরূপ

---

(১) ষট্চক্রনিরূপণের টীকায় বচনান্তরে উক্ত হইয়াছে—"ডাকিনী রাকিণী চৈব লাকিনী কাকিনী তথা। শাকিনী হাকিনী চৈব ক্রমাৎ ষট্পঙ্কজাধিপাঃ ॥"

গচ্ছন্তীং ব্রহ্মরন্ধ্রেণ ভিত্ত্বা গ্রন্থীংশ্চতুর্দ্দশ।
ষট্‌চক্র-সন্ধিমার্গেণ সুষুম্না-বর্ত্মনা তথা ॥
হংসেন মনুনা দেবীং সহস্রারং সমানয়েৎ ॥ ২১ ॥
সদাশিবো মহাদেবো যত্রাস্তে পরমেশ্বরি! ॥
তত্র গত্বা মহাদেবি! কুণ্ডলী পরদেবতা।
দেবী রূপবতী কাম-সমুল্লাসবিহারিণী ॥
মুখারবিন্দগন্ধেন মোদিতং পরমং শিবম্।
প্রবোধ্য পরমেশানি! তত্রোপরি বসেৎ প্রিয়ে!
শিবস্য মুখপদ্মং হি চুচুম্বে কুণ্ডলী শিবে!।
সদাশিবেন দেবেশি! ক্ষণমাত্রং রমেৎ প্রিয়ে! ॥
অমৃতং জায়তে দেবি! তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরি!।
তদুদ্ভবামৃতং দেবি। লাক্ষারস-সমারুণম্ ॥ ২২ ॥
তেনামৃতেন দেবেশি! তর্পয়েৎ পরদেবতাম্।
ষট্‌চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যাঽমৃতধারয়া ॥
আনয়েৎ তেন মার্গেণ মূলাধারং পুনঃ সুধীঃ।

সাধক মনের দ্বারা পরদেবতা কুণ্ডলিনী শক্তিকে জীবাত্মার সহিত ঊর্দ্ধে (সহস্রারপদ্মে) লইয়া যান। ব্রহ্মরন্ধ্র-পথে গমনকারিণী কুণ্ডলিনী শক্তিকে চতুর্দশ গ্রন্থি (স্বয়ম্ভু, বাণ ও ইতরাখ্য লিঙ্গত্রয়, ষট্‌চক্র ও পঞ্চ শিব) ভেদ করিয়া ষট্‌চক্র সন্ধিস্থানস্থিত সুষুম্না পথে হংসমন্ত্রের সহিত সহস্রার পদ্মে আনয়ন করিবে ॥ ২১ ॥

হে পরমেশ্বরি! যেখানে মহাদেব সদাশিব অবস্থান করেন, হে প্রিয়ে! হে পরমেশানি! হে মহাদেবি! রূপবতী পরদেবতা কুণ্ডলিনী দেবী সেইস্থানে গমন করিয়া কাম-সমুল্লাস বিহারিণী হইয়া মুখপদ্মের গন্ধের দ্বারা আমোদিত পরম শিবকে জাগ্রত করিয়া সদাশিবের ক্রোড়ে উপবেশন করেন। হে প্রিয়ে! হে শিবে! হে দেবেশি! [তখন] কুণ্ডলিনী শক্তি শিবের মুখপদ্ম চুম্বন করেন এবং ক্ষণকাল শিবের সহিত ক্রীড়া করেন। হে দেবি! হে পরমেশ্বরি! তখনই [সেই ক্রীড়া হইতে] অমৃত উৎপন্ন হয়। হে দেবি! সেই ক্রীড়াজাত অমৃত লাক্ষারসের তুল্য অরুণ বর্ণ ॥ ২২ ॥

হে দেবেশি! [সাধক] সেই অমৃতের দ্বারা পরদেবতাকে তর্পণ করিবে। সুধী সাধক সেইখানে অমৃত-ধারা দ্বারা ষট্‌চক্র দেবতার তর্পণ করিয়া কুণ্ডলিনী শক্তিকে সেই পথে পুনর্ব্বার মূলাধারে আনয়ন করিবে। সাধক যাতায়াত

যাতায়াত-ক্রমেণৈব তত্র কুর্য্যান্মনোলয়ম্ ॥
এবমভ্যস্যমানস্তু অহন্যহনি পার্ব্বতি ! ।
জরা-মরণ-দুঃখাদ্যৈর্মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥
ইত্যুক্তঃ পরমো যোগো যোনিমুদ্রাপ্রবন্ধনঃ ॥

যামলে—কুলযোষিৎ কুলং ত্যক্ত্বা পুনরেব কুলং বিশেৎ।
রমতে সেয়মব্যক্তা পুনরেকাকিনী সতী ॥

সঙ্কেতপদ্ধত্যাম্ পিণ্ডং কুণ্ডলিনী শক্তিঃ পদং হংসঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
রূপং বিন্দুরিতি জ্ঞেয়ং রূপাতীতঞ্চ নিষ্কলম্ ॥ ২৩ ॥

এতেন ষট্‌চক্রভেদক্রমেণ কুণ্ডলিনীং সহস্রদলপদ্মে নীত্বা তত্রস্থ-সদাশিবেন সঙ্গময্য তদুদ্ভবামৃতেন পরদেবতাং ষট্‌চক্রস্থ-শিবশক্ত্যাদীংশ্চাপ্লাব্য সোঽহমিতি মন্ত্রেণ পুনঃ স্বস্থানমানয়েদিতি তু বাক্যার্থঃ।

সোঽহমিতি চ মন্ত্রেণ স্বস্থানমানয়েৎ সুধীঃ। ইতি যামলবচনাৎ ॥ ২৪ ॥

দেব্যুবাচ—

দেবদেব ! মহাদেব ! সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত-কারক ! ।

ক্রমে ব্রহ্মে মনঃস্থির করিবেন। হে পার্ব্বতি ! প্রতিদিন এইরূপ অভ্যাস করিলে জরা-মরণ জনিত দুঃখাদি ও সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে। ইহাই যোনিমুদ্রা প্রবন্ধন (জন্মনাশক) পরম যোগ কথিত হইল। যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"কুলবধূ যেরূপ কুল পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় কুলে আগমন করে, সেইরূপ অব্যক্তা কুণ্ডলিনী [মূলাধারে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া] একাকিনী অবস্থান করেন"। সঙ্কেত-পদ্ধতিতে উক্ত হইয়াছে—"কুণ্ডলিনী শক্তি পিণ্ড এবং পদ হংস বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। রূপকে বিন্দু বলিয়া এবং রূপাতীতকে নিষ্কল ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

এইরূপে ষট্‌চক্র ভেদের রীতি অনুসারে কুণ্ডলিনীশক্তিকে সহস্রদল পদ্মে লইয়া সেই সহস্রদল পদ্মস্থিত সদাশিবের সহিত মিলিত করাইয়া সেই মিলন-জনিত অমৃতের দ্বারা পর দেবতা ও ষট্‌চক্রস্থিত শিবশক্তি প্রভৃতিকে আপ্লাবিত করিয়া 'সোঽহং' মন্ত্রের দ্বারা পুনরায় স্বস্থানে (মূলাধারে) আনয়ন করিবে—ইহাই বাক্যার্থ। কারণ যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "সুধী সাধক 'সোঽহং' এই মন্ত্রের দ্বারা [কুণ্ডলিনীকে] স্বস্থানে আনয়ন করিবে" ॥ ২৪ ॥

দেবী বলিলেন—হে দেবদেব ! হে মহাদেব ! হে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিন্ !

মূর্দ্ধ্নি পদ্মং সহস্রারং রক্তবর্ণমধোমুখম্ ॥
তস্য মধ্যে স্থিতং ধ্যায়েদ্ গুরুং শান্তং সশক্তিকম্ ।
মূলাধারে মহাশক্তিং কুণ্ডলীরূপ-ধারিণীম্ ॥
অধোবক্ত্রক্রমেণৈব সর্ব্বপদ্মেষু ভাবনা ।
তদা কথং ভবেৎ তত্র চিন্তনং গুরুদেবয়োঃ ॥
আধারে চেৎ স্থিতিস্তত্র ত্বধোভাগে কথং ভবেৎ ।
অধোবক্ত্রে স্থিতস্যাপি চিন্তনং বা কথং ভবেৎ ॥ ২৫

শ্রীমহাদেব উবাচ—

যথা যুক্তং ত্বয়া দেবি ! কথিতং বীরবন্দিতে ! ।
এবমেব তু সন্দেহো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
কথ্যতে পরমেশানি ! সন্দেহোচ্ছেদকারণম্ ।
তানি পদ্মানি দেবেশি ! সুষুম্নান্তঃস্থিতানি চ ॥
পরংব্রহ্মস্বরূপাণি শব্দব্রহ্মময়ানি চ ।
তৎসর্ব্বং পঙ্কজং দেবি ! সর্ব্বতোমুখমেব চ ।
প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বৌ ভাবৌ জীবসংস্থিতৌ ॥
প্রবৃত্তিমার্গঃ সংসারঃ নিবৃত্তিঃ পরমাত্মনি ।

মস্তকে রক্তবর্ণ অধোমুখ সহস্রার পদ্ম অবস্থিত, সেই পদ্মের মধ্যে অবস্থিত শক্তির সহিত শান্তস্বভাব গুরুকে এবং মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলীরূপধারিণী মহাশক্তিকে ধ্যান করিবে। যথাক্রমে সমস্ত পদ্মে অধোমুখেই ধ্যান বিহিত হইয়াছে। অতএব সেস্থলে গুরু ও দেবতা এই উভয়ের ধ্যান কিরূপে হইতে পারে? আধার পদ্মে অবস্থিতি যদিও সম্ভব হয়, কিন্তু সেস্থলে অধোমুখ ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? আর অধোমুখে অবস্থিত পদ্মেরই বা চিন্তা কিরূপে হইবে॥ ২৫॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে দেবি! হে বীরবন্দিতে! তোমাকর্ত্তৃক যেরূপ যুক্তিযুক্ত বিষয় কথিত হইয়াছে, [সাধারণতঃ] এই রকম সংশয়ই জন্মে—ইহাতে সংশয় নাই। হে পরমেশানি! সন্দেহ উচ্ছেদের হেতু বলিতেছি। হে দেবেশি! শব্দব্রহ্মময় পরব্রহ্মস্বরূপ সেই পদ্ম সকল সুষুম্না নাড়ীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। হে দেবি! সেই সমস্ত পদ্মগুলি সর্ব্বতোমুখ অর্থাৎ ঊর্দ্ধ ও অধোমুখ। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামক তুইটী ভাব জীবহৃদয়ে অবস্থান করে। সংসার হইতেছে প্রবৃত্তিমার্গ আর পরমাত্ম-

প্রবৃত্তিভাবচিন্তায়ামধোবক্ত্রাণি চিন্তয়েৎ ॥
নিবৃত্তিযোগমার্গেষু সদৈবোর্দ্ধমুখানি চ।
এবমেব ভাবভেদাদসন্দেহোঽভিজায়তে ॥ ২৬ ॥

গৃহস্থ-যোগসাধনম্

(অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি গৃহস্থানাঞ্চ সাধনম্।
মূলাধারে স্থিতাং দেবীং কুণ্ডলীং পরদেবতাম্ ॥
ভোগকালে মহেশানি ! আজিহ্বান্তং বিভাব্য চ।
শোধিতান্ মৎস্যমাংসাদীন্ তন্মুখে স্থাপয়েদ্ বুধঃ ॥
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য জুহোমি কুণ্ডলীমুখে।
প্রতিগ্রাসে মহেশানি ! এবং কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥
ভোজনেচ্ছা ভবেৎ তস্যা নির্লিপ্তো জীবসংজ্ঞকঃ।)
এবমেব প্রকারেণ ঊর্দ্ধপদ্মং প্রজায়তে ॥
গুরোঃ স্থিতিশ্চ চার্ব্বঙ্গি ! তদা সম্যক্ প্রজায়তে।
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যতে সর্ব্বসংশয়ঃ ॥
গুর্ব্বাদি-ভাবনাদ্ দেবি ! তদা সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
স্বগেহে পায়সং ত্যক্ত্বা ভিক্ষামটতি দুর্মতিঃ ॥

গতি হইতেছে নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিভাবের চিন্তায় [পদ্মগুলিকে] অধোমুখ চিন্তা করিবে। নিবৃত্তিরূপ যোগমার্গে এই পদ্মগুলিকে সর্ব্বদা ঊর্দ্ধমুখ চিন্তা করিবে। এইরূপ ভাবের ভেদবশতঃ অসন্দেহ অর্থাৎ সন্দেহ নিবৃত্তি উৎপন্ন হয় ॥ ২৬ ॥

(অনন্তর গৃহস্থগণের অন্য [যোগ] সাধন বলিতেছি। হে মহেশ্বরি ! সাধক ভোগকালে মূলাধারস্থিত পরদেবতা কুণ্ডলিনী দেবীকে জিহ্বা পর্যন্ত ধ্যান করিয়া তাঁহার মুখে শোধিত মৎস্য মাংসাদি স্থাপন করিবে। মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া "কুণ্ডলীমুখে জুহোমি" মন্ত্রে হোম করিবে। হে মহেশ্বরি ! বিচক্ষণ সাধক প্রতিগ্রাসে এইরূপ করিবে।) এইরূপ প্রকারেই ঊর্দ্ধমুখ পদ্ম উৎপন্ন হয়। হে চার্ব্বঙ্গি ! তখন তাহাতে গুরুর স্থিতি সম্যক্ প্রকারে সম্ভব হয়। হে দেবি ! গুরু প্রভৃতির ভাবনা হইতে যখন হৃদয়গ্রন্থি (অবিদ্যা) ভিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয় ; তখন সিদ্ধি উৎপন্ন হয়। যাহারা দুর্ম্মতি, তাহারা নিজ গৃহে পায়স পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষা অবলম্বন করে অর্থাৎ যাহারা নিজদেহ মধ্যে সিদ্ধিলাভের

অতএব মহেশানি ! বাতুলত্বং প্রজায়তে ।
ইত্যেতৎ কথিতং সারং মম জ্ঞানবিলোকিতম্ ॥ ২৭ ॥

প্রকারান্তর-কুণ্ডলিনী-যোগকথনম্

অথ যোগং প্রবক্ষ্যামি যেন দেবময়ো ভবেৎ ।
মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রামিতা প্রিয়ে ! ॥
তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যেত মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্ ।
স্বাপকালো বামবাহঃ প্রবোধো দক্ষিণাবহঃ ॥
মন্ত্রিণাং স্বাপকালে তু জপোঽনর্থফলপ্রদঃ ।
প্রবোধকালং জানীয়াদুভয়োরপি পার্ব্বতি ! ॥
জাগর্ত্তি যদি সা দেবি ! বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ ।
তদা প্রসাদমায়ান্তি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদয়ঃ ॥
যোগযোগাদ্ ভবেন্মুক্তির্মন্ত্রসিদ্ধিরখণ্ডিতা ।
সিদ্ধে মনৌ পরাবাপ্তিরিতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ ॥
জীবন্মুক্তশ্চ দেহান্তে পরং নির্ব্বাণমাপ্নুয়াৎ ।

উপায়স্বরূপ কুণ্ডলিনীযোগ অবলম্বন না করিয়া বাহ্য যোগ অবলম্বন করে, তাহাদের তদ্দ্বারা সম্যক্ সিদ্ধিলাভ হয় না। হে মহেশ্বরি ! এই কুণ্ডলিনী যোগ হইতেই বাতুলত্ব (শিবত্ব) লাভ হয়। ইহাই আমার জ্ঞানলব্ধ সারতত্ত্ব [তোমাকে] কহিলাম।

অনন্তর [অন্য] যোগ বলিব, যাহা দ্বারা [সাধক] দেবময় হইতে পারে। হে প্রিয়ে ! মূলাধার পদ্মে কুণ্ডলিনী যতক্ষণ নিদ্রিত থাকেন, ততক্ষণ মন্ত্র-যন্ত্রের অর্চ্চনাদি কিছুই সিদ্ধ হয় না। নিঃশ্বাস যখন বাম নাসিকায় প্রবাহিত হয়, তখন স্বাপ কাল ; যখন দক্ষিণ নাসিকায় প্রবাহিত হয়, তখন জাগ্রত কাল। স্বাপকালে সাধকগণের জপ অনর্থ ফল প্রদান করে। হে পার্ব্বতি ! উভয়েরই অর্থাৎ সাধক ও কুণ্ডলিনীর প্রবোধকাল [কল্যাণকর] জানিবে। হে দেবি ! বহু পুণ্য-সঞ্চয়ের দ্বারা যখন সেই কুণ্ডলিনীদেবী জাগ্রতা হন, তখন মন্ত্রযন্ত্রের অর্চ্চনাদি প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়। কুণ্ডলিনীযোগের সম্বন্ধবশতঃ অখণ্ড মন্ত্রসিদ্ধি এবং মুক্তি উৎপন্ন হয়। মন্ত্রসিদ্ধ হইলে পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হয়—ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। জীবন্মুক্ত সাধক দেহান্তে পরম নির্ব্বাণ লাভ করে। যোগ শব্দের দ্বারা সংসার নিবৃত্তিরূপ মুক্তি কথিত হইয়াছে। জগন্ময়ী কুণ্ডলিনী প্রাণায়াম, জপ ও যাগের দ্বারা নিদ্রা ত্যাগ করেন ॥ ২৮ ॥

সংসারোত্তরণং মুক্তির্যোগশব্দেন কথ্যতে ॥
প্রাণায়ামৈর্জপৈর্যাগৈস্ত্যক্তনিদ্রা জগন্ময়ী ॥ ২৮ ॥
চতুর্দ্দলং স্যাদাধারং স্বাধিষ্ঠানন্তু ষড়্দলম্।
নাভৌ দশদলং পদ্মং সূর্য্যসংখ্যাদলং হৃদি ॥
কণ্ঠে স্যাৎ ষোড়শদলং ভ্রূমধ্যে দ্বিদলং তথা।
সহস্রদলমাখ্যাতং ব্রহ্মরন্ধ্রমহাপথে ॥
মাতৃকাক্ষরসংযুক্তং সহস্রারং সরোরুহম্।
অধোবক্ত্রং শুক্লবর্ণং রক্তকিঞ্জল্কভূষিতম্ ॥ ইতি ॥

(সুন্দরীবিষয়ে তু রক্তবর্ণং বোধ্যম্, সময়াতন্ত্রোক্তত্বাৎ, অন্যথা বিরোধাপত্তেঃ ॥ ২৯ ॥)

ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
ততঃ পরশিবশ্চৈব ষট শিবাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
ডাকিনী রাকিণী চৈব শাকিনী লাকিনী তথা।
কাকিনী হাকিনী চৈব শক্তয়স্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥
আধারে হৃৎপ্রদেশে চ ভ্রুবোর্মধ্যে বিশেষতঃ।
স্বয়ম্ভূসংজ্ঞো বাণাখ্যস্তথৈবেতরসংজ্ঞকঃ ॥
লিঙ্গত্রয়ং মহেশানি ! প্রধানত্বেন চিন্তয়েৎ।

আধার (মূলাধার) পদ্ম চতুর্দ্দল, স্বাধিষ্ঠান ষড়্দল, নাভিতে দশদল পদ্ম, হৃদয়ে দ্বাদশ দল, কণ্ঠে ষোড়শ দল—এইরূপ ভ্রূমধ্যে দ্বিদল এবং মস্তকে সহস্রদল পদ্ম কথিত হইয়াছে। সহস্রদল পদ্মটী মাতৃকাক্ষরের দ্বারা যুক্ত, অধোমুখ, শুক্লবর্ণ ও রক্ত কিঞ্জল্ক-শোভিত। (সুন্দরী বিষয়ে সহস্রদল পদ্মটী রক্তবর্ণ জানিবে। কারণ সময়াতন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। অন্যথা বিরোধের আপত্তি হয় ॥ ২৯ ॥)

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব, তাহার পর পরশিব—এই ছয়টী শিব [মূলাধারাদি ছয়টী পদ্মে] স্বীকৃত হইয়াছে। ডাকিনী, রাকিণী, শাকিনী, লাকিনী, কাকিনী, হাকিনী—ইহাঁরা [মূলাধারাদি পদ্মে শিবের] শক্তি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন।

হে মহেশানি! মূলাধার পদ্মে, হৃৎপদ্মে ও ভ্রূমধ্যে [ছয়টী শিবের মধ্যে] বিশেষভাবে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, বাণলিঙ্গ ও ইতর নামক লিঙ্গকে প্রধানরূপে চিন্তা করিবে।

মূলাধারে স্থিতা ভূমিঃ স্বাধিষ্ঠানে জলং প্রিয়ে ! ॥
মণিপুরে স্থিতং তেজো হৃদয়ে মারুতস্তথা ।
বিশুদ্ধৌ তু মহেশানি ! আকাশং কমলেক্ষণে ! ॥
আজ্ঞাচক্রে মহেশানি ! মনঃ সর্ব্বার্থসাধকম্ ।
তদূর্দ্ধে পরমেশানি ! পদ্মমূর্দ্ধমুখং সদা ॥
তস্যোপরি মহেশানি ! ধ্যায়েৎ সদাশিবং গুরুম্ ॥ ৩০ ॥

ঊর্দ্ধমুখমিতি। অধোমুখ-সহস্রদল-পদ্মাধোগতোর্দ্ধমুখ-দ্বাদশদল-পদ্মোপরি শিবরূপিণং শ্রীগুরুং ধ্যায়েদিত্যর্থঃ। তথাচোক্তং যামলে—

ব্রহ্মরন্ধ্র-সরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নমবদাতমদ্ভুতম্ ।
কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং দ্বাদশার্ণ-সরসীরুহং ভজে ॥৩১॥

অহং দ্বাদশার্ণং দ্বাদশদলং সরসীরুহং পদ্মং ভজে। সরসীরুহং কিং বিশিষ্টম্? কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং। কুণ্ডল্যাঃ বিবরং মূলাধারপদ্মাৎ সহস্রদলকমলকর্ণিকান্তর্গত-বিন্দুরূপি-সদাশিবসন্নিধৌ গমনমার্গঃ, তস্য কাণ্ডং তদাধারভূতং নালং, চিত্রিণীনাড়ীত্যর্থঃ। তস্য মণ্ডিতং পদ্মনালবৎ চিত্রিণীনাড্যাঃ শিরোভূষণমিত্যর্থঃ। তদগ্রে দ্বাদশার্ণস্য সরসীরুহস্য স্থিতত্বাৎ

হে প্রিয়ে ! মূলাধারে ভূমি, স্বাধিষ্ঠানে জল অবস্থিত, মণিপুরে তেজ ; হৃদয়ে বায়ু অবস্থিত। হে মহেশানি ! হে কমলেক্ষণে ! বিশুদ্ধিচক্রে আকাশ অবস্থিত। হে মহেশানি ! আজ্ঞাচক্রে সর্ব্বার্থসাধক মন অবস্থিত। হে পরমেশানি ! আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধমুখ সহস্রদল পদ্ম সদা অবস্থিত। হে মহেশানি ! তাহার উপরে সদাশিবরূপী শ্রীগুরুকে ধ্যান করিবে ॥ ৩০ ॥

'ঊর্দ্ধমুখম্' এই বাক্যের অর্থ হইতেছে—অধোমুখ সহস্রদল পদ্মের অধোভাগস্থিত ঊর্দ্ধমুখ দ্বাদশদল পদ্মের উপরে শিবরূপী শ্রীগুরুকে ধ্যান করিবে। যামলতন্ত্রে সেইরূপই উক্ত হইয়াছে—**"ব্রহ্মরন্ধ্র-সরসীরুহোদরে"** ইত্যাদি ॥ ৩১ ॥

[গ্রন্থকার পরে নিজেই উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যথা—] আমি দ্বাদশার্ণ অর্থাৎ দ্বাদশদল বিশিষ্ট—সরসীরুহকে অর্থাৎ পদ্মকে ভজনা করি ॥ ৩২ ॥

সেই সরসীরুহ কি বিশেষণ বিশিষ্ট ? **কুণ্ডলীবিবরকাণ্ডমণ্ডিতং** (ব্যাখ্যা) কুণ্ডলীর বিবর অর্থাৎ মূলাধার পদ্ম হইতে সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকার অন্তর্গত যে বিন্দু, সেই বিন্দুরূপী সদাশিবের নিকটে গমন মার্গ। সেই কুণ্ডলীবিবরের কাণ্ড অর্থাৎ তাহার আধারভূত নাল অর্থাৎ চিত্রিণী নাড়ী। তাহার (সেই নালের)

ভূষণমিত্যুক্তিঃ। পুনঃ কিম্ভূতম্? ব্রহ্মরন্ধ্র-সরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নম্, সহস্রার-পদ্ম-কর্ণিকাসমীপে তদধোদেশে নিত্যমবিনাভাবসম্বন্ধেন লগ্নং স্থিতমিত্যর্থঃ। পুনঃ কিম্ভূতম্? অবদাতং গৌরম্। পুনঃ কিম্ভূতম্? অদ্ভুতং মনোহরম্। তত্র পূর্ব্বোক্তক্রমেণ শিবরূপিণং শ্রীগুরুং ধ্যায়েৎ ॥৩২॥

ষট্‌চক্রং পরমেশানি! সদাশিবপুরং সমম্।
শক্তিপুরং মহেশানি! সদাশিবপুরোপরি ॥

স এব নির্ব্বাণাখ্য-কলোপরিগতঃ নির্ব্বাণশক্তেঃ পুরম্।

শিবস্থানং শৈবাঃ পরমপুরুষং বৈষ্ণবগণা
লপন্তীতি প্রায়ো হরিহরপদং কেচিদপরে।
পদং দেব্যা দেবীচরণযুগলানন্দরসিকা
মুনীন্দ্রা অপ্যন্যে প্রকৃতি-পুরুষস্থানমমলম্ ॥ ৩৩ ॥

কুণ্ডলিনী-প্রত্যাবর্ত্তন-প্রকারঃ

রমিত্বা শম্ভুনা সার্দ্ধং কুণ্ডলীং পরদেবতাম্।

"মণ্ডিত" অর্থাৎ পদ্মনালের ন্যায় চিত্রিণী নাড়ীর শিরোভূষণ। তাহার অগ্রে দ্বাদশ-দল পদ্মের অবস্থানবশতঃ 'ভূষণ' এই উক্তি হইয়াছে। পুনঃ **কিম্ভূতম্?** অর্থাৎ সেই সরসীরুহ আর কিরূপ বিশেষণ বিশিষ্ট? **ব্রহ্মরন্ধ্র-সরসীরুহোদরে নিত্যলগ্নং** (ব্যাখ্যা) সহস্রারপদ্মের কর্ণিকার সমীপে তাহার অধোদেশে নিত্য অর্থাৎ অবিনাভাবসম্বন্ধে—লগ্ন অর্থাৎ স্থিত। "পুনঃ কিম্ভূতং" অর্থাৎ সেই সরসীরুহ আর কি বিশেষণ বিশিষ্ট? **অবদাতম্** অর্থাৎ গৌরবর্ণ। পুনঃ কিম্ভূতং? অর্থাৎ সেই সরসীরুহ আর কি বিশেষণ বিশিষ্ট? **'অদ্ভুতম্'** অর্থাৎ মনোহর। সেই সরসীরুহে পূর্ব্বোক্তক্রমে শিবরূপী শ্রীগুরুকে ধ্যান করিবে। ॥ ৩২ ॥

হে পরমেশানি! ষট্‌চক্র হইতেছে সদাশিবের পুর (বসতিস্থান)। হে মহেশানি! সদাশিব-পুরের উপরিভাগে [উহার] তুল্য শক্তিপুর আছে। সেই সদাশিবই হইতেছেন নির্ব্বাণ নামক কলার উপরিস্থিত নির্ব্বাণশক্তির পুর। শৈবগণ এই স্থানকে (পদ্মকে) শিবস্থান বলেন। বৈষ্ণবগণ উহাকে পরম পুরুষ বিষ্ণুর স্থান বলেন। বহু হরিহরোপাসক ও অন্যান্য উপাসকগণ উহাকে হরিহর পদ বলেন। দেবীর পাদপদ্ম সেবকগণ উহাকে দেবীর স্থান বলেন। হংসমন্ত্রোপাসক মুনীন্দ্রগণ উহাকে মনোহর প্রকৃতি পুরুষের স্থান বলেন। ॥ ৩৩ ॥

হে মহেশানি। [সাধক] পরদেবতা কুণ্ডলিনীকে [সহস্রার পদ্মে] শিবের

মূলাধারং মহেশানি ! সহস্রারাৎ সমানয়েৎ ॥
শম্ভুনা তাং পরাং শক্তিমেকীভূতাং বিচিন্তয়েৎ।
ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং তত্র ইষ্টদেবস্বরূপিণীম্ ॥
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্ ॥
পূর্ণচন্দ্রনিভাং রক্তাং সদা চঞ্চললোচনাম্।
নানারত্নযুতাং ধন্যাং পাদে নূপুরশোভিতাম্ ॥
কিঙ্কিনী চ তথা কট্যাং রত্নকঙ্কণমণ্ডিতাম্।
কন্দর্পকোটি-লাবণ্যাং সদা মধুরহাসিনীম্ ॥
এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং শতমষ্টোত্তরং শিবে.
মাতৃকামালয়া জপ্ত্বা আজ্ঞাচক্রং সমানয়েৎ ॥
তত্রেতরেণ লিঙ্গেন যোজয়েৎ কুণ্ডলীং পরাম্।
ধ্যাত্বা ব্রহ্মময়ীং তত্র শতমষ্টোত্তরং জপেৎ ॥
ততো বিশুদ্ধৌ তাং নীত্বা শিবেন সহ যোজয়েৎ
তামিষ্টদেবতাং ধ্যাত্বা জপেদষ্টশতং প্রিয়ে ! ॥
হৃৎপদ্মে তাং ততো নীত্বা বাণেন সহ যোজয়েৎ

সহিত মিলিত করাইয়া সহস্রার পদ্ম হইতে মূলাধারে আনয়ন করিবে এবং শম্ভুর সহিত সেই পরাশক্তি কুণ্ডলিনীকে অভিন্ন ভাবনা করিবে। সেই সহস্রদল পদ্মে কুণ্ডলিনীকে ইষ্টদেব-স্বরূপিণী, সর্ব্বদা ষোড়শবর্ষীয়া (স্থিরযৌবনা), পীন ও উন্নত পয়োধর-বিশিষ্টা, নবযৌবনা, সর্ব্ব অলঙ্কারে ভূষিতা, পূর্ণচন্দ্রতুল্য সৌন্দর্য্য-বিশিষ্টা, রক্তবর্ণা, সর্ব্বদা চঞ্চলনয়না, নানাবিধ রত্নযুক্তা, সৌভাগ্যবতী, পাদে নূপুরশোভিতা, কটিদেশে কিঙ্কিনী (ক্ষুদ্র ঘণ্টা) যুক্তা, রত্নকঙ্কণমণ্ডিতা, কোটি কন্দর্পতুল্য সুন্দরী ও সর্ব্বদা মধুর হাস্যযুক্তা ধ্যান করিবে। হে শিবে ! এইরূপ ধ্যান করিয়া ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে। মাতৃকামালায় [উক্ত মন্ত্র] জপ করিয়া [কুণ্ডলিনীকে] আজ্ঞাচক্রে আনয়ন করিবে। সেই স্থানে ইতর নামক লিঙ্গের সহিত পরা কুণ্ডলিনীকে মিলিত করিবে এবং সেই স্থানে [কুণ্ডলিনীকে] ব্রহ্মময়ী ধ্যান করিয়া ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে। হে প্রিয়ে ! তাহার পর বিশুদ্ধিচক্রে সেই কুণ্ডলিনীকে আনয়ন করিয়া [তত্রস্থ] শিবের সহিত মিলিত করিবে এবং তাঁহাকে ইষ্টদেবতা-স্বরূপা চিন্তা

দেবীরূপাঞ্চ তাং ধ্যাত্বা জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥
মণিপুরে তু তাং নীত্বা শিবেন সহ যোজয়েৎ।
দেবীরূপাং চ তাং ধ্যাত্বা শতমষ্টোত্তরং জপেৎ ॥
স্বাধিষ্ঠানে ততো নীত্বা শিবেন সহ যোজয়েৎ।
যোজয়িত্বা জপেন্মন্ত্রং দেবীং ধ্যাত্বা প্রিয়ংবদে ! ॥
শতমষ্টোত্তরং জপ্ত্বা মূলাধারে তু তাং নয়েৎ।
তত্র লিঙ্গং স্বয়ম্ভূঞ্চ ধ্যায়েৎ কুন্দসমপ্রভম্ ॥
শুক্লবর্ণং চতুর্ব্বাহুং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিলোচনম্।
নানারত্নযুতং রম্যং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতম্ ॥
প্রসন্নবদনং শান্তং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্।
কপর্দ্দিনং স্ফুরৎ-সর্ব্বভূষং কুন্দসমপ্রভম্ ॥৩৪॥
ষট্চক্রে পরমেশানি ! ধ্যায়েজ্ জগন্ময়ীং শিবাম্।
ভুজঙ্গরূপিণীং দেবীং নিত্যাং কুণ্ডলিনীং পরাম্ ॥
বিষতন্তুময়ীং দেবীং সাক্ষাদমৃতরূপিণীম্।
অব্যক্তরূপিণীং দিব্যাং ধ্যানগম্যাং বরাননে ! ॥

করিয়া ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর তাঁহাকে হৃৎপদ্মে লইয়া বাণ নামক শিবের সহিত মিলিত করিবে এবং তাঁহাকে দেবীরূপা চিন্তা করিয়া ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর তাঁহাকে মণিপুরে লইয়া শিবের সহিত মিলিত করিবে এবং তাঁহাকে দেবীরূপা ধ্যান করিয়া ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর তাঁহাকে স্বাধিষ্ঠান চক্রে লইয়া শিবের সহিত মিলিত করিবে। হে প্রিয়ংবদে ! এইরূপে দেবীকে মিলিত করিয়া ধ্যান করিয়া ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিবে। ১০৮ বার মন্ত্র জপ করিয়া মূলাধারে তাঁহাকে আনয়ন করিবে। সেইস্থানে স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে কুন্দপুষ্পবৎ প্রভাবিশিষ্ট, শুক্লবর্ণ, চতুর্বাহু, পঞ্চবক্ত্র, ত্রিলোচন, নানারত্নযুক্ত, মনোহর, সার্দ্ধ-ত্রিবলয়যুক্ত কুণ্ডলিনী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতদেহ, প্রসন্নবদন, শান্ত, নীলকণ্ঠ, জটাজূটধারী, অত্যুজ্জ্বল সর্ব্ববিধ ভূষণে ভূষিত, কুন্দপুষ্পতুল্য সুন্দর ধ্যান করিবে ॥ ৩৪ ॥

হে বরাননে! হে পরমেশানি ! ষট্চক্রে পরা কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে জগন্ময়ী, শিবা, শক্তিরূপা, ভুজঙ্গরূপিণী, নিত্যা, মৃণালতন্তুর ন্যায় সূক্ষ্মা, দীপ্তিময়ী, সাক্ষাৎ অমৃতরূপিণী, অব্যক্তস্বরূপা, দিব্যা, ধ্যানগম্যা ধ্যান করিবে। হে দেবেশি ! [সাধক]

ধ্যাত্বা জপ্ত্বা চ দেবেশি ! সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ।
এবং দ্বাদশধা দেবি ! যাতায়াতং করোতি যঃ ॥
স মুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যো মন্ত্রসিদ্ধো ন চান্যথা ।
যত্র তত্র মৃতশ্চায়ং গঙ্গায়াং শ্বপচালয়ে ॥
ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে নান্যথা প্রিয়ে ! ॥ ৩৫ ॥

অথ প্রার্থনা—অহং দেবি ! ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্ ।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্ ॥
হৃদিস্থয়া পরদেব্যা প্রেরিতশ্চ করোম্যহম্ ।
ন মে কিঞ্চিদ্ ক্বচিদ্ বাপি কৃত্যমস্তি জগৎত্রয়ে ॥
জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তির্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ ।
ত্বয়া মহাদেবি ! হৃদিস্থয়াঽহং যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি ॥
ত্রৈলোক্য-চৈতন্যময়ি ! ত্রিশক্তে ! শ্রীপার্ব্বতি ! ত্বচ্চরণাজ্ঞয়ৈব ।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ॥
এবং সঞ্চিন্ত্য মনসা গৃহান্নির্গত্য সংযতঃ ।

ধ্যান করিয়া ও জপ করিয়া সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় হন। যে সাধক এইরূপে দ্বাদশ বার [কুণ্ডলিনীকে] যাতায়াত করে অর্থাৎ করায়, সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া মন্ত্রসিদ্ধ হয়, অন্যথা মন্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে না। হে প্রিয়ে ! এই সাধক যেখানে সেখানে গঙ্গাতীরে বা চণ্ডালগৃহে মৃত হইলেও ব্রহ্মবিদ্ হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করে ; অন্যথা সম্ভব নয় ॥ ৩৫ ॥

অনন্তর প্রার্থনা—হে দেবি ! আমি ব্রহ্ম ভিন্ন নহি, আমি ব্রহ্মই, [এজন্য] শোকভাগীও নহি। আমি সচ্চিদানন্দরূপ নিত্যমুক্ত, ব্রহ্মসত্তাই আমার সত্তা ; হৃদয়স্থিত পরদেবতা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই আমি কর্ম্ম করি। জগৎত্রয়ের (স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের) কোন স্থলে আমার কোন কিছু কৃত্য নাই। আমি ধর্ম্ম জানি, কিন্তু আমার [তাহাতে] প্রবৃত্তি নাই। অধর্ম্মও জানি, কিন্তু আমার [তাহা হইতে] নিবৃত্তি নাই। হে মহাদেবি ! তুমি আমার হৃদয়স্থিত হইয়া যেরূপে আমাকে নিয়োগ করিতেছ, সেইরূপই আমি [কর্ম্ম] করি। হে ত্রৈলোক্য-চৈতন্য-ময়ি ! হে ত্রিশক্তে ! হে পার্ব্বতি ! তোমার শ্রীচরণের আজ্ঞানুসারেই প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তোমার প্রীতির জন্য সংসার-যাত্রা অনুবর্ত্তন করিব। সংযত সাধক মনের দ্বারা এইরূপ চিন্তা করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া নিয়মপূর্ব্বক আচমন করিয়া

আচম্য প্রয়তো মন্ত্রী দন্তধাবনমাচরেৎ ॥ ৩৬ ॥

দন্তধাবন-বিধিঃ

তন্ত্রগন্ধর্ব্বে—দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা পূজয়েদ্ যস্তু দেবতাম্।
তৎপূজা বিফলা দেবি! মৃতে চ নরকং ব্রজেৎ ॥
মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে—বিধায়াবশ্যকং শৌচমাচামং দন্তধাবনম্।
মুখপ্রক্ষালনাদীনি কৃত্বা স্নানং সমাচরেৎ ॥ ৩৭ ॥
অথ মুখপ্রক্ষালনমন্ত্রঃ দক্ষিণামূর্ত্তৌ—'ক্লীঁ কামদেবসর্ব্বজনপ্রিয়ায় নমঃ।'
ক্লীমাত্মকং কামদেব-সর্ব্বজনমথালিখেৎ।
প্রিয়ায় হৃদয়ান্তোঽয়ং মনুর্দন্তবিশুদ্ধয়ে ॥
চতুর্দশাক্ষরৈর্বক্ত্রং ক্ষালয়েৎ সিদ্ধিহেতবে ॥ ৩৮ ॥

স্নানবিধিঃ

যামলে— স্নানমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ শ্রুতিস্মৃত্যাদিতা নৃণাম্।
তস্মাৎ স্নানং নিষেবেত শ্রীপুষ্ট্যারোগ্যবর্দ্ধনম্ ॥
মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে—অরুণেঽনুদিতে মন্ত্রী তীর্থে বা বিমলে জলে।
বৈদিকং স্নানমাচর্য্য তান্ত্রিকং স্নানমাচরেৎ ॥
পরখাতে যৎ কর্ত্তব্যং, তদাহ বিশ্বসারে—

দন্তধাবন করিবে ॥ ৩৬ ॥ তন্ত্রগন্ধর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি দন্তকাষ্ঠ চর্ব্বণ (দন্তধাবন) না করিয়া দেবতাকে পূজা করে, হে দেবি! তাহার পূজা বিফল। সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে নরকে গমন করে।" মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে উক্ত হইয়াছে—"অবশ্য কর্ত্তব্য শৌচ, আচমন, দন্তধাবন করিয়া এবং মুখপ্রক্ষালন প্রভৃতি করিয়া স্নান করিবে" ॥৩৭॥

দক্ষিণামূর্ত্তি তন্ত্রে মুখপ্রক্ষালন মন্ত্র উক্ত হইয়াছে—"**ক্লীঁ কামদেব-সর্ব্বজন প্রিয়ায় নমঃ**"। [মন্ত্রোদ্ধারের প্রণালী] প্রথমে **ক্লীঁ কামদেব-সর্ব্বজন** পদ লিখিবে। অনন্তর **প্রিয়ায়** পদ লিখিবে। দন্তবিশুদ্ধির জন্য এই মন্ত্রটী হৃদয়ান্ত হইবে অর্থাৎ অন্তে **হৃদয়** (নমঃ) লিখিবে। (তাহাতে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র উদ্ধৃত হইবে)। সিদ্ধিলাভের জন্য [পূর্ব্বোক্ত] চতুর্দ্দশাক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্রের দ্বারা মুখপ্রক্ষালন করিবে ॥৩৮॥

যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"মনুষ্যগণের শ্রুতি-স্মৃতি-বিহিত সমস্ত ক্রিয়া স্নান-মূল, অর্থাৎ স্নানের পর অনুষ্ঠেয়; অতএব শ্রী, পুষ্টি ও আরোগ্যবর্দ্ধক স্নান [অবশ্য] কর্ত্তব্য।" মন্ত্রতন্ত্র-প্রকাশে উক্ত হইয়াছে—"সাধক অরুণোদয় কালে তীর্থে বা নির্ম্মল

পরখাতে তু কর্ত্তব্যঃ পঞ্চপিণ্ডোদ্ধরঃ সদা ॥ ৩৯ ॥

স্নানমন্ত্রঃ

মন্ত্রমাহ—উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ পঙ্ক ত্বং ত্যজ পুণ্যং পরস্য চ।
পাপানি বিলয়ং যান্তু শান্তিং দেহি সদা মম ॥

নীলতন্ত্রে—পুনর্নিমজ্য পয়সি সঙ্কল্পঞ্চ সমাচরেৎ।
ততঃ সঙ্কল্প্য মতিমান্ নাভিমাত্রোদকে স্থিতঃ ॥
প্রীতয়ে স্বেষ্টদেবস্য স্নানং সর্ব্বত্র কারয়েৎ।
ইষ্টদেবতাপূজার্থং স্নানং কার্য্যং জলাশয়ে ॥ ৪০ ॥

মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশে—অস্ত্রেণানীয় মৃৎস্নাং বৈ ত্রিভাগং তত্র কারয়েৎ।
ভাগমেকং জলে চৈব ক্ষিপেন্মন্ত্রং সমুচ্চরন্ ॥
এবং মূর্দ্ধাদি-নাভ্যন্তং পঠন্ মূলং বিলেপয়েৎ।
শেষন্তু পাদনাভ্যন্তং তথৈব পরিলেপয়েৎ ॥
অঙ্গে ষড়ঙ্গং বিন্যস্য প্রাণায়ামপুরঃসরম্।

জলে বৈদিক স্নান করিয়া তান্ত্রিক স্নান করিবে"। অন্যের জলাশয়ে [স্নানকালে] যাহা কর্ত্তব্য, বিশ্বসারতন্ত্রে তাহা বলিতেছেন—"[সুধী সাধক] অন্যের জলাশয়ে কিন্তু পাঁচটী মৃৎপিণ্ড নিত্য উত্তোলন করিবে ॥ ৩৯ ॥"

[মৃৎপিণ্ড উত্তোলন কালে পাঠ্য] মন্ত্র বলিতেছেন—**"উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ"** ইত্যাদি (মূল দ্রষ্টব্য)। উক্ত মন্ত্রের অর্থ হইতেছে—"হে পঙ্ক! তুমি ওঠ ওঠ এবং পরের জন্য পুণ্য ত্যাগ (অর্পণ) কর। পাপসকল বিনাশ প্রাপ্ত হউক। আমায় সর্ব্বদা শান্তি দাও"। নীলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"জলে পুনরায় অবগাহন করিয়া সঙ্কল্প করিবে। তাহার পর মতিমান্ সাধক সঙ্কল্প করিয়া নাভি পরিমাণ জলে অবস্থিত হইয়া নিজ ইষ্টদেবের প্রীতির জন্য সর্ব্বত্র স্নান করিবে। ইষ্টদেবতার পূজার জন্য জলাশয়ে স্নান [অবশ্য] কর্ত্তব্য ॥ ৪০ ॥"

মন্ত্রতন্ত্র-প্রকাশে উক্ত হইয়াছে—"অস্ত্র (ফট্) মন্ত্রের দ্বারা [জলাশয় হইতে] মৃত্তিকা আনিয়া সেই মৃত্তিকায় তিনটাই ভাগ করিবে। মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক এক ভাগ মৃত্তিকা জলেই নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক [দ্বিতীয় ভাগ নিজগাত্রে] মস্তক হইতে নাভি পর্য্যন্ত লেপন করিবে। শেষভাগ সেইরূপেই অর্থাৎ মূলমন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক [নিজগাত্রে] পাদ হইতে নাভি পর্য্যন্ত লেপন করিবে। অঙ্গে ষড়ঙ্গ ন্যাস

হৃন্মন্ত্রাঙ্কুশমুদ্রাভ্যাং তীর্থমাবাহ্য মণ্ডলাৎ ॥

মণ্ডলাৎ সূর্য্যমণ্ডলাৎ ॥ ৪১ ॥

তীর্থাবাহনমন্ত্রঃ

ব্রহ্মাণ্ডে যানি তীর্থানি করৈঃ স্পৃষ্টানি তে রবে ! ।
তেন সত্যেন মে দেব ! তীর্থং দেহি দিবাকর ! ॥
ওঁ গঙ্গে ! চ যমুনে ! চৈব গোদাবরি ! সরস্বতি ! ।
নর্ম্মদে ! সিন্ধুকাবেরি ! জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু ॥
ওঁ আবাহয়ামি দেবি ! ত্বাং । স্নানার্থমিহ সুন্দরি ! ।
এহি গঙ্গে ! নমস্তুভ্যং সর্ব্বতীর্থসমন্বিতে ! ॥ ৪২ ॥
এবমাবাহ্য বিধিবন্ মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রয়েৎ ।
আমন্ত্র্যাঽম্ভসি সংযোজ্য সোমসূর্য্যাগ্নিমণ্ডলম্ ॥
বিচিন্ত্য মন্ত্রী তন্মধ্যে নিমজ্জেন্ মূলমুচ্চরন্ ।
উত্থায়াচম্য তৎপশ্চাৎ ষড়ঙ্গন্যাস-সংযুতঃ ॥ ৪৩ ॥

আচমন-মন্ত্রঃ

যামলে—আত্ম-বিদ্যা-শিবৈস্তত্ত্বৈরাচামেৎ সাধকাগ্রণীঃ ।

করিয়া প্রাণায়ামপূর্ব্বক হৃন্মন্ত্র (নমঃ) দ্বারা অঙ্কুশ মুদ্রাযোগে মণ্ডল হইতে ["ব্রহ্মাণ্ডে যানি" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা] তীর্থ আবাহন করিবে। "মণ্ডলাৎ" পদের অর্থ—সূর্য্যমণ্ডল হইতে ॥ ৪১ ॥ উক্ত আবাহন মন্ত্রের অর্থ—হে সূর্য্য ! ব্রহ্মাণ্ডে যে সকল তীর্থ আছে, সে সমস্তই তোমার কিরণের দ্বারা স্পৃষ্ট। হে দেব দিবাকর ! সেই সত্যপ্রযুক্ত তুমি আমাকে তীর্থ প্রদান কর। হে গঙ্গে ! হে যমুনে ! হে গোদাবরি ! হে সরস্বতি ! হে নর্ম্মদে ! হে সিন্ধু ! হে কাবেরি ! [তোমরা] এই জলে সন্নিহিত হও। হে দেবি ! হে সুন্দরি ! আমি স্নানের জন্য তোমাকে আবাহন করিতেছি, গঙ্গে ! তুমি এস। হে সর্ব্বতীর্থসমন্বিতে ! তোমায় নমস্কার।

বিধিপূর্ব্বক এইরূপ আবাহন করিয়া মূলমন্ত্রের দ্বারা [জল] অভিমন্ত্রিত করিবে। সাধক জলে [এইরূপে তীর্থ] আবাহন করিয়া, যোগ করিয়া ও সোম, সূর্য্য ও অগ্নি-মণ্ডল [সন্নিহিত] চিন্তা করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সেই জলমধ্যে অবগাহন করিবে। [জল মধ্য হইতে] উত্থিত হইয়া আচমন করিয়া তাহার পর ষড়ঙ্গ ন্যাস-যুক্ত হইবে অর্থাৎ ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে ॥৪৩॥ যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে প্রিয়ে ! সাধকাগ্রণী শুদ্ধ জলের দ্বারা আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব—পরভাগে বহ্নিজায়া

বহ্নিজায়াং পরে দত্ত্বা শুদ্ধেন পাথসা প্রিয়ে !॥ পাথসা জলেন।

অভিমন্ত্র্য ততস্তোয়ং মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ।

ক্ষালয়েৎ তেন বপুষঃ কলুষং কুম্ভমুদ্রয়া।

আত্মানং দশধা সিঞ্চেন্ মুদ্রয়া কলশাখ্যয়া।

সপ্তকৃত্বোঽভিষিঞ্চেদ্ বা মনুনা মন্ত্রিতৈর্জ্জলৈঃ।

জ্ঞানার্ণবে—বামহস্তে কৃতা মুষ্টির্দক্ষহস্তস্য পার্ব্বতি !।

কলশাখ্যা ভবেন্মুদ্রা সর্ব্বপাপহরা শুভা ॥*॥ ৪৪ ॥

গৌতমীয়ে—পীড়য়িত্বাঽম্বরং চারু প্রক্ষাল্যাচম্য বাগ্‌যতঃ।

ধারয়েদ্ বাসসী শুদ্ধে পরীধানোত্তরীয়কে॥

অচ্ছিন্নে সদশে শুক্লে আচামেৎ পীঠসংস্থিতঃ।

মোক্ষার্থী রক্তবস্ত্রে দ্বে ভোগার্থী শ্বেতবাসসী ॥ ৪৫

শাক্ততিলক-বিধিঃ

তিলকং রক্তগন্ধেন চন্দনেন চ বা প্রিয়ে !।

দেব্যস্ত্রং বিলিখেদ্ ভালে তারাবীজং ততো হৃদি ॥

(স্বাহা) দিয়া, তদ্দ্বারা অর্থাৎ **আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা** মন্ত্রে আচমন করিবে। "পাথসা" অর্থ—জলেন অর্থাৎ জলদ্বারা।

তাহার পর সাধক মূলমন্ত্রের দ্বারা জল অভিমন্ত্রিত করিয়া কুম্ভমুদ্রায় সেই জলের দ্বারা দেহের পাপ ক্ষালন করিবে। সাধক কলশ নামক মুদ্রায় অভিমন্ত্রিত জলের দ্বারা আত্মাকে (দেহকে) দশবার সেচন করিবে। অথবা মন্ত্রদ্বারা সাতবার সেচন করিবে। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে বলিয়াছেন—"হে পার্ব্বতি ! বামহস্তে দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি করিলেই কলশ নামক মুদ্রা হয়। উহা শুভজনক ও সর্ব্বপাপ বিনাশক।" গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"সাধক বাগ্‌যত হইয়া উত্তমরূপে বস্ত্র ধৌত করিয়া ও নিপীড়ন করিয়া (নিঙড়াইয়া) আচমন পূর্ব্বক অচ্ছিন্ন ও দশাযুক্ত শুক্লবর্ণ দুইখানি বস্ত্র—পরিহিত ও উত্তরীয়—ধারণ করিবে। [তাহার পর] আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন করিবে। মোক্ষার্থী দুইখানি রক্তবস্ত্র এবং ভোগার্থী দুইখানি শ্বেতবস্ত্র ধারণ করিবে। ॥ ৪৫

হে প্রিয়ে ! [তাহার পর] রক্তচন্দন বা চন্দন দ্বারা তিলক করিবে (১)। নরশ্রেষ্ঠ

* গুপ্তাবর্ণতন্ত্রে কুম্ভমুদ্রালক্ষণন্তু—দক্ষাঙ্গুষ্ঠে পরাঙ্গুষ্ঠং ক্ষিপ্ত্বা হস্তদ্বয়েন তু। সাবকাশামেকমুষ্টিং কুম্ভমুদ্রাং বিদুর্বুধাঃ।

শক্তিং মধ্যগতাং কুর্য্যাৎ সাধকো নরপুঙ্গবঃ ॥

দেব্যস্ত্রং স্বস্বোপাসিত-দেব্যস্ত্রং লিখেদিত্যর্থঃ।

ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা কুর্য্যাদ্ যাং কাঞ্চিদ্ বৈদিকীং ক্রিয়াম্।
সা নিষ্ফলা ভবেদ্ ভূপ! ব্রহ্মণাপি কৃতা যদি ॥

ইতি ভবিষ্যপুরাণবচনাৎ। কূর্ম্মপুরাণে—

বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা শাক্তো বা সৌর এব বা।
ত্রিপুণ্ড্রেণ বিনা পূজাং কুর্ব্বাণো যাত্যধোগতিম্ ॥ ৪৬ ॥

শিবধর্ম্মে—সিতেন ভস্মনা কুর্য্যাল্ললাটে যস্ত্রিপুণ্ড্রকম্।
সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্তঃ শিবলোকে মহীয়তে ॥

ভস্মেত্যুপলক্ষণম্, দ্রব্যান্তরেণাপি ত্রিপুণ্ড্রং কার্য্যম্। তথাচ ভবিষ্যে—

সর্ব্বস্ত্রিপুণ্ড্রকং কুর্য্যাদ্ যজ্ঞস্য ভস্মনা সদা।
তদলাভে চন্দনেন মৃদা বা বারিণাপি বা ॥
যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম্ম বিনা বিপ্রস্ত্রিপুণ্ড্রকম্।
ব্যর্থমেব ভবেৎ সর্ব্বং বন্ধ্যাস্ত্রীসঙ্গমো যথা ॥
সচ্ছিদ্রং কুরুতে যস্তু পুণ্ড্রং পশুমতির্দ্বিজঃ।

সাধক ললাটে দেবীর অস্ত্র লিখিবে অর্থাৎ অস্ত্রাকার তিলক করিবে। তাহার পর হৃদয়ে তারাবীজ লিখিবে এবং মধ্যস্থলে শক্তিবীজ লিখিবে। 'দেব্যস্ত্র' পদের অর্থ—নিজ নিজ উপাসিত দেবীর অস্ত্র লিখিবে। কারণ ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"ত্রিপুণ্ড্র ব্যতীত বেদবিহিত যে কোন ক্রিয়া যদি ব্রহ্মা কর্ত্তৃকও অনুষ্ঠিত হয়, হে মহারাজ! তবে তাহা নিষ্ফল।" কূর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত বা সৌর (সূর্য্যোপাসক) ত্রিপুণ্ড্র ব্যতীত পূজা করিলে অধোগতি প্রাপ্ত হন ॥ ৪৬ ॥"

শিব ধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি শুভ্রবর্ণ ভস্ম দ্বারা ললাটে ত্রিপুণ্ড্র করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোকে গমন করে"। ভস্মপদটী উপলক্ষণ অর্থাৎ ভস্মপদটী অন্যান্য তিলক দ্রব্যকে লক্ষিত করিতেছে। [ভস্মের অভাবে] অন্য দ্রব্যের দ্বারাও তিলক কর্ত্তব্য। তাহাই ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—"সমস্ত সাধক যজ্ঞভস্মের দ্বারা সর্ব্বদা তিলক করিবে। যজ্ঞভস্মের অভাবে চন্দন দ্বারা অথবা মৃত্তিকা দ্বারা অথবা জলের দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র করিবে। বিপ্র ত্রিপুণ্ড্র ব্যতীত যে কোন কর্ম্ম করে, বন্ধ্যা স্ত্রী সহবাসের ন্যায় তাহার সমস্তই ব্যর্থ হইবে। যে মূঢ়মতি দ্বিজ ত্রিপুণ্ড্রকে সচ্ছিদ্র

ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষেষু তস্য ছিদ্রং প্রজায়তে ॥ ৪৭ ॥
বৈদিকীং তান্ত্রিকীং সন্ধ্যাং ততঃ কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
অশূন্যঞ্চ করং কুর্য্যাৎ সুবর্ণ-রজতৈঃ কুশৈঃ ॥
সুবর্ণ-রজতৈশ্চৈব জপ-পূজাদি-কর্ম্মসু।
এষ এব কুশঃ শাক্তে ন দর্ভো বনসম্ভবঃ।
তর্জ্জন্যাং রজতং ধার্য্যং স্বর্ণং ধার্য্যমনাময়া ॥ ৪৮ ॥

তান্ত্রিক-সন্ধ্যা

অথ সন্ধ্যাং প্রবক্ষ্যামি তান্ত্রিকীং সর্ব্বসিদ্ধিদাম্।
উপবিশ্যাচমেন্মন্ত্রী পয়োভির্হীনবুদ্‌বুদৈঃ ॥
ততশ্চ আত্মতত্ত্বায় বিদ্যাতত্ত্বায় তৎপরম্।
শিবতত্ত্বায় বৈ প্রোচ্য ক্রমেণ বহ্নিবল্লভাম্ ॥
মূলান্তৈরেভিরাচামেৎ পূর্ব্বোত্তরমুখঃ সুধীঃ।
আচমনং ততঃ কৃত্বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ৪৯ ॥
ষড়ঙ্গন্যাসমাচর্য্য জলে মূলং জপেদ্ দশ।
কুশেন তজ্ জলং ভূমৌ ত্রির্মূর্দ্ধ্নি সপ্ত নিক্ষিপেৎ ॥

করে; তাহার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষে ছিদ্র (বিঘ্ন) উৎপন্ন হয় ॥ ৪৭ ॥

তাহার পর সমাহিত হইয়া বৈদিক ও তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে। সুবর্ণ, রজত বা কুশের দ্বারা হস্তকে অশূন্য করিবে অর্থাৎ সুবর্ণ, রজত বা কুশনির্ম্মিত অঙ্গুরী হস্তে ধারণ করিবে। শক্তিবিষয়ক জপ পূজাদি কার্য্যে স্বর্ণ বা রজতই কুশ, বনজাত দর্ভ কুশ নহে। তর্জ্জনীতে রজত এবং অনামিকায় স্বর্ণ ধারণ করিবে ॥ ৪৮ ॥

অনন্তর সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ তান্ত্রিক সন্ধ্যা [বিধি] বলিব। দীক্ষিত সাধক [আসনে] উপবেশন করিয়া বুদ্‌বুদ্‌হীন জলের দ্বারা আচমন করিবে। তাহার পর সুধী সাধক পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া **আত্মতত্ত্বায়** এবং **বিদ্যাতত্ত্বায়** বলিয়া তাহার পর **শিবতত্ত্বায়** বলিয়া যথাক্রমে **বহ্নিবল্লভা** (স্বাহা) বলিয়া অর্থাৎ মূলের অন্তে **আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, শিবতত্ত্বায় স্বাহা**—এই তিনটী মন্ত্রের দ্বারা আচমন করিবে। তাহার পর আচমন করিয়া প্রাণায়াম করিবে। ॥ ৪৯ ॥

ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া জলে দশ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে। কুশের দ্বারা সেই জল ভূমিতে তিন বার এবং মস্তকে সাতবার নিক্ষেপ করিবে। হে দেবি! হে দেবেশি! তাহার

মূলমুচ্চার্য্য দেবেশি ! বামহস্তে জলং ততঃ ।
গৃহীত্বা তজ্জলং দেবি ! তত্র মূলং সমুচ্চরন্ ॥
শিব-বায়ু-জল-পৃথ্বী-বহ্নিবীজৈস্ত্রিধা পুনঃ ।
অভিমন্ত্র্য চ মূলেন সপ্তধা তত্ত্বমুদ্রয়া ॥
গলিতাম্বু ক্ষিপেন্ মূর্দ্ধ্নি শেষং দক্ষে নিধায় চ ।
ইড়য়াকৃষ্য দেহান্তঃ ক্ষালিতৈঃ পাপসঞ্চয়ৈঃ ॥
কৃষ্ণবর্ণং তদুদকং দক্ষনাড্যা বিরেচয়েৎ ।
দক্ষহস্তে তু তন্মন্ত্রী পাপরূপং বিচিন্ত্য চ ॥
পুরতো বজ্রপাষাণে প্রক্ষিপেদস্ত্রমন্ত্রতঃ ॥ ৫০ ॥

তর্পণ-বিধিঃ

জলে যন্ত্রং সমালিখ্য তর্পয়েৎ পরদেবতাম্ ।
পূজয়িত্বা তত্র দেবীং পরিবার-সমন্বিতাম্ ॥
গুরুপঙ্‌ক্তীঃ প্রতর্প্যাথ তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্ ।
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা দেবীমাত্রং প্রতর্পয়েৎ ॥
তৃপ্যতাং জগতাং মাতা ভৈরবস্তৃপ্যতাং তথা ।

পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বামহস্তে জল লইয়া সেই জলে মূলমন্ত্র জপ করিয়া শিববীজ (হঁ), বায়ুবীজ (যঁ), জলবীজ (বঁ), পৃথিবী বীজ (লঁ) ও বহ্নিবীজ (রঁ) দ্বারা সেই জল তিনবার অভিমন্ত্রিত করিয়া পুনরায় মূলমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া তত্ত্ব-মুদ্রা দ্বারা [অঙ্গুলিচ্ছিদ্র] গলিত [সেই] জল সাতবার মস্তকে নিক্ষেপ করিবে। অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া ইড়া নাড়ী দ্বারা দেহ মধ্যে আকর্ষণ করিয়া [সেই জল] প্রক্ষালিত পাপসমূহের দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ [দেহমধ্যস্থ] সেই জলকে দক্ষনাড়ী (পিঙ্গলা) দ্বারা দক্ষিণ হস্তে বিরেচন (বাহির) করিবে। সাধক সেই বিরেচিত জলকে পাপরূপ চিন্তা করিয়া অস্ত্র মন্ত্র (ফট্) উচ্চারণ পূর্ব্বক সম্মুখবর্ত্তী [কল্পিত] বজ্রপাষাণে নিক্ষেপ করিবে ॥ ৫০ ॥

[তাহার পর] জলে [ইষ্টদেবতার] যন্ত্র লিখিয়া পরদেবতাকে (ইষ্ট দেবতাকে) তর্পণ করিবে। সেই জলে পরিবারগণের সহিত দেবীকে পূজা করিয়া, গুরুপঙ্‌ক্তিকে তর্পণ করিয়া অনন্তর ইষ্টদেবতাকে তর্পণ করিবে। [অথবা] উত্তর মুখ হইয়া কেবল দেবীকেই তর্পণ করিবে। [তর্পণ মন্ত্র—] **জগতাং মাতা তৃপ্যতাম্,**

মূলান্তে নাম চোচ্চার্য্য তর্পয়ামি ততঃ পরম্ ॥
স্বাহাঽন্তে তর্পণং ত্বেবং পঞ্চবিংশতিসংখ্যয়া।
তর্পণঞ্চ প্রকুর্ব্বীত দ্বিতীয়ান্তমথোচ্চরন্ ॥
পঞ্চবিংশতিসংখ্যাতং দশধা বা ত্রিধাপি বা।
একৈকাঞ্জলিতোয়েন পরিবারাংস্তু তর্পয়েৎ ॥ ৫১ ॥

সূর্য্যার্ঘ-দানম্

দিনেশায় ক্ষিপেৎ তিষ্ঠন্ বারিণা চাঞ্জলিত্রয়ম্।
সূর্য্যমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ওঁ হ্রীং হংস ইত্যপি ॥
মার্ত্তণ্ডভৈরবায়েতি প্রকাশশক্তিসংযুতম্।
ঙেন্তং সমুচ্চার্য্য গ্রহরাশিযুতায় ঠদ্বয়ম্ ॥
ত্রিধাঞ্জলিং ক্ষিপেন্মন্ত্রী সিদ্ধয়ে সাঙ্গকর্ম্মণাম্।
তোয়াঞ্জলিং ততঃ ক্ষিপ্ত্বা সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগাম্ ॥
আদিত্যমণ্ডলে দেবীং ধ্যায়েৎ সূর্য্যস্বরূপিণীম্।
তত্তদ্‌গায়ত্রীমুচ্চার্য্য বিসৃজেদনয়াঽর্ঘকম্ ॥
গায়ত্রীং ভাবয়েদ্ দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥
প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্নে ধ্যানং কৃত্বা জপেৎ সুধীঃ ॥

এইরূপ **ভৈরবস্তর্পয়ামি,** এইরূপ মূলমন্ত্রের অন্তে ইষ্টদেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া 'তর্পয়ামি' বলিয়া তাহার পর শেষে 'স্বাহা' [বলিবে] অর্থাৎ মূল **অমুকং** [**অমুকীং বা**] **তর্পয়ামি স্বাহা** বলিয়া এক একবার জল দিবে ; এইরূপ তর্পণ ২৫ বার করিবে। অনন্তর দ্বিতীয়ান্ত [ইষ্ট] নাম উচ্চারণ করিয়া ২৫ বার, ১০ বার অথবা ৩ বার তর্পণ করিবে। এক এক অঞ্জলি জল দ্বারা পরিবারগণকে তর্পণ করিবে ॥ ৫১ ॥

সাধক অঙ্গকার্য্যের সহিত প্রধান কার্য্যের সিদ্ধির জন্য **ওঁ হ্রীঁ হংস** এইরূপ সূর্য্যমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া **মার্ত্তণ্ডভৈরবায়** এবং ঙেন্ত (চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত) প্রকাশ-শক্তিসংযুত অর্থাৎ **প্রকাশশক্তিসংযুতায়** উচ্চারণ করিয়া **গ্রহরাশিযুতায়** ও ঠদ্বয় (**স্বাহা**) উচ্চারণ করিয়া তিন বার জলাঞ্জলি দিবে। তাহার পর সূর্য্যমণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী দেবীকে উদ্দেশ্য করিয়া জলাঞ্জলি দিয়া সূর্য্যমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তিনী দেবীকে সূর্য্যস্বরূপা ধ্যান করিবে। সেই সেই (ইষ্টদেবতার) গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া ইহা দ্বারা অর্ঘ্য বিসর্জ্জন (প্রদান) করিবে। গায়ত্রী দেবীকে সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়া অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল-

ধ্যানং কৃত্বেতি। বীজত্রয়রূপাং কুণ্ডলিনীং ধ্যাত্বা জপেদিত্যর্থঃ ॥ ৫২

কুণ্ডলিনীধ্যানম্

কুণ্ডলিনীং ত্রিধা দেবি! তথা বীজত্রয়ং ত্রিধা।
তুরীয়াং কুণ্ডলীং মূর্দ্ধ্নি নিত্যানন্দ-স্বরূপিণীম্ ॥
বাগ্‌ভবং মূলদেশে চ দ্রবস্বর্ণনিভং স্মরেৎ।
বহ্নিকুণ্ডলিনীং নিত্যাং বালার্কসদৃশারুণাম্ ॥
হৃদয়ে কামবীজঞ্চ সূর্য্যকোটি-সমপ্রভম্।
সূর্য্যকুণ্ডলিনীং তত্র নিত্যানন্দস্বরূপিণীম্ ॥
ভ্রূমধ্যে শক্তিবীজঞ্চ কোটিচন্দ্র-সমপ্রভম্
চন্দ্রকুণ্ডলিনীং তত্র স্রবদমৃতবিগ্রহাম্ ॥
বীজত্রয়ময়ীং বিন্দৌ তূর্য্যাং বিন্দুত্রয়াত্মিকাম্।
তূর্য্যকুণ্ডলিনীং দেবি! কেবলাং জ্ঞানবিগ্রহাম্ ॥ ৫৩ ॥

প্রাতঃকালে মূলাধারে—বালার্কমণ্ডলাভাসাং ভানুবহ্নীন্দুলোচনাম্।
পাশাঙ্কুশৌ শরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং স্মরেৎ ॥

মধ্যবর্ত্তিনী চিন্তা করিবে। সুধী সাধক প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে [দেবীকে] ধ্যান করিয়া জপ করিবে। 'ধ্যানং কৃত্বা' এই বাক্যের অর্থ হইতেছে—বীজত্রয়স্বরূপা কুণ্ডলিনীকে ধ্যান করিয়া জপ করিবে ॥ ৫২ ॥

হে দেবি! কুণ্ডলিনীকে তিন প্রকার, বীজত্রয়কে তিন প্রকার এবং মস্তকে তুরীয়া কুণ্ডলিনীকে নিত্যানন্দস্বরূপা চিন্তা করিবে। মূলাধারে বাগ্‌ভব বীজকে (ঐঁ) গলিত স্বর্ণের ন্যায় ভাবনা করিবে। বহ্নিকুণ্ডলিনীকে নিত্যা ও বাল (নবোদিত) সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণা ভাবনা করিবে। হৃদয়ে কামবীজকে (ক্লীঁ), কোটি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ চিন্তা করিবে এবং সে স্থানে সূর্য্যকুণ্ডলিনীকে নিত্যানন্দস্বরূপা চিন্তা করিবে। ভ্রূমধ্যে শক্তিবীজকে (হ্রীঁ) কোটি চন্দ্রতুল্য প্রভাযুক্ত ভাবনা করিবে এবং সে স্থানে চন্দ্রকুণ্ডলিনীকে গলিত অমৃতময় শরীর বিশিষ্টা চিন্তা করিবে। হে দেবি! বিন্দুতে বীজত্রয়রূপা তূর্য্যা কুণ্ডলিনীকে বিন্দুত্রয়স্বরূপা চিন্তা করিবে। তুর্য্যা কুণ্ডলিনীকে কেবল জ্ঞানময় শরীর ভাবনা করিবে ॥ ৫৩ ॥

প্রাতঃকালে মূলাধার পদ্মে—কুণ্ডলিনী শক্তিকে নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় অরুণবর্ণা, রবি, অগ্নি ও চন্দ্ররূপ নয়নত্রয় বিশিষ্টা, হস্তে পাশ, অঙ্কুশ, শর ও চাপধারিণী চিন্তা

মধ্যাহ্নে হৃৎপদ্মে—মধ্যাহ্নে চিন্তয়েদ্ দেবীং নবযৌবন-শোভিতাম্ ।
সায়াহ্নে ভ্রূমধ্যে—সায়াহ্নে চিন্তয়েদ্ দেবীং ত্রৈলোক্যৈক-প্রভাময়ীম্ ।
নবযৌবনসম্পন্নামুজ্জ্বলাং পরমাং কলাম্ ॥
রাত্রৌ সহস্রারে—তামেব চিন্তয়েদ্রাত্রৌ ভোগী ভোগপরায়ণাম্ । ॥৫৪॥

গায়ত্রীজপবিধিঃ

গায়ত্রীং প্রজপেদ্ বিদ্বানষ্টাবিংশতিসংখ্যয়া ।
মনসা প্রজপেন্ মন্ত্রং গায়ত্রীঞ্চ বিশেষতঃ ॥
গান্ধর্ব্বে—গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাদ্ গায়ত্রী তেন চোচ্যতে ।
মহাপাতক-যুক্তোঽপি প্রজপেদ্ দশধা যদি ।
সত্যং সত্যং মহাদেবি ! মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ ।
অষ্টোত্তর-শতাবৃত্ত্যা গায়ত্রীং জপতে যদি ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্তো ভবেৎ পূজাধিকারবান্ ।
অষ্টোত্তর-শতাবৃত্ত্যা মূলমন্ত্রঞ্চ সংজপেৎ ॥ ৫৫ ॥
আর্দ্রবস্ত্রেণ যৎ কর্ত্তব্যং তদাহ যামলে—
নাভিমাত্রোদকে স্থিত্বা দেবীমর্কগতাং স্মরন্ ।
জপেদষ্টোত্তরশতং লভতে মহতীং শ্রিয়ম্ ॥

করিবে। মধ্যাহ্নে হৃদয়পদ্মে—মধ্যাহ্ন কালে দেবীকে নবযৌবন-শোভিতা ভাবনা করিবে। সায়াহ্নে ভ্রূমধ্যে—সায়াহ্নকালে দেবীকে ত্রিলোকের মিলিত প্রভার ন্যায় প্রভাময়ী, নবযৌবনা, দীপ্তিমতী ও পরমা কলা ভাবনা করিবে। রাত্রিতে সহস্রার পদ্মে—রাত্রিতে সেই কুণ্ডলিনীকে ভোগী ব্যক্তি ভোগপরায়ণা চিন্তা করিবে ॥ ৫৪ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি ২৮ বার গায়ত্রী জপ করিবে। মনের দ্বারা মন্ত্র—বিশেষতঃ গায়ত্রী জপ করিবে। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"যেহেতু গানকারীকে (জপকারীকে) [বিপদ্ হইতে] ত্রাণ করে, সেই হেতু [উহা] 'গায়ত্রী' নামে কথিত হইতেছে। মহাপাতকী ব্যক্তিও যদি দশবার গায়ত্রী জপ করে, হে মহাদেবি ! সত্য সত্য সে তৎক্ষণাৎ [পাপ হইতে] মুক্ত হয়। যদি ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করে, তবে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পূজায় অধিকারী হয়। ইষ্টদেবতার মূলমন্ত্রও ১০৮ বার জপ করিবে ॥ ৫৫ ॥

আর্দ্র বস্ত্রে যাহা কর্ত্তব্য, যামলতন্ত্রে তাহা বলিতেছেন—"যে ব্যক্তি নাভি-পরিমিত জলে দাঁড়াইয়া গায়ত্রীকে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী চিন্তা করিতে করিতে

সংহারমুদ্রয়া চৈব তীর্থমুদ্বাস্য বাগ্‌যতঃ।
ততো মৌনী বিশুদ্ধাত্মা হৃদি বিদ্যাং পরামৃশন্‌।
অবহির্মানসো ভূত্বা যাগভূমিমথাবিশেৎ॥
শক্তি-সন্ধ্যা ময়া প্রোক্তা কর্ত্তব্যা সাধকোত্তমৈঃ।
সন্ধ্যায়াং পতিতায়াং তু গায়ত্রীং দশধা জপেৎ॥ ৫৬॥

সন্ধ্যাঞ্চ ত্রিকালং কুর্য্যাৎ। তথা শৈবাগমে—

প্রাতর্মধ্যাহ্নে সায়াহ্নে সন্ধ্যাং কুর্য্যাচ্চ মন্ত্রবিৎ।

সন্ধ্যায়াস্ত্বকরণে দোষমাহ চ লক্ষ্মীকুলার্ণবে—

সন্ধ্যায়াং তু বিহীনো যো ন দীক্ষাফলমাপ্নুয়াৎ।

তান্ত্রিক-সন্ধ্যায়াং শূদ্রস্যাপ্যধিকারঃ। বিশুদ্ধেশ্বরে—

সন্ধ্যাত্রয়ং সদা কুর্য্যাদ্‌ ব্রাহ্মণো বিধিপূর্ব্বকম্‌।
তন্ত্রোক্তবিধি-পূর্ব্বান্তু শূদ্রঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ॥ ৫৭॥

ইতি পরিব্রাজকাচার্য্য-পরমহংস-তীর্থাবধূত-শ্রীমদ্‌ ব্রহ্মানন্দগিরিকৃতায়াং
শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং প্রাতঃকৃত্যনির্ণয়ো নাম চতুর্থোল্লাসঃ

১০৮ বার জপ করিবে। [তাহাতে সে] মহৎসম্পৎ লাভ করে। সাধক বাগ্‌যত হইয়া সংহারমুদ্রা দ্বারা তীর্থ বিসর্জ্জন করিয়া তাহার পর মৌনী ও সংযতচিত্ত হইয়া হৃদয়ে শক্তিকে চিন্তা করিতে করিতে বহির্মুখ না হইয়া অনন্তর যাগভূমিতে (পূজাগৃহে) প্রবেশ করিবে। মৎকর্ত্তৃক শক্তিসন্ধ্যা কথিত হইল; সাধকশ্রেষ্ঠগণের উহা কর্ত্তব্য। সন্ধ্যা পতিত হইলে অর্থাৎ যথাকালে সন্ধ্যা না করিলে ১০ বার গায়ত্রী জপ করিবে॥৫৬॥

সন্ধ্যা তিন কালে (প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে) করিবে। শৈবাগমতন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে—"দীক্ষিত সাধক প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে সন্ধ্যা করিবে"। লক্ষ্মীকুলার্ণব তন্ত্রে সন্ধ্যা না করার দোষ বলিতেছেন—"যে ব্যক্তি সন্ধ্যা-পতিত, সে দীক্ষা-ফল প্রাপ্ত হয় না।" তান্ত্রিক সন্ধ্যায় শূদ্রেরও অধিকার আছে। বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"ব্রাহ্মণ বিধিপূর্ব্বক সকল সময়ে অর্থাৎ অশৌচাদিতেও (১) তিনটী সন্ধ্যা করিবে। শূদ্র তন্ত্রোক্তবিধি অনুসারে সন্ধ্যা (তান্ত্রিক সন্ধ্যা) করিবে॥ ৫৭॥

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীর চতুর্থ উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত।

---

(১) অনেকে মনে করেন—নিষিদ্ধ দিনে বৈদিক সন্ধ্যার ন্যায় তান্ত্রিক সন্ধ্যাও কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ বচনান্তরে শাক্তের সর্ব্বকালেই সন্ধ্যাপূজা বিহিত হইয়াছে। যথা—কালীমুদ্দিশ্য পূজাদি-জপ-হোমমশৌচকে। ন ত্যাজ্যং তেন শাক্তেন সর্ব্বং কার্য্যং সদৈব হি॥

পঞ্চমোল্লাসঃ

আসন-নির্ণয়ঃ

আসনস্য গ্রাহ্যত্বমাহ গৌরীযামলে—

সলিলে যদি কুর্ব্বীত দেবতানাং প্রপূজনম্।
তথাপ্যাসন আসীনো নোত্থিতস্তু তথাচরেৎ ॥
আসনং কল্পয়িত্বা তু মনসা পূজয়েজ্জলে।
আসনস্থো জপেৎ সম্যঙ্ মন্ত্রার্থগত-মানসঃ ॥ ১

সম্মোহনতন্ত্রে—রক্তাসনোপবিষ্টস্তু লাক্ষারুণ-গৃহে স্থিতঃ।
মনঃ-কল্পিত-রক্তে বা সাধকঃ স্থিরমানসঃ ॥
কুশ(তূল)-কম্বল-বস্ত্রাণি সিংহ-ব্যাঘ্র-মৃগাজিনম্।
কল্পয়েদাসনং ধীমান্ সৌভাগ্য-জ্ঞানবর্দ্ধনম্ ॥
কৌশেয়ং বাথ চার্ম্মং বা চৈল-তৌলমথাপি বা।
শরপত্রং তালপত্রং কম্বলং দর্ভমা(দারবা)সনম্ ॥
কৃষ্ণাজিনে জ্ঞানসিদ্ধির্মুক্তিঃ স্যাদ্ ব্যাঘ্রচর্ম্মণি।
কৃষ্ণাজিনে গৃহস্থানাং নাধিকারঃ কথঞ্চন ॥

গৌরীযামলতন্ত্রে আসনের গ্রাহ্যত্ব বলিতেছেন—"যদি জলে দেবতার পূজা কর, তাহাতেও আসনে উপবিষ্ট হইয়াই পূজা করিবে, [আসন হইতে] উত্থিত হইয়া পূজা করিবে না।" জলে কিন্তু মনের দ্বারা আসন কল্পনা করিয়া পূজা করিবে। আসনে উপবিষ্ট হইয়া সম্যক্‌রূপে মন্ত্রার্থে চিত্ত সংযত করিয়া জপ করিবে ॥ ১ ॥

সম্মোহনতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"সাধক লাক্ষা-তুল্য অরুণবর্ণ গৃহে রক্তাসনে উপবিষ্ট হইয়া অথবা মনঃকল্পিত রক্তবর্ণ আসনে উপবিষ্ট হইয়া স্থিরচিত্ত হইবে। ধীমান্ সাধক সৌভাগ্য ও জ্ঞানবর্দ্ধক কুশ, কম্বল, বস্ত্রকে অথবা সিংহ, ব্যাঘ্র বা মৃগের চর্ম্মকে আসন কল্পনা করিবে। কৌশেয়াসন, চর্ম্মনির্ম্মিত আসন, চৈলাসন, অথবা তূলানির্ম্মিত আসন সৌভাগ্য ও জ্ঞানের বর্দ্ধক। শরপত্র, তালপত্র, কম্বল ও দর্ভকে আসন কল্পনা করিবে। কৃষ্ণসার মৃগের আসনে জ্ঞানসিদ্ধি এবং ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসনে মুক্তি হয়। গৃহস্থগণের কৃষ্ণসার মৃগের আসনে কোন প্রকারেই অধিকার

নাদীক্ষিতো বিশেজ্ জাতু কৃষ্ণসারাজিনে গৃহী।
বিশেদ্ যতির্বনস্থশ্চ ব্রহ্মচারী তু ভিক্ষুকঃ॥
বস্ত্রাসনে ব্যাধিনাশঃ কম্বলে দুঃখ-নাশনম্।
জপ-ধ্যান-তপো-হানি-র্বস্ত্রাসনং করোতি যঃ॥

অত্র—বস্ত্রনিষেধঃ কেবলবস্ত্রাসনপরঃ, অন্যথা বিরোধাপত্তেঃ

কুশাসনে ভবেদায়ুর্মোক্ষঃ স্যাদ্ ব্যাঘ্রচর্ম্মণি॥
অজিনে চ ভবেৎ পুত্রী কম্বলে সিদ্ধিরুত্তমা।
শান্তিকে ধবলঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বার্থশ্চিত্র-কম্বলে॥
স্যাৎ পৌষ্টিকে তু কৌশেয়ং কম্বলে দুঃখমোচনম্।
ত্রিপুরা-পূজনে শস্তং রক্তকম্বলমাসনম্॥
নৈতদ্ দ্বিহস্ততো দীর্ঘং সার্দ্ধহস্তান্ ন বিস্তৃতম্।
ন ত্র্যঙ্গুলাৎ সমুচ্ছ্রায়ং পূজাকর্ম্মণি সংগ্রহে॥
আসনঞ্চ ততঃ কুর্য্যান্নাতিনীচং নচোচ্ছ্রিতম্।

তন্ত্রগন্ধর্ব্বে—ধরণ্যাং দুঃখ-সম্ভূতির্দৌর্ভাগ্যং দারুজাসনে॥
আম্র-নিম্ব-কদম্বানা-মাসনং বংশনাশনম্।
বকুলে কিংশুকে চৈব পনসে চ হতশ্রীকঃ॥

নাই। অদীক্ষিত গৃহী কখনই কৃষ্ণসার মৃগের চর্ম্মে বসিবে না ; কিন্তু সন্ন্যাসী, বানপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী ও ভিক্ষুক বসিতে পারে। বস্ত্রাসনে [উপবেশন করিলে] ব্যাধিনাশ এবং কম্বলাসনে দুঃখনাশ হয়। যে বস্ত্রাসন করে, তাহার জপ, ধ্যান ও তপস্যা নষ্ট হয়। এখানে কেবল বস্ত্রাসন তাৎপর্য্যে বস্ত্রনিষেধ হইয়াছে ; অন্যথা বিরোধের আপত্তি হয়॥২॥

কুশাসনে আয়ুঃ (বৃদ্ধি), ব্যাঘ্রচর্ম্মের আসনে মোক্ষ, মৃগচর্ম্মের আসনে পুত্রবান্ ও কম্বলাসনে উত্তম সিদ্ধি হয়। শান্তিকর্ম্মে শ্বেতবর্ণ আসন কথিত হইয়াছে। চিত্র কম্বলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। পৌষ্টিক কর্ম্মে কৌশেয় আসন হইবে। কম্বলাসনে দুঃখ নাশ হয়। ত্রিপুরার পূজাতে রক্তকম্বলাসন প্রশস্ত। উক্ত আসন দুই হাতের [অধিক] দীর্ঘ হইবে না এবং দেড় হাতের [অধিক] বিস্তৃত হইবে না ; তিন অঙ্গুলীর [অধিক] উচ্চ হইবে না—পূজাকার্য্যে আসন সংগ্রহে এইরূপ আসন করিবে। সুতরাং অতি উচ্চ বা অতি নীচ আসন করিবে না। তন্ত্রগন্ধর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—"মৃত্তিকাসনে দুঃখ ও কাষ্ঠাসনে দুরদৃষ্ট উৎপন্ন হয় ; আম্র, নিম্ব ও কদম্ব কাষ্ঠের আসন বংশনাশ-কর। বকুল,

বংশেষ্টকাশ্ম-ধরণী-তৃণ-পল্লব-নির্ম্মিতম্।
বর্জয়েদাসনং মন্ত্রী দারিদ্র্য-ব্যাধি-দুঃখদম্॥ ৩॥

দারুজাসনং বিশেষয়তি গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—

গাম্ভারী-নির্ম্মিতং শস্তং নান্যদ্ দারুময়ং শুভম্।
চতুর্বিংশাঙ্গুলং দীর্ঘং কুর্য্যাৎ কাষ্ঠাসনং শিবে!॥
ষোড়শাঙ্গুল-বিস্তীর্ণমুচ্ছ্রায়ে চতুরঙ্গুলম্।
কম্বলং চর্ম্মজং চৈলং মহামায়া-প্রপূজনে॥
প্রশস্তমাসনং প্রোক্তং কামাখ্যায়াস্তথৈব চ।
ত্রিপুরায়াশ্চ রুদ্রস্য বিষ্ণোশ্চাপি কুশাসনম্॥
তৃণাসনে যশোহানিঃ পল্লবে চিত্ত-বিভ্রমঃ।
যথোক্তমাসনং কুর্য্যাৎ সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদায়কম্॥
ন যথেষ্টাসনো ভূয়াৎ পূজাকর্ম্মণি সাধকঃ।

অন্যত্র—বংশাশ্ম-ধরণী-দারু-তৃণ-পল্লব-নির্ম্মিতম্।
বর্জ্জয়েদাসনং ধীমান্ দারিদ্র্য-ব্যাধি-দুঃখদম্॥

তন্ত্রে—কাষ্ঠাসনে ভবেদ্ রোগী বংশে বংশক্ষয়ো ভবেৎ।
শৈলাসনে চ বাগ্‌রোধঃ পল্লবে মতি-বিভ্রমঃ॥

কিংশুক ও পনস কাষ্ঠের আসনে [সাধক] লক্ষ্মী-হীন হয়। সাধক দারিদ্র্য, ব্যাধি ও দুঃখপ্রদ বংশ, ইষ্টক, প্রস্তর, মৃত্তিকা, তৃণ এবং পল্লব নির্ম্মিত আসন বর্জ্জন করিবে॥৩॥

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে দারুনির্ম্মিত আসনের বিশেষ বিধি বলিতেছেন—গাম্ভারী কাষ্ঠ নির্ম্মিত আসন প্রশস্ত; অন্য কোন দারুনির্ম্মিত আসন শুভকর নহে। হে শিবে! কাষ্ঠাসন ২৪ অঙ্গুলি দীর্ঘ, ষোড়শ অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ এবং উচ্চতায় চারি অঙ্গুলি করিবে। মহামায়া ও কামাখ্যার পূজায় কম্বলাসন, চর্ম্মাসন, চৈলাসন প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সেইরূপ ত্রিপুরা, রুদ্র ও বিষ্ণুর পূজায় কুশাসন প্রশস্ত। তৃণাসনে যশোনাশ এবং পল্লবাসনে চিত্তবিভ্রম হয়। সাধক সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ উক্তরূপ আসন করিবে; পূজা কার্য্যে যথেষ্টাসন অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ আসন গ্রহণ করিবে না। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে—"বুদ্ধিমান্ দারিদ্র্য, ব্যাধি ও দুঃখপ্রদ বংশ (বাঁশ), প্রস্তর, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, তৃণ ও পল্লব নির্ম্মিত আসন ত্যাগ করিবে।" তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"কাষ্ঠাসনে রোগী হয়, বাঁশের আসনে বংশনাশ হয়; প্রস্তরাসনে বাক্যরোধ এবং পল্লবাসনে চিত্তবিভ্রম হয়।" অন্যত্রও

অন্যত্রাপি ধরণ্যাং শোকসংযুক্তঃ কাষ্ঠে ব্যর্থশ্রমো ভবেৎ ॥ ৪ ॥

পদ্মাসনং স্বস্তিকাখ্যং ভদ্রং বজ্রাসনং তথা।
বীরাসনমিতি প্রোক্তং ক্রমাদাসন-পঞ্চকম্ ॥

পদ্মাসনাদিলক্ষণম্

সব্যং পাদমুপাদায় দক্ষোপরি ন্যসেৎ ততঃ।
তথৈব দক্ষিণং সব্যস্যোপরি চ বিধানবিৎ ॥
বিষ্টভ্য কোট্যোঃ পার্ষ্ণী তু নাসাগ্র-ন্যস্তলোচনঃ।
পদ্মাসনমিদং প্রোক্তং জপকর্ম্মসু শস্যতে ॥
জনূর্ব্বোরন্তরে সম্যক্ কৃত্বা পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ো বিশেন্মন্ত্রী স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে ॥
সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োর্ন্যস্য গুল্‌ফযুগ্মং সুনিশ্চলম্।
বৃষণাধঃ পাদপার্শ্বৌ পাণিভ্যাং পরিবন্ধয়েৎ ॥
ভদ্রাসনং সমুদ্দিষ্টং মুনিভিঃ পরিকল্পিতম্ ॥
উর্ব্বোঃ পাদৌ ক্রমান্ন্যস্য জান্বোঃ প্রত্যঙ্‌মুখাঙ্গুলী।
করৌ নিদধ্যাদাখ্যাতং বজ্রাসনমনুত্তমম্ ॥
একপাদমধঃ কৃত্বা বিন্যস্যোরৌ তথেতরম্।

কথিত হইয়াছে—"মৃত্তিকাসনে শোকযুক্ত হয়, কাষ্ঠাসনে পরিশ্রম ব্যর্থ হয়" ॥ ৪ ॥

পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন, ভদ্রাসন, বজ্রাসন ও বীরাসন—যথাক্রমে এই পাঁচটী আসন কথিত হইয়াছে। বিধিজ্ঞ সাধক বাম পাদ লইয়া দক্ষিণ পাদে রাখিবে। তাহার পর সেইরূপ দক্ষিণপাদ বামপাদে রাখিবে। দুই পার্ষ্ণী (গোড়ালী) দুই কটিতে রাখিয়া নাসার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করিবে—ইহাই **পদ্মাসন** কথিত হইয়াছে; জপকার্য্যে ইহাই প্রশস্ত। দক্ষিণ জানু ও দক্ষিণ উরুর অভ্যন্তরে বামপদতল এবং বামউরু ও বাম জানুর অভ্যন্তরে দক্ষিণ পদতল সম্যক্‌রূপে রাখিয়া এবং দেহ সরল করিয়া বসিবে। তাহাকে **স্বস্তিকাসন** বলে। অণ্ডকোষের দুই পার্শ্বে দুই গুল্‌ফ স্থিরভাবে রাখিয়া অণ্ডকোষের অধোভাগে দুই পাদের দুই পার্শ্ব হস্তদ্বয়ের দ্বারা বন্ধন করিবে। মুনিগণ কর্ত্তৃক কল্পিত এই আসনই **ভদ্রাসন** কথিত হইয়াছে। যথাক্রমে দুই উরুর উপরে দুই পদ রাখিয়া, দুই হাঁটুর উপরে দুই হস্ত রাখিবে, হস্তের অঙ্গুলিগুলি চিৎভাবে থাকিবে। ইহা উত্তম **বজ্রাসন** কথিত

ঋজুকায়ো বিশেন্মন্ত্রী বীরাসনমিতীরিতম্ * ॥ ৫ ॥

নিত্যনৈমিত্তিকপূজাকথনম্

রুদ্রযামলে—নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং পূজনং স্মৃতম্।

নীলতন্ত্রে—নিত্যসেবারতো মন্ত্রী কুর্য্যান্নৈমিত্তিকার্চ্চনম্।
নৈমিত্তিকার্চ্চনে সিদ্ধঃ কুর্য্যাৎ কাম্যমথার্চ্চনম্॥
নিত্যপূজাং দিবা কুর্য্যাৎ রাত্রৌ নৈমিত্তিকার্চ্চনম্।
উভয়োঃ কাম্যকর্ম্মাণি চেতি শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ॥

রুদ্রযামলে—রাত্রৌ পূজাং সদা কুর্য্যাৎ রাত্রৌ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ।
সফলা রজনী-পূজা দিবা-পূজা চ নিষ্ফলা॥
শক্তিমন্ত্রং জপেদ্ রাত্রৌ বিনাপি পূজনং শুচিঃ।
বিশেষতো নিশীথে তু তত্রাহতিফলদো জপঃ॥

বৃহৎতোড়লতন্ত্রে—নিশায়াং যোঽর্চ্চয়েৎ কালীং তারাঞ্চ ভৈরবীং তথা
আসমুদ্র-ক্ষিতীশানাং শ্রেষ্ঠো ভবতি সর্ব্বথা॥

অন্যত্রাপি—মাতঙ্গীঞ্চ তথা বালাং চামুণ্ডাং ছিন্নমস্তকাম্।
ভদ্রকালীঞ্চ দুর্গাঞ্চ জয়দুর্গাং তথৈব চ॥

হইয়াছে। একপাদ ভূমিতে রাখিয়া অন্যপাদ উরুতে স্থাপন করিয়া দেহকে সরল করিয়া বসিবে—ইহাই **বীরাসন**॥ ৫॥

রুদ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"পূজা ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য।" নীলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"নিত্য পূজা-পরায়ণ দীক্ষিত সাধক নৈমিত্তিক পূজা করিবে। নৈমিত্তিক পূজায় সিদ্ধ সাধক অনন্তর কাম্য পূজা করিবে। নিত্য পূজা দিবাতে এবং নৈমিত্তিক পূজা রাত্রিতে আর কাম্য কর্ম্ম দিবা ও রাত্রিতে কর্ত্তব্য—ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত।" রুদ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"সর্ব্বদা রাত্রিতে পূজা কর্ত্তব্য; [কারণ] রাত্রিতেই সিদ্ধি হয়; ইহাতে সংশয় নাই। রাত্রি পূজা সফল, কিন্তু দিবা পূজা নিষ্ফল। শুচি সাধক পূজা ব্যতিরেকেও রাত্রিতে শক্তিমন্ত্র জপ করিবে। সেই জপের মধ্যে বিশেষতঃ নিশীথ জপ অতিশয় ফলপ্রদ"। বৃহৎ তোড়ল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি নিশাতে কালী, তারা ও ভৈরবীকে অর্চ্চনা করে, সে সর্ব্বপ্রকারে সসাগরা বসুন্ধরার অধিপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়।" অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—"মাতঙ্গী, বালা,

* ক খ পুস্তকেঽয়মত্রাধিকপাঠঃ—ঊর্দ্ধপাদৌ স্থিতৌ দেবি! শিরোঽধঃ পরিকীর্ত্তিতম্। সর্ব্বাসনানাং শ্রেষ্ঠং তৎ দেবৈরপি সুদুর্ল্লভম্। ন যুক্তমন্যথা পাদদর্শনং সুরপূজনে।

আসাং জপশ্চ পূজা চ রাত্রৌ চেৎ ক্রিয়তে সদা।
ভুক্ত্বা ভোগানশেষাংশ্চ সোঽবশ্যং যাতি রুদ্রতাম্ ॥ ৬ ॥

সময়াতন্ত্রে—দিবা প্রপূজনং দেবি! যথোক্ত-ফলদং ভবেৎ।
পূজনং লক্ষণ-গুণিতং নিশি নীরজলোচনে! ॥
অর্দ্ধরাত্রাৎ পরং যচ্চ মুহূর্ত্তদ্বয়মেব হি।
সা মহারাত্রিরুদ্দিষ্টা কৃতা তত্রাঽক্ষয়া ভবেৎ ॥

তন্ত্রে—গতে তু প্রথমে যামে তৃতীয়-প্রহরাবধি।
নিশায়াঞ্চ প্রজপ্তব্যং রাত্রিশেষে জপেন্ন হি ॥
প্রকটে শক্তিমন্ত্রে চ হানিঃ স্যাদুত্তরোত্তরম্।
পশুসন্নিধিমাসাদ্য নিত্যপূজাঞ্চ বর্জ্জয়েৎ ॥
পশোরগ্রে কৃতা যা তু প্রমাদান্নিস্ফলা ভবেৎ।
নিজ-সাধক-মধ্যে তু ন গোপ্তব্যা কদাচন ॥

সময়ামন্ত্রে—স্ত্রীসমীপে কৃতা পূজা জপশ্চ পরমেশ্বরি!।
কামরূপাচ্ছতগুণাববয়ৌ সমুদীরিতৌ ॥ ৭ ॥

ইতি পরিব্রাজকাচার্য্য-পরমহংস-তীর্থাবধূত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দগিরি-কৃতায়াং
শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যামাসননির্ণয়ো নাম পঞ্চমোল্লাসঃ

চামুণ্ডা, ছিন্নমস্তা, ভদ্রকালী, দুর্গা ও জয়দুর্গা—ইহাদের জপ ও পূজা যদি রাত্রিতে হয়, বিবিধ বহু ভোগ্য ভোগ করিয়া নিশ্চয়ই সে (সাধক) রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৬ ॥"

সময়াতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে দেবি! দিবাপূজা যথোক্ত ফলপ্রদ হইয়া থাকে। হে পদ্মপলাশ-লোচনে! রাত্রিতে পূজা [তদপেক্ষা] লক্ষগুণ ফল প্রদান করে।" অর্দ্ধরাত্রির পর যে মুহূর্ত্তদ্বয়, তাহা মহারাত্রি বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেই মহারাত্রিতে অনুষ্ঠিত পূজা অক্ষয় হইয়া থাকে।" তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"প্রথম প্রহর অতীত হইলে তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত রাত্রিতে জপ করিবে, কখনও রাত্রিশেষে জপ করিবে না। শক্তিমন্ত্র প্রকাশিত হইলে উত্তরোত্তর হানি হয়। পশুর সন্নিধি প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ নিকটে আসিলে নিত্য পূজা বর্জ্জন করিবে। প্রমাদবশতঃ পশুর সম্মুখে যে পূজা অনুষ্ঠিত হয়; তাহা নিস্ফল হইবে। নিজ সাধক সম্প্রদায়ের মধ্যে কখনও পূজা গোপন করিবে না।" সময়াতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে পরমেশ্বরি! স্ত্রীর নিকটে অনুষ্ঠিত পূজা ও জপ কামরূপক্ষেত্র অপেক্ষা শতগুণ অধিক ফলপ্রদ ও অব্যয় উক্ত হইয়াছে ॥ ৭

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীর আসননির্ণয় নামক পঞ্চম উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোল্লাসঃ

অন্তর্যাগবিধিঃ

আত্মস্থাং দেবতাং ত্যক্ত্বা বহির্দেবং বিচিন্বতে।
করস্থং কৌস্তুভং ত্যক্ত্বা ভ্রমন্তে কাচতৃষ্ণয়া॥
প্রত্যক্ষীকৃত্য হৃদয়ে বহিস্থাং পূজয়েচ্ছিবাম্॥
যস্য যস্য চ দেবস্য যথা ভূষণবাহনম্।
তদেব পূজনে তস্য চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরি!॥ ১॥
অথান্তর্যজনং বক্ষ্যে যেন দেবময়ো ভবেৎ।
সুখাসনে সমাসীনঃ প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ॥
স্বকীয়-হৃদয়ে ধ্যায়েৎ সুধাসাগরমুত্তমম্।
রত্নদ্বীপঞ্চ তন্মধ্যে সুবর্ণ-বালুকাময়ম্॥
মন্দার-পারিজাতাদ্যৈঃ কল্পবৃক্ষৈঃ সুপুষ্পিতৈঃ।
সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতং দিব্যৈর্নিত্যপুষ্পফলৈর্দ্রুমৈঃ॥
নানাসুগন্ধি-কুসুম-গন্ধামোদিত-দিঙ্মুখম্।
উৎফুল্লকুসুমামোদ-প্রহৃষ্ট-ভৃঙ্গ-সঙ্কুলম্॥
কূজৎ-কোকিল-সংঘেন বাচালিত-দিগন্তরম্।

[যাহারা] আত্মস্থ অর্থাৎ নিজ হৃদয়স্থিত ইষ্ট দেবতাকে ত্যাগ করিয়া বহিঃস্থ অর্থাৎ প্রতিমাদিতে দেবতার অনুসন্ধান করে, [তাহারা] হস্তস্থিত কৌস্তুভ মণি ত্যাগ করিয়া কাচের আকাঙ্ক্ষায় ভ্রমণ করে। [সুতরাং] হৃদয়ে ইষ্ট দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া বহিঃস্থ দেবতাকে পূজা করিবে। হে পরমেশ্বরি! যে যে দেবতার ভূষণ ও বাহন যেরূপ, সেই দেবতার পূজায় তাহাই অর্থাৎ তদ্রূপই ভাবনা করিবে॥ ১॥

অনন্তর অন্তর্যাগ [বিধি] বলিব। যাহা দ্বারা [সাধক] দেবময় হইবে। সুখকর (কোমল) আসনে পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ উপবিষ্ট হইয়া নিজ হৃদয়ে উত্তম সুধাসাগর ধ্যান করিবে। সেই সুধাসাগরের মধ্যে সুবর্ণ বালুকাময়; সুপুষ্পিত মন্দার, পারিজাত প্রভৃতি কল্পবৃক্ষ এবং নিত্য ফল-পুষ্পযুক্ত দিব্য বৃক্ষসমূহের দ্বারা চতুর্দ্দিক্ অলঙ্কৃত; নানাবিধ সুগন্ধি কুসুমের গন্ধে আমোদিত-দিঙ্মণ্ডল; বিকসিত কুসুমগন্ধে প্রহৃষ্ট ভ্রমর সমূহের দ্বারা পরিপূর্ণ; গুঞ্জনরত ভ্রমরসমূহের দ্বারা প্রতিধ্বনিত-দিগন্তর;

সর্ব্বতোঽলঙ্কৃতং দিব্যৈর্লসৎ-কাঞ্চন-পঙ্কজৈঃ।
মৌক্তিকৈঃ কুসুমৈঃ স্রগ্‌ভির্দ্দুকূলৈঃ স্বর্ণতোরণৈঃ ॥ ২
তন্মধ্যে সংস্মরেদ্ দেবি! কল্পবৃক্ষং মনোহরম্।
চতুর্ব্বেদ-চতুঃশাখং গুণত্রয়সমন্বিতম্ ॥
পীতং কৃষ্ণং তথা শ্বেতং রক্তং পুষ্পঞ্চ সুন্দরি!।
হরিতঞ্চ বিচিত্রঞ্চ নানাপুষ্পৈবিরাজিতম্ ॥
কোকিলৈর্ভ্রমরৈর্দ্দেবি! শোভিতং বহুপক্ষিভিঃ।
এবং কল্পদ্রুমং ধ্যাত্বা তদধোরত্ন-বেদিকাম্ ॥
তত্রোপরি মহদ্ ব্যাপ্তং চিন্তয়েদ্ রত্নমণ্ডপম্।
উদ্যদাদিত্য-সঙ্কাশং রত্নসোপান-মণ্ডিতম্ ॥
ধ্বজাবলী-সমাকীর্ণং চতুর্দ্বার-সমন্বিতম্।
নানারত্নাদি-শোভাঢ্যং রত্নপ্রাকার-মণ্ডিতম্ ॥
স্বস্ব-স্থানস্থিতৈস্তৈস্তৈর্লোকপালৈরধিষ্ঠিতম্।
সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্বৈ-বিদ্যাধর-মহোরগৈঃ ॥
কিন্নরৈরপ্সরোভিশ্চ ক্রীড়দ্ভিঃ পরিবারিতম্।
নৃত্যবাদিত্রনিরতৈ-রমরস্ত্রীগণৈর্যুতম্।
কিঙ্কিনীজাল-সন্নদ্ধ-পতাকাভিরলঙ্কৃতম্।

বিকসিত স্বর্গীয় স্বর্ণপঙ্কজ-সমূহের দ্বারা চতুর্দ্দিক্ অলঙ্কৃত, মুক্তা, পুষ্প, পুষ্পমালা, বস্ত্র, স্বর্ণতোরণ-সমূহের দ্বারা শোভিত রত্নদ্বীপ ধ্যান করিবে ॥ ২ ॥

হে দেবি! হে সুন্দরি! সেই রত্নদ্বীপের মধ্যে চতুর্ব্বেদরূপ চারিটি শাখাবিশিষ্ট; সত্ত্বাদি গুণত্রয়-সমন্বিত; পীত, কৃষ্ণ, শ্বেত, হরিত ও বিচিত্র নানাবিধ পুষ্প-বিশিষ্ট, কোকিল, ভ্রমর প্রভৃতি বহু পক্ষিগণ দ্বারা শোভিত মনোহর কল্পবৃক্ষের চিন্তা করিবে। এইরূপ কল্পবৃক্ষের ধ্যান করিয়া সেই কল্পবৃক্ষের অধোদেশে (মূলে) রত্নবেদিকার চিন্তা করিবে। সেই রত্নবেদিকার উপরিভাগে উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় [রক্তবর্ণ], রত্ননির্ম্মিত সোপানাবলী ভূষিত, ধ্বজাবলীযুক্ত, চতুর্দ্বার বিশিষ্ট, নানারত্নের দ্বারা সুশোভিত, রত্ননির্ম্মিত প্রাচীরবেষ্টিত, স্ব স্ব স্থানস্থিত সেই সেই লোকপালগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, ক্রীড়াপরায়ণ সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহোরগ (বৃহৎ সর্প), কিন্নর ও অপ্সরোগণের দ্বারা পরিবৃত, নৃত্য ও বাদ্যনিরত দেবস্ত্রীগণের দ্বারা যুক্ত, কিঙ্কিনী

মহামাণিক্য-বৈদূর্য্য-রত্নচামরভূষিতম্ ॥
স্থূলমুক্তাফলোন্নদ্ধ-বিতানসমলঙ্কৃতম্ ।
চন্দনাগুরু-কাশ্মীর-মৃগনাভি-বিলেপিতম্ ॥ ৩ ॥
তন্মধ্যে সংস্মরেদ্ দেবি ! মহামাণিক্য-বেদিকাম্ ।
উদ্যদর্কেন্দুকিরণাং চতুষ্কোণ-প্রশোভিতাম্ ।
ধ্যায়েৎ সিংহাসনং তত্র ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মকম্ ।
সিংহাসনে মহেশানি ! প্রসূনতুলিকাং ন্যসেৎ ॥
পীঠপূজাং ততঃ কুর্য্যাৎ স্বকল্পোক্তক্রমেণ তু ।
প্রেতপদ্মাসনে তত্র চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥

আত্মনোঽভীষ্টদেবতা ধ্যানং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ।

শ্রীরত্ন-পাদুকে দত্ত্বা নীত্বা তাং স্নানমন্দিরে ।
সিংহাসনোপবিষ্টায়ামুদ্বর্ত্তনং সমাচরেৎ ॥
কর্পূরাগুরু-কস্তূর্য্যা তথা-মৃগমদেন চ ।
কুঙ্কুম-রোচনাচূর্ণৈর্নানাগন্ধ-সমন্বিতৈঃ ॥
দেব্যা উদ্বর্ত্তনং কৃত্বা গন্ধতৈলং বিলেপয়েৎ ।
দেবীনাং শতসাহস্রৈঃ স্বর্ণকুম্ভসহস্রকৈঃ ॥

জালযুক্ত পতাকাদ্বারা অলঙ্কৃত ; মহামাণিক্য, বৈদূর্য্য ও রত্নযুক্ত চামরের দ্বারা সুশোভিত, স্থূলমুক্তামণ্ডিত বিতান-সমূহের দ্বারা সমলঙ্কৃত ; চন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম ও মৃগনাভি দ্বারা বিলিপ্ত, রত্নবেদিব্যাপ্ত বিশাল রত্নমণ্ডপ ধ্যান করিবে ॥ ৩ ॥

হে দেবি ! সেই রত্নমণ্ডপের অভ্যন্তরে চতুষ্কোণ-শোভিত উদীয়মান সূর্য্যের কিরণের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট মহামাণিক্য বেদি ধ্যান করিবে। সেস্থানে অর্থাৎ মহা-মাণিক্য বেদিকার মধ্যে ব্রহ্ম, বিষ্ণু, শিবস্বরূপ সিংহাসন ধ্যান করিবে। হে মহেশানি ! সেই সিংহাসনে প্রসূন-তুলিকা (পুষ্পশয্যা) স্থাপন করিবে। তাহার পর স্বকল্পোক্ত ক্রমে অর্থাৎ নিজ সম্প্রদায় সম্মত তন্ত্রোক্ত ক্রমে পীঠপূজা করিবে এবং সে স্থলে প্রেত পদ্মাসনে পরমেশ্বরীকে ধ্যান করিবে। অর্থাৎ নিজের ইষ্টদেবতার ধ্যান করিবে। [অনন্তর] রত্নপাদুকা দিয়া তাঁহাকে স্নান মন্দিরে লইয়া সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইয়া উদ্বর্ত্তন (মলশোধন) করিবে। কর্পূর, অগুরু, কস্তূরী, মৃগনাভি দ্বারা এবং নানাবিধ গন্ধযুক্ত কুঙ্কুম ও রোচনা চূর্ণ দ্বারা দেবীর উদ্বর্ত্তন করিয়া গন্ধ তৈল লেপন করিবে। [অনন্তর] পরদেবতাকে শত সহস্র দেবী কর্ত্তৃক সহস্র স্বর্ণকুম্ভে আনীত জল দ্বারা

আনীয় বারিণা স্নাতাং চিন্তয়েৎ পরদেবতাম্ ।
দুকূলৈর্মার্জ্জিতং গাত্রং দুকূলে পরিধাপ্য চ ॥
কঙ্কত্যা কেশং সংস্কৃত্য বিধিবদ্ বন্ধনং চরেৎ ।
পট্টগুচ্ছং কেশপাশে নানারত্নোপশোভিতম্ ॥
ললাটে তিলকং দদ্যাৎ সিন্দূরং কেশমধ্যকে ।
নাগেন্দ্রদন্ত-খচিতং শঙ্খং দদ্যান্মনোহরম্ ॥
হস্তে কেয়ূরকঞ্চৈব কঙ্কণং কটকং তথা ।
স্বর্ণাঙ্গুরীয়কং দদ্যান্ নানারত্নোপশোভিতম্ ॥
পাদয়োর্নূপুরং দদ্যান্ নাসাগ্রে গজমৌক্তিকম্ ।
নিবেদয়েদ্ যথা শক্ত্যা পুষ্পমালাঞ্চ ভূষণম্ ॥
সর্ব্বাঙ্গে লেপনং কুর্য্যাদ্ গন্ধ-চন্দন-সিহ্লকৈঃ ।
কাঞ্চনাঞ্চিত-কঞ্চুলী-শোভি(তা)তাং হৃদয়োপরি ॥
সমাধৌ চিন্তয়েদ্ দেবীং ভূতশুদ্ধ্যাদিকং চরেৎ ।
ন্যাসজালং বিধায়াথ সমাধৌ পূজয়েৎ সদা ॥ ৪ ॥
ষোড়শৈরুপচারৈস্তু হৃদিস্থাং পূজয়েচ্ছিবাম্ ।
রত্নসিংহাসনং দদ্যাৎ স্বাগতং কুশলং বদেৎ ॥

স্নাতা চিন্তা করিবে। বহু বস্ত্রের দ্বারা গাত্র মার্জ্জিত করিয়া দুইখানি বস্ত্র পরিধান করাইয়া কঙ্কতী (চিরুনী) দ্বারা কেশ সংস্কার করিয়া যথাবিধি কেশবন্ধন করিবে। কেশপাশে নানারত্ন-শোভিত পট্টগুচ্ছ, ললাটে তিলক, কেশমধ্যে (সিঁথিতে) সিন্দুর দিবে। [হস্তে] হস্তিদন্ত-খচিত মনোহর শঙ্খ, কেয়ূর (তাড়), কটক (বালা) ও নানারত্ন-শোভিত স্বর্ণাঙ্গুরী প্রদান করিবে। পাদদ্বয়ে নূপুর, নাসাগ্রে গজমুক্তা এবং [কণ্ঠে] পুষ্পমালা ও ভূষণ যথাশক্তি অর্পণ করিবে। গন্ধ, চন্দন ও সিহ্লকের (গন্ধদ্রব্য বিশেষ) দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে। হৃদয়ের উপরিভাগে অর্থাৎ হৃৎপদ্মে সুবর্ণ-খচিত কঞ্চুলী (কাঁচুলি) শোভিতা দেবীকে সমাধি অবস্থায় অর্থাৎ সমাহিত চিত্তে চিন্তা করিবে। [তাহার পর] ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি করিবে। ন্যাস সকল করিয়া অনন্তর সমাধি অবস্থায় অর্থাৎ একাগ্রচিত্তে সর্ব্বদা পূজা করিবে ॥ ৪ ॥

হৃদয়স্থিতা শক্তিকে ষোড়শ উপচারের দ্বারাই পূজা করিবে। [উপবেশনের জন্য] রত্ন-সিংহাসন দিবে ; স্বাগত ও কুশল প্রশ্ন করিবে। হে দেবি ! পাদদ্বয়ে পাদ্য

পাদ্যঞ্চ পাদয়োর্দ্দেবি। শিরস্থর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
পরামৃতমাচমনং প্রদদ্যান্ মুখপঙ্কজে॥
মধুপর্কং মুখে দদ্যাৎ ত্রিধা ত্বাচমনং মুখে।
হেমপাত্রগতং দিব্যং পরমান্নং পরিষ্কৃতম্॥
কপিলাঘৃত-সংযুক্তমন্নং ব্যঞ্জনসংযুতম্।
(সুধাম্বুধিং মাংসশৈলং মৎস্যরাশিং ফলানি চ।)
ভক্ষ্যং ভোজ্যং তথা লেহ্যং চর্ব্ব্যং চূষ্যং তথৈব চ॥
সকর্পূরঞ্চ তাম্বূলং মানসং পরিকল্পয়েৎ।
আবরণং ততো দেব্যাঃ পূজয়েন্ মনসৈব হি॥
ইত্থমন্তঃ সমারাধ্য মনসৈব জপেন্মনুম্।
সহস্রাদি জপং কৃত্বা দেব্যৈ সোদকমর্পয়েৎ॥ ৫॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ।
এত এব মহাদেব্যাঃ পর্য্যঙ্কং সমুদাহৃতম্॥
পয়ঃফেননিভাং শয্যাং নানাপুষ্পোপশোভিতাম্।
পুষ্পশয্যাঞ্চ সংস্কুর্য্যাৎ তত্র দেবীং সুরেশ্বরীম্॥
চিন্তয়েৎ সাধকো যোগী নানাসুখবিলাসিনীম্।

এবং মস্তকে অর্ঘ্য নিবেদন করিবে। মুখপদ্মে পরামৃতরূপ আচমন অর্পণ করিবে। মুখে মধুপর্ক দিবে এবং [পরে] তিনবার আচমনও মুখে দিবে। স্বর্ণপাত্রস্থিত পরিষ্কৃত মনোহর পরমান্ন, কপিলা গাভীর ঘৃতসংযুক্ত এবং ব্যঞ্জনযুক্ত অন্ন, (সুধাম্বুধি অর্থাৎ সমুদ্র প্রমাণ সুধা, পর্ব্বত প্রমাণ মাংস, প্রচুর মৎস্য, ও ফল) এবং ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, চর্ব্ব্য ও চূষ্য এবং কর্পূর মিশ্রিত তাম্বূল [এ সমস্তই] মানস উপচার কল্পনা করিবে অর্থাৎ এই সমস্ত মানস উপচারের দ্বারা শক্তির অর্চ্চনা করিবে। তাহার পর মনের দ্বারাই দেবীর আবরণ দেবতাকে পূজা করিবে। এইরূপে মনে মনে [দেবীর] অর্চ্চনা করিয়া মনের দ্বারাই মন্ত্র জপ করিবে। সহস্র সংখ্যক বা তাহার অধিক মন্ত্র জপ করিয়া দেবীর উদ্দেশ্যে জলগণ্ডুষের সহিত জপ সমর্পণ করিবে॥ ৫॥

* ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব—ইহাঁরা মহাদেবীর পর্য্যঙ্ক কথিত হইয়াছেন। [সেই পর্য্যঙ্কে] নানাবিধ পুষ্প-শোভিত দুগ্ধফেননিভ শয্যা এবং [তাহার উপর] পুষ্পশয্যা রচনা করিবে। যোগী সাধক সেই শয্যায় দেবী সুরেশ্বরীকে নানা সুখে বিলাসিনী চিন্তা করিবে। নানাবিধ বাদ্যের সহিত নৃত্য-গীতের দ্বারা দেবীকে সন্তুষ্ট করিবে।

নৃত্যগীতৈঃ সবাদ্যৈশ্চ তোষয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥
ততো হোমং প্রকুর্ব্বীত পূজাসার্থক্যহেতবে ॥ ৬ ॥
অথ হোমং প্রবক্ষ্যামি যেন চিন্ময়তাং লভেৎ।
অথাধারময়ে কুণ্ডে চিদগ্নৌ হোময়েৎ ততঃ ॥
আত্মান্তরাত্ম-পরম-জ্ঞানাত্মানঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
এতদ্রূপস্তু চিৎকুণ্ডং চতুরস্রং বিভাবয়েৎ ॥
আনন্দমেখলারম্যং বিন্দুত্রিবলয়াঙ্কিতম্।
অর্দ্ধমাত্রাযোনিরূপং ব্রহ্মানন্দময়ং ভবেৎ ॥
নাড়ীমিড়াং বামভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ।
সুষুম্নাং মধ্যতো ধ্যাত্বা কুর্য্যাদ্ধোমং যথাবিধি ॥ ৭ ॥
ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সাধকেন্দ্রো হবিষ্ট্বেন প্রকল্পয়েৎ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং জপেদমুম্ ॥
(১) নাভৌ চৈতন্যরূপাগ্নৌ হবিষা মনসা স্রুচা।
জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্ ॥
বহ্নিজায়ান্ত-মন্ত্রেণ দদ্যাচ্চ প্রথমাহুতিম্।

তাহার পর, পূজার সার্থকতা (সফলতা) সম্পাদনের জন্য [আন্তর] হোম করিবে ॥৬॥

অনন্তর [আন্তর] হোম [বিধি] বলিব। যাহার দ্বারা [সাধক] চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রথমে মূলাধাররূপ কুণ্ডে চিদ্রূপ অগ্নিতে হোম করিবে। তাহার জন্য আত্মা, অন্তরাত্মা, পরমাত্মা ও জ্ঞানাত্মা [নামে চারিটী আত্মা] কীর্ত্তিত হইয়াছেন। আত্মচতুষ্টয়রূপ চিৎকুণ্ডকে চতুরস্র চিন্তা করিবে। আনন্দরূপ মেখলায় কুণ্ডটী মনোহর এবং বিন্দুরূপ ত্রিবলয়-যুক্ত ও অর্দ্ধমাত্রা-(নাদবিন্দু) রূপ যোনি-যুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দরূপ হইয়াছে। বামভাগে ইড়া নাড়ী, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যে সুষুম্না নাড়ী ধ্যান করিয়া যথাবিধি হোম করিবে ॥৭॥

সাধকশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে [যজ্ঞের] হবিরূপে কল্পনা করিবে। তাহার পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এই শ্লোক অর্থাৎ **নাভৌ চৈতন্যরূপাগ্নৌ** ইত্যাদি মূলোক্ত শ্লোক জপ করিবে। মূলোক্ত উক্ত শ্লোকের অর্থ—"আমি মনোরূপ স্রুক্ দ্বারা জ্ঞানোদ্দীপ্ত নাভিস্থিত চৈতন্যরূপ অগ্নিতে হবির দ্বারা নিত্য ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি হোম করি।" বহ্নিজায়ান্ত (স্বাহান্ত) [উক্ত] মন্ত্রের দ্বারা প্রথম আহুতি দিবে।

মূলমন্ত্রোপরি শ্লোকমপরং প্রপঠেদমুম্ ॥

(২) ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দীপ্ত আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা।
সুষুম্না বর্ত্মনা নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্ ॥
বহ্নিজায়ান্ত-মন্ত্রেণ দ্বিতীয়াহুতিমাদিশেৎ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং জপেদমুম্ ॥

(৩) প্রকাশাকাশহস্তাভ্যামবলম্ব্যোন্মনীস্রুচা।
জ্ঞানপ্রদীপিতে নিত্যমক্ষবৃত্তীর্জুহোম্যহম্ ॥ *
বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ তৃতীয়াহুতিমাচরেৎ।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য ততঃ শ্লোকং জপেদমুম্ ॥

(৪) অন্তর্নিরন্তরমনিন্ধন † মেধমানে মোহান্ধকার-পরিপন্থিনি সম্বিদগ্নৌ
কস্মিংশ্চিদদ্ভুত-মরীচিবিকাশভূমৌ বিশ্বং জুহোমি বসুধাদি-শিবাবসানম্।
স্বাহান্তেনাঽমুনা হুত্বা পূর্ণাহুতিরনন্তরম্।
মূলমন্ত্রং সমুচ্চার্য্য শ্লোকমেতমুদীরয়েৎ ॥

[তাহার পর] মূল মন্ত্রের পর অপর এই শ্লোক অর্থাৎ **ধর্ম্মাধর্ম্ম-হবির্দীপ্ত** ইত্যাদি মূলোক্ত শ্লোক পাঠ করিবে। উক্ত শ্লোকের অর্থ—"আমি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ হবির দ্বারা দীপ্ত আত্মরূপ অগ্নিতে মনোরূপ স্রুক্ দ্বারা সুষুম্না পথ দিয়া নিত্য ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে আহুতি প্রদান করি।" বহ্নিজায়ান্ত (স্বাহান্ত) [উক্ত] মন্ত্রের দ্বারা দ্বিতীয় আহুতি দিবে। তাহার পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এই শ্লোক **প্রকাশাকাশহস্তাভ্যাম্** ইত্যাদি মূলোক্ত শ্লোক জপ করিবে। উক্ত শ্লোকের অর্থ—"আমি প্রকাশ ও অপ্রকাশরূপ হস্তদ্বয়ের দ্বারা ধারণ করিয়া উন্মনীরূপ স্রুক্ দ্বারা জ্ঞানদীপ্ত [আত্মাগ্নিতে] নিত্য ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিকে হোম করি।" বহ্নিজায়ান্ত (স্বাহান্ত) উক্ত মন্ত্রের দ্বারা তৃতীয় আহুতি দিবে। তাহার পর মূলমন্ত্র পাঠ করিয়া এই শ্লোক অর্থাৎ **অন্তর্নিরন্তর** ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র জপ করিবে। উক্ত মন্ত্রের অর্থ—"অন্তরে বিনা ইন্ধনে সদা প্রজ্বলিত মোহরূপ অন্ধকারবিনাশী, অদ্ভুত, মরীচিরও বিকাশভূমি সেই অনির্ব্বচনীয় সম্বিদ্রূপ অগ্নিতে পৃথিব্যাদি শিবান্ত [সমগ্র] বিশ্ব হোম করি।" স্বাহান্ত এই মন্ত্রের দ্বারা হোম করিয়া পরে পূর্ণাহুতি দিবে। মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এই শ্লোকটী অর্থাৎ **অহন্তা-পাত্রভরিত** ইত্যাদি শ্লোক

* ক্বচিৎ ধর্ম্মাধর্ম্মকলাস্নেহপূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহম্ † কথ পুস্তকে—নিরন্তরনিরিন্ধন

(৫) অহ[ইদ]ন্তা-পাত্রভরিতমিদ[অহ]ন্তা পরমামৃতম্ ।
পরাহন্তাময়ে বহ্নৌ পূর্ণহোমং জুহোম্যহম্ ॥
বহ্নিজায়ান্তমন্ত্রেণ দদ্যাৎ পঞ্চা[পূর্ণা]হুতিং প্রিয়ে ! ।
ইত্যন্তর্যজনং কৃত্বা সাক্ষাদ্ ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥
এবমেব পূজয়ন্তি গৃহস্থাঃ পরমেশ্বরীম্ ।
যোগিনো মুনয়শ্চৈব পূজয়ন্তি সদা প্রিয়ে ! ॥
কেবলং মানসেনৈব নহি সিদ্ধো ভবেদ্ গৃহী ।
সবাহ্যেন তু তেনৈব সিদ্ধো ভবতি যদ্ গৃহী ॥ ৮ ॥

ভূতশুদ্ধৌ—সর্ব্বাসু বাহ্যপূজাসু অন্তঃপূজা বিধীয়তে ।
অন্তঃপূজাং বিনা নৈব বাহ্যপূজাফলং লভেৎ ॥
সান্তঃপূজা মহেশানি ! বাহ্যা কোটিফলপ্রদা ।
কিং তস্য বাহ্যপূজায়াং সর্ব্বং ব্যর্থং কদর্থনম্ ॥
উপচারাদ্যভাবে চ বাহ্যপূজা কদর্থনম্ ।
বিনোপচারৈর্ যা পূজা সা পূজা নিষ্ফলা ভবেৎ ॥ ৯ ।

তন্ত্রান্তরে—যদি বাহ্যার্চ্চনা-দ্রব্য-সম্পত্তিরপি বর্ত্ততে ।
অন্তর্যাগং বিধায়েত্থং বহির্যাগবিধিং চরেৎ ॥

পাঠ করিবে। উক্ত শ্লোকের অর্থ—"আমি অহন্তারূপ পাত্রে পরিপূর্ণ ইদন্তারূপ পরমামৃত পরাহন্তাময় বহ্নিতে পূর্ণহোম আহুতি করি।" হে প্রিয়ে ! স্বাহান্ত উক্ত মন্ত্রের দ্বারা পঞ্চম আহুতি প্রদান করিবে। সাধক এইরূপে অন্তর্যাগ করিয়া ব্রহ্মময় হয়। গৃহস্থগণ এইরূপেই পরমেশ্বরীর আরাধনা করেন। হে প্রিয়ে। যোগিগণ এবং মুনিগণও সর্ব্বদা [এইরূপেই] পূজা করেন। গৃহস্থগণ কেবল মানস পূজা দ্বারাই সিদ্ধ হয় না ; যেহেতু বাহ্য পূজার সহিত মানস পূজা দ্বারাই সিদ্ধ হয় ॥ ৮ ॥

ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"সমস্ত বাহ্যপূজাতে আন্তর পূজা বিহিত হইয়াছে। আন্তর পূজা ব্যতীত বাহ্যপূজার ফললাভ হয় না। হে মহেশানি ! আন্তর পূজার সহিত বাহ্যপূজা কোটিগুণ ফলপ্রদান করে। [মানস পূজা ব্যতীত] তাহার বাহ্যপূজায় কি প্রয়োজন ? [যেহেতু তাহাতে] সমস্ত ব্যর্থ ও কদর্থিত হয়। আর উপচারাদির অভাবেও বাহ্যপূজা কদর্থিত হয়। উপচার-রহিত যে পূজা, সে পূজা নিষ্ফলা হয় ॥ ৯ ॥

তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—"যদি বাহ্যপূজার দ্রব্যসম্পত্তি (উপচার বাহুল্য) থাকে, তবে এইরূপে অন্তর্যাগ করিয়া বহির্যাগ অনুষ্ঠান করিবে।" যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

যামলে—অর্চ্চাভাবে মহেশানি ! হৃদয়ে পূজয়েচ্ছিবাম্ ।
সর্ব্বপূজাফলং দেবি ! প্রাপ্নোতি সাধকঃ প্রিয়ে ! ॥

তন্ত্রগন্ধর্ব্বে—মনসাপি মহাদেব্যৈ নৈবেদ্যং দীয়তে যদি ।
যো নরো ভক্তিসংযুক্তো দীর্ঘায়ুঃ স সুখী ভবেৎ ॥
মাল্যং পদ্মসহস্রস্য মনসা যঃ প্রযচ্ছতি ।
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ ॥
স্থিত্বা দেবীপুরে শ্রীমান্ সার্ব্বভৌমো ভবেৎ ক্ষিতৌ ।
মনসাঽপি মহাদেব্যৈ যস্তু কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥
স দক্ষিণে যমগৃহে নরকাণি ন পশ্যতি ।
মনসাঽপি মহাদেব্যা যো ভক্ত্যা কুরুতে নতিম্ ॥
সোঽপি লোকান্ বিনির্জ্জিত্য দেবীলোকে মহীয়তে ।
মহামায়ে ! মহাদেবীমর্চ্চয়ামি চ ভক্তিতঃ ॥
নানাবিধৈস্তু নৈবেদ্যৈরিতি চিন্তাকুলস্তু যঃ ।
নৈবেদ্যং দেহি মে মাতরিতি যো ভাবয়েন্ মুহুঃ ॥
সোঽপি লোকান্ বিনির্জ্জিত্য দেবীলোকে মহীয়তে ॥ ১০

ইতি শ্রীপরিব্রাজকাচার্য্য-পরমহংস-তীর্থাবধূত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মানন্দ-গিরি-কৃতায়াং
শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যামন্তর্যাগবিধির্নাম ষষ্ঠোল্লাসঃ ॥ ৬ ॥

"হে মহেশানি ! অর্চ্চা অর্থাৎ উপচারের অভাবে হৃদয়ে অর্থাৎ মনের দ্বারা শক্তিকে পূজা করিবে। হে প্রিয়ে ! হে দেবি ! সাধক [তাহাতেই] সমস্ত পূজার ফল পায়।" তন্ত্রগন্ধর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে মনুষ্য ভক্তিমান্ হইয়া যদি মনের দ্বারাও মহাদেবীকে নৈবেদ্য দেয় ; তবে সে দীর্ঘায়ু ও সুখী হয়। যে ব্যক্তি মনের দ্বারা সহস্র পদ্মের মালা মহাদেবীকে দান করে, সে শ্রীমান্ হইয়া শত কোটিকল্প বা সহস্র কোটি কল্প সময় দেবীপুরে বাস করিয়া ভূমণ্ডলে সার্ব্বভৌম নরপতি হয়। যে ব্যক্তি মনের দ্বারাই মহাদেবীর উদ্দেশ্যে প্রদক্ষিণ করে, সে দক্ষিণদিক্‌স্থিত যমগৃহে নরক সমূহ দর্শন করে না। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত মনের দ্বারাই মহাদেবীকে প্রণাম করে, সেও সমস্ত লোক জয় করিয়া দেবীলোকে সুখে বাস করে। হে মহামায়ে ! যে ব্যক্তি 'নানাবিধ নৈবেদ্যদ্বারা ভক্তির সহিত মহাদেবীকে পূজা করিব'—এইরূপ চিন্তায় আকুল হয় এবং যে ব্যক্তি 'হে মাতঃ ! আমায় নৈবেদ্য দান করুন' —ইহা মুহুর্মুহুঃ ভাবনা করে, সেও সমস্ত লোক জয় করিয়া দেবীলোকে সুখে বাস করে ॥ ১০ ॥

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীর ষষ্ঠ উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোল্লাসঃ

গুপ্ততন্ত্রোক্ত-পূজাবিধিঃ

অথানন্দময়ীপূজাং বক্ষ্যামি গুপ্ততান্ত্রিকীম্।
যাং কৃত্বা শিবসাযুজ্যং লভতে সাধকোত্তমঃ ॥
পূজাগৃহং সমাসাদ্য সাধকেন্দ্রো মহেশ্বরি !।
প্রথমং জলমানীয় পাদপ্রক্ষালনং চরেৎ ॥
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা পাদপ্রক্ষালনং চরেৎ।
দিবা পূর্ব্বমুখো ভূত্বা রাত্রৌ কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ ॥
দেব্যাঃ পূজাং শিবস্যাপি সদা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ।
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য তদিতি চ পদং ততঃ ॥
সদিতি তু সমুচ্চার্য্য কর্ম্ম কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
স্মরণাৎ কর্ম্মণামাদৌ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেষু তান্ত্রিকে বৈদিকে তথা।
স্ববিদ্যাং সংস্মরন্ কুর্য্যাৎ ক্রিয়াং সর্ব্বপ্রচোদিতাম্ ॥ ১ ॥

স্থানশোধনমাহ গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—

বীক্ষণং বর্ম্মবীজেন যাগভূমেঃ সমীরিতম্।

অনন্তর গুপ্ততন্ত্রোক্ত আনন্দময়ীর পূজাবিধি বলিব। সাধকশ্রেষ্ঠ যে পূজা করিয়া শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। হে মহেশ্বরি ! সাধকপ্রবর পূজাগৃহে উপস্থিত হইয়া জল আনিয়া প্রথমে পাদপ্রক্ষালন করিবে। উত্তরাভিমুখ হইয়া পাদ প্রক্ষালন কর্ত্তব্য। দিবাতে পূর্ব্বমুখ হইয়া এবং রাত্রিতে উত্তরমুখ হইয়া দেবীর পূজা করিবে। শিবের পূজা সর্ব্বদাই উত্তরমুখ হইয়া কর্ত্তব্য। বিচক্ষণ ব্যক্তি প্রথমে প্রণব (ওঁ) এবং 'তৎ' এইপদ উচ্চারণ করিয়া অনন্তর 'সৎ' এই পদ উচ্চারণ করিয়া অর্থাৎ **ওঁ তৎসৎ** উচ্চারণ করিয়া কর্ম্ম করিবে। সকল কার্য্যের প্রথমে "ওঁ তৎসৎ" স্মরণ হইতে ব্রহ্মত্ব লাভের অধিকারী হয়। সকল সময়ে বৈদিক ও তান্ত্রিক সকল কার্য্যে ইষ্টদেবতার স্মরণ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্র-বিহিত কর্ম্ম করিবে ॥ ১ ॥

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে স্থানশোধন বলিয়াছেন—"বর্ম্মবীজ (হুঁ) দ্বারা যাগভূমির

প্রোক্ষণং চাস্ত্রমন্ত্রেণ যাগভূমেঃ সমাচরেৎ ॥
অজ্ঞাত-দূষিতং স্থানং মার্জনাদৌ চ যদ্ ভবেৎ।
এবমাদীনি সর্ব্বাণি নশ্যেৎ তল্লোকনাৎ প্রিয়ে! ॥
মধুকৈটভয়োর্মেদঃ-সংঘাতৈর্দৃঢ়তাং গতা।
মেদিনী সর্ব্বদাঽশুদ্ধা সুরপূজাসু সর্ব্বতঃ ॥
তস্য দোষস্য মোক্ষায় কামবীজং ক্ষিতৌ লিখেৎ ॥
পঞ্চবর্ণরজশ্চিত্রা নানাগন্ধ-সমন্বিতা।
পুষ্পপ্রকরসংকীর্ণা ঘণ্টাচামর-ভূষিতা ॥
বালার্কসদৃশী রম্যা মনঃসন্তোষকারিণী।
এবং ভূমিং সমাশ্রিত্য পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥
মন্ত্রৈরাচমনং কুর্য্যাদ্ দেবীং ধ্যাত্বা হৃদম্বুজে।
পীঠে চোপবিশেদ্ দেবি! বদ্ধা বীরাসনাদিকম্ ॥ ২

দ্রব্যাসাদনম্

উপবিশ্য ততো মন্ত্রী দ্রব্যাণি স্থাপয়েৎ পুরঃ।
গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদীংশ্চ দক্ষে দীপাংশ্চ সর্ব্বতঃ ॥

অবলোকন কথিত হইয়াছে। অস্ত্রমন্ত্র (ফট্) দ্বারা যাগভূমির প্রোক্ষণ করিবে। হে প্রিয়ে! মার্জ্জনাদিতে স্থানটী যে সমস্ত অজ্ঞাত দোষে দুষ্ট হইবে; এইরূপ সকল দোষই মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক অবলোকনের দ্বারা বিনষ্ট হয়। মধু ও কৈটভের মেদসংঘাতের দ্বারা এই পৃথিবী দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব পৃথিবী দেবপূজায় সর্ব্বদা সর্ব্বতোভাবে অশুদ্ধা। সেই দোষের শান্তির নিমিত্ত পৃথিবীতে অর্থাৎ পূজাগৃহের ভূমিতে কামবীজ (ক্লীং) লিখিবে। [পূজাভূমি] পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি দ্বারা চিত্রিতা, নানাবিধ সুগন্ধে পরিপূর্ণা, পুষ্পস্তবকের দ্বারা সংকীর্ণা, ঘণ্টা ও চামর ভূষিতা, প্রাতঃসূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণা, সুশোভিতা, চিত্তের সুখজনিকা হইবে—এইরূপ ভূমিতে উপস্থিত হইয়া পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে। হৃৎপদ্মে দেবীকে ধ্যান করিয়া মন্ত্রের দ্বারা আচমন করিবে। হে দেবি! [তাহার পর] বীরাসনাদি বন্ধন করিয়া আসনে উপবেশন করিবে ॥ ২ ॥

তাহার পর সাধক আসনে উপবেশন করিয়া সম্মুখভাগে পূজাদ্রব্য সকল রাখিবে। গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদি দক্ষিণভাগে, প্রদীপ সমস্ত দিকে অর্থাৎ যে কোন দিকে,

নৈবেদ্যং দক্ষিণে বামে পুরতো বা ন পৃষ্ঠতঃ।
ঘৃতদীপং দক্ষিণে তু তৈলদীপং তু বামতঃ॥
বামতস্তু তথা ধূপমগ্রে বা ন তু দক্ষিণে।
নিবেদয়েৎ পুরোভাগে গন্ধং পুষ্পঞ্চ ভূষণম্॥
সর্ব্বং স্বদক্ষিণে স্থাপ্যং বামে চার্ঘ্যং নিবেশয়েৎ।
স্থাপয়েচ্চর্ব্য-চূষ্যাদি নৈবেদ্যাদীনি সন্নিধৌ॥
করয়োঃ ক্ষালনার্থায় পৃষ্ঠে পাত্রং বিনির্দ্দিশেৎ।
স্বস্য শক্ত্যনুরূপেণ সর্ব্বং সম্পাদ্য যত্নতঃ॥
পূজা-দ্রব্যাণি সংপ্রোক্ষ্য মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ।
দর্শয়েদ্ধেনুমুদ্রাঞ্চ দ্রব্যশুদ্ধিরিতীরিতা॥
অন্নং নৈবেদ্যাদিকং যৎ পুষ্পগন্ধাদিকঞ্চ যৎ।
সর্ব্বমাচ্ছাদিতং কার্য্যং যাবন্নাবাহয়েৎ পরাম্॥
রাক্ষসাঃ প্রতিগৃহ্নন্তি নিরাচ্ছাদনকং যতঃ॥ ৩॥

অথ শান্তিকুম্ভপ্রমাণম্

ঐশান্যাং স্থাপয়েৎ কুম্ভং স্বর্ণতাম্রাদিনির্ম্মিতম্।
দৈর্ঘ্যং বিংশত্যঙ্গুলন্তু গ্রীবা বেদাঙ্গুলান্বিতা॥

নৈবেদ্য দক্ষিণে, বামে বা সম্মুখে রাখিবে, কিন্তু পৃষ্ঠভাগে কখনও রাখিবে না। ঘৃতদীপ দক্ষিণে কিন্তু তৈল দীপ বামে রাখিবে। সেইরূপ ধূপ বামে বা অগ্রে রাখিবে, কিন্তু দক্ষিণে রাখিবে না। গন্ধ, পুষ্প ও অলঙ্কার সম্মুখে নিবেদন করিবে। [এতদ্ব্যতীত অন্যান্য] সমস্ত দ্রব্য নিজের দক্ষিণে রাখিবে; বামে অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। চর্ব্ব্য, চূষ্য প্রভৃতি নৈবেদ্যাদি নিকটে (সম্মুখে) রাখিবে। হস্তদ্বয়ের ক্ষালনের জন্য পৃষ্ঠদেশে একটী পাত্র রাখিবে। নিজের সামর্থ্যানুসারে যত্নপূর্ব্বক সকল দ্রব্য আয়োজন করিয়া সাধক মূলমন্ত্রের দ্বারা পূজার দ্রব্য সকল প্রোক্ষণ করিয়া ধেনুমুদ্রা দেখাইবে। ইহাই দ্রব্যশুদ্ধি কথিত হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত দেবীকে আবাহন করা না হয়, সে পর্য্যন্ত যে সমস্ত অন্ন নৈবেদ্যাদি বা যে সমস্ত গন্ধ পুষ্পাদি—সমস্তই আচ্ছাদিত করিবে। যেহেতু অনাচ্ছাদিত দ্রব্য রাক্ষসেরা গ্রহণ করে॥ ৩॥

অনন্তর শান্তিকুম্ভের প্রমাণ কথিত হইতেছে। ঈশান কোণে স্বর্ণ বা তাম্রাদি নির্ম্মিত কুম্ভ স্থাপন করিবে। [উক্ত কুম্ভের] দৈর্ঘ্য বিংশতি অঙ্গুলি, গ্রীবা চারি

কণ্ঠমষ্টাঙ্গুলং প্রোক্তং মুখমষ্টাঙ্গুলং স্মৃতম্।
দৃঢ়ঃ সমতলঃ কার্য্যো মানং তৎ পরিকীর্ত্তিতম্॥

কুম্ভবিধানন্তু গৌতমীয়ে—

হৈমং রৌপ্যং তথা তাম্রং মার্ত্তিকং বা স্বশক্তিতঃ।
বিত্তশাঠ্যং ন কর্ত্তব্যং কৃতে নৈষ্ফল্যমাপ্নুয়াৎ॥
ষট্ত্রিংশদঙ্গুলং কুম্ভং বিস্তারোন্নতিশালিনম্।
ষোড়শং দ্বাদশং বাপি ততো ন্যূনং ন কারয়েৎ॥ ৪

প্রোক্ষণীস্থাপনমাহ গান্ধর্ব্বে—

পাত্রমস্ত্রাম্বুভিঃ প্রোক্ষ্য দক্ষিণে স্থাপয়েৎ ততঃ।
শুদ্ধোদকেন সংপূর্য্য মূলমন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ॥
প্রোক্ষয়েৎ তেন সকলং প্রোক্ষণীস্থেন বারিণা।

আধারস্থ-জলশোধনমাহ গান্ধর্ব্বে—

মণ্ডলং বামতঃ কৃত্বা জলেন চতুরস্রকম্।
ওঁ বষট্কার-মন্ত্রেণ সাধারং মণ্ডলে ঘটম্॥
স্থাপয়েৎ তত্র বহ্ন্যর্কসোমানাং মণ্ডলং যজেৎ।
আনন্দভৈরবং তত্র যজেদানন্দভৈরবীম্॥

অঙ্গুলি পরিমিতা, কণ্ঠদেশ অষ্টাঙ্গুল কথিত হইয়াছে এবং মুখ অষ্টাঙ্গুল উক্ত হইয়াছে। কুম্ভটী দৃঢ় ও সমতল করিবে। ইহাই কুম্ভের পরিমাণ কথিত হইয়াছে। গৌতমীয় তন্ত্রে কুম্ভবিধান কথিত হইয়াছে—"নিজের শক্তি অনুসারে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র বা মৃত্তিকার কুম্ভ করিবে। কৃপণতা করিবে না; কৃপণতা করিলে নিষ্ফলতা প্রাপ্ত হইবে। দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বিশিষ্ট কুম্ভটীকে ৩৬ অঙ্গুল, ষোড়শাঙ্গুল বা দ্বাদশাঙ্গুল করিবে; ইহার ন্যূন করিবে না"॥ ৪॥

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে প্রোক্ষণী স্থাপন কথিত হইয়াছে—"সুধী সাধক 'ফট্' মন্ত্রে জলের দ্বারা প্রোক্ষণী পাত্র প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণে রাখিবে। তাহার পর শুদ্ধ জলের দ্বারা প্রোক্ষণী পাত্র পূর্ণ করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে এবং সেই প্রোক্ষণী পাত্রস্থ জলের দ্বারা সকল দ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে।" গন্ধর্ব্বতন্ত্রে আধারস্থ জলশোধন কথিত হইয়াছে—"বামভাগে জলের দ্বারা চতুরস্র মণ্ডল করিয়া **ওঁ বষট্** এই মন্ত্রের দ্বারা সাধার ঘট মণ্ডলে স্থাপন করিবে। সেই ঘটে বহ্নিমণ্ডল, অর্কমণ্ডল ও সোমমণ্ডল পূজা

যদন্যদ্ দূষণং পাত্রে তোয়ে বাঽজ্ঞানতো ভবেৎ।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি পূজার্থং তজ্জলং ভবেৎ ॥ ৫ ॥

অর্ঘ্যস্থাপনক্রমঃ

অর্ঘ্যং দ্বারি পরিষ্কার্য্যং তৎক্রমঃ কথ্যতেঽধুনা।
অস্ত্রেণ পাত্রং প্রক্ষাল্য হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূরয়েৎ ॥
মন্ত্রয়েৎ প্রণবেনৈব সামান্যার্ঘ্যমিদং স্মৃতম্ ॥

প্রণবেন দশধা মন্ত্রয়েদিত্যর্থঃ।

ফটা দ্বারং চ সংপ্রোক্ষ্য বীজেনাভ্যর্চ্চয়েৎ সুরান্।
গাং বাং ক্ষাং যাং চ বীজানি উক্তানি পরমেশ্বরি! ॥
গণেশ-বটুক-ক্ষেত্রপালাংশ্চ যোগিনীং তথা।
পূজয়েৎ সাধকশ্রেষ্ঠঃ প্রতিদ্বারমিতি ক্রমাৎ ॥

বিশ্বসারে—এষাং পূজাং বিলঙ্ঘ্যাথ ন সিদ্ধিঃ স্যাদ্ যুগে যুগে।
উত্তরাদি-ক্রমেণৈব দ্বারপালান্ সমর্চ্চয়েৎ ॥
ব্রহ্মাণং বাস্তুদেবং চ পূজয়েদ্ গৃহমধ্যতঃ ॥ ৬ ॥
আসনে মণ্ডলং কৃত্বা সম্পূজ্যারোহয়েৎ সুধীঃ।

করিবে এবং সেই ঘটে আনন্দ ভৈরব ও আনন্দ ভৈরবীর পূজা করিবে। যদি জলে বা পাত্রে অজ্ঞানতঃ কোন অন্য দোষ থাকে, তবে [উহা দ্বারা] সে সকল দোষ বিনষ্ট হয় এবং সেই জল পূজার উপযোগী হয় ॥ ৫ ॥

দ্বারদেশে অর্ঘ্য পরিষ্কার অর্থাৎ স্থাপন করিবে। সম্প্রতি তাহার ক্রম কথিত হইতেছে। অস্ত্র (ফট্) মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন করিয়া হৃন্মন্ত্র (নমঃ) দ্বারা জলপূরণ করিবে এবং প্রণবের দ্বারাই অভিমন্ত্রিত করিবে। ইহাই সামান্যার্ঘ্য কথিত হইয়াছে। "প্রণবেনৈব" ইহার অর্থ—প্রণবের দ্বারা দশবার অভিমন্ত্রিত করিবে। 'ফট্' মন্ত্রের দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া বীজের দ্বারা দেবতাদিগকে পূজা করিবে। হে পরমেশ্বরি! গাং, বাং, ক্ষাং, যাং—এইগুলি বীজ কথিত হইয়াছে। সাধকশ্রেষ্ঠ যথাক্রমে অর্থাৎ উত্তরাদি ক্রমে দ্বারে গণেশ, বটুক, ক্ষেত্রপাল ও যোগিনীকে পূজা করিবে।" বিশ্বসার তন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"এই সকল দেবতার পূজা লঙ্ঘন করিয়া যুগে যুগেও সিদ্ধি হয় না। উত্তরাদি ক্রমে দ্বারপালগণকে অর্চ্চনা করিবে। গৃহ মধ্যে ব্রহ্মা ও বাস্তুদেবকে পূজা করিবে ॥ ৬ ॥

বিশোধ্য বাক্‌কায়চিত্তং ভূমিং সম্যগ্‌ বিশোধয়েৎ ॥
ওঁ পবিত্র বজ্রভূমে হুং ফট্‌ স্বাহেতি মন্ত্রতঃ।
অনন্তরং দেশিকেন্দ্রো দিব্যদৃষ্ট্যাঽবলোকনৈঃ ॥
দিব্যানুৎসারয়েদ্‌ বিঘ্নানস্ত্রাম্ভিশ্চান্তরীক্ষগান্‌।
পাঞ্চিঘাতৈস্ত্রিভির্ভৌমানিতি বিঘ্নান্‌ নিবারয়েৎ ॥

বিশ্বসারে—অনিমেষদৃশা দৃষ্টির্দিব্যদৃষ্টিঃ প্রকীর্ত্তিতা।

করশুদ্ধির্যামলে—প্রাগুদীচী-মুখো বাপি সপুষ্পৈর্মার্জয়েৎ করম্‌।
মূলমুচ্চার্য্য দেবেশি! তৎ পুষ্পং বামতস্ত্যজেৎ ॥

মন্ত্রমাহ যামলে—ভৌতিকঃ শশিকলাসমন্বিতো বহ্নিষোড়শকলাসমন্বিতঃ।
ঙেন্তমস্ত্রমথ ফট্‌সমন্বিতং শুদ্ধয়ে মনুরয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

ভৌতিকঃ ঐকারঃ। শশিকলা নাদবিন্দুঃ। বহ্নীরেফঃ। ষোড়শকলা অংকারঃ। তেন ঐঁরঃ অস্ত্রায় ফট্‌। শুদ্ধয়ে করশুদ্ধয়ে ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

তন্ত্রগন্ধর্ব্বেঽপি—গৃহীত্বা রক্তপুষ্পঞ্চ সগন্ধং সাধকোত্তমঃ।

সুধী সাধক আসনে মণ্ডল করিয়া পূজা করিয়া উপবেশন করিবে। বাক্য, দেহ ও চিত্ত শোধন পূর্ব্বক **ওঁ পবিত্র বজ্রভূমে হুঁ ফট্‌ স্বাহা** এই মন্ত্রের দ্বারা যাগভূমি সম্যক্‌ প্রকারে শোধন করিবে। অনন্তর সাধকশ্রেষ্ঠ দিব্যদৃষ্টি দ্বারা উর্দ্ধে অবলোকন করিয়া দিব্য বিঘ্ন সকল এবং অস্ত্রমন্ত্র অর্থাৎ 'ফট্‌' মন্ত্র ও জলের দ্বারা অন্তরীক্ষ গত বিঘ্ন সকল দূর করিবে। ভূমিতে তিনবার গোড়ালির আঘাত দ্বারা ভৌম বিঘ্ন সকল দূর করিবে। বিশ্বসার তন্ত্রে বলিয়াছেন—"অনিমেষ নয়নের দ্বারা দর্শনই দিব্যদৃষ্টি কথিত হইয়াছে।" যামলতন্ত্রে করশুদ্ধি উক্ত হইয়াছে—"হে দেবেশি! পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পুষ্পযুক্ত (গন্ধ) দ্বারা হস্ত মার্জ্জনা করিবে এবং সেই পুষ্প বামভাগে ত্যাগ করিবে।" যামল তন্ত্রে করশুদ্ধির মন্ত্র বলিতেছেন—শশিকলা (নাদবিন্দু=ঁ) যুক্ত ভৌতিক (ঐ) এবং ষোড়শ কলা (অঃ) যুক্ত বহ্নি (র); অনন্তর ঙেন্ত (চতুর্থী বিভক্তির একবচনযুক্ত) অস্ত্র অর্থাৎ অস্ত্রায়। করশুদ্ধির জন্য এই মন্ত্র 'ফট্‌' যুক্ত কথিত হইয়াছে। ভৌতিক শব্দের অর্থ—ঐকার। শশিকলা শব্দের অর্থ—নাদবিন্দু (ঁ)। বহ্নি শব্দের অর্থ—রেফ (র)। ষোড়শ কলা শব্দের অর্থ—অংকার (ঃ)। সুতরাং সম্পূর্ণ মন্ত্র হইতেছে—**ঐঁ রঃ অস্ত্রায় ফট্‌।** "শুদ্ধয়ে" পদের অর্থ—করশুদ্ধয়ে অর্থাৎ করশুদ্ধির জন্য ॥ ৭ ॥

তন্ত্রগন্ধর্ব্বেও উক্ত হইয়াছে—"হে পার্ব্বতি! সাধকপ্রবর গন্ধযুক্ত রক্তপুষ্প

অনেনৈব তু মন্ত্রেণ পুষ্পং হস্ততলস্থিতম্ ॥
সম্মার্জ্জ্য সব্যহস্তেন বামেন পাণিনা ততঃ।
নির্ম্মঞ্ছ্য কামবীজেন জিঘ্রেৎ তদ্ বাগ্ভবেন চ ॥
ঐশান্যাং নিক্ষিপেদেতচ্ছরবীজেন পার্ব্বতি ! ।

তত্রৈব—মার্জ্জনাৎ করয়োঃ শুদ্ধির্নির্মঞ্ছনাৎ তু পৃষ্ঠয়োঃ।
ঘ্রাণাদ্ দেবাশ্চ তুষ্যন্তি তীর্থানাঞ্চ সমাগমঃ ॥
ক্ষেপণাৎ সর্ব্ববিঘ্নানাং দূরসংস্থানমেব চ।
দুর্গন্ধোচ্ছিষ্ট-সংস্পর্শদূষণং করয়োস্তু যৎ ॥
অজ্ঞাতরূপং তৎ সর্ব্বং নাশয়েদ্ বিধিনাঽমুনা।
করশুদ্ধিং সমাসাদ্য কুর্য্যাৎ তালত্রয়ং ততঃ ॥
ঊর্দ্ধোর্দ্ধমস্ত্রমন্ত্রেণ দিগ্বন্ধমপি দেশিকঃ।
হুং ফট্ স্বাহেতি মন্ত্রেণ ঊর্দ্ধোর্দ্ধমপ্যধস্তথা ॥
কুর্য্যাৎ তালত্রয়ং মন্ত্রী দিগ্বন্ধনমথাচরেৎ।
দিগ্বন্ধনং ছোটিকাভির্দশভিঃ কারয়েৎ সুধীঃ ॥
বিঘ্নমুৎসারিতং কৃত্বা ততঃ পুষ্পং বিশোধয়েৎ।*

গ্রহণ করিয়া এই মন্ত্রের দ্বারাই অর্থাৎ "ঐঁরঃ অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রের দ্বারাই হস্ততলস্থিত পুষ্পকে বামহস্তের দ্বারা মার্জ্জনা করিয়া পরে বাম হস্তের দ্বারা কামবীজ (ক্লীং) মন্ত্রে নির্ম্মঞ্ছন করিয়া বাগ্ভব (ঐং) বীজের দ্বারা সেই পুষ্পকে আঘ্রাণ করিবে। পরে শর-বীজের দ্বারা (ফট্ মন্ত্রে) ঈশান কোণে নিক্ষেপ করিবে।" সেইখানেই উক্ত হইয়াছে —"পুষ্পের মার্জ্জনের দ্বারা করতলদ্বয়ের শুদ্ধি, নির্ম্মঞ্ছনের দ্বারা করপৃষ্ঠের শুদ্ধি হয়। ঘ্রাণের দ্বারা দেবগণ সন্তুষ্ট হন ও তীর্থগণের সমাগম হয়। নিক্ষেপের দ্বারা সমস্ত বিঘ্নের দূরে অবস্থান হয়। এই বিধি দ্বারা অজ্ঞাতরূপ যে হস্তের দুর্গন্ধ ও উচ্ছিষ্ট-সংস্পর্শ দোষ, সে সমস্ত নাশ করিবে। করশুদ্ধি সম্পন্ন করিয়া পরে তালত্রয় করিবে। সাধক **হুঁ ফট্ স্বাহা** এই মন্ত্রের দ্বারা ঊর্দ্ধোর্দ্ধে এবং অধোদেশে তালত্রয় করিয়া অনন্তর দিগ্বন্ধন করিবে। সুধী সাধক দশটি ছোটিকা (তুড়ি) দ্বারা [দশটী] দিগ্বন্ধন করিবে। বিঘ্ন উৎসারিত করিয়া পরে পুষ্পশোধন করিবে এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া

* পুষ্পশোধনস্তু কুমারীকল্পে—পুষ্পাধিষ্ঠানে মন্ত্রঃ স্যাৎ প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধরেৎ। ততোঽভিষেকেঽতি পদং শতাভীতি ততঃ পরম্। ষেকেঽতি চ পদং প্রোচ্য হুঁ ফট্ স্বাহা ততঃ পরং। অনেন মনুনা

কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বামে গুরুত্রয়ং নমেৎ ॥

গুরুত্রয়মাহ তন্ত্রে—গুরুং পরগুরুঞ্চৈব পরাপরগুরুং তথা।

দক্ষপার্শ্বে গণেশঞ্চ মূর্দ্ধ্নি দেবীং নমেৎ প্রিয়ে! ॥ ৮ ॥

গন্ধর্ব্বে—ভূতশুদ্ধিঋষিন্যাসঃ পীঠন্যাসস্তথৈব চ।

করাঙ্গয়োঃ ষড়ঙ্গানি মাতৃকান্যাস এব চ ॥

বিদ্যান্যাসো মহেশানি! যৈশ্চ দেবময়ো ভবেৎ।

এতদেব হি নিত্যং স্যাৎ কাম্যং চান্যৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥

দেব এব যজেদ্ দেবং নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ।

অদেবঃ পূজয়ন্ দেবং ন পূজাফলভাগ্ ভবেৎ ॥

বাশিষ্ঠরামায়ণে—অবিষ্ণুঃ পূজয়ন্ বিষ্ণুং ন পূজাফলভাগ্ ভবেৎ

বিষ্ণুর্ভূত্বাঽর্চয়েদ্ বিষ্ণুমহং বিষ্ণুরিতি স্মরন্ ॥

ভারতে—নাবিষ্ণুঃ কীর্ত্তয়েদ্ বিষ্ণুং নাবিষ্ণুর্বিষ্ণুমর্চ্চয়েৎ।

নাবিষ্ণুঃ সংস্মরেদ্ বিষ্ণুং নাবিষ্ণুর্বিষ্ণুমাপ্নুয়াৎ ॥

ভবিষ্যে—নারুদ্রঃ সংস্মরেদ্ রুদ্রং নারুদ্রো রুদ্রমর্চ্চয়েৎ।

বামে গুরুত্রয়কে প্রণাম করিবে।" তন্ত্রে গুরুত্রয় বলিতেছেন—"হে প্রিয়ে! গুরু, পরমগুরু ও পরাপর গুরুকে প্রণাম করিবে। দক্ষিণে গণেশকে, মস্তকে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবে" ॥ ৮ ॥

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে মহেশানি! যে সমস্ত ন্যাসের দ্বারা সাধক দেবময় হয়, [তাহার মধ্যে] ভূতশুদ্ধি, ঋষিন্যাস, পীঠন্যাস, করন্যাস ও ষড়ঙ্গন্যাস, মাতৃকান্যাস—এই সমস্ত ন্যাস নিত্য; অন্য ন্যাস কাম্য কথিত হইয়াছে। দেব হইয়া অর্থাৎ ন্যাসাদি দ্বারা পাঞ্চভৌতিক দেহ লয় করিয়া নিজকে দেবতাস্বরূপ ভাবনা করিয়া দেবতাকে পূজা করিবে; দেবতা না হইয়া দেবতাকে অর্চ্চনা করিবে না। অদেব দেবতাকে পূজা করিয়া পূজাফলভাগী হয় না"। বাশিষ্ঠ রামায়ণে কথিত হইয়াছে—"অবিষ্ণু বিষ্ণুপূজা করিয়া পূজাফলভাগী হয় না।" 'আমি বিষ্ণু'—এইরূপ স্মরণ করিতে করিতে বিষ্ণু-স্বরূপ হইয়া বিষ্ণুকে পূজা করিবে।" ভারতে বলিয়াছেন—"অবিষ্ণু ব্যক্তি বিষ্ণুকে কীর্ত্তন করিবে না। অবিষ্ণু ব্যক্তি বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিবে না। অবিষ্ণু বিষ্ণুকে স্মরণ

'দেব্যাঃ পুষ্পাধিষ্ঠানমেব চ। প্রণবং পুষ্পকেতুশ্চ তথা রাজার্হতেঽপি চ। শতায় সম্যগুক্ত্যা চ সম্বন্ধায় ততশ্চ ওঁ। পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পাচয়াবকীর্ণে হুঁ ফট্ স্বাহেতি ততঃ পরম্। বিশোধ্য পুষ্পমেতেন জলং পূর্ব্ববদাহরেৎ ॥

নারুদ্রঃ কীর্ত্তয়েদ্ রুদ্রং নারুদ্রো রুদ্রমাপ্নুয়াৎ ॥
নাদেবী কীর্ত্তয়েদ্ দেবীং নাদেবী তাং সমর্চ্চয়েৎ।
ন্যাসাৎ তদাত্মকো ভূত্বা দেবীভূতস্তু তাং যজেৎ ॥
আগ্নেয়ে—রুদ্রস্য পূজনাদ্ রুদ্রো বিষ্ণুঃ স্যাদ্ বিষ্ণুপূজনাৎ।
সূর্য্যঃ স্যাদ্ সূর্য্যপূজাতঃ শক্ত্যাদিঃ শক্তিপূজনাৎ ॥
শক্তিপূজনাৎ শক্ত্যাদিপূজনাৎ। আদিপদাৎ গণেশাদিপরিগ্রহঃ।
যেনৈব ন্যাসমাত্রেণ দেববজ্ জায়তে নরঃ।
প্রাণায়ামৈস্তথা ধ্যানৈর্ন্যাসৈর্দেবশরীরভৃৎ।
ন্যাসানাং প্রচুরত্বেন ফলানামপি ভূরিতা ॥ ৯ ॥

ভূতশুদ্ধিঃ

তন্ত্রগন্ধর্ব্বে—স্বভাবতঃ সদাঽশুদ্ধং পঞ্চভূতাত্মকং বপুঃ।
মলমূত্র-সমাযুক্তং সর্ব্বদৈব মহেশ্বরি ! ॥
তস্যৈব হি বিশুদ্ধ্যর্থং বায়্বগ্নিসলিলাক্ষরৈঃ।
চন্দ্রবীজেন দেবেশি ! পৃথ্বীবীজেন দেশিকঃ ॥
শোষ-দাহৌ তথা ভস্মপ্রোৎসারামৃতবর্ষণম্।
আপ্লাবনঞ্চ কর্ত্তব্যং পূর-কুম্ভক-রেচকৈঃ ॥

করিবে না। অবিষ্ণু বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হয় না।” ভবিষ্য পুরাণে বলিয়াছেন—“অরুদ্র ব্যক্তি রুদ্রকে স্মরণ করিবে না। অরুদ্র রুদ্রকে অর্চ্চনা করিবে না। অরুদ্র রুদ্রকে কীর্ত্তন করিবে না। অরুদ্র রুদ্রকে প্রাপ্ত হয় না। অদেবী ব্যক্তি দেবীকে কীর্ত্তন করিবে না। অদেবী সেই দেবীকে অর্চ্চনা করিবে না। ন্যাসের দ্বারা দেবীস্বরূপ হইয়া দেবতাত্মক ব্যক্তিই দেবীকে পূজা করিবে।” আগ্নেয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—“রুদ্রের পূজাদ্বারা রুদ্রস্বরূপ, বিষ্ণুর পূজাদ্বারা বিষ্ণুস্বরূপ, সূর্য্যপূজা দ্বারা সূর্য্য-স্বরূপ এবং শক্তি প্রভৃতির পূজাদ্বারা শক্তি প্রভৃতি স্বরূপ হয়।” শক্তিপূজনাৎ” অর্থ—শক্ত্যাদি পূজনাৎ অর্থাৎ শক্তি প্রভৃতির পূজা দ্বারা। আদি পদের দ্বারা গণেশ প্রভৃতির গ্রহণ করিতে হইবে। মানব যেরূপ ন্যাসমাত্রের দ্বারাই দেবময় হয়; সেইরূপ প্রাণায়াম, ধ্যান ও ন্যাস সমূহের দ্বারা দেবশরীর ধারণ করে। ন্যাসের প্রাচুর্য্যের দ্বারা ফলেরও প্রাচুর্য্য হয় ॥ ৯

তন্ত্রগন্ধর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—পঞ্চভূতাত্মক দেহ স্বভাবতই সর্ব্বদা অশুদ্ধ; সর্ব্বদাই মল-মূত্র-যুক্ত। হে মহেশ্বরি ! হে দেবেশি ! সাধক সেই শরীরেরই বিশুদ্ধির জন্য বায়বীজ (যং), অগ্নিবীজ (রং), সলিলবীজ (বং), চন্দ্রবীজ (ঠং) ও

শরীরাকারপ্রাপ্তানাং ভূতানাং যদ্ বিশোধনম্।
অব্যক্তব্রহ্মসংস্পর্শাদ্ ভূতশুদ্ধিরিয়ং শিবে !॥
ভূতশুদ্ধিং বিধায়েত্থমর্ঘ্যাদিস্থাপনং চরেৎ।
বিদধ্যান্মাতৃকান্যাসং মন্ত্রন্যাসমনন্তরম্॥
প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যাদৃষ্যাদি-ন্যাসমাচরেৎ।
ন্যাসৌ করাঙ্গয়োঃ কৃত্বাত্মানং ভগবতীং স্মরেৎ॥
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাৎ পূর-কুম্ভক-রেচকৈঃ।
তৎ ত্রয়ং তু বিধাতব্যমনুলোম-বিলোমতঃ॥
অর্ঘ্যং সংস্থাপয়েন্মন্ত্রী যথান্যায়ং বিধানতঃ।
ত্রিকোণ-ষট্কোণ-বৃত্ত-চতুরস্রাণি কারয়েৎ।
পুষ্পৈরভ্যর্চ্চ্য তন্মন্ত্রী তত্রাধারং নিবেশয়েৎ॥
মং বহ্নিমণ্ডলায়েতি দশকলাত্মনে নমঃ।
পূজয়িত্বাঽর্ঘ্যপাত্রং তু তত্রৈব স্থাপয়েদ্ বুধঃ॥
ফড়িতি ক্ষালনং কৃত্বা পূজয়েৎ সাধকোত্তমঃ।
অং অর্কমণ্ডলায়েতি দ্বাদশান্তে কলাত্মনে॥

পৃথিবী বীজ (বং) দ্বারা পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিয়া [শরীরের] শোষণ ও দাহ করিবে। সেইরূপ ভস্মপ্রোৎসারণ ও অমৃতবর্ষণ এবং আপ্লাবনও কর্ত্তব্য। অব্যক্ত ব্রহ্মের সংস্পর্শে দেহাত্মক পঞ্চভূতের যে বিশুদ্ধি, হে শিবে! ইহাই ভূতশুদ্ধি। এই প্রকারে ভূতশুদ্ধি করিয়া অর্ঘ্যাদি স্থাপন করিবে। অনন্তর মাতৃকান্যাস, মন্ত্রন্যাস ও প্রাণায়ামত্রয় করিবে; ঋষ্যাদিন্যাসও করিবে। করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া নিজকে ভগবতী অর্থাৎ ইষ্টদেবতা-স্বরূপ ধ্যান করিবে। তাহার পর পূরক, কুম্ভক ও রেচকের দ্বারা প্রাণায়াম করিবে। এই প্রাণায়াম অনুলোম বিলোমে তিনবার কর্ত্তব্য। সাধক ন্যায়ানুসারে যথাবিধানে অর্ঘ্যস্থাপন করিবে। সাধক ত্রিকোণ, ষট্কোণ, বৃত্ত ও চতুরস্র (চতুষ্কোণ) করিবে; পুষ্পের দ্বারা সেই মণ্ডল অর্চ্চনা করিয়া সেই মণ্ডলে আধার (ত্রিপদী) স্থাপন করিবে। জ্ঞানী সাধক "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে আধার পূজা করিয়া সেই আধারেই অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিবে। সাধকপ্রবর 'ফট্' এই মন্ত্রে প্রক্ষালন করিয়া "অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশ-কলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে [সেই অর্ঘ্যপাত্রে] অর্কমণ্ডলকে পূজা করিবে। হে

নম ইত্যন্তমন্ত্রেণ পূজয়েদর্কমণ্ডলম্‌।
মূলেনাপূর্য্য দেবেশি! বিমলেন জলেন তু॥
উং সোমমণ্ডলায়েতি ষোড়শান্তে কলাত্মনে।
নম ইত্যন্তমন্ত্রেণ পূজয়েচ্চন্দ্রমণ্ডলম্‌॥
পূজয়িত্বা ষড়ঙ্গানি ন্যসেৎ সাধকসত্তমঃ।
তত্রাক্ষতানি পুষ্পাণি দূর্ব্বাদীনি বিনিঃক্ষিপেৎ॥
মূলমন্ত্রং জপেৎ স্পৃষ্ট্বা অঙ্গমন্ত্রং প্রবিন্যসেৎ।
হৃন্মন্ত্রেণাঽভিসম্পূজ্য হস্তাভ্যাং ছাদয়েদপঃ॥

হস্তাভ্যামিতি মৎস্যমুদ্রয়া ইত্যর্থঃ।

অস্ত্রমন্ত্রেণ সংরক্ষ্য কবচেনাবগুণ্ঠ্য চ।
ধেনুমুদ্রাং সমাপাদ্য রোধয়েৎ তৎ স্বমুদ্রয়া।
অমৃতং তজ্জলং চিন্ত্যং দ্রব্যসংপ্রোক্ষণং চরেৎ॥ ১০॥
গন্ধ-পুষ্পাক্ষত-যব-কুশাগ্রতিলসর্ষপৈঃ।
সদূর্ব্বৈঃ সর্ব্বদেবানামেতদর্ঘ্যমুদীরিতম্‌॥

শিববিষয়ে গৃহিণাং সগর্ভৈব দূর্ব্বা। যথা—

দেবেশি! মূলমন্ত্রে শুদ্ধজলের দ্বারা [সেই পাত্র] পূর্ণ করিয়া "উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" এই মন্ত্রে [সেই জলে] সোমমণ্ডলকে পূজা করিবে। সাধক-প্রবর পূজা করিয়া সেই জলে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে এবং আতপতণ্ডুল, পুষ্প ও দূর্ব্বা প্রভৃতি নিঃক্ষেপ করিবে। জল স্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্র জপ ও অঙ্গমন্ত্রের ন্যাস করিবে। 'নমঃ' মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া হস্তদ্বয়ের দ্বারা জল আচ্ছাদন করিবে। "হস্তাভ্যাং" এই পদের অর্থ—মৎস্যমুদ্রয়া অর্থাৎ মৎস্যমুদ্রা দ্বারা। 'ফট্‌' মন্ত্রে রক্ষা করিয়া কবচ (হুঁ) দ্বারা অবগুণ্ঠন (১) করিয়া ['বং' মন্ত্রে] ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া সন্নিরোধিনীমুদ্রা দ্বারা সন্নিরোধন করিবে। সেই জলকে অমৃত স্বরূপ চিন্তা করিয়া দ্রব্য প্রোক্ষণ করিবে॥ ১০

দূর্ব্বাযুক্ত গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত (আতপতণ্ডুল), যব, কুশাগ্র, তিল ও সর্ষপ দ্বারা এই অর্ঘ্য সর্ব্বদেবতার সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। গৃহস্থগণের শিব বিষয়ে সগর্ভা দূর্ব্বাই

(১) অবগুণ্ঠনাদিমুদ্রালক্ষণমাহ শারদায়াং ত্রয়োবিংশপটলে—"সব্যহস্তকৃতা মুষ্টি দীর্ঘাধোমুখ-তর্জ্জনী। অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা সতী॥ অন্যোন্যাভিমুখাশ্লিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ। তথাচ তর্জ্জনী মধ্যা ধেনুমুদ্রা সমীরিতা॥ অঙ্গুষ্ঠগর্ভিণী সৈব সন্নিরোধে সমীরিতা।" মৎস্যমুদ্রালক্ষণ-মন্যত্র—"অধোমুখাবুভৌ হস্তৌ স্বস্তোপরি চ সংস্থিতৌ। পার্শ্বদ্বয়গতাঙ্গুষ্ঠৌ মৎস্যমুদ্রেয়মীরিতা॥"

অন্তঃশূন্যাং ত্রিপত্রাঞ্চ যো দদ্যান্মচ্ছিরোপরি।
জন্মন্যত্র দরিদ্রঃ স্যাদন্তে চ নরকং ব্রজেৎ॥
অর্ঘ্যপাত্রস্থিতৈস্তোয়ৈর্বিনা যৎ তু নিবেদনম্।
দেবেভ্যো দীয়তে যদ্ যদ্ তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥
অর্ঘ্যস্যোত্তরতঃ স্থাপ্যং পাদ্যমাচমনীয়কম্।
তৎপার্শ্বে মধুপর্কঞ্চ দদ্যাৎ তু মধুমিশ্রিতম্॥
এতৎ শ্যামাক-দূর্ব্বাব্জ-বিষ্ণুক্রান্তাভিরীরিতম্।
পাদ্যপাত্রে চ দাতব্যমর্ঘ্যঞ্চৈবার্ঘ্যপাত্রকে॥
জাতী-লবঙ্গ-কক্কোলং দদ্যাদাচমনীয়কে॥ ১১॥
আদৌ দ্রব্যাণি সংস্কৃত্য পশ্চাৎ তন্ত্রোদিতান্ ন্যসেৎ।
মাতৃকা দ্বিবিধা প্রোক্তা পরা চাপ্যপরা তথা।
সুষুম্নান্তঃ পরা জ্ঞেয়া অপরা দেহমাশ্রিতা॥ ১২॥

অথ মাতৃকাষড়ঙ্গন্যাসঃ

জ্ঞানার্ণবে—অং আং-মধ্যে কবর্গন্তু ইং ঈং-মধ্যে চবর্গকম্।
উং ঊং-মধ্যে টবর্গন্তু এং ঐং-মধ্যে তবর্গকম্॥
ওং ঔং-মধ্যে পবর্গন্তু ‡ অং অঃ-মধ্যে যবর্গকম্।

বিহিত হইয়াছে। এ বিষয়ে প্রমাণ যথা—"যে ব্যক্তি আমার মস্তকের উপর অন্তঃশূন্য ত্রিপত্র দূর্ব্বা প্রদান করে, সে এই জন্মে দরিদ্র হয় এবং অন্তে অর্থাৎ দেহের বিনাশে নরকে গমন করে। অর্ঘ্যপাত্রস্থিত জল ব্যতীত যে নিবেদন বা যে যে দ্রব্য দেবতাগণকে দেওয়া হয়, সে সমস্তই নিষ্ফল হয়। অর্ঘ্যের উত্তরভাগে পাদ্য ও আচমনীয় পাত্র স্থাপন করিবে। তাহার পার্শ্বে মধুমিশ্রিত মধুপর্ক প্রদান করিবে। শ্যামাঘাস, দূর্ব্বা, পদ্ম ও বিষ্ণুক্রান্তা (অপরাজিতা) দ্বারা পাদ্য কথিত হইয়াছে। এই পাদ্য পাদ্যপাত্রে দিবে এবং অর্ঘ্যপাত্রে অর্ঘ্য দিবে। আচমন-পাত্রে জাতীফল, লবঙ্গ ও কট্ফল দিবে॥ ১১॥

প্রথমতঃ দ্রব্য সকল সংস্কৃত অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বারা শুদ্ধ করিয়া অনন্তর তন্ত্রোক্ত সকল ন্যাস করিবে। মাতৃকা দুই প্রকার কথিত হইয়াছে পরা ও অপরা। সুষুম্নার মধ্যস্থিতা মাতৃকা পরা জানিবে। দেহাশ্রিতা মাতৃকা অপরা॥ ১২॥

জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে মহেশ্বরি! অং ও আং—উহার মধ্যে কবর্গ অর্থাৎ "অং" এই বর্ণের পর 'কং খং গং ঘং ঙং' বলিয়া 'আং' বলিবে। এইরূপ—ইং

‡ তন্ত্রসারে তু এতদনন্তরময়ং পাঠো দৃশ্যতে—"বিন্দুযুক্তং ন্যসেৎ প্রিয়ে!। অনুস্বার-বিসর্গান্তৌ

ন্যাসং কুর্য্যান্ মহেশানি! হৃদয়াদি-ষড়ঙ্গকম্ ॥
মূলাদি-ব্রহ্মরন্ধ্রান্তং ধ্যায়েদ্ দেবীং চিদাত্মিকাম্।
বিন্দুস্রুত-সুধাসারৈস্তর্পয়ন্ * মাতৃকাং ন্যসেৎ ॥ ১৩

অন্তর্মাতৃকান্যাসঃ

অথাঽন্তর্মাতৃকান্যাসং শৃণুষ্ব কমলাননে!।
দ্ব্যষ্টপত্রাম্বুজে কণ্ঠে স্বরান্ ষোড়শ বিন্যসেৎ ॥
দ্বাদশচ্ছদ-হৃৎপদ্মে কাদীন্ দ্বাদশ বিন্যসেৎ।
দশপত্রাম্বুজে নাভৌ ডকারাদীন্ ন্যসেদ্ দশ ॥
ষট্পত্রে লিঙ্গমূলে চ বকারাদীন্ ন্যসেচ্চ ষট্।
আধারে চতুরো বর্ণান্ ন্যসেদ্ বাদীন্ চতুর্দ্দলে ॥
হক্ষৌ ভ্রূমধ্যগে পদ্মে দ্বিদলে বিন্যসেৎ প্রিয়ে!।
একৈকং বর্ণমুচ্চার্য্য মনসা তু ধ্রুবাদিকম্।
নমোঽন্তমিতি বিন্যাস আন্তরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

ধ্রুবাদিকং প্রণবাদিকমিত্যর্থঃ।

শারদায়াম্—বাহ্যং বৈ মাতৃকান্যাসং শৃণুষ্বাবহিতো মম।

ও ঈং উহার মধ্যে চবর্গ; উং ও ঊং—উহার মধ্যে টবর্গ; এং ও ঐং উহার মধ্যে তবর্গ; ওং ও ঔং উহার মধ্যে পবর্গ; অং ও অঃ—উহার মধ্যে যবর্গযুক্ত হৃদয়াদি ষড়ঙ্গ ন্যাস করিবে। মূলাধার হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত চিৎস্বরূপিণী কুণ্ডলিনী দেবীকে ধ্যান করিবে এবং বিন্দু-ক্ষরিত অমৃতধারা দ্বারা তর্পণ করিয়া মাতৃকান্যাস করিবে ॥১৩॥

হে কমলাননে! তাহার পর অন্তর্মাতৃকান্যাস শ্রবণ কর। কণ্ঠস্থিত ষোড়শ-দল পদ্মে ষোড়শ স্বর ন্যাস করিবে। দ্বাদশদল হৃৎপদ্মে ককারাদি দ্বাদশবর্ণ ন্যাস করিবে। নাভিস্থিত দশদল পদ্মে ডকারাদি দশটি বর্ণ ন্যাস করিবে। লিঙ্গমূলে ষড়্দল পদ্মে বকারাদি ছয়টী বর্ণ ন্যাস করিবে। মূলাধারে চতুর্দ্দল পদ্মে বকারাদি চারিটী বর্ণ ন্যাস করিবে। হে প্রিয়ে! ভ্রূমধ্যস্থিত দ্বিদল পদ্মে হ ক্ষ বর্ণ ন্যাস করিবে। প্রণবাদি নমোঽন্ত অর্থাৎ আদিতে "ওঁ" এবং শেষে "নমঃ" বলিয়া এক একটী বর্ণ উচ্চারণ করিয়া মনের দ্বারা যে ন্যাস, উহা আন্তর ন্যাস কথিত হইয়াছে।

যশবর্গৌ সলক্ষকৌ। হৃদয়ঞ্চ শিরো দেবি! শিখা কবচকং তথা। নেত্রমস্ত্রং ন্যসেৎ ঙেন্তং নমঃ-স্বাহাক্রমেণ তু ॥" * ক খ পুস্তকে—"বিন্দ্বাশ্রিতসুধাসারৈস্তর্পয়েদিতি পাঠঃ।"

ললাট-মুখবৃত্তাক্ষি-শ্রুতি-ঘ্রাণেষু গণ্ডয়োঃ ॥
ওষ্ঠ-দন্তোত্তমাঙ্গাস্য-দোঃপৎসন্ধ্যগ্রকেষু চ।
পার্শ্বয়োঃ পৃষ্ঠতো নাভৌ জঠরে হৃদয়েঽংসকে।
ককুদ্যংসে চ হৃৎপূর্ব্ব-পাণিপাদযুগে তথা।
জঠরাননয়োর্ন্যসেন্মাতৃকার্ণান্ যথাক্রমম্ ॥

মাতৃকান্যাসমুদ্রামাহ মানসোল্লাসে—

মনসা বা ন্যসেন্ন্যাসান্ পুষ্পৈরেবাঽথবা ন্যসেৎ।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগান্ন্যসেদ্ বা সর্ব্বকর্ম্মসু।

গৌতমীয়ে—চতুর্দ্ধা মাতৃকা প্রোক্তা কেবলা বিন্দুসংযুক্তা।
সবিসর্গা সোভয়া চ রহস্যং কথয়ামি তে।
অন্ত্যোপান্ত্যৌ স্বরৌ বিন্দুসর্গ-হীনৌ ন্যসেৎ প্রিয়ে!।
বিদ্যাকরী কেবলা চ সোভয়া ভুক্তিদায়িকা।
সবিসর্গা পুত্রদাত্রী সবিন্দুর্বিন্দুদায়িনী ॥

বিন্দুদায়িনী মোক্ষদায়িনীত্যর্থঃ।

ধ্রুবাদি শব্দের অর্থ—প্রণবাদি। শারদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—"বাহ্য মাতৃকান্যাস অবহিত হইয়া আমার নিকট শ্রবণ কর। ললাট, মুখবৃত্ত, নয়নদ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাছিদ্রদ্বয়, গণ্ডদ্বয়, ওষ্ঠ, দন্ত, ব্রহ্মরন্ধ্র, মুখ, হস্ত, পদ ও উহার সন্ধি এবং অগ্রভাগ, পার্শ্বদ্বয়, পৃষ্ঠ, নাভি, জঠর, দক্ষিণ স্কন্ধ, ককুদ্ (ঘাড়), বাম স্কন্ধ, হৃদয়াবধি হস্তদ্বয় ও পদদ্বয়, উদর ও মুখে যথাক্রমে [অকারাদি] মাতৃকাবর্ণগুলি ন্যাস করিবে। মানসোল্লাসে মাতৃকান্যাসের মুদ্রা বলিতেছেন—"মনের দ্বারা সকল ন্যাস করিবে অথবা পুষ্পের দ্বারাই সকল ন্যাস (১) করিবে। অথবা সমস্ত কর্ম্মে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকাযোগে [তত্ত্বমুদ্রায়] ন্যাস করিবে"। গৌতমীয় তন্ত্রে বলিয়াছেন—হে প্রিয়ে! মাতৃকার রহস্য তোমাকে বলিতেছি। মাতৃকা চারি প্রকার উক্ত হইয়াছে (১) কেবলা, (২) অনুস্বার-যুক্তা, (৩) বিসর্গযুক্তা, (৪) উভয়যুক্তা অর্থাৎ অনুস্বার-বিসর্গযুক্তা; অন্ত্য ও উপান্ত্য স্বরদ্বয় (অং ও অঃ) অনুস্বার বিসর্গ না দিয়া ন্যাস করিবে। কেবলা মাতৃকা বিদ্যাকরী,

---

(১) নরসিংহ ঠক্কুর "তারাভক্তি-সুধার্ণবে" বলিয়াছেন—পুষ্পের দ্বারা দেবতামূর্ত্তিতে, অঙ্গুষ্ঠযুক্ত অনামা (তত্ত্বমুদ্রা) দ্বারা নিজদেহে এবং মনের দ্বারা মূলাধারাদিতে ন্যাস কর্ত্তব্য। ঋষ্যাদি ন্যাস, করাদি ন্যাস এবং বাহ্যমাতৃকান্যাসে এ মুদ্রা ব্যবহৃত হইবে না; কারণ এই সকল ন্যাসে স্বতন্ত্র মুদ্রা আছে। (মৎসম্পাদিত তারাভক্তি-সুধার্ণব ১৬১ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

ধন্যং যশস্যমায়ুষ্যং কলিকল্মষ-নাশনম্।
যঃ কুর্য্যাম্মাতৃকান্যাসং স এব শ্রীসদাশিবঃ ॥ ১৪ ॥

অথ বিদ্যান্যাসঃ

নবরত্নেশ্বরে—মূর্দ্ধ্নি মূলে চ হৃদয়ে নেত্রত্রিতয় এব চ।
শ্রোত্রয়োর্যুগলে দেবি! মুখে চ ভুজয়োঃ পুনঃ ॥
পৃষ্ঠে জান্বোস্তথা নাভৌ বিদ্যান্যাসং সমাচরেৎ।
এবং ন্যাসকৃতঃ সাক্ষাৎ পশুঃ পশুপতিঃ স্বয়ম্ ॥

ফেৎকারিণীয়তন্ত্রে—ওঁকারসম্পুটীকৃত্য মূলেন ব্যাপকং ন্যসেৎ।
পঞ্চধা নবধা বাপি ন্যসেদ্ বা সপ্তধাঽথবা ॥

মূলমুচ্চার্য্য শীর্ষাদি-পাদপর্য্যন্তং পাদাদি-শীর্ষান্তং হৃদয়াদি-মুখান্তং ব্যাপকং ন্যসেদিত্যর্থঃ। ইতি বিদ্যান্যাসঃ ॥ ১৫ ॥

বিশুদ্ধেশ্বরে—প্রাণায়ামত্রয়ং কুর্য্যাদ্ বিদ্যয়া তদনন্তরম্।
পূরকং বামনাড্যাং তু কুর্য্যাদ্ ষোড়শধা জপৈঃ ॥
কুম্ভকং মধ্যনাড্যান্তু চতুঃষষ্টিজপাৎ ততঃ।
রেচকং পিঙ্গলায়ান্তু তদর্দ্ধজপসংখ্যয়া ॥
বিপরীতং পুনঃ কুর্য্যাদ্ যথাশক্ত্যা চ সাধকঃ।

অনুস্বার-বিসর্গ-যুক্তা মাতৃকা ভুক্তিদায়িনী। বিসর্গযুক্তা পুত্রপ্রদা। অনুস্বার-যুক্তা বিন্দুদায়িনী। "বিন্দুদায়িনী" এই পদের অর্থ—মোক্ষদায়িনী। যে ব্যক্তি সৌভাগ্যপ্রদ, যশোবর্দ্ধক, আয়ুষ্কর, কলিকল্মষ-নাশক মাতৃকান্যাস করে, সেই সাধকই সদাশিব ॥১৪॥

নবরত্নেশ্বরে উক্ত হইয়াছে—"হে দেবি! মস্তক, মূলাধার, হৃদয়, নেত্রত্রয়, কর্ণদ্বয়, মুখ, বাহুদ্বয়, পৃষ্ঠ, জানুদ্বয় ও নাভিতে বিদ্যান্যাস করিবে। এইরূপ ন্যাসকারী জীব স্বয়ং সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ হয়।" ফেৎকারিণীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"ওঁকারের দ্বারা পুটিত করিয়া মূলমন্ত্রে ব্যাপক ন্যাস করিবে। পাঁচবার, নয়বার অথবা সাতবার ব্যাপকন্যাস কর্ত্তব্য। মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মস্তক হইতে পাদ পর্য্যন্ত, পাদ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এবং হৃদয় হইতে মুখ পর্য্যন্ত ব্যাপকন্যাস করিবে। ইহাই বিদ্যান্যাস ॥১৫॥

বিশুদ্ধেশ্বরে উক্ত হইয়াছে—"তাহার পর মূলমন্ত্র দ্বারা প্রাণায়ামত্রয় করিবে। ষোড়শবার মূলমন্ত্র জপের দ্বারা বামনাড়ীতে পূরক করিবে। অনন্তর চতুঃষষ্টিবার মূলমন্ত্র জপের দ্বারা মধ্যনাড়ীতে কুম্ভক করিবে। পরে তাহার অর্দ্ধেক জপ সংখ্যায় অর্থাৎ ৩২বার মূলমন্ত্র জপে পিঙ্গলায় রেচক করিবে। সাধক শক্ত্যনুসারে পুনরায়

তদশক্তৌ চতুর্দ্ধাপি প্রাণসংযমনং চরেৎ ॥

চতুর্দ্ধেতি মূলবিদ্যায়াশ্চতুর্ব্বারজপেন পূরকং, ষোড়শবার-জপেন কুম্ভকমষ্টবার-জপেন রেচকমিত্যর্থঃ। তত্রাপ্যশক্তৌ সময়াঙ্কমাতৃকায়াম্—

ঈড়য়া পূরয়েদ্ বায়ুং সকৃচ্চ মূলবিদ্যয়া।
মধ্যনাড্যা কুম্ভয়েচ্চ বেদসংখ্যং বরাননে ! ॥
নেত্রসংখ্যাক্রমেণৈব রেচয়েৎ পিঙ্গলাধ্বনা।
পুনঃ পুনঃ ক্রমেণৈব যথা বারত্রয়ং ভবেৎ ॥
বাহ্যাদাপূরণং বায়োরুদরে পূরকো ভবেৎ।
সম্পূর্ণকুম্ভবদ্ বায়োর্ধারণং কুম্ভকো ভবেৎ ॥
বহির্যদ্ রেচনং বায়োরুদরাদ্রেচকো হি সঃ।

জ্ঞানার্ণবে—কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্যন্নাসাপুটধারণম্ ॥
প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়স্তর্জনীমধ্যমে বিনা।
প্রাণায়ামং বিনা দেবি ! পূজনে নাস্তি যোগ্যতা ॥ ১৬ ॥

যামলে—ঋষিং ন্যসেন্ মূর্দ্ধ্নি দেশে ছন্দস্তু মুখপঙ্কজে।
দেবতাং হৃদয়ে চৈব বীজং তু গুহ্যদেশকে ॥

বিপরীত অর্থাৎ ষোড়শবার জপের দ্বারা পিঙ্গলাতে পূরক, ৬৪বার জপের দ্বারা মধ্যনাড়ীতে কুম্ভক, ৩২বার জপের দ্বারা বামনাড়ীতে রেচক করিবে। তাহাতে অশক্ত হইলে "চতুর্দ্ধা" অর্থাৎ চারিবার জপের দ্বারা প্রাণ-সংযমন (পূরক) করিবে। মূলোক্ত "চতুর্দ্ধা" এই পদের অর্থ—মূলবিদ্যার ৪বার জপের দ্বারা পূরক, ষোড়শবার জপের দ্বারা কুম্ভক এবং আটবার জপের দ্বারা রেচক করিবে। তাহাতে অশক্ত হইলে সময়াঙ্ক-মাতৃকায় উক্ত হইয়াছে—"একবার মূলমন্ত্র জপের দ্বারা ঈড়াতে বায়ু পূরণ করিবে। হে বরাননে ! মধ্যনাড়ীতে ৪বার কুম্ভক করিবে। দুইবার জপের দ্বারা পিঙ্গলানাড়ীতে রেচক করিবে। যেরূপে বারত্রয় হয়, যথাক্রমে পুনঃপুনঃ [তাহাই] করিবে। বাহ্য দেশ হইতে উদরে বায়ুর যে আপূরণ, তাহাই পূরক, জলপূর্ণ কুম্ভের ন্যায় উদরে বায়ুর যে ধারণ, তাহাই কুম্ভক এবং উদর হইতে বহির্ভাগে বায়ুর যে রেচন, তাহাই রেচক"। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"তর্জ্জনী ও মধ্যমা ব্যতীত কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা যে নাসাপুট ধারণ, তাহাই প্রাণায়াম জানিবে। হে দেবি ! প্রাণায়াম ব্যতীত পূজায় যোগ্যতা হয় না ॥ ১৬ ॥

যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—মস্তকে ঋষিকে ন্যাস করিবে। মুখপদ্মে ছন্দঃ, হৃদয়ে

শক্তিস্তু পাদয়োশ্চৈব সর্ব্বাঙ্গে কীলকং ন্যসেৎ ॥

ঋষিং ন্যসেদিতি—তত্তৎপ্রকরণীয়মৃষিচ্ছন্দইত্যাদিকং ন্যসেদিত্যর্থঃ।

ঋষিচ্ছন্দোদেবতানাং বিন্যাসেন বিনা যদা।

জপেৎ তু সাধকো যস্তু ন স তত্র ফলং লভেৎ ॥

করাঙ্গন্যাসমাহ শারদায়াম্—

অঙ্গুষ্ঠাদিষ্বঙ্গুলিষু ন্যসেদঙ্গৈঃ সজাতিভিঃ।

অঙ্গৈস্তত্তৎকল্পোক্তাঙ্গমন্ত্রৈঃ। সজাতিভিঃ নম আদিভিঃ। জ্ঞানার্ণবে—

নমঃ স্বাহা-বষট্-হুঁ-বৌষট্ ফড়ন্তাঃ সজাতয়ঃ।

হৃচ্ছিরঃ-শিখা-কবচ-নেত্রত্রয়ং তথাস্ত্রকম্ ॥

শারদায়াম্—অস্ত্রং তৎতলয়োর্ন্যস্য কুর্য্যাৎ তালত্রয়াদিকম্।

দিশস্তেনৈব বধ্নীয়াচ্ছোটিকাভিঃ সমাহিতঃ ॥ ১৭ ॥

অথাঙ্গন্যাসঃ

হৃদয়াদিষু বিন্যসেদঙ্গমন্ত্রাংস্ততঃ সুধীঃ।

হৃদয়ায় নমঃ পূর্ব্বং শিরসে বহ্নিবল্লভা ॥

দেবতা, গুহ্যদেশে বীজ, পাদদ্বয়ে শক্তি এবং সর্ব্বাঙ্গে কীলক ন্যাস করিবে। "ঋষিং ন্যসেৎ" ইহার অর্থ—তত্তৎ-পূজা প্রকরণোক্ত ঋষি ছন্দঃ, প্রভৃতি ন্যাস করিবে। যে সাধক যখন ঋষি, ছন্দ ও দেবতার ন্যাস না করিয়া যদি জপ করে, সে তখন তাহাতে ফললাভ করে না।" শারদাতিলকে করাঙ্গন্যাস বলিতেছেন—"সজাতি" অর্থাৎ নমঃ, স্বাহা প্রভৃতিযুক্ত অঙ্গ মন্ত্রের দ্বারা অঙ্গুষ্ঠাদি অঙ্গুলিসমূহে করাঙ্গন্যাস করিবে।" "অঙ্গৈঃ" এই পদের অর্থ—তত্তৎকল্পোক্ত অর্থাৎ তত্তৎ দেবতার বীজ ধ্যানাদি প্রতিপাদক যে শাস্ত্র, সেই শাস্ত্রোক্ত তত্তৎ দেবতার অঙ্গমন্ত্রের দ্বারা। "সজাতিভিঃ" এই পদের অর্থ—নমঃ প্রভৃতি যুক্ত। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"নমঃ, স্বাহা, বষট্, "হুঁ", বৌষট্ ও ফট্—ইহারা সজাতি মন্ত্র। হৃদয়, মস্তক, শিখা, কবচ, নেত্রত্রয় ও অস্ত্র (করতল) [এইগুলি ন্যাস স্থান অর্থাৎ এই সকল স্থানে ন্যাস করিবে।] শারদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—করতলদ্বয়ে অর্থাৎ করতল ও করপৃষ্ঠে অস্ত্র ন্যাস করিয়া তালত্রয় করিবে এবং সমাহিত হইয়া তাহা দ্বারাই অর্থাৎ অস্ত্রমন্ত্র ও ছোটিকার দ্বারা দশদিগ্‌বন্ধন করিবে ॥ ১৭ ॥

তাহার পর সুধী সাধক হৃদয় প্রভৃতিতে অঙ্গমন্ত্র সকল বিন্যাস করিবে। প্রথমে [হৃদয়ে] "হৃদয়ায় নমঃ, [পরে মস্তকে] "শিরসে স্বাহা" [শিখায়] কথিত হইয়াছে

শিখায়ৈ বষড়িত্যুক্তং কবচায় হুমীরিতম্।
নেত্রত্রয়ায় বৌষট্ স্যাদস্ত্রায় ফড়িতি ক্রমাৎ ॥
ষড়ঙ্গমন্ত্রানিত্যুক্তান্ ষড়ঙ্গেষু নিযোজয়েৎ।

রুদ্রযামলে—হৃদয়ং মধ্যমাঽনামা-তর্জনীভিঃ স্মৃতং শিরঃ।
মধ্যমাতর্জনীভ্যাং স্যাদঙ্গুষ্ঠেন শিখা স্মৃতা ॥
দশভিঃ কবচং প্রোক্তং তিসৃভির্নেত্রমীরিতম্।
প্রোক্তাঙ্গুলীভ্যামস্ত্রং স্যাদঙ্গক্লৃপ্তিরিয়ং মতা ॥ ইতি

তিসৃভিরিতি তর্জনী-মধ্যমানামাভিঃ।
তর্জ্জনী-মধ্যমানামাঃ প্রোক্তা নেত্রত্রয়ে ক্রমাৎ।
যদি নেত্রদ্বয়ং দেবি! তদা তর্জ্জনীমধ্যমে ॥

ভৈরবতন্ত্রে—ষড়ঙ্গানি ন্যসেন্মন্ত্রী ত্রিঃ সকৃদ্ বা যথাক্ষমম্।

তন্ত্রে— অঙ্গন্যাস-করন্যাসৌ ষড়্দীর্ঘমায়য়া চরেৎ।

সারাবল্যাং—যদ্বীজাদ্যা ভবেদ্ বিদ্যা তদ্বীজেনাঽঙ্গকল্পনা।

কুলচূড়ামণৌ—একাক্ষরমধিকৃত্য পূর্ব্বং বীজং পরং শক্তিরিতি।
ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন কুর্য্যাদঙ্গাদিকল্পনা।

কালীবিদ্যায়াং স্বচ্ছন্দসংগ্রহে—

"শিখায়ৈ বষট্, [কবচে] কথিত হইয়াছে "কবচায় হুঁ", [নেত্রে] "নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" [অস্ত্রে] "অস্ত্রায় ফট্"। এই ক্রমে প্রাগুক্ত ষড়ঙ্গমন্ত্র সকল হৃদয়াদি ছয়টী অঙ্গে বিন্যাস করিবে। রুদ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"মধ্যমা, অনামা ও তর্জ্জনী দ্বারা হৃদয়, মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা মস্তক, অঙ্গুষ্ঠদ্বারা শিখা, দশ অঙ্গুলি দ্বারা কবচ; তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা নেত্র এবং উক্ত অঙ্গুলিদ্বয় অর্থাৎ মধ্যমা ও তর্জ্জনী দ্বারা অস্ত্র কথিত হইয়াছে। ইহাই অঙ্গকপ্তি অর্থাৎ অঙ্গন্যাসে অঙ্গুলি নিয়ম। "তিসৃভিঃ" এই পদের অর্থ—তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা দ্বারা। নেত্রত্রয় সম্বন্ধে যথাক্রমে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা কথিত হইয়াছে। হে দেবি! যদি নেত্রদ্বয় হয়, তবে তর্জ্জনী ও মধ্যমা বিহিত হইয়াছে। ভৈরবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"সাধক শক্তি অনুসারে তিনবার বা একবার ষড়ঙ্গন্যাস করিবে।" তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"ছয়টী দীর্ঘস্বরযুক্ত মায়াবীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস করিবে।" সারাবলীতে উক্ত হইয়াছে—"যে বিদ্যা যে বীজ পূর্ব্বক হইবে, সেই বীজের দ্বারা (সেই দেবতার) করাঙ্গন্যাস কল্পনা করিবে।" কুল-চূড়ামণিতে উক্ত হইয়াছে—"একাক্ষর বীজের পূর্ব্ববর্ণ বীজ, পরবর্ণ শক্তি।" ছয়টী

স্বরং বিহায় বীজস্য দীর্ঘষট্কং নিযোজয়ন্।
ষড়ঙ্গানি বিদধ্যাদ্ বৈ সর্ব্বত্রাঽয়ং বিধিঃ স্মৃতঃ॥
পূজা-জপার্চ্চনা-হোমাঃ সিদ্ধমন্ত্রৈঃ কৃতা অপি।
অঙ্গন্যাসেন হীনাস্তু ন দাস্যন্তি ফলান্যমী॥
ইত্যঙ্গন্যাসস্য নিত্যত্বম্। অথ স্বস্বকল্পোক্তযোঢ়ান্যাসং কুর্য্যাৎ॥ ১৮

যোঢ়ান্যাসফলম্

যোঢ়ান্যাস-শরীরস্তু ভবেদ্ গঙ্গাধরঃ স্বয়ম্।
অবশ্যং প্রত্যহং কুর্য্যাৎ ততঃ পূজাং জপং তথা।
কৃতেঽপি সাধকশ্রেষ্ঠো মহাদেবসমো ভবেৎ॥
কৃতন্যাসোঽকৃতন্যাসং প্রণমেদ্ যদি পার্ব্বতি!।
তৎক্ষণাদকৃতন্যাসো বিদীর্ণহৃদয়ো ভবেৎ॥
যং নমন্তি মহাদেবি! যোঢ়া-পুটিত-বিগ্রহাঃ।
অল্পায়ুঃ স ভবেৎ সদ্যো দেবতা কম্পতে ভিয়া।
ন্যাসং নির্ব্বর্ত্তয়েদ্ দেবি! যোঢ়ান্যাসপুরঃসরম্॥ ১৯॥

দীর্ঘস্বরযুক্ত বীজের দ্বারা করাঙ্গন্যাস করিবে। কালীবিদ্যা প্রকরণে "স্বচ্ছন্দ-সংগ্রহে" উক্ত হইয়াছে—"বীজমন্ত্রের স্বর পরিত্যাগ করিয়া ছয়টী দীর্ঘস্বর যুক্ত করিয়া ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। সর্ব্বত্র এই বিধি উক্ত হইয়াছে। পূজা, জপ, অর্চ্চনা এবং হোম সিদ্ধমন্ত্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও অঙ্গন্যাস-বিহীন হইলে কিন্তু এই সকল ফল প্রদান করে না।" এই সকল বচনে অঙ্গন্যাসের নিত্যত্ব উক্ত হইয়াছে। অনন্তর স্ব স্ব কল্পোক্ত যোঢ়ান্যাস করিবে॥১৮॥

যোঢ়ান্যাস-শরীর অর্থাৎ যাহার শরীরে যোঢ়ান্যাস অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি স্বয়ং গঙ্গাধর স্বরূপ। সাধকশ্রেষ্ঠ প্রত্যহ অবশ্যই যোঢ়ান্যাস করিবে। তাহার পর পূজা ও অনন্তর জপ করিবে। যোঢ়ান্যাস করিলেই সাধক মহাদেব তুল্য হয়। হে পার্ব্বতি! কৃত-যোঢ়ান্যাস ব্যক্তি যদি অকৃত-যোঢ়ান্যাস ব্যক্তিকে প্রণাম করে, তবে তৎক্ষণাৎ অকৃত-যোঢ়ান্যাস ব্যক্তি বিদীর্ণ-হৃদয় হয়। হে মহাদেবি! যোঢ়াপুটিত-বিগ্রহ অর্থাৎ যাঁহারা স্বদেহে যোঢ়ান্যাস করিয়াছেন, সেই সকল ব্যক্তি যাহাকে প্রণাম করে, সে তৎক্ষণাৎ অল্পায়ুঃ হয়। দেবতা [ইহাঁর] ভয়ে কম্পিত হন। হে দেবি! যোঢ়ান্যাস পূর্ব্বক অন্য ন্যাস অনুষ্ঠান করিবে॥১৯॥

আত্মধ্যানম্

তন্ত্রগন্ধর্ব্বে—আত্মানং সাধকো ধ্যায়েদ্ দিব্যস্ত্রীভিরলঙ্কৃতম্।
দিব্যং মূর্দ্ধ্নি মহাচ্ছত্রং সহস্রদল-কল্পিতম্॥
রত্নাসনোপবিষ্টন্তু লাক্ষারুণ-গৃহস্থিতম্।
তাম্বূলরক্তবদনং নানাগন্ধ-সমন্বিতম্॥
চন্দনাগুরু-কস্তূরী-রক্তচন্দন-ভূষিতম্।
সর্ব্বালঙ্কার-ভূষাঢ্যং দেব্যা বিগ্রহরূপিণম্॥
সুগন্ধি-পুষ্পাভরণ-বস্ত্রাদিভিরলঙ্কৃতম্।
তস্য হস্তগতা সিদ্ধির্নান্যস্য চ কদাচন॥ ২০॥

দেবী-ধ্যানম্

ততো দেবীং হৃদম্ভোজে ধ্যায়েৎ তদ্গত-মানসঃ।
পুষ্পং গৃহীত্বা দেবেশি! মুদ্রয়া তু ত্রিখণ্ডয়া॥ *
তাং কুর্য্যাদ্ হৃদয়াসন্নাং নিমীল্য লোচনদ্বয়ম্।
সম-কায়-শিরো-গ্রীবো ভূত্বা স্থিরমনা বুধঃ॥
তত্রৈব সফল-ধ্যানকর্ত্তব্যত্বমাহ—ধ্যানং সমাচরেন্মন্ত্রী সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।

তন্ত্রগন্ধর্ব্বে উক্ত হইয়াছে—"সাধক তাঁহার আত্মাকে দিব্য স্ত্রীগণে পরিবেষ্টিত, মস্তকে সহস্রদল কল্পিত দিব্য মহাছত্রশোভিত, লাক্ষারঞ্জিত অরুণবর্ণ গৃহে স্থিত, রত্ন-মণ্ডিত আসনে উপবিষ্ট, তাম্বূলরাগ-রঞ্জিত মুখ, নানাগন্ধলিপ্ত; চন্দন, অগুরু, কস্তূরী ও রক্তচন্দনে ভূষিত, সর্ব্ব অলঙ্কার ভূষণে আঢ্য, দেবীর বিগ্রহরূপ, সুগন্ধি পুষ্প, আভরণ ও বস্ত্রাদির দ্বারা অলঙ্কৃত,—এইরূপে ধ্যান করিবেন। তাঁহার অর্থাৎ উক্তরূপে আত্ম-ধ্যানকারী সাধকেরই সিদ্ধি হস্তগত হয়, কিন্তু অন্যের কখনও তাহা হয় না॥২০॥

হে দেবেশি! অনন্তর তদ্গতচিত্ত হইয়া ত্রিখণ্ডা মুদ্রা দ্বারা পুষ্প গ্রহণ করিয়া হৃৎপদ্মে দেবীকে ধ্যান করিবে। স্থিরচিত্ত জ্ঞানী সাধক দেহ, মস্তক ও গ্রীবা সম (সরল) করিয়া নেত্রদ্বয় মুদ্রিত করিয়া সেই ত্রিখণ্ডা মুদ্রাকে হৃদয়ের নিকটবর্ত্তিনী করিবে। সেই তন্ত্রগন্ধর্ব্বেই ধ্যানের কর্ত্তব্যতা ও ফল বলিতেছেন—"অনন্তর সাধক সর্ব্ব-

* ত্রিখণ্ডামুদ্রালক্ষণং তু—"পরিবর্ত্ত্য করৌ স্পৃষ্টাবঙ্গুষ্ঠৌ কারয়েৎ সমৌ। অনামান্তর্গতে কৃত্বা তর্জ্জন্যৌ কুটিলাকৃতী। কনিষ্ঠিকে নিযুঞ্জীত নিজস্থানে মহেশ্বরি!। ত্রিখণ্ডেয়ং সমাখ্যাতা ত্রিপুরাধ্যানকর্ম্মণি।"—তন্ত্রসারঃ।

ততো হৃৎপদ্মগাং দেবীং মানসৈরুপচারকৈঃ ॥
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপৈ-র্নৈবেদ্যৈর্বলিভিস্তথা।
ভোগৈশ্চ পূজয়েদেনাং সাধকস্তু যথাবিধি ॥
ততো বৈ মানসং জাপং কুর্য্যাদ্ হোমঞ্চ সাধকঃ।
নমস্কৃত্য তথা স্তুত্বা বহির্যজনমাচরেৎ ॥ ২১ ॥
ততো হৃদয়পদ্মান্তঃ-স্ফুরন্তীং পরমেশ্বরীম্।
সুষুম্না-বর্ত্মনা নীত্বা শির(ব)স্থানে মহেশ্বরীম্ ॥
তত্রানন্দেন সংযোজ্য কেবলানন্দরূপিণীম্।
ততো বৈ হৃদয়াসন্নে পূর্ব্বস্থানে সমানয়েৎ ॥
তামাজ্ঞাস্থানমানীয় বহন্নাড্যা বিরেচয়েৎ।
নাসয়া দক্ষয়া দেবি! বায়ুবীজেন মন্ত্রবিৎ ॥
করস্থ-কুসুমে দেবীং স্থাপয়েদাসনোপরি ॥

দেব্যাবাহনম্

এহ্যেহি ভগবত্যম্ব ভক্তানুগ্রহ-বিগ্রহে।
যোগিনীভিঃ সমং দেবি! রক্ষার্থং মম সর্ব্ব(দা)থা ॥

পাপনাশক ধ্যান করিবে। মানস উপচারের দ্বারা হৃৎপদ্মস্থিতা দেবীকে পূজা করিবে। সাধক [মানস] গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বলি এবং ভোগের দ্বারা যথাবিধি এই দেবীকে পূজা করিবে। তাহার পর সাধক অবশ্যই মানস জপ ও মানস হোম করিবে। নমস্কার করিয়া এবং স্তব করিয়া বহির্যজন অর্থাৎ বাহ্যপূজার অনুষ্ঠান করিবে ॥২১॥

অনন্তর হৃৎপদ্মের অভ্যন্তরে প্রকাশমানা, কেবল আনন্দময়ী মহেশ্বরীকে সুষুম্না পথে শিরঃস্থানে অর্থাৎ সহস্রদল পদ্মের নিকট লইয়া সেইখানে আনন্দের অর্থাৎ শিবের সহিত মিলিত করাইয়া পরে হৃদয়সমীপবর্ত্তী পূর্ব্বস্থানে আনয়ন করিবে। হে দেবি! মন্ত্রজ্ঞ সাধক তাঁহাকে বহন্নাড়ী অর্থাৎ সুষুম্নানাড়ী দ্বারা আজ্ঞাস্থানে আনয়ন করিয়া দক্ষিণ নাসিকায় বায়ুবীজ (যং) দ্বারা বিরেচন অর্থাৎ বহির্গত করিবে। [অনন্তর] সেই দেবীকে হস্তস্থিত পুষ্পে স্থাপন করিবে। [পরে] আসনের উপরে অর্থাৎ মূর্ত্তি প্রভৃতিতে "এহ্যেহি ভগবত্যম্ব" ইত্যাদি আবাহন মন্ত্র পাঠ করিয়া দেবীকে ধ্যান করিয়া আবাহন করিয়া সেই সেই মুদ্রা দেখাইবে। উক্ত আবাহন মন্ত্রের অর্থ— "হে অম্ব! হে ভগবতি! (ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনি!) হে ভক্তানুগ্রহবিগ্রহে! (চিন্ময়ী হইয়াও ভক্তগণের অনুগ্রহের জন্য বিগ্রহ অর্থাৎ শরীরধারিণি!) হে দেবি! হে দেবেশি!

দেবেশি ! ভক্তি-সুলভে ! পরিবার-সমন্বিতে ।
যাবৎ ত্বাং পূজয়ামীশে ! তাবৎ ত্বং সুস্থিরা ভব ॥
দেবীং ধ্যাত্বা সমাবাহ্য তত্তন্মুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ ॥

তত্তন্মুদ্রা আবাহন্যাদি-পঞ্চমুদ্রাঃ । শালগ্রামাদাবাহনস্য নিষেধমাহ—

শালগ্রামে মণৌ চাপ্সু বহ্নৌ মনসি পুষ্পকে ।
এষু চাবাহনং নাস্তি তত্র দেবাঃ সদা স্থিতাঃ ॥ ২২ ॥

দ্রব্যদাননিয়মঃ

পূজাপ্রকারমাহ যামলে—আদৌ মূলং সমুচ্চার্য্য পশ্চাদ্ দেয়ং সমুচ্চরেৎ ।
সম্প্রদানং তদন্তে তু ত্যাগার্থকপদং ততঃ ॥
এবং কল্পক্রমেণৈব পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥
নার্চ্চয়েদেকহস্তেন ন পঞ্চ নখদর্শনম্ ।
নিষ্ফলা কীর্ত্তিতা সা হি সর্ব্বত্রাঽপি ন শোভতে ॥

ষড়ঙ্গাস্ত্রাবরণপূজা

চরণাধার-নাভ্যন্তর্বক্ষো-মৌলিষু পঞ্চসু ।

হে ভক্তি-সুলভে ! হে পরিবারপরিবৃতে ! তুমি সর্ব্বপ্রকারে আমার রক্ষার জন্য পরিবারগণের সহিত যাবৎ আমি তোমাকে পূজা করিব, তাবৎকাল তুমি সুস্থির হইয়া থাক । "তত্তন্মুদ্রাঃ" এই পদের অর্থ—আবাহনী প্রভৃতি পঞ্চমুদ্রা । শালগ্রাম প্রভৃতিতে আবাহনের নিষেধ বলিতেছেন—"শালগ্রামে, মণিতে, জলে, অগ্নিতে, মনে ও পুষ্পে (যন্ত্র পুষ্পে)—এই সকল স্থানে আবাহন নাই । কারণ সেই সকল স্থানে দেবতা সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন ॥২২॥

যামল-তন্ত্রে পূজার প্রকার বলিতেছেন—"প্রথমে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরে দেয় বস্তু উচ্চারণ করিবে । তাহার পর সম্প্রদান দেবতাকে অর্থাৎ চতুর্থী বিভক্তি যুক্ত দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া অনন্তর ত্যাগার্থক পদ (নমঃ প্রভৃতি) উচ্চারণ করিবে । এইরূপে কল্পক্রমেই অর্থাৎ শাস্ত্রানুসারেই পরমেশ্বরীকে পূজা করিবে । এক হস্তের দ্বারা পূজা করিবে না অর্থাৎ দক্ষিণ হস্তের সহিত বামহস্ত যুক্ত করিয়া পূজা করিবে । পঞ্চনখ দেখাইবে না (অর্থাৎ মুদ্রাযোগে উপচার দিলে পঞ্চনখ দর্শন হয় না, কিন্তু বিনা মুদ্রায় পূজা করিলে পঞ্চনখ দর্শন হইতে পারে । উহাই এখানে নিষিদ্ধ হইয়াছে ।) কারণ সেই পূজা নিষ্ফল । তাহা সর্ব্বত্রই অশোভন ।

হে মহেশ্বরি ! অনন্তর চরণে, মূলাধারে, নাভিমধ্যে, বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে—

পঞ্চাঞ্জলীন্ প্রসূনৈশ্চ বিকীর্য্যাঽথ মহেশ্বরি ! ॥
দেবীপাদাম্বুজে দ্বন্দ্বে ত্রিধা পুষ্পাঞ্জলীন্ ক্ষিপেৎ ॥
শ্রীপাদুকাং পূজয়ামীত্যমুং মন্ত্রং সমুচ্চরন্ ।
সাঙ্গুষ্ঠাঽনাময়া দক্ষে ত্রিধা পুষ্পাণি পাতয়েৎ ॥
তর্পণং তু মুখে দদ্যাৎ ত্রিবারং তত্ত্বমুদ্রয়া ।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাযোগঃ শিবশক্ত্যাত্মকঃ স্মৃতঃ ।
তয়োঃ সংযোগমাত্রেণ দ্রব্যং স্যাদমৃতোপমম্ ॥
তেনামৃতেন দিব্যেন তর্পয়েৎ পরদেবতাম্ ॥
[ব্যক্তমাহ—অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাঞ্চ বামহস্তস্য পার্ব্বতি ! ।
তর্পয়েৎ সুন্দরীং দেবীং সমুদ্রাঞ্চ সবাহনাম্ ॥]
ষড়ঙ্গং পূজয়েৎ তত্র দেব্যা দেহেঽথ সাধকঃ ।
হৃদয়ে হৃদয়াঙ্গং তু শিরসোব শিরোঽঙ্গকম্ ॥
শিখাং শিখায়াং সম্পূজ্য কবচং সর্ব্বদেহকে ।
নেত্রত্রয়ং ত্রিনেত্রে তু দিক্ষ্বস্ত্রং চ প্রপূজয়েৎ ॥
নমঃ স্বাহা বষট্ হুঞ্চ বৌষট্ ফট্ জাতিসংযুতম্ ॥
ষড়ঙ্গযুবতী নিত্যং দেব্যা দেহেষু সংস্থিতা ।

পাঁচ স্থানে পুষ্প দ্বারা পঞ্চ অঞ্জলি অর্থাৎ পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া দেবীর পাদপদ্ম-যুগলে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে। "শ্রীপাদুকাং পূজয়ামি" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অঙ্গুষ্ঠ-যুক্ত অনামা দ্বারা দক্ষিণভাগে তিনবার পুষ্প প্রদান করিবে এবং তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা মুখে কিন্তু তিনবার তর্পণ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সংযোগ শিব ও শক্তিস্বরূপ উক্ত হইয়াছে। সেই অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার সংযোগমাত্রেই দ্রব্য অমৃততুল্য হয়। সেই হেতু সেই দিব্য অমৃতের দ্বারা পর দেবতাকে তর্পণ করিবে। [স্পষ্ট বলিতেছেন—"হে পার্ব্বতি! বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা মুদ্রাযুক্তা সবাহনা সুন্দরী দেবীকে তর্পণ করিবে।]

অনন্তর সাধক সেই দেবীর দেহে ষড়ঙ্গ পূজা করিবে। নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুঁ, বৌষট্, ফট্ ও স্বাহা সংযুক্ত করিয়া হৃদয়ে হৃদয়াঙ্গ (হৃদয়ায় নমঃ) মস্তকেই শিরোঙ্গ, শিখায় শিখাকে পূজা করিয়া সমস্ত দেহে কবচ ও ত্রিনেত্রে নেত্রত্রয় এবং দিক্‌সমূহে অস্ত্রকে পূজা করিবে। [উক্ত] ষড়ঙ্গ যুবতী দেবীর দেহে নিত্য অবস্থিত আছেন।

তন্ত্রে—ইজ্যং হৃদয়মাগ্নেয্যামৈশান্যাং তু শিরো যজেৎ।
নৈঋর্ত্যাং তু শিখা পূজ্যা বায়ব্যাং কবচং যজেৎ॥
অভ্যর্চ্চ্য পুরতো নেত্রং দিক্ষু চাস্ত্রমথার্চ্চয়েৎ।
প্রধানতনুরূপাণি ষড়ঙ্গানি প্রপূজয়েৎ॥

শারদাটীকায়াং—বায়ব্যাদীশ-পর্য্যন্তং গুরুপঙ্‌ক্তিং সমর্চ্চয়েৎ।

গুরুপঙ্‌ক্ত্যজ্ঞানে যামলে—অবিজ্ঞাতগুরুর্দেবি! গুরুঞ্চ পরমং গুরুম্।
পরাপরগুরুং চৈব পরমেষ্ঠিগুরুং তথা॥
আগ্নেয়াদি-চতুষ্কোণে পূজয়েৎ পরমেশ্বরি! ॥২৩॥

আগ্নেয়াদি-কোণমাহ তন্ত্রগন্ধর্ব্বে—
ঈশানমগ্নিকোণং স্যাদ্ বায়ুকোণং তথেশকম্।
রাক্ষসং বায়ুকোণং স্যাদগ্নিশ্চ রাক্ষসং ভবেৎ॥

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—অথবা রশ্ময়ঃ সর্ব্বা দেবীরূপা বিচিন্তয়েৎ।
নিঃসরন্তি যথা নিত্যং সূর্য্যবিম্বান্ মরীচয়ঃ॥
দেব্যস্তথা সমুৎপন্না মহাদেব্যাঃ শরীরতঃ।
শ্রীপাত্রামৃততোয়েন রশ্মিবৃন্দং প্রতর্পয়েৎ॥

তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"অগ্নিকোণে হৃদয় পূজা করিবে, ঈশাণ কোণে শিরঃ (মস্তক) পূজা করিবে। নৈঋর্ত কোণে শিখাকে পূজা করিবে। বায়ুকোণে কবচকে পূজা করিবে। পুরোভাগে (সম্মুখে) নেত্রকে পূজা করিয়া অনন্তর দিক্‌সমূহে অস্ত্রকে পূজা করিবে। প্রধানতনুস্বরূপ ষড়ঙ্গসমূহকে অবশ্য পূজা করিবে। শারদাতিলকের টীকায় উক্ত হইয়াছে—"বায়ুকোণ হইতে ঈশান কোণ পর্য্যন্ত গুরু পঙ্‌ক্তিকে পূজা করিবে।" গুরু পঙ্‌ক্তি জানা না থাকিলে যামলতন্ত্রে বলিয়াছেন -"হে দেবি! হে পরমেশ্বরি! যে সাধক গুরুপঙ্‌ক্তি অজ্ঞাত; সে গুরু, পরমগুরু, পরাপরগুরু ও পরমেষ্ঠী গুরুকে আগ্নেয়াদি চারিকোণে পূজা করিবে॥ ২৩॥

তন্ত্রগন্ধর্ব্বে আগ্নেয়াদি কোণ বলিতেছেন—"ঈশানকোণটী অগ্নিকোণ হইবে; সেইরূপ বায়ুকোণটী ঈশানকোণ, নৈঋর্তকোণটী বায়ুকোণ হইবে এবং অগ্নিকোণটী নৈঋর্তকোণ হইবে।" গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে "অথবা সমস্ত রশ্মি (অঙ্গ) দেবতাকে দেবী-স্বরূপ চিন্তা করিবে। সূর্য্যবিম্ব হইতে যেরূপ কিরণ সমূহ সর্ব্বদা নির্গত হয়, তদ্রূপ মহাদেবীর শরীর হইতে দেবীগণ (অঙ্গদেবতা) উৎপন্ন হইয়াছেন।

প্রাচীং দিশং তু বিজ্ঞায় পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ।
স্বস্থানমাশ্রিতা দেবাঃ সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদাঃ॥
স্বস্থানবর্জ্জিতা দেবাঃ শোক-দুঃখফলপ্রদাঃ॥ ২৪॥

পূর্ব্বাদিদিগ্‌নিরূপণম্

প্রাচ্যাদিদিশমাহ নবরত্নেশ্বরে—পূজ্য-পূজকমধ্যং তু পূর্ব্বাশৈব ব্যবস্থিতা।
পূজ্যস্য দক্ষিণে দক্ষা চোত্তরে চোত্তরা তথা।
পশ্চিমে পশ্চিমা জ্ঞেয়া পূজায়াং সর্ব্বতঃ শিবে!॥
সর্ব্বত ইতি ষড়ঙ্গপূজায়াম্। আত্মনঃ সম্মুখঞ্চৈব দেবতায়াশ্চ সম্মুখম্।
দেবস্য মস্তকং কুর্য্যাৎ কুসুমেনাচিতং সদা॥
পূজাকালে দেবতায়া নোপরি ভ্রাময়েৎ করম্॥
ত্রিপুরাবিষয়ে—পুরন্দরমুখো দেবী পূজয়েৎ ত্রিপুরাং যদি।
দেবীপৃষ্ঠং ভবেৎ প্রাচী প্রতীচী ত্রিপুরা-পুরঃ॥ ২৫॥
কৃতাঞ্জলিঃ—"শ্রীমত্যমুকি দেবি! আবরণং তে পূজয়ামি"ইত্যনুজ্ঞাং লব্ধা।

শ্রীপাত্রস্থিত অমৃতরূপ জলের দ্বারা রশ্মিবৃন্দকে তর্পণ করিবে। পূর্ব্বদিক্ নির্ণয় করিয়া অঙ্গদেবতাকে পূজা করিবে। স্বস্থানস্থিত দেবতাগণ সমস্ত অভীষ্ট প্রদান করেন। স্বস্থান বর্জ্জিত হইলে অর্থাৎ যাঁহার যে স্থান নয়, সেই স্থানে তাঁহার পূজা করিলে দেবতাগণ শোক ও দুঃখরূপ ফল প্রদান করেন॥ ২৪

নবরত্নেশ্বরে প্রাচী প্রভৃতি দিক্ বলিতেছেন- "হে শিবে! সর্ব্বতঃ অর্থাৎ ষড়ঙ্গ পূজায় পূজ্য (দেবতা) ও পূজকের মধ্যবর্ত্তী দিক্ পূর্ব্বদিক্ কথিত হইয়াছে। পূজ্য দেবতার দক্ষিণে দক্ষিণ দিক্ এবং বামে উত্তর দিক্ এবং পশ্চিমে (পশ্চাৎ দিক্) পশ্চিম দিক্ জানিবে।" "সর্ব্বতঃ" এই পদের অর্থ—ষড়ঙ্গ পূজায়। দেবতার মস্তক [স্বরূপ] আত্মার (পূজকের) সম্মুখবর্ত্তী এবং দেবতার সম্মুখবর্ত্তী স্থান সর্ব্বদা কুসুমের দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। পূজাকালে দেবতার উপরে কর ভ্রমণ করিবে না। ত্রিপুরাবিষয়ে উক্ত হইয়াছে—"সাধক যদি পুরন্দর অর্থাৎ পূর্ব্বমুখ হইয়া ত্রিপুরাকে পূজা করেন, তবে দেবীর পৃষ্ঠদেশ পূর্ব্বদিক্ হইবে। ত্রিপুরার সম্মুখ পশ্চিম দিক্ হইবে॥ ২৫॥

কৃতাঞ্জলি হইয়া "শ্রীমত্যমুকি দেবি! আবরণং তে পূজয়ামি" (হে দেবি! আমি তোমার আবরণ দেবতাকে পূজা করি) এই মন্ত্রে [দেবীর] অনুজ্ঞা

আবরণং পূজয়েৎ। পদ্মপত্রে ততশ্চক্রে দেব্যা অগ্রদলাদিতঃ
বামাবর্ত্তেন দেবেশি! ক্রমেণ পরিপূজয়েৎ।
স্বকল্পোক্ত-ক্রমেণৈব পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ।
কুলার্ণবে—ত্রিবারং পূজয়েদ্ বাপি সকৃদ্ বাপি যথেচ্ছয়া।
যামলে—দেব্যস্ত্রং পূজয়েদ্ দিক্ষু পুনর্দেবীং প্রপূজয়েৎ।
সবাহনাঃ সবর্গাশ্চ পরিবারাস্ততঃ পরম্॥
তথা সর্ব্বোপচারৈশ্চ পূজিতাস্তর্পিতাস্তথা।
সন্ত্বিত্যেতন্মনুং জপ্ত্বা দেব্যৈ পূজাং সমর্পয়েৎ॥
পূজাং সমর্পয়েদ্ দেব্যৈ গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
বিশেষার্ঘ্যোদকেনৈব তর্পয়েৎ পরমেশ্বরীম্॥

মন্ত্রজপ-প্রকারঃ

ধ্যাত্বা কামকলাং দেহে বিদ্যাজাপং সমাচরেৎ।
মন্ত্রার্থস্মৃতিপূর্ব্বং তু সহস্রাদিজপং চরেৎ।
বৃহচ্ছ্রীক্রমে—ন জপেৎ ত্রিংশতা ন্যূনং সাধকস্তু কদাচন।
তন্ত্রে—সহস্রং বা শতং বাপি দশ বাপি জপং তথা।
কুর্য্যাদষ্টাধিকং তেষামিতি জপ্যবিধিঃ স্মৃতঃ॥

গ্রহণ করিয়া আবরণ দেবতাকে পূজা করিবে। হে দেবেশি! পদ্মপত্রে অগ্রদলাদি হইতে বামাবর্ত্তক্রমে দেবীর আবরণ পূজা করিবে। তাহার পর চক্রে পূজা করিবে। স্বকল্পোক্ত ক্রমেই অঙ্গদেবতাগণকে পূজা করিবে। কুলার্ণব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"ইচ্ছানুসারে তিনবার বা একবার পূজা করিবে?" যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"দিক্‌সমূহে দেবীর অস্ত্রকে পূজা করিয়া পুনরায় দেবীকে পূজা করিবে। অনন্তর "সবাহনাঃ সবর্গাঃ পরিবারাঃ সর্ব্বোপচারৈঃ পূজিতাস্তর্পিতাঃ সন্তু," এই মন্ত্র জপ করিয়া মহাদেবীকে সমর্পণ করিবে। গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা দেবীকে পূজা সমর্পণ করিবে এবং বিশেষার্ঘ্য জলের দ্বারাই পরমেশ্বরীকে তর্পণ করিবে।

দেহে কামকলা ধ্যান করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। বৃহৎ-শ্রীক্রমে উক্ত হইয়াছে—"সাধক কখনও ত্রিশ বারের কম জপ করিবে না।" তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"সহস্রবার, শতবার বা দশবার জপ করিবে। সেই সংখ্যাগুলি অপেক্ষা আটবার অধিক জপ করিবে অর্থাৎ ১০০৮, ১০৮ বা ১৮ বার মন্ত্র জপ করিবে। ইহাই জপের বিধি।

জপং সমর্পয়েদ্ দেবি ! গন্ধপুষ্পার্ঘ্যবারিভিঃ ।
তেজোময়ং জপং দেব্যা বামহস্তে নিবেদয়েৎ ॥
গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্‌ত্রী ত্বমিতি মন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ । (১)
ততো নীরাজনং কুর্য্যাদ্ দশবারং তু দীপকৈঃ ॥
স্তুবন্ প্রদক্ষিণীকৃত্য দণ্ডবদ্ প্রণমেদ্ ভুবি ।
আত্মার্পণেন মনুনা কুর্য্যাদাত্মার্পণং প্রিয়ে ! ॥ ২৬ ॥

আত্মসমর্পণম্

তদুক্তং যামলে—ইতঃ পূর্ব্বমিতি প্রোচ্য প্রাণবুদ্ধীতি চোচ্চরেৎ ।
দেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু ॥
সর্ব্বাবস্থাসু মনসা বাচা চ কর্ম্মণেতি চ ।
হস্তাভ্যামথ পদ্ভ্যাঞ্চ তথোদরেণ সংস্মরেৎ ॥
শিশ্না যৎ স্মৃতমিত্যেতদ্ যদুক্তং যৎ কৃতং তথা ।
সর্ব্বমিত্যপি তদ্ ব্রহ্মার্পণমস্ত্বগ্নিবল্লভা ॥
প্রণবঞ্চ মদীয়ং মাং সকলং সাধ্যদেবতাম্ ।
ঙেন্তাং সমর্পিতং তারং তৎসদিত্যপি সংস্মরেৎ ॥

হে দেবি ! গন্ধ, পুষ্প ও অর্ঘ্য জল দ্বারা জপ সমর্পণ (১) করিবে। মন্ত্রবিৎ সাধক "গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্‌ত্রী ত্বম্" এই মন্ত্রের দ্বারা তেজোময় জপকে দেবীর বামহস্তে নিবেদন করিবে। অনন্তর দীপমালা দ্বারা দশ বার নীরাজন (আরতি) করিবে। স্তব পাঠ করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। হে প্রিয়ে ! [অনন্তর] আত্মার্পণ মন্ত্রে আত্ম-সমর্পণ করিবে" ॥ ২৬ ॥

যামল তন্ত্রে সেই মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। যথা—"ইতঃ পূর্ব্বং" ইহা বলিয়া "প্রাণ-বুদ্ধি" ইহা বলিবে। [পরে] "দেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু সর্ব্বাবস্থাসু মনসা বাচা কর্ম্মণা" ইহা বলিয়া অনন্তর "হস্তাভ্যাং" পরে "পদ্ভ্যাং" ও "উদরেণ" বলিবে। পরে "শিশ্না যৎ স্মৃতং" ইহা বলিয়া "যদুক্তং যৎ কৃতং" এবং "সর্ব্বং" ইহা বলিয়া "তদ্ ব্রহ্মার্পণমস্তু স্বাহা" বলিবে। "ওঁ মদীয়ং মাং সকলং" এবং "ঙেন্ত সাধ্য-দেবতা" অর্থাৎ চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত ইষ্টদেবতা (অমুক দেবতায়ৈ) ইহা বলি . "সমর্পিতং"

(১) জপসমর্পণমন্ত্রস্ত—"গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্‌ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্। সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ! ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ! ॥ পুংদেবতা বিষয়ে "গোপ্‌ত্রী" স্থলে "গোপ্তা", "দেবি" স্থলে "দেব" এবং "সুরেশ্বরি" স্থলে "সুরেশ্বর" হইবে।

অর্ঘ্যোদকাক্ষতৈর্ম্মূলৈর্দেব্যৈ পূজাং সমর্পয়েৎ।
পূজিতাঽস্ত্বিত্যনেনৈব দেব্যৈ পূজাং সমর্পয়েৎ।
দেব্যা গৃহীতমিত্যেবং ভাবয়েদ্ যতমানসঃ ॥২৭॥

বিশ্বসারে—অজ্ঞানাদ্ বা প্রমাদাদ্ বা বৈকল্যাৎ সাধনস্য চ।
যন্ন্যূনমতিরিক্তং বা তৎ সর্ব্বং ক্ষন্তুমর্হসি॥
দ্রব্যহীনং ক্রিয়াহীনং শ্রদ্ধাভক্তি-বিবর্জ্জিতম্।
তৎ সর্ব্বং কৃপয়া দেবি! ক্ষমস্ব ত্বং দয়ানিধে!॥
যন্ময়া ক্রিয়তে কর্ম্ম মহদ্বা স্বল্পমেব বা।
তৎ সর্ব্বঞ্চ জগদ্ধাত্রি! ক্ষন্তব্যমযমঞ্জলিঃ॥

কুলার্ণবে—কৃতাঞ্জলির্মহেশানি! রক্ষামন্ত্রং পঠেৎ সুধীঃ।
ওঁ কালী বিদধ্যান্মম পুত্ররক্ষাং তথা করালী মম দেহরক্ষাম্।
দুর্গাঽট্টহাসৈর্মম শত্রুনাশং করোতু তারা বিদধাতু রাজ্যম্॥
পঠেৎ সহস্রনামাখ্যং স্তোত্রং মোক্ষস্য সাধনম্।
স্তোত্রৈঃ স্তুত্বা পঠেদ্ দেবি! কবচং সর্ব্বকামদম্।

বলিবে। পরে "ওঁ তৎসৎ" বলিবে। অর্ঘ্যোদক ও অক্ষত দ্বারা দেবীকে পূজা সমর্পণ করিবে। সংযতচিত্ত সাধক "পূজিতাঽস্তু" এই মন্ত্রের দ্বারাই দেবীকে পূজা সমর্পণ করিবে এবং "দেবীকর্ত্তৃক সমস্ত গৃহীত হইয়াছে"—এইরূপ ভাবনা করিবে॥ ২৭॥

অনন্তর বিশ্বসার তন্ত্রোক্ত "অজ্ঞানাদ্ বা" ইত্যাদি প্রার্থনামন্ত্রে প্রার্থনা করিবে। উক্ত মন্ত্রের অর্থ—"অজ্ঞানপ্রযুক্ত, প্রমাদবশতঃ এবং সাধন অর্থাৎ দ্রব্যাদির বৈকল্য (বৈগুণ্য) বশতঃ যাহা কিছু ন্যূন বা অতিরিক্ত হইয়াছে, সে সমস্ত ক্ষমা কর। হে দেবি! হে দয়ানিধে! [যে সমস্ত কার্য্য] দ্রব্যহীন, ক্রিয়াহীন ও শ্রদ্ধাভক্তি-বিবর্জ্জিত হইয়াছে, সে সমস্ত তুমি কৃপাপূর্ব্বক ক্ষমা কর। হে জগদ্ধাত্রি! আমা কর্ত্তৃক মহৎ বা অল্প যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সে সমস্ত ক্ষমা কর। ইহাই অঞ্জলি অর্থাৎ প্রার্থনা"।

কুলার্ণব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে মহেশানি! সাধক কৃতাঞ্জলি হইয়া "কালী বিদধ্যান্মম" ইত্যাদি রক্ষামন্ত্র পড়িবে। উক্ত মন্ত্রের অর্থ—"কালী আমার পুত্রগণকে রক্ষা করুন। করালী আমার দেহ রক্ষা করুন। দুর্গা অট্টহাস্যের দ্বারা আমার শত্রু নাশ করুন। তারা আমায় রাজ্য দান করুন"। হে দেবি! মোক্ষজনক সহস্রনাম নামক স্তোত্র পড়িবে এবং স্তোত্রের দ্বারা স্তব করিয়া সর্ব্বকামপ্রদ কবচ পড়িবে।

কবচং হি বিনা দেবি! শূদ্রস্তু জপমাচরেৎ।

কবচং হি বিনেতি। স্বাহাপ্রণব-সংযুক্তং কবচং বিনেত্যর্থঃ।

দেবীং প্রদক্ষিণীকৃত্য নমস্কৃত্য বিসর্জ্জয়েৎ॥

বিধায় পশ্চাৎ স্বাং বিদ্যাং স্বীয়হৃৎ-সরসীরুহে।

সুষুম্না-বর্ত্মনা পুষ্পমাঘ্রায়োদ্‌বাসয়েৎ ততঃ॥

ক্ষমস্বেতি চ মন্ত্রেণ হৃদি দেবীং বিসর্জ্জয়েৎ॥

ভৈরবীতন্ত্রে—সংহারমুদ্রয়া দেবি! ক্ষমস্বেতি বিসর্জ্জয়েৎ।

তন্নৈবেদ্য-শতাংশং বা সহস্রাংশং চ ভৈরবি!॥

-ষ্টচাণ্ডাল্যৈ স্বাহেতি মন্ত্রনা ততঃ॥

অথবা—নির্ম্মাল্যেন যজেদ্ দেবীমীশে নির্ম্মাল্যবাসিনীম্।

নির্ম্মাল্যং শিরসা ধার্য্যং সর্ব্বাঙ্গে চানুলেপনম্॥

নৈবেদ্যঞ্চোপভুঞ্জীত দত্ত্বা তদ্‌ভক্তিশালিনে।

শতাভিমন্ত্রিতং পুষ্পং চন্দনং মূর্দ্ধ্নি ভালতঃ॥

ধৃত্বাঽবশ্যং নয়েদ্ বশ্যং ত্রৈলোক্যমপি দর্শনাৎ॥

যং যং গচ্ছামি পাদেন যং যং পশ্যামি চক্ষুষা।

হে দেবি! শূদ্র কবচ ব্যতীত জপ করিবে। "কবচং হি বিনা" এই বাক্যের অর্থ—স্বাহা, প্রণবসংযুক্ত কবচ ব্যতীত অর্থাৎ যে কবচে স্বাহা ও প্রণব আছে, সে কবচ শূদ্র পড়িবে না। দেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিয়া বিসর্জ্জন করিবে। তাহার পর পুষ্প আঘ্রাণ করিয়া সুষুম্না পথে স্বীয় বিদ্যাকে (ইষ্টদেবতাকে) স্বীয় হৃৎপদ্মে আনয়ন করিয়া উদ্‌বাসন করিবে। অনন্তর "ক্ষমস্ব" এই মন্ত্রের দ্বারা হৃদয়ে দেবীকে বিসর্জ্জন করিবে। ভৈরবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে দেবি! সংহার মুদ্রা (১) দ্বারা "ক্ষমস্ব" এই মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবে। হে ভৈরবি! অনন্তর সেই নৈবেদ্যের শতাংশ বা সহস্রাংশ "উচ্ছিষ্টচাণ্ডাল্যৈ স্বাহা" এই মন্ত্রে উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালীকে দিবে।" অথবা ঈশানকোণে নির্ম্মাল্যদ্বারা নির্ম্মাল্যবাসিনী দেবীকে পূজা করিবে। নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিবে এবং অনুলেপন অর্থাৎ চন্দনাদি সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিবে। দেবীর ভক্তগণকে নৈবেদ্য দিয়া নিজে ভক্ষণ করিবে। [সাধক] শতমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত পুষ্প ও চন্দন মস্তকে এবং ললাটে ধারণ করিয়া দর্শনের দ্বারা ত্রৈলোক্যকেও নিশ্চয়ই বশীভূত

---

(১) "অধোমুখে বামহস্তে ঊর্দ্ধাস্যং দক্ষহস্তকম্। ক্ষিপ্তাঙ্গুলীরঙ্গুলিভিঃ সংগ্রথ্য পরিবর্ত্তয়েৎ। এষা সংহারমুদ্রা স্যাদ্ বিসর্জ্জনবিধৌ স্মৃতা"—তন্ত্রসারঃ।

স এব দাসতাং যাতু যদি শক্রসমো ভবেৎ ॥
অনেন তিলকং কৃত্বা ত্রৈলোক্যমপি মোহয়েৎ।
সদ্যঃ পর্য্যুসিতং বাপি নির্ম্মাল্যং ন প্রদূষ্যতি ॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে গুপ্তস্থানে যন্ত্রলেপং তু ধারয়েৎ।
উদকে তরুমূলে বা নির্ম্মাল্যং তস্য সংত্যজেৎ ॥২৮॥

রুদ্রযামলে—পূর্ব্বজন্মার্জিতৈঃ পুণ্যৈ র্জ্ঞাত্বৈনাং পরদেবতাম্।
যো ভজেদ্ ভক্তিভাবেন সদ্যঃ শ্রীসম্পদাং পদম্।
যদারাধনমাত্রেণ জীবন্মুক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ইতি বচনাৎ।
দেব্যাঃ পূজা দ্বিধা প্রোক্তা স্থূলমাভ্যন্তরং তথা।
স্থূলং মন্ত্রময়ী পূজা স্থূলবিগ্রহ-চিন্তনম্ ॥
মানসৈরুপচারৈস্তু পূজা চাভ্যন্তরং প্রিয়ে!।
কর্ম্মযোগং বিনা দেবি জ্ঞানযোগো ন সিধ্যতি।
জ্ঞানেন কর্ম্মণা বাপি সিদ্ধির্ভবতি নান্যথা ॥২৯॥

ইতি শ্রীপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-তীর্থাবধূত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দ-গিরিকৃতায়াং শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং নিত্যপূজাপ্রমাণ-নির্ণয়ো নাম সপ্তমোল্লাসঃ।

করিতে পারে। "যং যং গচ্ছামি" ইত্যাদি মন্ত্রে তিলক করিয়া ত্রৈলোক্যকে বশীভূত করিতে পারে। উক্ত মন্ত্রের অর্থ—'আমি যেখানে যেখানে যাইব, যাহাকে যাহাকে চক্ষুঃদ্বারা দেখিব, যদি সে ইন্দ্রতুল্যও হয়, তবে সেও দাসত্ব প্রাপ্ত অর্থাৎ আমার বশীভূত হউক। সদ্যঃ বা পর্য্যুসিত নির্ম্মাল্য দূষিত হয় না। যন্ত্রলেপ কিন্তু ব্রহ্মরন্ধ্রে গুপ্তস্থানে ধারণ করিবে। জলে বা বৃক্ষমূলে দেবীর নির্ম্মাল্য ত্যাগ করিবে ॥ ২৮ ॥

রুদ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্যে এই পর দেবতাকে জানিয়া যে ব্যক্তি ভক্তিভাবে ভজনা করে, সে তৎক্ষণাৎ ধন সম্পত্তির অধিকারী হয়।" কারণ বচন আছে যে—"যাহার আরাধনামাত্রেই জীবন্মুক্তি উৎপন্ন হয়"। দেবীর পূজা দুই প্রকার—স্থূল ও আভ্যন্তর (সূক্ষ্ম)। স্থূলবিগ্রহের চিন্তন ও মন্ত্রময়ী যে পূজা, উহা স্থূল পূজা। হে প্রিয়ে! মানস উপচারের দ্বারা যে পূজা, উহা আভ্যন্তর পূজা। হে দেবি! কর্ম্মযোগ (উপাসনাদি) ব্যতীত জ্ঞানযোগ সিদ্ধ হয় না। জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধি হয়, অন্য কোন প্রকারে তাহা হয় না ॥ ২৯ ॥

সপ্তম উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টমোল্লাসঃ

মালানির্ণয়ঃ

অথ বক্ষ্যে মহেশানি ! মালায়াঃ পরিনির্ণয়ম্ ।
নিত্যং জপং করে কুর্য্যাদ্ নতু কাম্যং কদাচন ॥
কাম্যমপি করে কুর্য্যাদ্ মালাভাবে চ সুন্দরি ! ॥

অথ করমালা যামলে—অনামায়াস্ত্রয়ং পর্ব্ব কনিষ্ঠায়াস্ত্রিপর্ব্বিকা ।
মধ্যমায়াস্ত্রয়ং পর্ব্ব তর্জ্জনী-মূলপর্ব্ব চ ॥
প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণৈব জপেদ্ দশসু পর্ব্বসু ।
শক্তিমালা সমাখ্যাতা সর্ব্বমন্ত্রপ্রদীপিকা ॥
পর্ব্বদ্বয়ং তু তর্জ্জন্যা মেরুং তদ্ বিদ্ধি পার্ব্বতি ! ।
তর্জ্জন্যগ্রে তথামধ্যে যো জপেৎ তত্র মানবঃ ॥
চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুর্বিদ্যা যশো বলম্ ।

শ্রীবিদ্যায়াম্—অনামামধ্যমায়াশ্চ মূলাগ্রঞ্চ দ্বয়ং দ্বয়ম্ ॥
কনিষ্ঠায়াশ্চ তর্জ্জন্যাস্ত্রয়ং পর্ব্ব মহেশ্বরি ! ॥
অনামা-মধ্যয়োর্মধ্যং মেরুশ্চ দ্বিতয়ং স্মৃতম্ ।
প্রাদক্ষিণ্যক্রমাদ্ দেবি ! জপেৎ ত্রিপুরসুন্দরীম্ ॥১॥

হে মহেশানি ! অনন্তর মালানির্ণয় কহিতেছি । হে সুন্দরি ! নিত্য জপ হস্তে করিবে ; কিন্তু কাম্য জপ কখনও হস্তে করিবে না । মালার অভাবে হস্তেও কাম্য জপ করিতে পারিবে । অনন্তর যামল তন্ত্রে করমালা উক্ত হইয়াছে । যথা—"অনামিকার তিন পর্ব্ব, কনিষ্ঠাঙ্গুলির তিন পর্ব্ব, মধ্যমার তিন পর্ব্ব এবং তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব—প্রদক্ষিণক্রমে এই দশ পর্ব্বে জপ করিবে ! উহা সর্ব্বমন্ত্র প্রদীপক শক্তিমালা বলিয়া কথিত হইয়াছে । হে পার্ব্বতি ! তর্জ্জনীর অগ্র ও মধ্যরূপ যে পর্ব্বদ্বয়, তাহা মেরু জানিবে । সেই তর্জ্জনীর অগ্রে ও মধ্যে যে মানব জপ করে, তাহার আয়ুঃ, বিদ্যা, যশঃ ও বল—এই চারিটীই নষ্ট হয় ।" শ্রীবিদ্যাবিষয়ে উক্ত হইয়াছে—"হে দেবি ! হে মহেশ্বরি ! অনামা ও মধ্যমার মূল দুই পর্ব্ব এবং অগ্র দুই পর্ব্ব, কনিষ্ঠার তিন পর্ব্ব ও তর্জ্জনীর তিন পর্ব্ব—[এই দশ পর্ব্বে] প্রদক্ষিণক্রমে ত্রিপুরসুন্দরী মন্ত্র জপ করিবে । অনামা ও মধ্যমার মধ্য পর্ব্বদ্বয় মেরু কথিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

করমালায়াং জপপ্রকারঃ

হৃদয়ে হস্তমারোপ্য তির্য্যক্ কৃত্বা করাঙ্গুলীঃ।
আচ্ছাদ্য বাসসা হস্তৌ দক্ষিণেন সদা জপেৎ॥
অঙ্গুলীর্ন বিযুঞ্জীত কিঞ্চিদাকুঞ্চয়েৎ তলম্।
অঙ্গুলীনাং বিয়োগাচ্চ ছিদ্রেণ স্রবতে জপঃ॥
অঙ্গুল্যগ্রেষু যজ্ জপ্তং যজ্ জপ্তং মেরুলঙ্ঘনে।
পর্ব্বসন্ধিষু যজ্ জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥

যামলে মণিনিয়মমাহ—মণ্যষ্টকশতেনৈব নির্ম্মিতা যা তু মালিকা।
রাজ্যং বিতনুতে নিত্যং দেহান্তে মোক্ষদায়িনী॥
মোক্ষদা পঞ্চবিংশত্যা ত্রিংশতা ধনবৃদ্ধিদা।
চতুর্দ্দশময়ী মালা মোক্ষদা ভোগবদ্ধিনী॥
সর্ব্বার্থাঃ সপ্তবিংশত্যা পঞ্চদশ্যাভিচারিকে।
(পঞ্চবিংশত্যাভিচারকে ইত্যপি পাঠঃ)
পঞ্চাশতা কার্য্যসিদ্ধিশ্চতুঃপঞ্চাশতা তথা॥
অষ্টোত্তরশতেনৈব সর্ব্বসিদ্ধিরুদাহৃতা।
ত্রিপুরায়া জপে শস্তা রুদ্রাক্ষৈ রক্তচন্দনৈঃ॥

হৃদয়ে হস্ত রাখিয়া করাঙ্গুলিগুলিকে বক্র করিয়া বস্ত্রের দ্বারা হস্তদ্বয় সর্ব্বদা আচ্ছাদিত করিয়া দক্ষিণহস্তে জপ করিবে। অঙ্গুলিগুলিকে বিযুক্ত (ফাঁক) করিবে না। হস্ততলকে কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত করিবে। অঙ্গুলি-সমূহের বিভাগ জন্য ছিদ্র দ্বারা জপ ক্ষরিত হয় অর্থাৎ জপের ফল হয় না। অঙ্গুলির অগ্রভাগে যে জপ, মেরুলঙ্ঘনে অর্থাৎ লঙ্ঘন করিয়া যে জপ এবং পর্ব্বসন্ধিতে যে জপ, সেই সকল জপ নিষ্ফল হয়।

যামলতন্ত্রে মণিনিয়ম বলিতেছেন—"অষ্টোত্তরশত মণি নির্ম্মিত যে মালা, উহা সর্ব্বদা রাজ্য বিস্তার করে এবং দেহান্তে মোক্ষ দান করে। পঞ্চবিংশতি সংখ্যক মণিদ্বারা নির্ম্মিত মালা মোক্ষপ্রদা, ত্রিংশৎ সংখ্যক মণিদ্বারা নির্ম্মিত মালা ধনবৃদ্ধিদা, চতুর্দ্দশ মণিযুক্তা মালা মোক্ষপ্রদা ও ভোগবৃদ্ধিকরী, সপ্তবিংশতি মণিদ্বারা নির্ম্মিতা মালা সর্ব্বার্থসাধিনী, পঞ্চদশ মণিদ্বারা নির্ম্মিত মালা অভিচারকরী, পঞ্চাশৎ মণিদ্বারা কার্য্যসিদ্ধি, চতুঃপঞ্চাশৎ মণিদ্বারাও তাহাই অর্থাৎ সেইরূপ কার্য্যসিদ্ধি এবং অষ্টোত্তরশত মণি দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি কথিত হইয়াছে। রুদ্রাক্ষ ও রক্তচন্দনের মালা ত্রিপুরার জপে প্রশস্তা॥"

ভৈরবীবিষয়ে বারাহীতন্ত্রে—সুবর্ণমণিভির্মালা স্ফাটিকী শঙ্খনির্ম্মিতা।
প্রবালৈরপি বা কার্য্যা পুত্রজীবং বিবর্জ্জয়েৎ॥
শ্মশানধুস্তূরৈর্মালাং কুর্য্যাদ্ ধূমাবতী-বিধৌ।
রক্তেন চন্দনেনাঽপি বালামালাং প্রকল্পয়েৎ॥
দন্তেন কালিকায়াস্তু রাজদন্তস্য মেরুণা।
উগ্রতারা-জপে শস্তা মহাশঙ্খস্য মালিকা॥
উন্মুখাশ্চ তথা জ্ঞেয়া মালিকা সিদ্ধিদায়িকা।
শাক্তানাং স্ফাটিকী মালা রক্তচন্দন-সম্ভবা॥
রুদ্রাক্ষমালিকা জ্ঞেয়া চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদা।
নির্ম্মিতা রৌপ্যমণিভির্জপমালেপ্সিতপ্রদা॥
হিরণ্যমণিভির্মালা সর্ব্বান কামান্ প্রযচ্ছতি।
প্রবালৈর্বিহিতা মালা প্রযচ্ছেদ্ বিপুলং ধনম্॥
সৌভাগ্যং স্ফাটিকী মালা মৌক্তিকৈর্বিহিতা তথা।
নির্ম্মিতা শঙ্খমণিভিঃ কুরুতে কীর্ত্তিমব্যয়াম্॥
সুবর্ণৈ রচিতা মালা সদা স্যান্মুক্তয়ে নৃণাম্।
গোপনীয়াঽনিশং দেবি! জপমালেপ্সিতাপ্তয়ে॥

ভৈরবী বিষয়ে বারাহীতন্ত্রে বলিয়াছেন—"সুবর্ণমণি দ্বারা, স্ফটিকের দ্বারা, শঙ্খের দ্বারা বা প্রবালের দ্বারা মালা নির্ম্মাণ কর্ত্তব্য। পুত্রজীব বর্জ্জন করিবে অর্থাৎ পুত্রজীবের মালা দ্বারা ভৈরবীমন্ত্র জপ করিবে না। ধূমাবতীর প্রয়োগে শ্মশান ধুস্তূরের দ্বারা মালা নির্ম্মাণ করিবে। রক্তচন্দনের দ্বারা বালার মালা করিবে। কালিকার প্রয়োগে প্রধানদন্তের মেরুযুক্ত করিয়া [নর] দন্তের দ্বারা মালা করিবে। মহাশঙ্খের মালা উগ্রতারার জপে প্রশস্তা। উন্মুখী অর্থাৎ বগলার প্রয়োগে মহাশঙ্খের মালা সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী জানিবে। শাক্তগণের স্ফটিক-নির্ম্মিত মালা, রক্তচন্দনের মালা বা রুদ্রাক্ষের মালা চতুর্ব্বর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) প্রদা জানিবে। রৌপ্যমণি দ্বারা নির্ম্মিত জপমালা অভীষ্টপ্রদা। সুবর্ণমণিদ্বারা নির্ম্মিত মালা সমস্ত কাম্য প্রদান করে। প্রবালের দ্বারা নির্ম্মিত মালা বিপুল ধন দান করে। স্ফটিকনির্ম্মিত মালা এবং মুক্তানির্ম্মিত মালা সৌভাগ্য দান করে। শঙ্খমণিদ্বারা নির্ম্মিত মালা কীর্ত্তিকে অক্ষয় করে। সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত মালা মানবগণের সর্ব্বদা মুক্তির জনক হয়। হে দেবি! অভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য জপমালাকে সর্ব্বদা গোপনে রাখিবে।"

মুণ্ডমালায়াম্—রুদ্রাক্ষৈর্ব্বা যদি জপেদিন্দ্রাক্ষৈঃ স্ফাটিকৈস্তথা।
নান্যন্মধ্যে প্রয়োক্তব্যং পুত্রজীবাদিকঞ্চ যৎ॥
যদন্যৎ তু প্রযুঞ্জীত মালায়াং জপকর্ম্মণি।
তস্য কামং চ মোক্ষং চ নো দদাতি প্রিয়ংকরী॥

যামলে—রুদ্রাক্ষৈঃ শক্তিমন্ত্রঞ্চ মন্ত্রী যঃ প্রজপেৎ প্রিয়ে!।
স দুর্গতিমবাপ্নোতি নিষ্ফলস্তস্য তজ্জপঃ।

প্রতিপ্রসবমাহ তত্রৈব—কালিকা ছিন্নমস্তা চ ত্রিপুরা তারিণী তথা।
এতাঃ সর্ব্বা ন দূষ্যন্তি জপাদ্ রুদ্রাক্ষমালয়া॥

রুদ্রযামলে—দিবা নৈব প্রজপ্তব্যং রুদ্রাক্ষমালয়া ক্বচিৎ।
পুরশ্চর্য্যাদৃতে চাত্র দূষণঞ্চ বরাননে!॥
অরুদ্রাক্ষধরঃ কুর্য্যাৎ তান্ত্রিকং বৈদিকং তথা।
জপহোমাদিকং যদ্ যৎ তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ॥

মালাবিশেষফলমাহ মন্ত্রদেবপ্রকাশিকায়াম্—
পর্ব্বস্বষ্টগুণং পুত্রজীবে দশগুণং ভবেৎ।
শতং স্যাচ্ছঙ্খমালায়াং প্রবালে চ সহস্রকম্॥
স্ফাটিকে দশসাহস্রং লক্ষং তু মৌক্তিকে ভবেৎ।

মুণ্ডমালাতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"রুদ্রাক্ষমালায়, ইন্দ্রাক্ষমালায় বা স্ফটিকমালায় যদি জপ করে, তবে উহার মধ্যে পুত্রজীবাদি যে কোন অন্য বস্তু যোগ করিবে না। জপকার্য্যে মালায় যদি অন্য বস্তু যোগ করে, তবে প্রিয়ঙ্করী (ইষ্টদেবতা) তাহাকে অভীষ্ট ও মোক্ষ দেন না।" যামলতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"হে প্রিয়ে! যে সাধক রুদ্রাক্ষের মালা দ্বারা শক্তিমন্ত্র জপ করে; সে দুঃখ পায় এবং তাহার সেই জপও নিষ্ফল হয়। সেইখানেই প্রতিপ্রসব অর্থাৎ এ সম্বন্ধে বিশেষ বিধান বলিতেছেন—"রুদ্রাক্ষমালায় জপে কালিকা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরা ও তারিণী—ইহাঁরা কুপিত হন না॥"

রুদ্রযামল তন্ত্রে বলিয়াছেন—"হে বরাননে! দিবসে পুরশ্চরণ ব্যতীত রুদ্রাক্ষমালা দ্বারা কখনও জপ করিবে না। উহাতে অর্থাৎ এইরূপ জপে দোষ হয়। অরুদ্রাক্ষধর অর্থাৎ রুদ্রাক্ষ ধারণ না করিয়া বৈদিক বা তান্ত্রিক জপ হোমাদি যে যে কর্ম্ম করে, সে সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।" মন্ত্রদেব-প্রকাশিকায় মালা-বিশেষের ফল বলিতেছেন—"পর্ব্বকালে জপ করিলে অষ্টগুণ, পর্ব্বকালে পুত্রজীবের মালায় জপ করিলে দশগুণ ফল হয়। শঙ্খমালায় শতগুণ এবং প্রবালমালায় সহস্রগুণ ফল হয়। স্ফটিকমালায়

পদ্মাক্ষে দশলক্ষস্তু কোটিঃ সৌবর্ণিকে তথা ॥
কুশগ্রন্থৌ চ রুদ্রাক্ষেম্বনন্তগুণিতং ভবেৎ।
শ্বেতপদ্মাক্ষমালায়াং জপে স্যাদমিতং ফলম্ ॥ ২ ॥

মালাবিধানম্

সমাসেনাঽক্ষমালানাং বিধানমিহ কথ্যতে।
যথালাভং যথারূপমক্ষাণ্যাদায় যত্নতঃ ॥
অন্যোন্যসমরূপাণি নাতিস্থূল-কৃশানি চ।
কীটাদিভিরদুষ্টানি ন জীর্ণানি কদাচন ॥
গব্যৈশ্চ পঞ্চভিস্তানি প্রক্ষালয়েৎ পৃথক্ পৃথক্।
দ্বিজস্ত্রী-নির্ম্মিতং সূত্রং শুভ্রং গ্রন্থি-বিবর্জ্জিতম্ ॥
কার্পাস-নির্ম্মিতং বাপি পট্টসূত্রমথাপি বা।
ত্রিগুণং ত্রিগুণীকৃত্য গ্রথয়েচ্ছিল্পশাস্ত্রতঃ ॥
সর্ব্বেষামেব বর্ণানাং পট্টং সর্ব্বেপ্সিতপ্রদম্ ॥
কার্পাস-সম্ভবং সূত্রং ধর্ম্ম-কামার্থ-মোক্ষদম্।
মূলাস্ত্রে চ পঠন্ সূত্রং বীজং প্রক্ষালয়েৎ ততঃ।
মণিমেকৈকমাদায় সূত্রে তত্র তু যোজয়েৎ ॥

দশ সহস্র গুণ এবং মুক্তামালায় লক্ষগুণ অধিক ফল হয়। পদ্মাক্ষমালায় লক্ষগুণ, সুবর্ণমালায় কোটি গুণ, কুশগ্রন্থিতে ও রুদ্রাক্ষমালায় অনন্তগুণ এবং শ্বেতবর্ণ পদ্মাক্ষ মালায় জপে অপরিমিত গুণ ফল হয় ॥" ২ ॥

এখানে সংক্ষেপে অক্ষমালার বিধান কথিত হইতেছে। পরস্পর সমান, অনতি-স্থূল, অনতিকৃশ, কীটাদি দ্বারা অদুষ্ট (ছিদ্রাদিরহিত) এবং যাহা কোন অবস্থাতে জীর্ণ নহে—এরূপ অক্ষ (মালার গুটি) সকল যথারূপ অর্থাৎ যে জাতীয়, যথালাভ অর্থাৎ যেরূপে পাওয়া যাইবে, সেইরূপে সেই বীজগুলিকে যত্নপূর্ব্বক আনিয়া পঞ্চগব্যের দ্বারা সেইগুলিকে পৃথক্ পৃথক্ প্রক্ষালন করিবে। দ্বিজস্ত্রী-নির্ম্মিত গ্রন্থিশূন্য শুভ্র কার্পাসনির্ম্মিত ত্রিগুণ সূত্রকে অথবা ত্রিগুণিত পট্ট সূত্রকে ত্রিগুণিত করিয়া শিল্প-শাস্ত্রানুসারে [মালা] গাঁথিবে। সমস্ত বর্ণেরই পট্ট সূত্র সমস্ত অভীষ্ট দান করে। কার্পাস নির্ম্মিত সূত্র ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষপ্রদ। মূলমন্ত্র ও অস্ত্রমন্ত্র (ফট্) পাঠ করিয়া সূত্র ও বীজ (গুটি) প্রক্ষালন করিবে অনন্তর এক একটী মণি গ্রহণ করিয়া সেই সূত্রে যোজনা করিবে। [বীজের] মুখে মুখ যুক্ত করিয়া পুচ্ছে পুচ্ছ যোগ

মুখে মুখন্তু § সংযোজ্য পুচ্ছে পুচ্ছং নিযোজয়েৎ
তৎসজাতীয়মেকাক্ষং মেরুত্বেনাঽগ্রতো ন্যসেৎ ॥
একৈকমণিমাদায় ব্রহ্মগ্রন্থিং প্রকল্পয়েৎ।
গ্রথয়েন্ মালিকাং চৈব হৃদি তারং মনুং স্মরন্ ॥
স্বয়মেব জপেন্মন্ত্রমন্যঃ প্রণবমুচ্চরেৎ।
সার্দ্ধত্রয়াবর্ত্তনেন গ্রন্থিং কুর্য্যাদথো দৃঢ়ম্ ॥
ব্রহ্মগ্রন্থিং * ততো দদ্যান্নাগপাশমথাপি বা।
গোপুচ্ছসদৃশীং কুর্য্যাদথবা সর্পপুচ্ছবৎ ॥
গ্রন্থিহীনা ন কর্ত্তব্যা মেরুপৃষ্ঠে ন দূষ্যতি।
দূষণং ত্বত্র নাস্ত্যেব গ্রন্থিহীনৈব নিত্যশঃ ॥
কাল্যাশ্চ ত্বরিতায়াশ্চ বজ্রাখ্যা-ষট্‌কভেদকে।
তোতলা-বনবাসিন্যো বারাহ্যাশ্চ বিশেষতঃ ॥
নান্যস্যাশ্চণ্ডিকায়াশ্চ গ্রন্থিহীনা বিধীয়তে।

করিবে। তাহার সজাতীয় একটী [প্রধান] অক্ষকে মেরু-(মধ্যমণি) রূপে অগ্রে বিন্যস্ত করিবে। এক একটী মণি গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মগ্রন্থি কল্পনা (রচনা) করিবে এবং হৃদয়ে তার (ওঁ) ও ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করিতে করিতে মালা গাঁথিবে। নিজেই মন্ত্র জপ করিবে এবং অন্য ব্যক্তি প্রণব উচ্চারণ করিবে অর্থাৎ নিজে মালা গ্রহণ করিলে ইষ্টমন্ত্র জপ করিবে এবং অন্যে মালা গ্রহণ করিলে প্রণব উচ্চারণ করিয়া মালা গাঁথিবে। অনন্তর সার্দ্ধত্রয় আবর্ত্তনের দ্বারা অর্থাৎ সাড়ে তিন পাক দিয়া দৃঢ়রূপে ব্রহ্মগ্রন্থি করিবে অথবা নাগপাশগ্রন্থি করিবে। মালাটীকে গোপুচ্ছাকার (উভয় দিক্ সরু ও মধ্যে মোটা) করিবে অথবা সর্পপুচ্ছের ন্যায় (ক্রমে সরু) করিবে। গ্রন্থিহীন মালা করিবে না। মেরু পৃষ্ঠে গ্রন্থিহীন হইলে দোষ হয় না। এই সকল (বক্ষ্যমাণ) স্থলে কিন্তু সকল সময়ে মালা গ্রন্থিহীন হইলেও দোষ নাই। কালিকার, ত্বরিতার, ষড়্‌বিধ তারার, তোতলা ও বনবাসিনীর (মহিষমর্দ্দিনীর) এবং বিশেষভাবে বারাহী ও চণ্ডিকার মন্ত্রজপে গ্রন্থিহীন মালাই বিহিত হইয়াছে, অন্যের নহে। এইরূপে মালা নির্ম্মাণ করিয়া সাধকপ্রবর

§ তন্ত্রসার-ধৃতে ছন্দঃসারে মুখপুচ্ছনিয়মস্তু—"রুদ্রাক্ষস্যোন্নতং প্রোক্তং মুখং পুচ্ছন্তু নিম্নগম্। কমলাক্ষস্য সূক্ষ্মাংশং সবিন্দুস্থিতয়ং মুখম্। সবিন্দুকস্য স্থূলাংশং পুচ্ছং লক্ষমিতি স্থিতম্।

* পুরশ্চরণবোধিনীধৃতে আকাশভৈরবে—"সার্দ্ধগ্রন্থিত্রয়ং দেবি! ব্রহ্মগ্রন্থিঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। সার্দ্ধগ্রন্থিদ্বয়ং দেবি! নাগপাশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।

এবং নির্ম্মায় মালাং বৈ শোধয়েন্ মন্ত্রিসত্তমঃ ॥
অপ্রতিষ্ঠিত-মালাভির্মন্ত্রং জপতি যো নরঃ
সর্ব্বং তদ্ বিফলং বিদ্যাৎ ক্রুদ্ধা ভবতি চণ্ডিকা ॥ ৩ ॥

মালাপ্রতিষ্ঠাবিধিঃ

অথোচ্যতে প্রতিষ্ঠা হি মালায়াস্তন্ত্রবর্ত্মনা ।
গুরুং ততঃ প্রণম্যাদৌ সংকুর্য্যাজ্ জপমালিকাম্ ॥
শুভে লগ্নে শুভে বারে শুভের্ক্ষে চ শুভে তিথৌ ।
প্রতিষ্ঠাং কারয়েন্মন্ত্রী স্বয়ং বা গুরুণাঽথবা ॥
নিত্যং কর্ম্ম ততঃ কৃত্বা সামান্যার্ঘ্যং বিধায় চ ।
পঞ্চগব্যে ক্ষিপেন্মালাং শিবমন্ত্রেণ মন্ত্রয়েৎ ॥

শিবমন্ত্রমাহ যামলে—সান্তঃ শক্রস্বরারূঢ়ো নাদ-বিন্দু-বিভূষিতঃ ।
কথিতঃ শিবমন্ত্রোঽয়ং সাধকানাং হিতায় চ ॥

শান্তো হকারঃ, শক্রস্বরঃ ঔকারঃ ।

শীতলেন জলেনৈব স্নাপয়েৎ তদনন্তরম্ ।
ক্ষালয়েৎ পঞ্চগব্যেন সদ্যোজাতেন মার্জ্জয়েৎ ॥

সদ্যোজাতমন্ত্রস্তু—সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি সদ্যোজাতায় বৈ নমঃ ।

শোধন করিবে। অপ্রতিষ্ঠিত (অসংস্কৃত) মালা দ্বারা যে ব্যক্তি জপ করে, তাহার সে সমস্ত বিফল জানিবে [পরন্তু] চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হন ॥ ৩ ॥

অনন্তর তন্ত্ররীতিতে মালার প্রতিষ্ঠা কথিত হইতেছে। তাহার পর (মালা গাঁথার পর) প্রথমে গুরুকে প্রণাম করিয়া জপমালা সংস্কার করিবে। শুভ লগ্নে, শুভ বারে, শুভ নক্ষত্রে, শুভ তিথিতে সাধক স্বয়ং বা গুরুদ্বারা [মালা] প্রতিষ্ঠা করিবে। অনন্তর নিত্য কর্ম্ম করিয়া এবং সামান্যার্ঘ স্থাপন করিয়া পঞ্চগব্যে মালা নিক্ষেপ করিবে এবং শিবমন্ত্র দ্বারা মন্ত্রিত করিবে। যামলতন্ত্রে শিবমন্ত্র বলিতেছেন—"সাধকগণের কল্যাণের জন্য নাদবিন্দু (ঁ) বিভূষিত ; শক্রস্বর বিশিষ্ট সান্তবর্ণ (হকার)—ইহা শিবমন্ত্র কথিত হইয়াছে। "সান্তঃ"—এই পদের অর্থ—হকার। "শক্রস্বর"—এই পদের অর্থ—ঔকার। অনন্তর শীতল জলের দ্বারাই [মালাকে] স্নান করাইবে, পঞ্চগব্যের দ্বারা প্রক্ষালন করিবে এবং "সদ্যোজাত" মন্ত্র দ্বারা মার্জ্জনা করিবে। সদ্যোজাত মন্ত্রটী —"সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি" ইত্যাদি (মূলে দ্রষ্টব্য)। উক্ত মন্ত্রের অর্থ—সদ্যোজাতকে (মহাদেবের সদ্যোজাত নামক পশ্চিম মুখকে) আশ্রয় করি। সদ্যোজাতকে নমস্কার

ভবে ভবে নাতিভবে ভজস্ব মাং ভবোদ্ভবায় নমঃ ॥
ক্ষালয়েদীশসূক্তেন (১) লিম্পেৎ তৎপুরুষেণ (২) তু।
গন্ধৈরনল্পৈর্মতিমানঘোরেণ (৩) তু ধূপয়েৎ ॥
অঘোরেণ তু সূক্তেন শতান্যূনং তু মন্ত্রয়েৎ।
বামদেবেন (৪) মন্ত্রেণ সমীকুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ ॥ ৪ ॥
অশ্বত্থপত্রনবকৈঃ পদ্মাকারং প্রকল্পয়েৎ।
তন্মধ্যে স্থাপয়েন্মালাং মাতৃকা-মূলমুচ্চরন্ ॥
সংস্কৃত্যৈবং বুধো মালাং তৎপ্রাণাংস্তত্র যোজয়েৎ ॥ *

তৎপ্রাণান্ আরাধ্যদেবতা-প্রাণান্।

করি। হে সদ্যোজাত! [তুমি] আমাকে বারবার জন্ম গ্রহণের জন্য প্রেরণ করিও না। পুনর্জন্ম না হওয়ার জন্য [তত্ত্বজ্ঞানলাভে] প্রেরণ কর। সংসার উদ্ধারকারী তোমাকে নমস্কার করি। বিচক্ষণ সাধক ঈশ সূক্তের দ্বারা প্রক্ষালন করিবে এবং তৎপুরুষ সূক্তে প্রচুর গন্ধের দ্বারা লেপন করিবে। অঘোর মন্ত্রের দ্বারা [বহ্নির তাপে] ধূপিত করিবে। অঘোর সূক্তের দ্বারা অন্যূন শতবার মন্ত্রিত করিবে এবং বামদেব মন্ত্রের দ্বারা সমীকরণ (মার্জ্জন) করিবে ॥ ৪ ॥

নয়টী অশ্বত্থ পত্রের দ্বারা পদ্মাকার কল্পনা করিবে অর্থাৎ পদ্মাকারে নয়টী অশ্বত্থ পত্র সাজাইবে। মাতৃকা ও মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহার মধ্যে মালা স্থাপন করিবে। সাধক এইরূপে মালা সংস্কার করিয়া সেই মালায় তাহার প্রাণ যোজনা (প্রতিষ্ঠা) করিবে। "তৎপ্রাণান্" এই পদের অর্থ— আরাধ্য দেবতা (ইষ্টদেবতা)র প্রাণসমূহকে।

(১) ঈশসূক্ত—"ওঁ ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোঽধিপতির্ব্রহ্মা শিবো মেঽস্তু সদাশিবোম্।" (২) তৎপুরুষসূক্ত—"ওঁ তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।" (৩) অঘোরসূক্ত—"ওঁ অঘোরেভ্যোঽথ ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ব্বতঃ শর্ব্ব সর্ব্বেভ্যো নমস্তে অস্তু রুদ্ররূপেভ্যঃ।" (৪) বামদেবসূক্ত—"ওঁ বামদেবায় নমো জ্যেষ্ঠায় নমো রুদ্রায় নমঃ কালায় নমঃ কলবিকরণায় নমো বলবিকরণায় নমো বলায় নমো বলপ্রমথনায় নমঃ সর্ব্বভূতদমনায় নমো মনোন্মনায় নমঃ"।

* কোন কোন গ্রন্থে মালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর মালার পূজা পূর্ব্বক সেই মালায় ইষ্ট দেবতার পূজা বিহিত হইয়াছে। এ বিষয়ে "পুরশ্চরণ-বোধিনী"ধৃত প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। মূলমন্ত্রেণ তাং মালাং পূজয়েদ্ দ্বিজসত্তম!। মূলমন্ত্রস্তু—ওঁ মালে মালে মহামালে সর্ব্বতত্ত্ব-স্বরূপিণি। চতুর্বর্গস্ত্বয়ি ন্যস্তস্তস্মান্মে সিদ্ধিদা ভব। মন্ত্রেণাঽনেনাঽভিমন্ত্র্য হ্রূঙ্কাদিমালিকান্ততঃ। ঙেন্তাং হৃদয়বর্ণান্তাং মন্ত্রেণাঽনেন ভক্তিতঃ। মায়াবীজাদিকং কৃত্বা রক্তপুষ্পৈঃ সমর্চ্চয়েৎ।

তত্র দেবীং প্রপূজ্যৈব পরিবারগণৈঃ সহ।
[illegible]লোমেন মাতৃকার্ণেন মন্ত্রয়েৎ ॥
মেরুং প্রেতেন সংমন্ত্র্য ভাবয়েদ্ দেবতাত্মিকাম্ ॥
প্রেতেন প্রেতবীজেন হ্সৌঃ ইতি বীজেনেত্যর্থঃ।
বহ্নিং সংস্কৃত্য বিধিবদষ্টোত্তরশতং হুনেৎ।
হুতশেষং প্রতিকৃতৌ প্রদদ্যাদ্ দেবতাধিয়া ॥
হোমকর্ম্মণ্যশক্তশ্চেদ্ দ্বিগুণং জপমাচরেৎ।
তারাক্ষমালাধিপতে! সুসিদ্ধিং দেহি দেহি মে ॥
সর্ব্বমন্ত্রার্থসাধিনি সাধয় দ্বিতয়ং ততঃ।
সর্ব্বসিদ্ধিং পরিকল্পয় পরিকল্পয় মে স্বাহা ॥
ইত্থমাশংসিতা মালা জপকর্ম্মণি সর্ব্বদা।
অভীষ্টকং দদাত্যর্থং সর্ব্বকামফলং তথা ॥ ৫ ॥

মালায়াং জপবিধিঃ

গুরুং সম্পূজ্য তদ্ধস্তাদ্ গৃহ্লীয়াদক্ষমালিকাম্।
জপাদৌ পূজয়েন্মালাং তোয়ৈরভ্যুক্ষ্য যত্নতঃ ॥
ঐঁ হ্রীঁ অক্ষমালিকায়ৈ হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূজয়েৎ।

সেই মালায় দেবীকে পরিবারগণের সহিত পূজা করিয়াই মাতৃকাবর্ণ দ্বারা অনুলোম ও বিলোমে [মালা] মন্ত্রিত করিবে। প্রেতবীজ (হ্সৌঃ) দ্বারা মেরুকে অভিমন্ত্রিত করিয়া দেবতাস্বরূপ চিন্তা করিবে। "প্রেতেন"—এই পদের অর্থ—প্রেতবীজেন অর্থাৎ "হ্সৌঃ" এই বীজদ্বারা। [অনন্তর] যথাবিধি বহ্নিসংস্কার করিয়া ১০৮ বার হোম করিবে। দেববুদ্ধিতে প্রতিকৃতি অর্থাৎ মালায় হুতশেষ দান করিবে। যদি হোমকর্ম্মে অশক্ত হয়, তবে দ্বিগুণ জপ করিবে। [অনন্তর] তার (প্রণব—ওঁ) শব্দের পর "অক্ষমালাধিপতে! সুসিদ্ধিং দেহি দেহি মে সর্ব্বমন্ত্রার্থসাধিনি!" এই বাক্য বলিয়া "সাধয়-দ্বিতয়" অর্থাৎ "সাধয় সাধয়" বলিয়া "সর্ব্বসিদ্ধিং পরিকল্পয় পরিকল্পয় মে স্বাহা" বলিবে। এই মন্ত্রে জপ কার্য্যে মালা সংস্কৃত হইলে উহা সর্ব্বদা অভীষ্ট অর্থ ও সমস্ত কাম্য ফল দান করে। গুরুকে পূজা করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে মালা গ্রহণ করিবে ॥৫॥

জপের আদিতে মালাকে পূজা করিবে। যত্নপূর্ব্বক জলের দ্বারা মালা অভ্যুক্ষণ করিয়া "ঐঁ হ্রীঁ অক্ষমালিকায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে মালাকে পূজা করিবে। মালাকে পূজা

পূজয়িত্বা ততো মালাং গৃহ্ণীয়াদ্ দক্ষিণে করে ॥
হৃৎসমীপে সমানীয় নতু বামেন সংস্পৃশেৎ।
মধ্যমায়া মধ্যভাগে স্থাপয়িত্বা সমাহিতঃ ॥
মধ্যমস্থামক্ষমালামঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ চালয়েৎ ॥ *
অশুচির্ন স্পৃশেন্মালাং করভ্রষ্টাং ন কারয়েৎ।
তর্জ্জন্যা ন স্পৃশেদেনাং গুরোরপি ন দর্শয়েৎ ॥
ভুক্তৌ মুক্তৌ তথা পুষ্টৌ মধ্যমায়াং জপেৎ সুধীঃ।
একৈকস্য জপেঽপ্যেবং চালয়েদ্ দেশিকোত্তমঃ ॥
জপ্ত্বাঽক্ষমালাং সকলাং ভ্রাময়েদখিলান্ মণীন্।
প্রদক্ষিণং পুনঃ কৃত্বা প্রারভ্যৈবং সমাপয়েৎ ॥ ‡
এবং ক্রমেণ দেবেশি! জপেদষ্টোত্তরং শতম্।
স্থূলাবধি জপেন্মন্ত্রং সূক্ষ্মভাগে সমর্পয়েৎ।
হস্তৌ চ বাসসাচ্ছাদ্য দক্ষিণেন সদা জপেৎ ॥

এবং সূক্ষ্মাবধি-স্থূলান্তো জপঃ সংহারঃ ॥ ৬ ॥

করিয়া দক্ষিণ করে গ্রহণ করিবে। বামহস্তে স্পর্শ করিবে না। [পরে] হৃদয়ের নিকট আনিয়া মধ্যমাঙ্গুলির মধ্যভাগে স্থাপন করিয়া সমাহিত হইয়া মধ্যমাঙ্গুলি-স্থিত সেই অক্ষমালাকে অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা [জপক্রমে] চালিত করিবে। অশুচি ব্যক্তি মালা স্পর্শ করিবে না, করভ্রষ্ট করিবে না এবং তর্জ্জনী দ্বারা ইহাকে স্পর্শ করিবে না এবং গুরুকেও দেখাইবে না। সুধী সাধক ভোগে, মোক্ষে এবং পুষ্টিতে মধ্যমাঙ্গুলিতে জপ করিবে। সাধক এক একটী মন্ত্রের জপে এইরূপেই [মালা] চালনা করিবে। সমস্ত মণিকে অর্থাৎ মণিতে (গুটিতে) জপ করিয়া সমস্ত মালাটিকে ভ্রামিত করিবে অর্থাৎ ঘুরাইবে। পুনরায় প্রদক্ষিণ করিয়া এইরূপে আবার আরম্ভ করিয়া জপ সমাপন করিবে। হে দেবেশি! এই ক্রমে অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিবে। স্থূল মণি হইতে জপ আরম্ভ করিয়া সূক্ষ্ম ভাগে (গুটিতে) জপ শেষ করিবে। হস্তদ্বয় বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা সর্ব্বদা জপ করিবে। এইরূপে সূক্ষ্ম মণি হইতে স্থূল মণি পর্য্যন্ত জপ 'সংহার' নামে অভিহিত হয় ॥ ৬ ॥

* কচিদত্র—"অঙ্গুষ্ঠস্থামক্ষমালাং চালয়েন্ মধ্যমধ্যতঃ। অঙ্গুষ্ঠেন ভবেৎ তস্য নিষ্ফলস্তজ্জপঃ সদা"। ইতি পাঠঃ। ‡ কচিদত্র—"আদাবেকং তত সপ্ত সপ্তসপ্তক্রমেণ তু"। ইতি পাঠঃ।

ন স্বয়ং বামহস্তেন জপমালাং তু সংস্পৃশেৎ।
জপকালে জপং কৃত্বা শুদ্ধস্থানে সদা ন্যসেৎ ॥
জীর্ণে সূত্রে পুনঃ সূত্রং গ্রথয়িত্বা শতং জপেৎ।
অদীক্ষিত-দ্বিজেনাঽপি স্পৃষ্টা চেৎ শুদ্ধিমাচরেৎ ॥
ন ধারয়েৎ করে কণ্ঠে মূর্দ্ধ্নি চ জপমালিকাম্।
উরু-পাদাধর-স্পৃষ্টা চাপসব্য-প্রচালিতা ॥
অগুপ্তা চালিতা বাপি পুনঃ সংস্কারমর্হতি।
জপমালা ময়া দেবি! কথিতা ভুবি দুর্লভা ॥
সদা গোপ্যা প্রযত্নেন যদি ত্বং মম বল্লভা ॥ ৭ ॥

অথ বর্ণমালা

মালা পঞ্চাশিকা প্রোক্তা সূত্রং শক্তিশিবাত্মকম্।
কুণ্ডলী গ্রথিতা শক্তিরলান্তে মেরুসংস্থিতিঃ ॥
চিত্রিণী বিসতন্ত্বাভা ব্রহ্মনাড়ীগতান্তরা।
তয়া সংগ্রথিতা ধ্যেয়া সাক্ষাজ্ জাগ্রৎস্বরূপিণী ॥
অন্তর্বিদ্রুমভাসমানভুজগী-সুপ্রোতবর্ণোজ্জ্বলা।

নিজে বাম হস্তের দ্বারা জপমালাকে স্পর্শ করিবে না। জপকালে জপ করিয়া শুদ্ধস্থানে সর্ব্বদা মালা রাখিবে। সূত্র জীর্ণ হইলে পুনরায় সূত্র গ্রথিত করিয়া অর্থাৎ মালা গাঁথিয়া শতবার [ইষ্টমন্ত্র] জপ করিবে। যদি অদীক্ষিত দ্বিজ কর্ত্তৃকও স্পৃষ্ট হয়, তবে শুদ্ধি (শোধন) করিবে। জপমালাকে করে, কণ্ঠে ও মস্তকে ধারণ করিবে না। যদি মালা উরু, পাদ ও অধর (নিম্নোষ্ঠ) দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, বামহস্তের দ্বারা চালিত হয় অথবা অগুপ্তভাবে (প্রকাশ্যে) চালিত হয়, তবে পুনরায় উহা সংস্কার যোগ্য অর্থাৎ সংস্কার করিতে হয়। হে দেবি! ইহলোকে দুর্লভ জপমালা আমার কর্ত্তৃক কথিত হইল, যদি তুমি আমার পত্নী হও, তবে সর্ব্বদা যত্নে গোপন করিবে ॥৭॥

পঞ্চাশিকা অর্থাৎ অকারাদি ক্ষকারান্ত পঞ্চাশৎ মাতৃকা মালা (বর্ণমালা) বলিয়া কথিত হইয়াছে। [ঐ বর্ণ মালার] সূত্র হইতেছে শক্তি ও শিবস্বরূপ। [পঞ্চাশদ্বর্ণ-রূপিণী] কুণ্ডলী শক্তি [ঐ সূত্রের দ্বারা] গ্রথিতা হইয়াছেন। অলান্তে অর্থাৎ অকার হইতে লকার পর্য্যন্ত বর্ণসমূহের শেষে [ক্ষকাররূপ] মেরু অবস্থিত আছে। বিসতন্তুতুল্যা চিত্রিণী ব্রহ্মনাড়ীর মধ্য দিয়া গিয়াছে, তাহা দ্বারা সাক্ষাৎ জাগ্রৎ স্বরূপিণী কুণ্ডলিনী গ্রথিত ধ্যান করিবে। ঐ বর্ণমালা বিদ্রুমের (প্রবাল) মধ্যভাগের ন্যায়

আরোহ-প্রতিরোহতঃ শতময়ী বর্গাষ্টকাষ্টোত্তরা ॥
অনুলোমবিলোমেন মন্ত্রবর্ণবিভেদতঃ।
মন্ত্রেণাহন্তরিতান্ বর্ণান্ বর্ণেনাহন্তরিতং মনুম্ ॥
কুর্য্যাদ্ বর্ণময়ীং মালাং সর্ব্বমন্ত্র-প্রকাশিনীম্।
চরমার্ণং মেরুরূপং লঙ্ঘনং নৈব কারয়েৎ ॥
সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য পশ্চান্মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ।
অকারাদি-লকারান্ত-মনুলোম ইতি স্মৃতম্ ॥
পুনর্লকারমারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ।
বিলোম ইতি বিখ্যাতং ক্ষকারং কেবলং জপেৎ ॥
বর্ণানামষ্টবর্গেণ অষ্টবারং জপেৎ সুধীঃ।
অষ্টোত্তরশতং মন্ত্রং জ্ঞানেন সংজপেৎ সুধীঃ ॥
অ-ক-চ-ট-ত-প-য-শা ইত্যেবং চাষ্টবর্গকাঃ ॥ ৮ ॥

ইতি পরিব্রাজকাচার্য্য-পরমহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দগিরি-কৃতায়াং
শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং মালানির্ণয়ো নামাহষ্টমোল্লাসঃ।

দীপ্তিবিশিষ্ট কুণ্ডলিনীরূপ সূত্রে সুগ্রথিত মাতৃকা বর্ণসমূহের দ্বারা সমুজ্জ্বল। উহা অনুলোম ও বিলোমে শতসংখ্যাময়ী, অষ্টবর্গের অষ্টসংখ্যাযোগে অষ্টোত্তরা অর্থাৎ অষ্টোত্তর শতসংখ্যাময়ী হইয়া থাকে। মন্ত্রবর্ণের ভেদে অকারাদি বর্ণগুলিকে অনুলোম ও বিলোমে মন্ত্র দ্বারা ব্যবহিত করিয়া এবং বর্ণের দ্বারা মন্ত্রকে ব্যবহিত করিয়া সর্ব্বমন্ত্র-প্রকাশিনী বর্ণময়ী মালা প্রস্তুত করিবে। [জপকালে] মেরুস্বরূপ চরমবর্ণ ক্ষকারকে কখনও লঙ্ঘন করিবে না। সুধী সাধক অনুস্বারযুক্ত বর্ণ উচ্চারণ করিয়া পরে অকার হইতে লকার পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে। উহা অনুলোম জপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুনরায় লকার হইতে শ্রীকণ্ঠ (অকার) পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে। উহা বিলোম জপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পরে কেবল ক্ষকারকে জপ করিবে অর্থাৎ অন্য বর্ণের শেষে যেমন মন্ত্রবর্ণ উচ্চার্য্য, ক্ষকারের পরে মন্ত্র উচ্চার্য্য নহে। সুধী সাধক অষ্ট বর্গের [অন্তিম] আটটী বর্ণের আটবার জপ করিবে। সুধী সাধক জ্ঞানের অর্থাৎ মনের দ্বারা অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিবে। অবর্গ (অ হইতে অঃ পর্য্যন্ত), কবর্গ (কখগঘঙ), চবর্গ (চছজঝঞ), টবর্গ (টঠডঢণ), তবর্গ (তথদধন), পবর্গ (পফবভম), যবর্গ (যরলব) ও শবর্গ (শষসহলক্ষ)—এইরূপে আটটী বর্গ কথিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীর অষ্টম উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোল্লাসঃ

জপবিধিঃ

জপবিধিমহং বক্ষ্যে শৃণুষ্ব কমলাননে ! ।
জপার্থং সর্ব্বমন্ত্রাণাং বিন্যাসঞ্চ লিপেবিনা ॥
কৃতং তন্নিষ্ফলং বিদ্যাৎ তস্মাদাদৌ ন্যসেৎ প্রিয়ে !
জপাদৌ চ জপান্তে চ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ ॥ ১ ॥

মানসাদি-জপভেদঃ

বিশুদ্ধেশ্বরে—জপঃ স্যাদক্ষরাবৃত্তির্মানসোপাংশু-বাচিকাঃ ।
নিজকর্ণাগোচরো যো মানসঃ স জপঃ স্মৃতঃ ॥
উপাংশুনিজকর্ণস্য গোচরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ।
নিগদস্তু জনৈর্বেদ্যস্ত্রিবিধো জপ ঈরিতঃ ॥ ২ ॥

অন্যত্রাপি—যত্ত্বুচ্চনীচোচ্চরিতৈঃ স্পষ্টশব্দবদক্ষরৈঃ ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্ ব্যক্তং জপযজ্ঞঃ স বাচিকঃ ॥
উচ্চারয়েন্মন্ত্রমীষৎ কিঞ্চিদোষ্ঠৌ প্রচালয়ন্ ।
কিঞ্চিচ্ছব্দময়ং ব্রূয়াদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ ॥
ধিয়া যদক্ষরশ্রেণ্যা বর্ণাদ্ বর্ণং পদাৎ পদম্ ।

হে কমলাননে ! সর্ব্বমন্ত্রের জপের নিমিত্ত আমি জপবিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে প্রিয়ে ! মাতৃকান্যাস ব্যতীত [জপ] অনুষ্ঠিত হইলে তাহাকে নিষ্ফল জানিবে। অতএব সর্ব্বাগ্রে ন্যাস করিবে। জপের আদিতে ও জপের অন্তে প্রাণায়াম করিবে ॥১॥

বিশুদ্ধেশ্বরে উক্ত হইয়াছে—"জপ হইতেছে অক্ষরাবৃত্তি অর্থাৎ মন্ত্রের অন্তর্গত অক্ষরের উচ্চারণকে জপ বলে। উহা মানস, উপাংশু ও বাচিক। যে জপ নিজ কর্ণের অগোচর (শ্রবণের অযোগ্য), সেই জপ 'মানস' বলিয়া কথিত হইয়াছে। নিজকর্ণের গোচর (শ্রবণযোগ্য) জপ 'উপাংশু' বলিয়া কথিত। সাধারণ লোকসমূহের বেদ্য (জ্ঞান-বিষয়ীভূত) যে জপ, উহা নিগদ বা বাচিক। এইরূপে জপ ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে" ॥২॥

অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—"যদি উচ্চ নীচভাবে অর্থাৎ উদাত্তাদিভেদে উচ্চরিত স্পষ্টশব্দযুক্ত অক্ষর সমূহের দ্বারা স্পষ্টরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয়, তবে তাহা 'বাচিক' জপ-যজ্ঞ। অল্প ওষ্ঠের চালনা করিতে করিতে অর্থাৎ ঈষৎ ধীরে ধীরে মন্ত্র উচ্চারণ করিবে এবং কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে বলিবে, সেই জপ 'উপাংশু' কথিত হইয়াছে। মনের দ্বারা অক্ষর শ্রেণীর বর্ণের পর বর্ণ ও পদের পর পদ চিন্তা করিবে। [এইরূপে]

শব্দানুচিন্তনাভ্যাসঃ স উক্তো মানসো জপঃ ॥
উচ্চৈর্জপাদ্ বিশিষ্টঃ স্যাদুপাংশুর্দশভির্গুণৈঃ।
তস্মাদপি বিশিষ্টঃ স্যাৎ সহস্রং মানসো জপঃ ॥ ৩ ॥

মন্ত্রজপ-পদ্ধতিঃ

দেবতাং চিত্তগাং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাচ্চ হৃদয়ং স্থিরম্।
ওষ্ঠৌ তু সম্পুটৌ কৃত্বা স্থিরচিত্তঃ স্থিরেন্দ্রিয়ঃ ॥
ধ্যায়েচ্চ মনসা বর্ণান্ জিহ্বোষ্ঠৌ ন বিচালয়েৎ।
ন কম্পয়েচ্ছিরোগ্রীবান্ দন্তান্নৈব প্রকাশয়েৎ ॥
মন্ত্রোদ্ধারক্রমেণৈব মন্ত্রং জপতি সাধকঃ।
তদা সিদ্ধিং বিজানীত ন সিদ্ধিশ্চান্যথা ভবেৎ ॥

মন্ত্রোদ্ধারক্রমেণৈব মন্ত্রঘটকীভূত-স্বরব্যঞ্জন-বর্ণজ্ঞান-ক্রমেণেত্যর্থঃ এব-কারোঽবধারণার্থঃ।

আদৌ ধ্যানং ততো মন্ত্রং ধ্যানস্যাঽন্তে মনুং জপেৎ।
ধ্যানমন্ত্র-সমাযুক্তঃ শীঘ্রং সিধ্যতি সাধকঃ ॥

কুলার্ণবে—মনসা পঠিতং স্তোত্রং বাচা বাপি মনোর্জপঃ।
উভয়ং নিস্ফলং দেবি! ভিন্নভাণ্ডোদকং যথা ॥

ভূতশুদ্ধৌ—যস্য যস্য চ মন্ত্রস্য উদ্দিষ্টা যা চ দেবতা।

শব্দের যে ধ্যানাভ্যাস, তাহাই 'মানস' জপ কথিত হইয়াছে। উচ্চ (বাচিক) জপ হইতে উপাংশু জপ দশগুণ শ্রেষ্ঠ। মানস জপ তাহা হইতেও সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ ॥ ৩ ॥

হৃদয়কে স্থির করিবে, দেবতাকে হৃদয়গত অর্থাৎ হৃদয়ে ধ্যান করিবে। ওষ্ঠদ্বয় যুক্ত করিয়া স্থিরচিত্ত ও স্থিরেন্দ্রিয় হইয়া মনের দ্বারা বর্ণগুলিকে ধ্যান করিবে। জিহ্বা ও ওষ্ঠ চালনা করিবে না। মস্তক ও গ্রীবাকে কম্পিত করিবে না, দাঁতগুলি বাহির করিবে না। সাধক যখন মন্ত্রোদ্ধার-ক্রমেই মন্ত্র জপ করে, তখন সিদ্ধি জানিবে, অন্যথা সিদ্ধি হয় না। "মন্ত্রোদ্ধারক্রমেণৈব" এই পদের অর্থ—মন্ত্রের অন্তর্গত স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের জ্ঞানক্রমেই। 'এব'কারের অর্থ—অবধারণ। প্রথমে ধ্যান ও তাহার পর মন্ত্র জপ করিবে; ধ্যানের অন্তেও মন্ত্র জপ করিবে। সাধক ধ্যান ও মন্ত্র যুক্ত হইলেই শীঘ্র সিদ্ধিলাভ করে। কুলার্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে দেবি! মনের দ্বারা পঠিত স্তোত্র এবং বাক্যের দ্বারা অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রের জপ—উভয়ই ভগ্ন ভাণ্ডস্থিত জলের ন্যায় নিষ্ফল।" ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"যে যে মন্ত্রের যে যে দেবতা কথিত

চিন্তয়িত্বা তদাকারং মনসা জপমাচরেৎ ॥
শনৈঃ শনৈরবিস্পষ্টং ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্ ।
ক্রমেণোচ্চারয়েদ্ বর্ণানাদ্যন্তক্রম-যোগতঃ ॥
অতিহ্রস্বো ব্যাধিহেতুরতিদীর্ঘো বসুক্ষয়ঃ ।
অক্ষরাক্ষরসংযুক্তং জপেন্মৌক্তিক-হারবৎ ॥

কুলার্ণবে—তন্নিষ্ঠস্তদ্গত-প্রাণস্তচ্চিত্তস্তৎপরায়ণঃ ।
তৎপদার্থানুসন্ধানং কুর্ব্বন্ মন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে ! ॥ ৪

রুদ্রযামলে—কথং মন্ত্রাশ্চ সিধ্যন্তি মন্ত্রার্থাজ্ঞানিনঃ প্রিয়ে ! ।
পশুর্ভাববিহীনশ্চ ন তস্য ভজতে ফলম্ ॥
মন্ত্রার্থস্যাঽনভিজ্ঞো হি ন জপফলমশ্নুতে ।

মন্ত্রার্থঃ মন্ত্রদেবতয়োরভেদজ্ঞানম্ । তথাচোক্তং যামলে—
মন্ত্রার্থো দেবতারূপ-চিন্তনং পরমেশ্বরি ! ।
মন্ত্রাত্মকশ্চ দেবঃ স্যাদ্ মন্ত্রবাচ্যা চ দেবতা ॥
বাচ্যবাচকভাবেনৈবাঽভেদো মন্ত্রদেবয়োঃ ।
মন্ত্রবাচ্যা দেবতা হি মন্ত্রো হি বাচকঃ স্মৃতঃ ॥
বাচকেঽপি চ বিজ্ঞাতে বাচ্য এব প্রসীদতি ।

হইয়াছে, সেই দেবতার আকার (মূর্ত্তি) চিন্তা করিয়া মনের দ্বারা জপ করিবে। দ্রুত বা বিলম্বে মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণ করিবে না। ধীরে ধীরে অবিস্পষ্টভাবে আদ্যন্তক্রমে ক্রমিক মন্ত্র-বর্ণগুলিকে উচ্চারণ করিবে। অতি ধীরে উচ্চারণ ব্যাধির জনক। আবার অতি দ্রুত ধন-ক্ষয়কারক। মুক্তাহারের ন্যায় অক্ষরের পর অক্ষর সংযুক্ত করিয়া জপ করিবে।" কুলার্ণবে উক্ত হইয়াছে—"হে প্রিয়ে ! মন্ত্রনিষ্ঠ ও মন্ত্রগত প্রাণ হইয়া এবং মন্ত্রে চিত্ত ন্যস্ত করিয়া মন্ত্র-পরায়ণ হইয়া মন্ত্রের অন্তর্গত মন্ত্র-পদার্থের স্মরণ করিতে করিতে মন্ত্র জপ করিবে ॥৪॥"

রুদ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে প্রিয়ে ! মন্ত্রের অর্থজ্ঞানরহিত ব্যক্তির মন্ত্রসিদ্ধি কিরূপে হয় ? পশু অর্থাৎ অদীক্ষিত জীব ভাবনাশূন্য হইলে সেই মন্ত্রের ফল লাভ করে না এবং মন্ত্রার্থে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি জপ-ফল ভোগ করে না।" "মন্ত্রার্থঃ" পদের অর্থ—মন্ত্র ও দেবতার অভেদ জ্ঞান। যামল তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"হে পরমেশ্বরি ! মন্ত্রার্থ হইতেছে দেবতার রূপ-চিন্তন; কারণ দেবতা মন্ত্রের স্বরূপ এবং মন্ত্রের বাচ্যও দেবতা। বাচ্য-বাচক-ভাবেই মন্ত্র ও দেবতার অভেদ হইয়াছে। দেবতা মন্ত্রের বাচ্য এবং মন্ত্র [দেবতার] বাচক কথিত হইয়াছে ! বাচক মন্ত্র বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলেই

প্রকারান্তরমাহ ভূতশুদ্ধৌ—মন্ত্রার্থং পরমেশানি! সাবধানাঽবধারয়।
আধারে চিন্তয়েদ্ বিদ্যাং শুদ্ধস্ফটিক-সন্নিভাম্॥
বন্ধূকরুচিরাং লিঙ্গে নাভৌ স্ফটিক-সন্নিভাম্।
হৃদি মারকতপ্রখ্যাং হরিদ্বর্ণাং বিশুদ্ধকে॥
আজ্ঞায়াং চিন্তয়েদ্ বিদ্যাং চতুর্বর্ণানুরঞ্জিতাম্।
ষট্‌চক্রে পরমেশানি! ধ্যায়েৎ সাধক-সত্তমঃ॥ ৫॥

মন্ত্রপুরশ্চরণ-বিধিঃ

রুদ্রযামলে—মন্ত্রং নীত্বা গুরোঃ পার্শ্বে গুরুভক্তি-পুরঃসরঃ।
মন্ত্রশ্রোত্রাস্য-হৃন্নেত্র-প্রাণান্ বিজ্ঞায় যত্নতঃ॥
মন্ত্রাণাং কীলকং জ্ঞাত্বা কুর্য্যান্মন্ত্রপুরক্রিয়াম্।

নচৈতদ্ বচনং পুরশ্চরণবিষয়মেবেতি বোদ্ধব্যম্। শ্রোত্রাদীনাং জ্ঞানাভাবে মন্ত্রজপমাত্রনিষেধাৎ। তথাচোক্তং মন্ত্রকোষে—
শ্রোত্রাদীনাং জ্ঞানাভাবে মন্ত্রজাপং করোতি যঃ।
দারিদ্র্যঞ্চ বিপত্তিঞ্চ নরকং প্রাপ্নুয়াৎ তু সঃ॥
অন্যত্রাপি—হৃন্নেত্রবিহীনো মন্ত্রো দারিদ্র্য-ক্লেশ-দায়কঃ।
তন্ত্রান্তরে—শ্রোত্রাস্য-নেত্র-হৃদয়-জ্ঞানান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।

বাচ্য দেবতা প্রসন্ন হন।" ভূতশুদ্ধি তন্ত্রে [মন্ত্রার্থের] প্রকারান্তর বলিতেছেন—"হে পরমেশানি! [তুমি] অবহিত হইয়া মন্ত্রের অর্থ শ্রবণ কর। আধারে বিদ্যাকে (ইষ্টদেবতাকে) শুদ্ধ স্ফটিকতুল্য চিন্তা করিবে। লিঙ্গমূলে বন্ধূক পুষ্পের ন্যায় কান্তি-বিশিষ্টা অর্থাৎ রক্তবর্ণা, নাভিতে স্ফটিকের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্টা, হৃদয়ে মকরত মণির ন্যায় হরিদ্বর্ণা, বিশুদ্ধ চক্রে হরিদ্বর্ণা এবং আজ্ঞাচক্রে বিদ্যাকে চারিবর্ণে অনুরঞ্জিতা চিন্তা করিবে। হে পরমেশানি! সাধকপ্রবর ষট্‌চক্রে [বিদ্যাকে এইরূপ] ধ্যান করিবে॥৫॥"

রুদ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"[সাধক] গুরুর প্রতি ভক্তিপূর্ব্বক গুরুর নিকট মন্ত্র লইয়া যত্ন পূর্ব্বক মন্ত্রের শ্রোত্র, মুখ, হৃদয়, নেত্র ও প্রাণ অবগত হইয়া এবং মন্ত্রের কীলক জানিয়া মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিবে।" এই বচনটী পুরশ্চরণ বিষয় ইহা বুঝিও না; কারণ [উক্ত বচনে] শ্রোত্রাদির জ্ঞানের অভাবে কেবল মন্ত্র জপের নিষেধ হইয়াছে। মন্ত্রকোষেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"যে ব্যক্তি [মন্ত্রের] শ্রোত্রাদি জ্ঞান না থাকিলেও মন্ত্র জপ করে; সে দারিদ্র্য, বিপৎ ও নরক প্রাপ্ত হয়।" অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—"হৃদয় ও নেত্র বিহীন মন্ত্র অর্থাৎ যে মন্ত্রের হৃদয় ও নেত্রের জ্ঞান নাই, উহা দারিদ্র্য ও ক্লেশপ্রদ।" তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—"শ্রোত্র, মুখ, নেত্র ও হৃদয়ের

সদ্যঃ সিদ্ধিঃ সর্ব্ববিধা স্যাৎ সাক্ষাচ্ছিব এব সঃ ॥

ভূতডামরে—ইন্দ্রিয়মনোবিশুদ্ধ্যা মনোরাস্যাদিকং বক্ষ্যে।

শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি কালীমন্ত্রতনুক্রমম্ ॥ ৬ ॥

কালীমন্ত্রাদীনাং তনুক্রমঃ

বিন্দুং শ্রোত্রং নাদমাস্যং ককারং হৃদয়ং বিদুঃ।

বহ্নিং নেত্রং কীলকঞ্চ দীর্ঘৈকারং প্রিয়ংবদে! ॥

তকারং তারিণীমন্ত্রে হৃদয়ং বিদ্ধি পার্ব্বতি!।

হকারং বিদ্ধি সর্ব্বত্র শক্তিমন্ত্রে সুরেশ্বরি! ॥

উত্তরতন্ত্রে—প্রাণবিদ্যা মহাবিদ্যা সা বিদ্যা মুক্তিদায়িকা।

শ্যামায়া দ্বাবিংশত্যক্ষরবিদ্যায়াং বিশেষমাহ উত্তরতন্ত্রে—

ক্রীঁ-কারো মস্তকং দেবি! ক্রীঁ-কারশ্চ ললাটকম্।

নেত্রত্রয়ং ক্রীঁ-কারেণ হূঁ-কারেণ চ নাসিকা ॥

হূঁ-কারো মুখপদ্মং স্যাদ্ হ্রীঁ-কারঃ কর্ণযুগ্মকম্।

হ্রীঁ-কারেণ ভবেদ্ গ্রীবা দ-কারশ্চিবুকং ভবেৎ ॥

ক্ষি-কারেণ ভবেদ্ দন্তো ণে-কারেণৌষ্ঠযুগ্মকম্।

কা-কারেণ স্তনদ্বন্দ্বং লি-কারঃ পৃষ্ঠদেশকম্ ॥

কে-কারেণ ভবেদ্ বাহুঃ ক্রীঁ-কারেণোদরং ভবেৎ।

জ্ঞান হইতে মোক্ষ প্রাপ্ত হয় এবং তৎক্ষণাৎ সর্ব্ববিধ সিদ্ধি হয় ও সে সাক্ষাৎ শিব হইয়া যায়।" ভূতডামর তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"ইন্দ্রিয় ও মনের বিশুদ্ধির সহিত মন্ত্রের মুখ প্রভৃতি বলিতেছি। হে দেবি! কালী মন্ত্রের দেহক্রম বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৬॥

হে প্রিয়ংবদে! [কালীমন্ত্র ক্রীঁ-কারের] বিন্দুকে শ্রোত্র, নাদকে মুখ, ককারকে হৃদয়, বহ্নি অর্থাৎ রকারকে নেত্র এবং দীর্ঘ ঈকারকে কীলক জানিবে। হে পার্ব্বতি! তারিণী মন্ত্রে তকারকে হৃদয় জানিবে। হে সুরেশ্বরি! সর্ব্বত্র অর্থাৎ সকল শক্তিমন্ত্রে [মায়াবীজের] হকারই হৃদয় জানিও।" উত্তরতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"প্রাণ-বিদ্যা (প্রাণযোগ) মহাবিদ্যা, সেই প্রাণবিদ্যাই মুক্তি-দায়িনী।" উত্তরতন্ত্রে শ্যামার দ্বাবিংশতি অক্ষর মন্ত্রে বিশেষ বলিতেছেন—"হে দেবি! [প্রথম] ক্রীঁ-কার মস্তক; [দ্বিতীয়] ক্রীঁকার ললাট ও [তৃতীয়] ক্রীঁকারের দ্বারা নেত্রত্রয়; হূঁকারদ্বারা নাসিকা; হূঁকার মুখপদ্ম; [প্রথম] হ্রীঁকার কর্ণদ্বয় ও [দ্বিতীয়] হ্রীঁকারদ্বারা গ্রীবা হয়। দকার চিবুক, ক্ষিকারদ্বারা দন্ত, ণেকারদ্বারা ওষ্ঠদ্বয়, কাকারদ্বারা স্তনদ্বয়,

ক্রীঁ-কারো নাভিদেশঃ স্যাৎ ক্রীঁ-কারশ্চ নিতম্বকম্ ॥
হূঁ-কারো যোনিরূপঃ স্যাদ্ হূঁ-কারেণোরুযুগ্মকম্ ।
স্ত্রীঁ-কারো জানুযুগ্মং স্যাদ্ স্ত্রীঁ-কারো গুল্ফদেশকঃ ॥
স্বা-কারেণ পদদ্বন্দ্বং হা-কারেণ নখাস্তথা ॥ ৭ ॥

তারাবিদ্যায়াং যামলে—বাগ্দেব্যাঃ সমুদায়ঃ স্যাদাকৃতিঃ প্রণবো মুখম্ ।
মায়াবধূস্থিতৌ বিন্দূ লোচনে সমুদাহৃতে ॥
হসকারৌ শ্রুতী দীর্ঘ-স্বরৌ হৃদয়রূপিণৌ ।
ফটকারৌ যোন্যুদরাবকারেণ স্তনদ্বয়ম্ ॥
রেফযুগ্মং পদদ্বন্দ্বং তকারং ভাললোচনম্ ।
বেদভুজস্বরূপঞ্চ নাদযুগ্মমুদাহৃতম্ ॥
কূর্চ্চং প্রাণা একজটা-শরীরং সর্ব্বমিষ্যতে ।
কূর্চ্চং মুখন্তু বিজ্ঞেয়মন্যমন্ত্রেষু পার্ব্বতি ! ॥

অন্যমন্ত্রেষু একজটায়া প্রণবরহিত-মন্ত্রেষু কূর্চ্চং মুখং * তেন তত্তন্মন্ত্র-

লিকারদ্বারা পৃষ্ঠদেশ, কেকারের দ্বারা বাহু হয়। [প্রথম] ক্রীঁকারের দ্বারা উদর হয়। [দ্বিতীয়] ক্রীঁকার নাভিদেশ ও [তৃতীয়] ক্রীঁকার নিতম্বস্বরূপ। হূঁকার যোনিরূপ, হূঁকারের দ্বারা উরুযুগ্ম ও স্ত্রীঁকারের দ্বারা জানুযুগ্ম হয়। স্ত্রীঁকার গুল্ফদেশস্বরূপ, স্বাকারের দ্বারা পদদ্বন্দ্ব এবং হাকারের দ্বারা নখসমূহ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥”

যামল তন্ত্রে তারাবিদ্যা বিষয়ে উক্ত হইয়াছে—“বাগ্দেবীর (নীল সরস্বতীর) [মন্ত্র] সমুদায় আকৃতি। প্রণব মুখস্বরূপ। মায়াবীজ ও বধূবীজস্থিত বিন্দুদ্বয় দুইটী লোচন বলিয়া কথিত হইয়াছে। হকার ও সকার কর্ণদ্বয়, দীর্ঘস্বরদ্বয় হৃদয়স্বরূপ, ফকার যোনিস্বরূপ, টকার উদরস্বরূপ, অকারের দ্বারা স্তনদ্বয় হয়, রেফদ্বয় পাদদ্বয়-স্বরূপ, তকার ললাটস্থিত লোচনস্বরূপ এবং নাদদ্বয় চারি বাহুস্বরূপ কথিত হইয়াছে। কূর্চ্চবীজ প্রাণস্বরূপ। সমস্ত একজটা শরীর এইরূপই উক্ত হইয়াছে। হে পার্ব্বতি ! অন্য মন্ত্র সমূহে কূর্চ্চবীজ মুখস্বরূপ জানিবে।” “অন্য মন্ত্রেষু” ইহার অর্থ—“একজটায়া প্রণবরহিত-মন্ত্রেষু” অর্থাৎ একজটার প্রণবরহিত মন্ত্র সমূহে কূর্চ্চবীজ মুখস্বরূপ।

* নৈতদ্ রহস্যং, অন্যমন্ত্রেষু প্রণবরহিত-কূর্চ্চযুঙ্মন্ত্রেষু—কূর্চ্চং মুখমিতি সামান্যাভিধানাৎ তারাভেদানামেকজটাপ্রকৃতিত্বাৎ পূর্ব্বোক্তৈকজটাপদস্যোপলক্ষণত্বেন অন্যেষাং তারাভেদানামপি তাদৃশমন্ত্রস্থলে কূর্চ্চং মুখম্, সপ্রণবমন্ত্রেষু চ প্রণবো মুখমিতি বিজ্ঞেয়ম্ ।

ঘটকীভূত-তত্তদ্বর্ণোৎপন্ন-মুখনাসৌষ্ঠ-দন্তাধর-হস্তপাদস্তন-যোন্যা-দ্যবয়বাবচ্ছিন্নশরীরং জ্ঞানবিষয়ীকৃত্য জপেদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

কামিনীতত্ত্বম্

কামধেনুতন্ত্রে—অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি কামিনীতত্ত্বমদ্ভুতম্।
শৃণু তত্ত্বং মহেশানি! ককারস্যাঽতিদুর্ল্লভম্ ॥
রহস্যং পরমাশ্চর্য্যং ত্রিকোণানাঞ্চ সংশৃণু।
বামরেখা ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দক্ষিণরেখিকা ॥
অধোরেখা ভবেদ্ রুদ্রো মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী।
কুণ্ডলী চাঙ্কুশাকারা মধ্যশূন্যং সদাশিবঃ।
জবাযাবকসঙ্কাশা বামরেখা বরাননে! ॥
শরচ্চন্দ্র-প্রতীকাশা দক্ষরেখা সমূর্ত্তিকা।
অধোরেখা ভবেদ্ রুদ্রো মহামরকত-দ্যুতিঃ।
শঙ্খ-দুগ্ধ-সমাভাসা মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী ॥
অঙ্কুশা কুণ্ডলী যা তু কোটিবিদ্যুল্লতাকৃতিঃ।
কোটিচন্দ্রপ্রতীকাশো মধ্যশূন্যং সদাশিবঃ ॥
শূন্যেষু পরমেশানি! সর্ব্বব্যাপী সদাশিবঃ ॥

অতএব একজটার সেই সেই মন্ত্রের অন্তর্গত সেই সেই বর্ণের দ্বারা উৎপন্ন মুখ, নাসিকা, ওষ্ঠ, দন্ত, অধর, হস্ত, পদ, স্তন, যোনি প্রভৃতি অবয়ববিশিষ্ট শরীর জানিয়া জপ করিবে ॥৮॥

কামধেনু তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"অনন্তর আশ্চর্য্যজনক অন্য কামিনীতত্ত্ব (ককার-তত্ত্ব) বলিব। হে মহেশানি! ককারের অতি দুর্লভ তত্ত্ব শ্রবণ কর এবং ত্রিকোণ সমূহের পরমাশ্চর্য্য রহস্যও শ্রবণ কর। [ককারের] বামরেখা হইতেছেন ব্রহ্মা, দক্ষিণরেখা বিষ্ণু, অধোরেখা রুদ্র এবং মাত্রা সাক্ষাৎ সরস্বতী। অঙ্কুশাকার রেখা কুণ্ডলীস্বরূপা এবং মধ্যের অবকাশ (ফাঁক) সদাশিব স্বরূপ। হে বরাননে! বামরেখা জবা ও যাবকের (অলক্তক রস—আল্‌তা) ন্যায় [রক্তবর্ণ], দক্ষিণরেখা শরচ্চন্দ্রের ন্যায় শুক্লবর্ণা ও মূর্ত্তি বিশিষ্টা। অধোরেখা রুদ্র মহামরকতের ন্যায় দ্যুতি-বিশিষ্ট। সাক্ষাৎ সরস্বতীরূপা মাত্রা শঙ্খ ও দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রবর্ণা। কুণ্ডলী-স্বরূপা অঙ্কুশাকার রেখা কোটি বিদ্যুৎমালার ন্যায় আকার-বিশিষ্টা অর্থাৎ অত্যুজ্জ্বল শুক্লবর্ণা; সদাশিব-স্বরূপ মধ্যাবকাশ কোটি চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। হে পরমেশানি! সর্ব্বব্যাপী সদাশিব

ঈশ্বরো যস্তু দেবেশি ! কলাচতুষ্টয়াত্মকঃ ।
ইচ্ছাশক্তির্ভবেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তু জ্ঞানশক্তিমান্ ।
ক্রিয়াশক্তির্ভবেদ্ রুদ্রঃ সর্ব্বঃ প্রকৃতিমূর্ত্তিমান্ ।
আত্ম-বিদ্যা-শিবৈস্তত্ত্বৈঃ সদাশিবঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥
শূন্যেষু সংস্থিতা কালী কৈবল্যপদদায়িনী ।
মর্দ্দিনী সংস্থিতা তস্য দক্ষভাগে সমূর্ত্তিকা ।
বামভাগে স্থিতা লক্ষ্মীশ্চতুর্বর্গপ্রদায়িনী ॥
তাসাং গর্ভে স্থিতা সা চ সুন্দরী পরদেবতা ।
তিসৃণাং গর্ভসম্ভূতা ত্রিপুরা চাত এব হি ।
পরমাত্ম-স্বরূপত্বাৎ তাসাং গর্ভে প্রতিষ্ঠিতা ।
অন্যে চ কালিকায়াঃ স্যুঃ সর্ব্বা ভেদাশ্চ পার্ব্বতি !
তত্র স্থিত্বা সৃজেদ্ ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ পালনতৎপরঃ ।
রুদ্রঃ সংহারকর্ত্তা চ ঈশ্বরস্তু সদাশিবঃ ।
ঈশ্বরো যস্তু দেবেশি ! ত্রিকোণে তস্য সংস্থিতিঃ ।
ত্রিকোণমেতৎ কথিতং যোনিমণ্ডলমুত্তমম্ ।

শূন্যভাগে রহিয়াছেন। হে দেবেশি ! যিনি ঈশ্বর, তিনি কলাচতুষ্টয় স্বরূপ (ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ও পরাশক্তি স্বরূপ)। ইচ্ছাশক্তি হইতেছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু জ্ঞানশক্তিমান্। ক্রিয়াশক্তি রুদ্র। সকলেই প্রকৃতির মূর্ত্তিবিশিষ্টা অর্থাৎ শক্তিমান্। সদাশিব আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আছেন। কৈবল্যপদ-(মোক্ষ) দায়িনী কালী শূন্যে অবস্থিত। সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী মহিষমর্দ্দিনী তাঁহার দক্ষভাগে অবস্থিত আছেন। চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী লক্ষ্মী বামভাগে অবস্থিতা। সেই পরদেবতা সুন্দরী তাঁহাদের গর্ভে রহিয়াছেন। এই তিনের গর্ভ হইতে উৎপন্না, এইজন্যই তিনি 'ত্রিপুরা'। [তাঁহারা] পরমাত্মস্বরূপ বলিয়া তাঁহাদের গর্ভে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। হে পার্ব্বতি ! অন্য সমস্ত ভেদই কালিকার অর্থাৎ অন্যান্য সমস্ত মূর্ত্তিই কালিকারূপী ককার তত্ত্ব হইতে উৎপন্ন। এই ককার তত্ত্বে থাকিয়াই ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন পরায়ণ হইয়াছেন এবং রুদ্র সংহার কর্ত্তা ও সদাশিব ঈশ্বর হইয়াছেন। হে দেবেশি ! যিনি ঈশ্বর, তাঁহার ত্রিকোণেই অবস্থিতি। এই ত্রিকোণ উত্তম যোনি মণ্ডল বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে দেবি ! হে বরবর্ণিনি ! ককার হইতে সমস্ত উৎপন্ন হয়।

ককারাজ্ জায়তে দেবি ! সর্ব্বঞ্চ বরবর্ণিনি ! ।
ককারাৎ সর্ব্বমুৎপন্নং কামঃ কৈবল্যমেব চ ॥
অর্থোঽপি জায়তে দেবি ! সোঽপি ধর্ম্মবলাদ্ তথা ।
সর্ব্বাসাং দেবতানাঞ্চ ককারো মূলমেব চ ॥
আসনং ত্রিপুরাদেব্যাঃ ককারঃ পঞ্চদৈবতঃ ।
ককারাৎ কামদা কামরূপিণী স্ফুরদব্যয়া ॥
মাতা সা সর্ব্বদেবানাং কৈবল্যপদ-দায়িনী ।
কৈবল্যং প্রপদে য(স্যাঃ)স্মাৎ কামিনী সা প্রকীর্ত্তিতা ॥ ৯ ॥

কামিনী-ধ্যানম্

জবা-যাবক-সিন্দূর-সদৃশীং কামিনীং পরাম্ ।
চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ বাহুবল্লী-বিরাজিতাম্ ॥
কদম্ব-কোরকাকার-স্তনদ্বয়-বিভূষিতাম্ ।
শঙ্খ-কঙ্কণ-কেয়ূরৈরঙ্গদৈরুপশোভিতাম্ ॥
রত্নহারৈঃ পুষ্পহারৈঃ শোভিতাং পরমেশ্বরীম্ ।
এবং হি কামিনীং ধ্যাত্বা ককারং দশধা জপেৎ ॥
প্রফুল্লঞ্চ ততো জপ্ত্বা জপস্য ফলভাগ্ ভবেৎ ।
এতৎ তে কথিতং দেবি ! ককারতত্ত্বমদ্ভুতম্ ॥

ককার হইতে কাম, কৈবল্য—সকলই উৎপন্ন হয় । হে দেবি ! অর্থও উৎপন্ন হয় এবং সেই অর্থও ধর্ম্মবল হইতে অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতেও উৎপন্ন হয়। সকল দেবতারই ককার মূল কারণ। পঞ্চদেবতা-স্বরূপ ককার ত্রিপুরা দেবীর আসন। ককার হইতে কামরূপিণী, কাম্যফলপ্রদা, নিত্যা, সমস্ত দেবতাগণের মাতা, কৈবল্যপদ (মোক্ষ)-দায়িনী, দীপ্তিময়ী সেই কামিনী আবির্ভূতা হইয়াছেন। যেহেতু [তাঁহার] পাদদ্বয়ে কৈবল্য অবস্থিত, [সেই হেতু] তিনি 'কামিনী' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন ॥ ৯ ॥

পরা পরমেশ্বরী কামিনীকে জবা ফুল, যাবক (আলতা) ও সিন্দুর সদৃশী অর্থাৎ রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজা, নেত্রত্রয়-যুক্তা, বাহুরূপ বল্লী (লতা) দ্বারা বিরাজিতা অর্থাৎ সুন্দর বাহুবিশিষ্টা, কদম্ব কোরকের ন্যায় স্তনদ্বয়ে শোভিতা ; শঙ্খ, কঙ্কণ, কেয়ূর ও অঙ্গদ (তাড়) দ্বারা বিভূষিতা, রত্নহার ও পুষ্পহারের দ্বারা শোভিতা ধ্যান করিবে। কামিনীকে এইরূপেই ধ্যান করিয়া দশবার ককার জপ করিবে। তাহার পর প্রফুল্ল মন্ত্র জপ করিয়া জপের ফলভাগী হইবে। হে দেবি ! এই অদ্ভুত ককারতত্ত্ব তোমার

এতৎ তু কালিকাবীজং প্রফুল্লং শৃণু সুন্দরি ! ।
পৃথ্বীবীজং ততো ধৃত্বা বামাক্ষি-সংযুতং কুরু ।
বিন্দ্বর্দ্ধসংযুতো ভূত্বা প্রফুল্লং ভবতি প্রিয়ে ! ॥
লকারঃ পৃথিবী সাক্ষাৎ সর্ব্বরত্ন-প্রদায়িনী ।
পীতাঙ্গীং পীতবসনাং পীতবিদ্যুল্লতাকৃতিম্ ॥
সুখপ্রসন্ন-বদনাং রত্নকুণ্ডল-মণ্ডিতাম্ ।
এবং হি সংস্মরেদ্ বীজং তদূর্দ্ধে কামিনীং পরাম্ ॥
ককারসংযুতং কৃত্বা প্রফুল্লং ভাবয়েৎ প্রিয়ে ! ।
মর্দ্দিনী যা মহেশানি ! সা বামা পরমেশ্বরি ! ॥
প্রতপ্তকাঞ্চনাভাসাং দশবাহু-সমন্বিতাম্ ।
ত্রিভঙ্গ-ললিতাকারাং জটাজূট-বিভূষিতাম্ ॥
ত্রিলোচনাং চন্দ্ররেখাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্ ।
সিংহাসনগতাং দেবীং ভাবয়েদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥ ১০ ॥
বহুরূপময়ীং দেবীং ককারং কামিনীং পরাম্ ।
শুক্লবর্ণাং রক্তবর্ণাং (পীতবর্ণাং) পীতচম্পক-হাসিনীম্
হরিদ্বর্ণাং কৃষ্ণবর্ণাং নানাচিত্র-স্বরূপিণীম্ ।

নিকট কথিত হইল। হে সুন্দরি ! এই ককার তত্ত্বই কালিকার বীজ। প্রফুল্লবীজ শ্রবণ কর। তাহা হইতে অর্থাৎ কালিকার বীজরূপ ককারতত্ত্ব হইতে পৃথ্বীবীজ ধারণ (গ্রহণ) করিয়া বামাক্ষি (দীর্ঘ ঈকার) দ্বারা সংযুক্ত কর। হে প্রিয়ে ! বিন্দু ও অর্দ্ধচন্দ্র (ँ) দ্বারা সংযুক্ত হইয়া উহা প্রফুল্ল হয়। লকারই সাক্ষাৎ সর্ব্বরত্নপ্রদায়িনী পৃথিবী। পীতাঙ্গী, পীতবসনা, পীতবর্ণ বিদ্যুৎ-লতার (মালার) ন্যায় আকৃতিবিশিষ্টা, সুখে প্রসন্নবদনা অর্থাৎ হাস্যমুখী, রত্নকুণ্ডলের দ্বারা বিভূষিতা—এইরূপে প্রফুল্লবীজকে চিন্তা করিবে এবং তাহার ঊর্দ্ধে পরা কামিনীকে স্মরণ করিবে। হে প্রিয়ে ! ককার সংযুক্ত করিয়া প্রফুল্লবীজকে ভাবনা করিবে। হে পরমেশ্বরি ! যিনি মর্দ্দিনী (মহিষ-মর্দ্দিনী) তিনিই বামা। বৈষ্ণবোত্তম দেবী মহিষমর্দ্দিনীকে প্রতপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্টা, দশবাহুযুক্তা, ত্রিভঙ্গে ললিতাকারা অর্থাৎ মনোহর আকৃতিবিশিষ্টা, জটা-জূট-বিভূষিতা, ত্রিলোচনা, চন্দ্ররেখা বিভূষিতা, সিংহাসনোপবিষ্টা ভাবনা করিবে ॥১০॥

ককাররূপ বহুরূপময়ী পরা কামিনী দেবীকে শুক্লবর্ণা, রক্তবর্ণা, পীতচম্পকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা অর্থাৎ গৌরাঙ্গী, হরিদ্বর্ণা, কৃষ্ণবর্ণা ও নানাবর্ণ-স্বরূপিণী চিন্তা করিবে।

উৎপত্তেঃ কারণং ভূমের্দেবানাং চৈব পার্ব্বতি ! ॥
বীজমেতন্মহাগুহ্যং বিষ্ণোর্জন্মস্থলং সদা ।
তদূর্দ্ধে নাদতত্ত্বঞ্চ যোনিরূপাং সনাতনীম্ ॥
প্রতপ্তকাঞ্চনাভাসাং ত্রিকোণাং শশিশেখরাম্ ।
শৃঙ্গাররস-সন্দোহৈঃ পূরি(জি)তাং পরমেশ্বরীম্ ॥
তদূর্দ্ধে ভাবয়েদ্ বিন্দুং শিবশক্তিময়ং সদা ।
শূন্যরূপঃ শিবঃ সাক্ষাদ্ বিন্দুঃ পরমকুণ্ডলী ॥
শূন্যভাগঃ কলাযুক্তো বিন্দুশ্চ মোক্ষদোঽব্যয়ঃ ।
সার্দ্ধত্রিবলয়াকারা কোটিবিদ্যুৎ-সমপ্রভা ॥
সর্পাকারা শিবং বেষ্ট্য তত্রৈব সংস্থিতা সদা ।
এবং হি সংস্মরেদ্ ভক্ত্যা বীজশক্তি-সমাশ্রিতাম্ ॥
বীজাৎ তু জায়তে ব্রহ্মা জ্ঞানাত্মা পরমেশ্বরঃ ।
শব্দব্রহ্মময়ো ভূত্বা ঈশ্বরঃ কার্য্যকারণম্ ॥
কৃষ্ণস্য চঞ্চলাপাঙ্গি ! মাতা সা কামিনী পরা ।
বীজাচ্চৈবাঽঙ্কুরে জাতে বীজং নিষ্ফলতাং ব্রজেৎ ॥
এতদ্ বীজং বরারোহে ! সদা সারময়ং বিভু ।

হে পার্ব্বতি ! এই মহাগুহ্য বীজ ভূমি ও দেবতার উৎপত্তির কারণ এবং ইনিই সর্ব্বদা বিষ্ণুর জন্মস্থান। তাহার ঊর্দ্ধে নাদতত্ত্বকে যোনিস্বরূপা, সনাতনী, প্রতপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্টা, ত্রিকোণাকারা, শশিশেখরা, শৃঙ্গাররস-সমূহের দ্বারা পরিপূর্ণা, পরমেশ্বরী-স্বরূপ ভাবনা করিবে। তাহার ঊর্দ্ধে বিন্দুকে সর্ব্বদা শিবশক্তি-স্বরূপ ভাবনা করিবে। শূন্যরূপ অংশ সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ এবং বিন্দু সাক্ষাৎ কুণ্ডলিনী। [শিবরূপ] শূন্যভাগ কলা (শক্তি) যুক্ত এবং বিন্দু মোক্ষপ্রদ ও অব্যয়। সার্দ্ধ ত্রিবলয়াকারা, কোটিবিদ্যুৎ তুল্য প্রভাবিশিষ্টা, সর্পাকারা কুণ্ডলিনী শিবকে বেষ্টন করিয়া সেইখানেই সর্ব্বদা অবস্থিত আছেন। বীজ ও শক্তি সংযুক্তা কামিনীকে এইরূপেই ভক্তিপূর্ব্বক ভাবনা করিবে। জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বর ব্রহ্মা [এই] বীজ হইতেই উৎপন্ন হন এবং শব্দব্রহ্মময় হইয়া [তিনিই] কার্য্য-কারণরূপে ঈশ্বর হন। হে চঞ্চলাপাঙ্গি ! সেই পরা কামিনী কৃষ্ণের জননী। বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হইলে বীজ নিষ্ফল হয়। হে বরারোহে ! এই বীজ সদা সারময় ও বিভু (নিত্য)। লকার সংযুক্ত হইয়া ইনি

লকারসংযুতং ভূত্বা প্রসূতে হরিমব্যয়ম্ ॥
স্বয়ং শক্তির্হরির্ভূত্বা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
ককারসংযুতা ভূত্বা শক্তিরাবিরভূৎ স্বয়ম্ ॥
জন্মকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি প্রকৃতেরস্তি * ভামিনি !।
জপে ধ্যানে চ পূজায়াং প্রকৃতিঃ সুপ্রতিষ্ঠিতা ॥
ককারস্যোর্দ্ধকোণে তু প্রাণো বায়ুঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
অপানো বামকোণে চ সংস্থিতশ্চ সদা প্রিয়ে ! ॥
সমানো দক্ষিণে কোণে শুদ্ধস্ফটিক-সন্নিভঃ।
উদানস্ত্বঙ্কুশাকারে মাত্রায়াং ব্যান এব চ ॥
এতৎ তে কথিতং দেবি ! ককারতত্ত্বমদ্ভুতম্।
নবতত্ত্বং ককারস্য জ্ঞাত্বা যঃ কুরুতে জপম্ ॥
স জপশ্চঞ্চলাপাঙ্গি ! জপ এব ন সংশয়ঃ।
এতৎ তত্ত্বমবিজ্ঞায় প্রজপেদ্ যদি কোটিধা ॥
ন তজ্ জপ্তং বরারোহে ! সদা ত্বাবর্ত্তনং ভবেৎ ॥

নবতত্ত্ব-নিরূপণম্

দেবতত্ত্বং প্রাণতত্ত্বং বিন্দুতত্ত্বঞ্চ সুন্দরি !।

অব্যয় হরিকে প্রসব করেন। স্বয়ং শক্তিই হরি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই। শক্তি ককার-সংযুক্ত হইয়া স্বয়ং (হরিরূপে) আবির্ভূত হন। হে ভামিনি ! জন্ম কর্ম্ম—সমস্তই প্রকৃতির [ব্রহ্মের নহে]। জপে, ধ্যানে ও পূজায় প্রকৃতি সুপ্রতিষ্ঠিতা। ককারের ঊর্দ্ধকোণে প্রাণবায়ু অবস্থিত। হে প্রিয়ে ! ককারের বামকোণে অপান বায়ু সর্ব্বদাই অবস্থিত, দক্ষিণ কোণে বিশুদ্ধ স্ফটিকতুল্য সমান, অঙ্কুশাকার রেখায় উদান, মাত্রাতে ব্যান বায়ু অবস্থিত। হে দেবি ! এই অদ্ভুত ককারতত্ত্ব তোমার নিকট কথিত হইল। হে চঞ্চলাপাঙ্গি ! যে ব্যক্তি ককারের নবতত্ত্ব জানিয়া জপ করে, সেই জপই জপ ; ইহাতে সংশয় নাই। হে বরারোহে ! এই তত্ত্ব অবগত না হইয়া যদি কোটিবারও মন্ত্র জপ করে, তবে সে জপই নহে, উহা সর্ব্বদা আবর্ত্তন মাত্র হইতে পারে। হে সুন্দরি ! দেবতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, বিন্দুতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, অঙ্গতত্ত্ব,

* "প্রকৃতেরস্তি" ইত্যত্র "ব্রহ্মণো নাস্তি" ইতি, 'ভামিনি !' ইত্যনন্তরং "জন্মকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি প্রকৃতেরস্তি ভাবিনি !" ইতি চ খ পুস্তকে পাঠঃ।

জ্ঞানতত্ত্বং শক্তিতত্ত্বং যোনিতত্ত্বং তথৈব চ।
নবতত্ত্বমিদং প্রোক্তং কামধেনুমতং প্রিয়ে!॥ ১১ ॥
কীলিতো নহি দেবো হি বিদ্যা মন্ত্রশ্চ সর্ব্বথা।
ন শপ্তঃ পরমেশানি! ন বিদ্ধো বরবর্ণিনি!॥
সর্ব্বেষাং জঙ্গমাদীনাং স্থাবরাণাস্তু যোগিনি!।
দেবতা মাতৃকা মায়া সৃষ্টি-স্থিত্যন্ত-কারিণী॥
একাক্ষর-বিহীনত্বাদ্ ব্রহ্মহত্যা বরাননে!।
কস্য স্যাদ্ বশগা দেবী হৃদয়ে ভাবয়েৎ প্রিয়ে!।
ভাবনাদক্ষরশ্রেণ্যাঃ সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম ন সংশয়ঃ।
অক্ষরে দূষণং নাস্তি শপ্তাদি কমলাননে!॥
দূষণং যৎ কৃতং দেবি! হৃদিস্থং ভাবয়েৎ প্রিয়ে!।
রক্ষণার্থং সুরাণাঞ্চ হ্যাত্মনো গোপনায় চ॥
মানবাঃ পরমেশানি! বরাকাঃ ক্ষুদ্রবুদ্ধয়ঃ।
মানবস্য চ রক্ষার্থং রক্ষার্থং পন্নগস্য চ॥
ময়ৈব নির্ম্মিতৌ দেবি! বিদ্যা-মন্ত্রৌ পুরৈব হি।

রূপতত্ত্ব ও গর্ভতত্ত্ব—হে প্রিয়ে! ইহাই কামধেনু [তন্ত্র] সম্মত নবতত্ত্ব কথিত হইল॥১১॥

হে পরমেশানি! হে বরবর্ণিনি! হে দেবেশি! দেবতা, বিদ্যা ও মন্ত্র কোন প্রকারে কীলিত নহে এবং অভিশপ্তও নহে, বিদ্ধও নহে। হে যোগিনি! সৃষ্টি, স্থিতি ও ধ্বংসকারিণী মাতৃকাত্মিকা মায়া সমস্ত স্থাবর ও মনুষ্যাদি জঙ্গমসমূহের দেবতা। হে বরাননে! একাক্ষর বিহীন হইলেই ব্রহ্মহত্যা হয় অর্থাৎ ককারতন্ত্রের একটী অক্ষরও যদি যথাযথভাবে প্রযুক্ত না হয়, তবে ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাপ হয়। হে প্রিয়ে! 'দেবী কাহার বশবর্ত্তিনী হইবেন'—ইহা ভাবনা করিবে। অক্ষরশ্রেণীর ভাবনা হইতে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। অক্ষরে দোষ নাই, শাপাদিও নাই। হে কমলাননে! হে প্রিয়ে! যে দোষ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা হৃদয়বর্ত্তী অর্থাৎ মন্ত্রের বর্ণে কোন দোষ নাই, মানুষের মনোগত দোষ বর্ণে আরোপিত হয়—ইহা ভাবনা করিবে। দেবতাগণের রক্ষার জন্য এবং আত্মার রক্ষা অর্থাৎ স্বস্বরূপে স্থিতির জন্য—হে দেবি! হে বরাননে! মানব অতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র-বুদ্ধি; এই হেতু মানবের রক্ষার জন্য এবং পন্নগের রক্ষার জন্য পুরাকালে আমা কর্ত্তৃক বিদ্যা ও মন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল। হে মহেশানি! এই জন্যই অসুরগণ ক্ষয়

অতএব মহেশানি ! হ্যস্থরাঃ ক্ষয়মাগতাঃ ॥ *
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জপং কুরু বরাননে ! ॥ ১২ ॥

মন্ত্রার্থনিরূপণম্

যামলে—দেবতায়াঃ শরীরন্তু বীজাদুৎপদ্যতে ধ্রুবম্ ।
ভূতশুদ্ধৌ—ধ্যানেন পরমেশানি ! যদ্রূপং সমুপস্থিতম্ ।
তদেব পরমেশানি ! মন্ত্রার্থং বিদ্ধি পার্ব্বতি ! ॥
মন্ত্রস্থানমাহ তন্ত্রে—স্থানস্থা বরদা মন্ত্রা ধ্যানস্থাশ্চ ফলপ্রদাঃ ।
ধ্যানস্থান-বিনির্মুক্তাঃ সুসিদ্ধা অপি বৈরিণঃ ॥ ১৩

মন্ত্রস্থানম্

মন্ত্রস্থানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু দেবি ! বরাননে ! ।
সকলং নিষ্কলং সূক্ষ্মং তথা সকল-নিষ্কলম্ ॥
কলাভিন্নং কলাতীতং ষোঢ়ামন্ত্রং শিবোঽব্রবীৎ ।
সকলং ব্রহ্মরন্ধ্রস্থং তদধো বিদ্ধি নিষ্কলম্ ॥
মানসঃ সূক্ষ্মমাখ্যাতো হৃৎস্থঃ সকল-নিষ্কলঃ ।
বিন্দুস্থিতঃ কলাভিন্নঃ কলাতীতস্তদূর্দ্ধতঃ ॥

প্রাপ্ত হয়। হে বরাননে ! অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে জপ করিবে ॥ ১২ ॥

যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“দেবতার শরীর নিশ্চয়ই দেবতার বীজ হইতে উৎপন্ন হয়।” ভূতশুদ্ধিতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“হে পরমেশানি ! ধ্যানের দ্বারা যে রূপ (মূর্ত্তি) উপস্থিত হয়, হে পার্ব্বতি ! হে পরমেশানি ! তাহাই মন্ত্রের অর্থ জানিবে। তন্ত্রে মন্ত্রস্থান বলিয়াছেন—“মন্ত্রসকল যথাস্থানে স্থিত (প্রযুক্ত) হইলে বরদান করেন এবং ধ্যানে স্থিত হইলে ফলদান করেন। ধ্যান ও স্থান ভ্রষ্ট হইলে সুসিদ্ধ মন্ত্রও বৈরি হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

হে দেবি ! হে বরাননে ! মন্ত্রের স্থান বলিতেছি, শ্রবণ কর। সকল, নিষ্কল, সূক্ষ্ম, সকল-নিষ্কল, কলাভিন্ন ও কলাতীত—এই ছয় প্রকার মন্ত্র শিব বলিয়াছেন। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত মন্ত্রকে সকল, তাহার অধোদেশবর্ত্তী মন্ত্রকে নিষ্কল জানিবে। মানস মন্ত্র সূক্ষ্ম, হৃদয়স্থিত মন্ত্র সকল-নিষ্কল, বিন্দুস্থিত মন্ত্র কলাভিন্ন এবং

* ক পুস্তকে “মাগতাঃ” ইত্যনন্তরং “ন কদাচিন্মহেশানি ! বিদ্যা-মন্ত্রৌ চ কীলিতৌ। ন শপ্তৌ চ তথা বিদ্ধৌ কীলিতৌ নহি কামিনি ! । সন্দেহং ত্যজ চার্ব্বঙ্গি ! শপ্তাদিষু বরাননে।” ইতি পাঠঃ।

কলা কুণ্ডলিনী চৈব নাদঃ শক্তিঃ শিবোদিতা।
ষট্‌কস্থানস্থিতা মন্ত্রাঃ স্থানস্থাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
ধ্যানন্তু স্বরব্যঞ্জনভেদেন মন্ত্রঘটকীভূত-বর্ণচিন্তনমেবেত্যর্থঃ।
ভূতশুদ্ধৌ—চৈতন্যরহিতং মন্ত্রং যো জপেৎ স চ পাপকৃৎ।
মন্ত্রাশ্চৈতন্যসহিতাঃ সর্ব্বসিদ্ধিকরাঃ স্মৃতাঃ॥ ১৪॥

মন্ত্রচৈতন্যাদিনিরূপণম্

চৈতন্যং সর্ব্বমন্ত্রাণাং শৃণুষ্ব কমলাননে!।
সহস্রারং শিবপুরং কল্পবৃক্ষং মনোহরম্॥
চতুর্ব্বেদ-চতুঃশাখং নিত্যং পুষ্পফলান্বিতম্।
পীতং রক্তং তথা শ্বেতং কৃষ্ণঞ্চ হরিতং তথা॥
ভ্রমরৈঃ কোকিলৈ র্দেবি! বহুপুষ্পোপশোভিতম্।
এবং কল্পদ্রুমং ধ্যাত্বা তদধো রত্নবেদিকাম্॥
তত্রোপরি মহেশানি! পর্য্যঙ্কং সুমনোহরম্।
নানাপুষ্পসংযুতয়া রচিতং হেমমালয়া॥
তত্রোপরি মহাদেবং মহাকুণ্ডলিনীযুতম্।
এবং ধ্যাত্বা জপেন্ মন্ত্রং মহাদেবি! ত্রিবর্গদাম্॥ *

তাহার ঊর্দ্ধদেশস্থিত মন্ত্র কলাতীত উক্ত হইয়াছে। কলা হইতেছে কুণ্ডলিনী, নাদ শিবের সমবায়িনী শক্তি। এই ছয়টী স্থানস্থিত মন্ত্র 'স্থানস্থা" বলিয়া কথিত হইয়াছে। ধ্যান হইতেছে স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে মন্ত্রের অন্তর্গত বর্ণের চিন্তা—ইহাই ধ্যান শব্দের অর্থ। ভূতশুদ্ধি তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি চৈতন্য-রহিত মন্ত্র জপ করে, সে পাপী। চৈতন্য বিশিষ্ট হইলে সকল মন্ত্র সকলসিদ্ধির জনক বলিয়া কথিত হইয়াছে॥১৪॥

হে কমলাননে! সমস্ত মন্ত্রের চৈতন্য শ্রবণ কর। সহস্রার পদ্ম শিবের পুর (গৃহ); সেখানে মনোহর কল্পবৃক্ষ আছে। উহা চতুর্ব্বেদরূপ চারিটি শাখাযুক্ত; নিত্য ফলপুষ্পের দ্বারা শোভিত। [ঐ কল্পবৃক্ষগুলি] পীত, রক্ত, শ্বেত, কৃষ্ণ ও হরিদ্ বর্ণ বিশিষ্ট। হে দেবি! [উহা] ভ্রমর ও কোকিল সমূহের দ্বারা এবং বহু পুষ্পের দ্বারা শোভিত। হে মহেশানি! কল্পবৃক্ষকে এইরূপ ধ্যান করিয়া তাহার উপরিভাগে নানাপুষ্প সংযুক্ত হেমমালা দ্বারা আবচিত (সুশোভিত) সুমনোহর পর্য্যঙ্ক চিন্তা করিবে। সেই পর্য্যঙ্কের উপরিভাগে মহাকুণ্ডলিনীযুক্ত মহাদেবকে ধ্যান করিবে।

* খ পুস্তকে—"এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং ধ্যাত্বা দেবীং ত্রিবর্গদাম্।" ইতি পাঠঃ।"

আনন্দাশ্রূণি পুলকো দেহাবেশঃ সুরেশ্বরি ! ।
গদ্গদোক্তিশ্চ সহসা জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥
সকৃদুচ্চরিতেঽপ্যেবং মন্ত্রে চৈতন্যসংযুতে ।
শতে সহস্রে লক্ষে বা কোটিজাপেন তৎ ফলম্ ॥
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি ! মন্ত্রচৈতন্যমুত্তমম্ ॥
বিষ্ণুমন্ত্রে তথা শৈবে শক্তিমন্ত্রে সুরেশ্বরি ! ।
মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যত্নতঃ সমুপাচরেৎ ॥ ১৫ ॥

যোনিমুদ্রা

যোনিমুদ্রামাহ মন্ত্রমুক্তাবল্যাং—উপবিশ্যাসনে মন্ত্রী প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ
ষট্চক্রং চিন্তয়েদ্ দেবি ! প্রাণায়াম-পুরঃসরম্ ॥
চতুর্দ্দলং স্যাদাধারং স্বাধিষ্ঠানন্তু ষড়্দলম্ ।
নাভৌ দশদলং পদ্মং সূর্য্যসংখ্যদলং হৃদি ॥
কণ্ঠে স্যাৎ ষোড়শদলং ভ্রূমধ্যে দ্বিদলং তথা ।
সহস্রদলমাখ্যাতং ব্রহ্মরন্ধ্রে মহাপথে ॥
আধারে কন্দমধ্যস্থং ত্রিকোণমতিসুন্দরম্ ।
ত্রিকোণমধ্যে দেবেশি ! কামবীজং সুলক্ষণম্ ॥
কামবীজোদ্ভবং তত্র স্বয়ম্ভুলিঙ্গমুত্তমম্ ।

হে মহাদেবি ! ত্রিবর্গ-(ধর্ম্ম, অর্থ, কাম) প্রদায়িনী দেবীকে (ইষ্টদেবীকে) এইরূপ ভাবনা করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। হে সুরেশ্বরি ! [সেই সময়ে] সহসা আনন্দাশ্রু, পুলক, দেহাবেশ (রোমাঞ্চ) ও গদ্গদোক্তি উৎপন্ন হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। শত, সহস্র, লক্ষ বা কোটিবার মন্ত্র জপে যে ফল হয়, চৈতন্য-সংযুক্ত মন্ত্র একবার উচ্চারিত হইলেই সেই ফল হয়। হে দেবি ! এই উত্তম মন্ত্র-চৈতন্য কথিত হইল। হে সুরেশ্বরি ! বিষ্ণুমন্ত্রে, শিবমন্ত্রে ও শক্তিমন্ত্রে যত্নপূর্ব্বক মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্য ভাবনা করিবে ॥ ১৫ ॥

মন্ত্রমুক্তাবলীতে যোনিমুদ্রা বলিতেছেন—"হে দেবি ! দীক্ষিত সাধক পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া আসনে উপবেশন করিয়া প্রাণায়াম পূর্ব্বক ষট্চক্রকে চিন্তা করিবে। মূলাধার চক্র চতুর্দ্দল, স্বাধিষ্ঠান ষড়্দল, নাভিতে মণিপূর পদ্ম দশদল; হৃদয়ে দ্বাদশ দল; কণ্ঠে ষোড়শদল; ভ্রূমধ্যে দ্বিদল এবং মহাপথ ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রদল পদ্ম চিন্তা করিবে। মূলাধারে কন্দমধ্যস্থিত ত্রিকোণ অতি সুন্দর। হে দেবেশি !

তস্যোপরি পুনর্ধ্যায়েৎ চিৎকলাং হংসমাশ্রিতাম্ ॥
ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং দেবীং স্বয়ম্ভুলিঙ্গ-বেষ্টিতাম্ ।
চিৎকলাং তাং কুণ্ডলিতাং তেজোরূপাং জগন্ময়ীম্ ॥
আধারাদীনি পদ্মানি ভিত্ত্বা তেজঃ-স্বরূপিণীম্ ।
হংসেন মনুনা দেবীং ব্রহ্মরন্ধ্রং নয়েৎ সুধীঃ ॥
সদাশিবেন দেবী সা ক্ষণমাত্রং রমেৎ প্রিয়ে ! ।
অমৃতং জায়তে দেবি ! তৎক্ষণাৎ পরমেশ্বরি ! ॥
তদুদ্ভবামৃতং দেবি ! লাক্ষারস-সমোপমম্ ।
তেনামৃতেন দেবেশি ! তর্পয়েৎ পরদেবতাম ॥
ষট্চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যাঽমৃতধারয়া ।
আনয়েৎ তেন মার্গেণ মূলাধারং পুনঃ সুধীঃ ॥ ১৬ ॥
ততস্তু পরমেশানি ! অক্ষমালাং বিচিন্তয়েৎ ।
চিত্রিণী বিসতন্ত্বাভা ব্রহ্মনাড়ীগতান্তরা ॥
তয়া সংগ্রথিতা মধ্যে সাক্ষাজ্ জাগ্রৎ-স্বরূপিণী ।
অনুলোম-বিলোমেন মন্ত্রবর্ণ-বিভেদতঃ ॥

সেই ত্রিকোণমধ্যে সুলক্ষণ কামবীজ (ক্লীঁ) আছে। সেই স্থানে উত্তম স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে কামবীজ হইতে উৎপন্ন ধ্যান করিবে। তাহার উপরিভাগে হংসারূঢ়া চিৎকলাকে পুনরায় ধ্যান করিবে এবং স্বয়ম্ভুলিঙ্গ-বেষ্টিতা দেবী কুণ্ডলিনীকেও ধ্যান করিবে। সুধী সাধক হংস মন্ত্রের দ্বারা তেজঃস্বরূপিণী, তেজোরূপা অর্থাৎ দীপ্তি-বিশিষ্টা জগন্ময়ী সেই চিৎকলা (চিৎশক্তি) কুণ্ডলিনীকে মূলাধারাদি ছয়টী পদ্ম ভেদ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া যাইবে। হে প্রিয়ে ! সেই দেবী সদাশিবের সহিত ক্ষণকাল বিহার করেন। হে দেবি ! হে পরমেশ্বরি ! সেই ক্ষণেই অমৃত উৎপন্ন হয়। হে দেবি ! সেই বিহার হইতে উৎপন্ন অমৃত লাক্ষারসের তুল্য অর্থাৎ অরুণ বর্ণ। হে দেবেশি ! সুধী সাধক সেই অমৃত দ্বারা পরদেবতাকে তর্পণ করিবে এবং সেইখানে অমৃতধারা দ্বারা ষট্চক্র দেবতার তর্পণ করিয়া সেই পথে পুনরায় কুণ্ডলিনীকে আনয়ন করিবে ॥ ১৬ ॥

হে পরমেশানি ! তাহার পর অক্ষমালা (বর্ণমালা) চিন্তা করিবে। মৃণালতন্তুতুল্যা চিত্রিণী নাড়ী ব্রহ্মনাড়ীর মধ্য দিয়া গিয়াছে। মধ্যভাগে সাক্ষাৎ জাগ্রৎ-স্বরূপিণী কুণ্ডলিনী তাহার দ্বারা গ্রথিত হইয়াছেন। মন্ত্রবর্ণের ভেদে অকারাদি বর্ণগুলিকে

মন্ত্রেণাঽন্তরিতান্ বর্ণান্ বর্ণেনাঽন্তরিতং মনুম্।
কুর্য্যাদ্ বর্ণময়ীং মালাং সর্ব্বমন্ত্র-প্রকাশিনীম্॥
চরমার্ণং মেরুরূপং লঙ্ঘনং নৈব কারয়েৎ।
সবিন্দুং বর্ণমুচ্চার্য্য পশ্চান্মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ॥
অকারাদি-লকারান্ত মনুলোম ইতি স্মৃতম্।
পুনর্লকারমারভ্য শ্রীকণ্ঠান্তং মনুং জপেৎ।
বিলোম ইতি বিখ্যাতং ক্ষকারং কেবলং জপেৎ॥
বর্গাণামষ্টবর্ণেন ত্বষ্টবারং জপেৎ সুধীঃ।
অ-ক-চ-ট-ত-প-য-শা ইত্যেবং চাষ্টবর্গকাঃ॥
অষ্টোত্তরশতং মূলমন্ত্রং জ্ঞানেন সংজপেৎ।
যোনিমুদ্রা মহেশানি! তব স্নেহাৎ প্রকাশিতা॥
মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং যোনিমুদ্রাং ন বেত্তি যঃ।
শতকোটিজপেনাঽপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে॥ ১৭

ইতি যোনিমুদ্রা

অনুলোম ও বিলোমে মন্ত্র দ্বারা ব্যবহিত করিয়া এবং অকারাদি বর্ণের দ্বারা মন্ত্রকে ব্যবহিত করিয়া সর্ব্বমন্ত্র-প্রকাশিনী বর্ণময়ী মালা করিবে। [জপকালে] মেরুস্বরূপ চরম-বর্ণ ক্ষকারকে লঙ্ঘনই করিবে না। সুধী সাধক অকার হইতে লকার পর্য্যন্ত অনুস্বার-যুক্ত বর্ণ উচ্চারণ করিয়া পরে মন্ত্র জপ করিবে। ইহা 'অনুলোম' (জপ) বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুনরায় লকার হইতে শ্রীকণ্ঠ (অকার) পর্য্যন্ত সবিন্দু বর্ণ উচ্চারণ করিয়া মন্ত্র জপ করিবে। উহা 'বিলোম' (জপ) বলিয়া কথিত হইয়াছে। [পরে] কেবল ক্ষকারকে জপ করিবে অর্থাৎ ক্ষকারের পর আর মন্ত্র জপ করিবে না। সুধী সাধক অষ্টবর্গের আটটি বর্ণের দ্বারা আটবার জপ করিবে। অবর্গ, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ ও শবর্গ এইরূপে এই আটটি 'অষ্টবর্গ' বলিয়া কথিত হইয়াছে। [সাধক] এইরূপে অষ্টোত্তর শত মূলমন্ত্র জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ মনের দ্বারা জপ করিবে। হে মহেশানি! তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ যোনিমুদ্রা প্রকাশিত হইল। যে ব্যক্তি মন্ত্রার্থ, মন্ত্রচৈতন্য ও যোনিমুদ্রা জানে না, শতকোটি মন্ত্র জপের দ্বারাও তাহার সিদ্ধি জন্মে না। এই খানে যোনিমুদ্রা (১) প্রকরণ সমাপ্ত হইল॥ ১৭॥

(১) উক্তরূপ যোনিমুদ্রার অনুষ্ঠানে অসমর্থ ব্যক্তি মূলমন্ত্রের আদ্যন্তে মায়াবীজ, শ্রীবীজ, কামবীজ বা প্রণব দিয়া অষ্টাধিক সহস্র মূলমন্ত্র জপ করিবে। এবিষয়ে 'পুরশ্চরণ-বোধিনী'

মন্ত্রশিখা-নিরূপণম্

মন্ত্রশিখামাহ যামলে—শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি সর্ব্বজ্ঞানোত্তমোত্তমম্ ।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ ক্ষিপ্রং বিদ্যা প্রসীদতি ॥
মূলকন্দে তু যা দেবী ভুজগাকাররূপিণী ।
তদ্‌ভ্রমাবর্ত্ত-বাতো যঃ প্রাণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥
ঝিল্লীবাঽব্যক্তমধুরা কুজন্তী সততোত্থিতা ।
গচ্ছন্তী ব্রহ্মরন্ধ্রেণ প্রবিশন্তি স্বকেতনম্ ॥
যাতায়াতক্রমেণৈব তত্র কুর্য্যান্মনোলয়ম্ ।
তেন মন্ত্রশিখা জাতা সর্ব্বমন্ত্র-প্রদীপিকা ॥
তমঃপূর্ণে গৃহে যদ্বৎ ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাসতে ।
শিখাহীনাস্তথা মন্ত্রা ন সিধ্যন্তি কদাচন ॥
শিখোপদেশঃ সর্ব্বত্র গোপিতঃ পরমেশ্বরি ! ।
বিনা যেন ন সিদ্ধিঃ স্যাদ্ বর্ষকোটিশতৈরপি ॥
তস্মাৎ ত্বয়াপি গিরিজে ! গোপনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৮ ॥

যামলতন্ত্রে মন্ত্রশিখা বলিতেছেন—"হে দেবি ! সর্ব্বজ্ঞানের মধ্যে উত্তমোত্তম [বিষয়] বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহার জ্ঞানমাত্রেই বিদ্যা শীঘ্র প্রসন্ন হন। মূলকন্দে অর্থাৎ মূলাধারে সর্পাকার-স্বরূপিণী যে দেবী অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তি, তাঁহার ভ্রমণে যে আবর্ত্তবায়ু (ঘূর্ণীবায়ু) উৎপন্ন হয়, পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক উহা প্রাণ (হংস) বলিয়া কথিত হইয়াছে। সদা জাগ্রৎ-স্বরূপিণী সেই কুণ্ডলিনী ঝিল্লীর (ঝিঁঝিঁ পোকা) ন্যায় অব্যক্ত মধুর শব্দ করিতে করিতে [সুষুম্নার অন্তর্গত চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যদিয়া] ব্রহ্মরন্ধ্র পথে গমন করিতে করিতে নিজ নিকেতনে [মূলাধারে] প্রবেশ করেন। যাতায়াত ক্রমেই সেইখানে মনোলয় অর্থাৎ চিত্তস্থির করিবে। তাহাতেই সর্ব্বমন্ত্রের প্রকাশিকা মন্ত্রশিখা উৎপন্ন হয়। অন্ধকারপূর্ণ গৃহে যেরূপ কোন কিছু প্রকাশিত হয় না, শিখাহীন মন্ত্রও সেইরূপ কখনই সিদ্ধ হয় না। হে পরমেশ্বরি ! যাহার দ্বারা অর্থাৎ যে মন্ত্রশিখার উপদেশ ব্যতীত একশত কোটি বর্ষেও সিদ্ধি হয় না, সেই মন্ত্রশিখার উপদেশ সর্ব্বত্র আমা কর্ত্তৃক গোপিত হইয়াছে। সুতরাং হে গিরিজে ! তুমিও যত্নপূর্ব্বক গোপন করিবে" ॥১৮॥

ধৃত প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। যথা—"যোনিমুদ্রাং মহাদেবি ! যদি কর্ত্তুং ন শক্যতে। মায়য়া বা শ্রিয়া বাপি কামেন প্রণবেন বা। সম্পূটং মূলমন্ত্রঞ্চ জপেদষ্টসহস্রকম্ ॥"

অশৌচভঙ্গঃ

রুদ্রযামলে—জাতসূতকমাদৌ স্যাদন্তে চ মৃতসূতকম্।
সূতকদ্বয়-সংযুক্তো ন মন্ত্রঃ সিদ্ধিদায়কঃ॥

জপাদৌ জাতসূতকং জপান্তে চ মৃতসূতকমিতি সূতকদ্বয়মিত্যর্থঃ।

যামলে—ব্রহ্মবীজং মনোর্দত্ত্বা চাদ্যন্তে পরমেশ্বরি!।
সপ্তবারং জপেন্মন্ত্রং সূতকদ্বয়-মুক্তয়ে॥

সূতকদ্বয়মুক্তয়ে মনোরাদ্যন্তে ব্রহ্মবীজং প্রণবং দত্ত্বা জপাদৌ সপ্তবারং জপান্তে চ সপ্তবারং তং মনুং জপেদিত্যর্থঃ।

সূতকদ্বয়-মুক্তো যঃ স মন্ত্রঃ সর্ব্বসিদ্ধিদঃ।
চতুর্দ্দশ স্বরো দেবি! পুণ্যঃ সিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥
নাদ-বিন্দু-সমোপেতো দীর্ঘ প্রণব উচ্যতে॥ ১৯॥

স্ত্রীশূদ্রাণামশৌচভঙ্গঃ

তন্ত্রোক্তঃ প্রণবঃ সোঽপি স্ত্রীশূদ্রাণাং প্রশস্যতে॥
তস্মাৎ স্ত্রীণাঞ্চ শূদ্রাণাং স এব পরিকীর্ত্তিতঃ॥

ভূতশুদ্ধৌ—তন্ত্রোক্তং প্রণবং দেবি! বহ্নিজায়াং সুরেশ্বরি!
প্রজপেৎ সততং শূদ্রো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥

রুদ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"প্রথমে অর্থাৎ মন্ত্রজপের আরম্ভে জাতাশৌচ ও জপশেষে মৃতাশৌচ হয়। সূতকদ্বয়-বিশিষ্ট মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ হয় না।" "সূতকদ্বয়ম্" ইহার অর্থ—জপের আদিতে জাত সূতক এবং জপের শেষে মৃত সূতক। যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে পরমেশ্বরি! এই অশৌচদ্বয় নিবৃত্তির জন্য মন্ত্র জপের আদিতে ও অন্তে ব্রহ্মবীজ (প্রণব) দিয়া সাতবার মন্ত্র জপ করিবে।" এই বচনের তাৎপর্য্যার্থ হইতেছে—মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে ব্রহ্মবীজ প্রণব দিয়া জপের আদিতে সাত বার সেই মন্ত্র এবং জপের অন্তে সাতবার সেই মন্ত্র জপ করিবে। যে মন্ত্র সূতকদ্বয় হইতে মুক্ত অর্থাৎ যে মন্ত্রের সূতকদ্বয় নাই, সে মন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ॥ ১৯॥

হে দেবি! পুণ্যজনক ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ চতুর্দ্দশ স্বর (ঔ) নাদ ও বিন্দুযুক্ত হইলেই দীর্ঘ প্রণব (ঔঁকার) কথিত হয়। তাহাও তন্ত্রোক্ত প্রণব। উহা (ঔঁকার) স্ত্রী ও শূদ্রগণের পক্ষে প্রশস্ত। এই জন্য স্ত্রী ও শূদ্রগণের তাহাই প্রণব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ভূতশুদ্ধি তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে ঈশ্বরি! হে দেবি! শূদ্র তন্ত্রোক্ত প্রণব (ঔঁ) সর্ব্বদা জপ করিবে, সেইরূপ তন্ত্রোক্ত বহ্নিজায়াও (নমঃ) সর্ব্বদা জপ করিবে।

তেন প্রণবপুটিত-মন্ত্রজপস্থলে স্ত্রী শূদ্রশ্চ ওঁকারপুটিতং কৃত্বৈব মন্ত্রং জপেৎ। তন্ত্রোক্তা বহ্নিজায়া তু হৃদয়মেব (নমঃ)। স্বাহাস্থানে চ নমঃ-পদং প্রযোজ্য ন্যাসজপাদিকং কুর্য্যাদিতি জ্ঞেয়ম্॥ ২০ ॥

গণনাবিধিঃ

গণনাবিধিমাহ যামলে—গণনাবিধিমুল্লঙ্ঘ্য যো জপেৎ তজ্জপং যতঃ।

গৃহ্লন্তি রাক্ষসাস্তেন গণয়েৎ সর্ব্বথা বুধঃ॥
নাক্ষতৈর্হস্তপর্ব্বৈর্বা ন ধান্যৈর্ন চ পুষ্পকৈঃ।
ন চন্দনৈর্মৃত্তিকয়া জপসংখ্যাং তু কারয়েৎ॥
লাক্ষা-কুশীদ-সিন্দূরং গোময়ঞ্চ করীষকম্।
বিলোড্য গুটিকাং কৃত্বা জপসংখ্যাং তু কারয়েৎ॥ ২১ ॥

ইতি পরিব্রাজকাচার্য্য-পরমহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দগিরি-কৃতায়াং শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং জপলক্ষণাদিনির্ণয়ো নাম নবমোল্লাসঃ।

ইহাতে বিচার করিবে না।" সুতরাং প্রণব পুটিত মন্ত্র জপের স্থলে স্ত্রী ও শূদ্র মন্ত্রকে ওঁকার পুটিত করিয়াই জপ করিতে পারিবে। তন্ত্রোক্ত বহ্নিজায়া হইতেছে—হৃদয় (নমঃ)। 'স্বাহা' স্থানে 'নমঃ' পদ যোগ করিয়া ন্যাস ও জপাদি করিবে। ইহাই [তাৎপর্য্য] জানিবে॥ ২০ ॥

যামলতন্ত্রে গণনার বিধি বলিতেছেন—"যে ব্যক্তি গণনার বিধি লঙ্ঘন করিয়া জপ করে, তাহার সেই জপ যেহেতু রাক্ষসগণ গ্রহণ করে, সেই হেতু পণ্ডিতগণ সর্ব্বপ্রকারে জপ গণনা করেন। অক্ষত সমূহের দ্বারা, হস্তপর্ব্ব দ্বারা, ধান্যদ্বারা, পুষ্পসমূহের দ্বারা, চন্দন ও মৃত্তিকা দ্বারা জপ সংখ্যা করিবে না। লাক্ষা, কুশীদ (রক্তচন্দন), সিন্দুর, গোময়, করীষ (শুষ্ক গোময় বা ঐ ভস্ম) গুলিয়া গুটি করিয়া জপসংখ্যা করিবে॥ ২১ ॥

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীর নবম উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোল্লাসঃ

মহাসেতু-নিরূপণম্

অথ মহাসেত্বাদীনাং প্রয়োজনমাহ—

মহাসেতুং বিনা দেবি ! যো জপেৎ স তু পাপভাক্।
আদৌ জপ্ত্বা মহাসেতুং ততঃ সেতুং ততো মন্ত্রম্ ॥
এবং ক্রমৈর্ব্বরারোহে ! যথেষ্টং জপমাচরেৎ ॥

সেতুমঙ্গলতন্ত্রে—যো জপেৎ পরমেশানি ! বিনা সেতুং মহামন্ত্রম্।
তস্য সর্ব্বার্থহানিঃ স্যান্ মৃতে চ নরকং ব্রজেৎ ॥ ১ ॥

মহাসেতুঃ

মহাসেতুমাহ যামলে—মহাসেতুশ্চ দেবেশি ! সুন্দর্য্যা ভুবনেশ্বরী।
কালিকায়াঃ স্ববীজন্তু তারায়া কূর্চ্চ উচ্যতে।
অন্যেষান্তু বধূবীজং মহাসেতুর্ব্বরাননে ! ॥

বধূবীজমাহ রুদ্রযামলে—আকাশাদ্যং চতুর্থাদ্যং যকারান্তং চ সংহতম্।
লক্ষ্মী-বিন্দু-যুক্তং দেবি ! বধূবীজমুদাহৃতম্ ॥

আকাশাদ্যং সকারঃ, চতুর্থাদ্যং তকারঃ, যকারান্তং রেফঃ। সংহতং এতৎ-

---

অনন্তর মহাসেতু, সেতু প্রভৃতির প্রয়োজন বলিতেছেন—হে দেবি ! যে ব্যক্তি মহাসেতু বিনা অর্থাৎ মহাসেতু মন্ত্র জপ না করিয়া [ইষ্ট মন্ত্র] জপ করে, সে পাপভাগী হয়। প্রথমে মহাসেতু জপ করিয়া তাহার পর সেতু জপ করিয়া তাহার পর মন্ত্র জপ করিবে। হে বরারোহে ! এই ক্রমে ইচ্ছানুরূপ জপ করিবে।" সেতুমঙ্গলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে পরমেশানি ! যে সাধক সেতু জপ না করিয়া মহামন্ত্র (ইষ্টমন্ত্র) জপ করে, তাহার সমস্ত অর্থ নষ্ট হয় এবং পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে সে নরকে গমন করে ॥ ১ ॥"

যামলতন্ত্রে মহাসেতু বলিতেছেন—"হে দেবেশি ! সুন্দরীর মহাসেতু হইতেছে ভুবনেশ্বরী অর্থাৎ হ্রীঁ। কালিকার মহাসেতু স্ববীজ (ক্রীঁ) এবং তারার মহাসেতু কূর্চ্চ (হূঁ) উক্ত হইয়াছে। হে বরাননে ! অন্য সমস্ত দেবতার মহাসেতু হইতেছে বধূবীজ (স্ত্রীঁ)।" রুদ্রযামল তন্ত্রে বধূবীজ বলিতেছেন—"হে দেবি ! পরস্পর মিলিত এবং লক্ষ্মী ও বিন্দুদ্বারা যুক্ত আকাশাদ্য, চতুর্থাদ্য ও যকারান্ত বর্ণ বধূবীজ বলিয়া কথিত হইয়াছে"। 'আকাশাদ্যং' শব্দের অর্থ—সকার। 'চতুর্থাদ্যং' শব্দের অর্থ— তকার।

ত্রিতয়-সংযুক্তম্। লক্ষ্মীঃ ঈকারঃ, বিন্দুরনুস্বারঃ, তাভ্যাং যুতম্। এতেন স্ত্রীমিতি।

মহাসেতুং বিনা দেবি! ন জপ্তব্যং কদাচন।
শতকোটিজপেনাঽপি তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে॥ ২॥

সেতুনিরূপণম্

সেতুমন্ত্রং মহেশানি! সর্ব্বেষাং কুল্লুকাং শৃণু।
সেতুবিদ্যা মহেশানি! সাক্ষাদ্ ব্রহ্মস্বরূপিণী॥
আদাবন্তে চ দেবেশি! জপেৎ তাং তু জপান্মনোঃ। *
ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ দেবি! মন্ত্রো বিদ্যা বিশেষতঃ॥
অন্যথা বিফলং দেবি! নিশ্চয়ং বচনং মম।
পার্শ্বয়োঃ সেতুমাধায় জপকর্ম্ম সমাচরেৎ॥
নিঃসেতু-সলিলং যদ্বৎ ক্ষণান্নিম্নং প্রসর্পতি।
মন্ত্রস্তথৈব নিঃসেতুঃ ক্ষণাৎ ক্ষরতি যজ্বনাম্॥

আদাবন্তে চেতি। মনোর্জপাৎ আদৌ তদন্তে চ সেতুবিদ্যাং জপেদিত্যর্থঃ॥৩॥

'যকারান্তং' শব্দের অর্থ—রেফ। 'সংহতং' শব্দের অর্থ—এতৎত্রিতয় সংযুক্ত অর্থাৎ সকার, তকার ও রকার পরস্পর সংযুক্ত। 'লক্ষ্মী' শব্দের অর্থ—ঈকার। 'বিন্দু' শব্দের অর্থ—অনুস্বার। 'তাভ্যাং যুতং' অর্থাৎ ঈকার ও অনুস্বার—এই উভয়ের দ্বারা যুক্ত। সুতরাং বধূবীজ হইল—স্ত্রীঁ। হে দেবি! মহাসেতু ব্যতীত কখনও জপ করিবে না; শতকোটিবার জপের দ্বারাও সেই মন্ত্রের সিদ্ধি জন্মে না॥ ২॥

হে মহেশানি! সমস্ত দেবতার সেতু ও কুল্লুকা শ্রবণ কর। হে মহেশানি! সেতুবিদ্যা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপিণী। হে দেবেশি! মন্ত্র জপের আদিতে ও অন্তে সেতুবিদ্যা জপ করিবে। হে দেবি! তাহাতেই বিশেষরূপে মন্ত্র ও বিদ্যা সিদ্ধ হয়। হে দেবি! অন্যথা অর্থাৎ সেতু জপ না করিয়া মন্ত্র জপ করিলে বিফল হয়। ইহা আমার সত্য কথা। [সুতরাং] দুই পার্শ্বে অর্থাৎ মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে সেতু জপ করিয়া জপ কর্ম্ম করিবে। নিঃসেতু সলিল অর্থাৎ বাঁধহীন জল যেরূপ নিমেষে নিম্ন-দেশে চলিয়া যায়। যাজকগণের সেতুহীন মন্ত্রও সেইরূপ নিমেষমাত্রেই ক্ষরিত অর্থাৎ নিষ্ফল হয়। "আদাবন্তে চ" এই কথার অর্থ হইতেছে—মন্ত্রজপের আদিতে ও মন্ত্র জপের অন্তে সেতুবিদ্যা জপ করিবে॥ ৩॥

---

* ক্বচিৎ পুস্তকেঽত্র—"সেতুং দত্ত্বা জপেন্মনুম্" ইতি পাঠঃ।

সামান্যসেতুঃ

সামান্যসেতুমাহ—বিপ্রাণাং প্রণবঃ সেতুঃ ক্ষত্রিয়াণাং তথৈব চ।
বৈশ্যানাং তু ফড়র্ণঃ স্যান্মায়া শূদ্রস্য কথ্যতে ॥ ৪ ॥

বিশেষ-সেতুঃ

বিশেষসেতুমাহ যামলে—শৃণু দেবি! প্রবক্ষ্যামি সুন্দর্য্যাঃ সেতুমুত্তমম্।
মায়াবীজং সমুদ্ধৃত্য সৌ-ভাগ্যং চ ততঃ পরম্।
পুনর্মায়াং সমুদ্ধৃত্য বিদ্যেয়ং ত্র্যক্ষরী পরা ॥
সুন্দরী-বিষয়ে সেতুঃ কথিতঃ পরমেশ্বরি।।
সৌ স্বরূপম্। ভাগ্যং বিসর্গঃ। মন্ত্রো যথা—হ্রীঁ সৌঃ হ্রীঁ।
অথ বক্ষ্যে মহেশানি! ভৈরব্যাঃ সেতুমুত্তমম্।
হরপ্রিয়াং সমুদ্ধৃত্য সুরসা চ ততঃপরম্।
ঔদর্য্যসংযুতং কৃত্বা বিন্দ্বর্দ্ধ-সংযুতং কুরু।
ইয়ং বিদ্যা বরারোহে! ভৈরব্যাঃ সেতুরূপিণী। মন্ত্রো যথা—হ্‌স।
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য হৃল্লেখা তদনন্তরম্।
এষা চ দ্ব্যক্ষরী বিদ্যা তারায়াঃ সেতুরুচ্যতে ॥ মন্ত্রো যথা—ওঁ হ্রীঁ।
শ্যামায়াঃ—ঐশ্বর্য্য-বীজমুদ্ধৃত্য কূর্চ্চবীজং সমুদ্ধরেৎ।

সামান্যসেতু বলিতেছেন—"বিপ্রগণের সেতু হইতেছে প্রণব, ক্ষত্রিয়গণেরও তাহাই অর্থাৎ প্রণবই সেতু। বৈশ্যগণের 'ফট্' এবং শূদ্রের মায়া (হ্রীঁ) সেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে" ॥ ৪ ॥

যামল তন্ত্রে বিশেষসেতু বলিতেছেন—'হে দেবি! সুন্দরীর উত্তম সেতু বলিতেছি, শ্রবণ কর। মায়াবীজ (হ্রীঁ) উদ্ধৃত করিয়া তাহার পর সৌ ও ভাগ্য এবং পুনরায় মায়া উদ্ধার করিবে। হে পরমেশ্বরি! সুন্দরীবিষয়ে এই ত্র্যক্ষরী পরা বিদ্যা সেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। 'সৌ' অর্থ—স্বরূপ অর্থাৎ 'সৌ' এই বর্ণ। 'ভাগ্যং' অর্থ—বিসর্গঃ। সুতরাং সুন্দরীর সেতুমন্ত্র হইল—হ্রীঁ সৌঃ হ্রীঁ।

অনন্তর ভৈরবীর উত্তম সেতু বলিব। হরপ্রিয়া (হ্) উদ্ধার করিয়া পরে সুরসা (স্) উদ্ধার করিয়া ঔদর্য্য (ঔ) সংযুক্ত করিয়া বিন্দ্বর্দ্ধ (ঁ) সংযুক্ত কর। হে বরারোহে! ভৈরবীর এই বিদ্যা সেতু-স্বরূপিণী। মন্ত্র যথা—হ্‌স। প্রথমে প্রণব উদ্ধার করিয়া পরে হৃল্লেখা (হ্রীঁ) উদ্ধার করিবে। এই দ্ব্যক্ষরী বিদ্যা তারার সেতু কথিত হইয়াছে। মন্ত্র যথা—ওঁ হ্রীঁ। শ্যামার সেতু—ঐশ্বর্য্যবীজ (ঐঁ) উদ্ধার করিয়া

পুনরৈশ্বর্য্যমুদ্ধৃত্য বিন্দ্বর্দ্ধ-সংযুতং কুরু ॥
সেতুরেষা মহেশানি ! শ্যামায়াঃ পরিকীর্ত্তিতা । মন্ত্রো যথা—ঐঁ হূঁ ঐঁ ।
ভুবনেশ্যাঃ—প্রণবং প্রথমং দেবি ! হৃল্লেখা-দ্বিতয়ং ততঃ ।
ততশ্চ পরমেশানি ! প্রণবদ্বয়মুদ্ধরেৎ ॥
ভুবনেশ্যাঃ মহেশানি ! বিদ্যেয়ং সেতুরুচ্যতে । মন্ত্রো যথা—ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ওঁ ওঁ ।
অন্নদায়াঃ—অথ বক্ষ্যে মহেশানি ! চান্নদাসেতুমুত্তমম্ ।
আদৌ মায়াং সমুচ্চার্য্য বহ্নিজায়াং সমুদ্ধরেৎ ॥ মন্ত্রো যথা—হ্রীঁ স্বাহা ।
মহিষমর্দ্দিন্যাঃ—অথ বক্ষ্যে মহেশানি ! মর্দ্দিন্যাঃ সেতুমুত্তমম্ ।
হংস-(বর্ণং) রূপং সমুদ্ধৃত্য রঞ্জিন্যুপরি সংস্থিতম্ ॥
ঈতিবর্ণযুতং কৃত্বা বিন্দ্বর্দ্ধ-সংযুতং কুরু ।
ততশ্চ পরমেশানি ! বহ্নিজায়াং সমুদ্ধরেৎ ॥
ত্র্যক্ষরীয়ং সেতুবিদ্যা মর্দ্দিন্যাঃ পরিকীর্ত্তিতা । মন্ত্রো যথা—হ্রীঁ স্বাহা ।
বিষ্ণোঃ—প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য বাসবাদ্যং ততঃ পরম্ ।
ইন্দিরা-সংযুতং কুর্য্যাদ্ যত্নতঃ পরমেশ্বরি ! ॥
ষণ্ডাত্মকমক্ষরং চোক্ত্বা ততঃ পরমুদীরয়েৎ ।
বালিবীজং সমুদ্ধৃত্য এধিতা-সংযুতং কুরু ॥

কূর্চ্চবীজ (হূঁ) উদ্ধার করিবে। পুনরায় ঐশ্বর্য্যবীজ উদ্ধার করিয়া বিন্দ্বর্দ্ধ সংযুক্ত করিবে। হে মহেশানি ! ইহাই শ্যামার সেতু বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। মন্ত্র যথা—ঐঁ হূঁ ঐঁ। ভুবনেশ্বরীর সেতু—হে দেবি ! হে পরমেশানি ! প্রথমে প্রণব, তাহার পর দুইটী হৃল্লেখা (হ্রীঁ) ও তাহার পর দুইটী প্রণব উদ্ধার করিবে। হে মহেশানি ! এই বিদ্যা ভুবনেশ্বরীর সেতু কথিত হইয়াছে। মন্ত্র যথা—ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ওঁ ওঁ।

অন্নদার সেতু—অনন্তর অন্নদার উত্তম সেতু বলিতেছি। প্রথমে মায়াবীজ উচ্চারণ করিয়া বহ্নিজায়া উদ্ধার করিবে। মন্ত্র যথা—হ্রীঁ স্বাহা। মহিষমর্দ্দিনীর সেতু :—হে পরমেশানি ! অনন্তর মহিষমর্দ্দিনীর উত্তম সেতু বলিতেছি। রঞ্জিনীর (রকারের) উপরিভাগে সংস্থিত হংস বর্ণ (হ) উদ্ধার করিয়া 'ঈ'—এই বর্ণ ও বিন্দ্বর্দ্ধ (ঁ) সংযুক্ত করিবে। পরে বহ্নিজায়া উদ্ধার করিবে। এই ত্র্যক্ষরী বিদ্যা মহিষমর্দ্দিনীর সেতুবিদ্যা উক্ত হইয়াছে। মন্ত্র যথা—হ্রীঁ স্বাহা। বিষ্ণুর সেতু—প্রথমে প্রণব উদ্ধার করিয়া তাহার পর বাসবাদ্য (ব) উদ্ধার করিয়া যত্নপূর্ব্বক ইন্দিরা (ই) সংযুক্ত করিবে। হে পরমেশ্বরি ! তাহার পর 'ষ্ণ' বর্ণ ও বালিবীজ (ব) উদ্ধার করিয়া উচ্চারণ করিবে এবং এধিতা (এ) সংযুক্ত করিবে।

পুনঃ প্রণবমুদ্ধৃত্য বিষ্ণোঃ সেতুঃ শুচিস্মিতে ! ॥ মন্ত্রো যথা—ওঁ বিষ্ণবে ওঁ।

শ্রীকৃষ্ণস্য —প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য মন্মথং তদনন্তরম্।
পুনঃ প্রণবমুদ্ধৃত্য সেতুমন্ত্রং মনোহরম্।
শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে সেতুস্ত্র্যক্ষরঃ সমুদাহৃতঃ॥ মন্ত্রো যথা—ওঁ ক্লীঁ ওঁ।

রামস্য—শৃণু কমলপত্রাক্ষি ! সেতুং রামস্য সুন্দরম্।
প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য রাজহংসং ততঃ পরম্ ॥
আচার্য্য-সংযুতং কৃত্বা বিন্দ্বর্দ্ধ-সংযুতং কুরু।
পুনঃ প্রণবমুদ্ধৃত্য বিদ্যেয়ং সেতুরূপিণী।
ত্র্যক্ষরীয়ং মহাবিদ্যা সেতুবিদ্যা প্রকীর্ত্তিতা ॥ মন্ত্রো যথা—ওঁ রাঁ ওঁ।

শিবস্য—হংসযুক্তং সমুদ্ধৃত্য সমুদ্ররূপিণং ততঃ।
চন্দ্রার্দ্ধসংযুতং দেবি ! কুরু যত্নেন পার্ব্বতি !।
এষা চ দ্ব্যক্ষরী বিদ্যা শিবস্য সেতুরূপিণী ॥ মন্ত্রো যথা—হংসঃ।
অন্যেষু দেবীদেবেষু প্রণবঃ সেতুরুচ্যতে।
সর্ব্বেষাং শূদ্রজাতীনামোঙ্কারঃ সেতুরুচ্যতে ॥ ৫ ॥

অথ কবচসেতুঃ

যত্র যত্র বিনির্দ্দিষ্টঃ সেতুমন্ত্রঃ শুচিস্মিতে !।

হে শুচিস্মিতে ! পুনরায় প্রণব উদ্ধার করিবে। উহা বিষ্ণুর সেতু। মন্ত্র যথা—ওঁ বিষ্ণবে ওঁ। শ্রীকৃষ্ণের সেতু—প্রথমে প্রণব উদ্ধার করিয়া অনন্তর মন্মথ (ক্লীঁ) ও পুনরায় প্রণব উদ্ধার করিয়া মনোহর সেতু মন্ত্র উদ্ধার করিবে। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র সেতু কথিত হইয়াছে। মন্ত্র যথা—ওঁ ক্লীঁ ওঁ। রামের সেতু—হে কমলপত্রাক্ষি ! রামের সুন্দর সেতু শ্রবণ কর। প্রথমে প্রণব উদ্ধার করিয়া তাহার পর রাজহংস (র)' উদ্ধার করিবে। পরে উহাতে আচার্য্য (আ) সংযুক্ত করিয়া বিন্দ্বর্দ্ধ (ঁ) সংযুক্ত করিবে এবং পুনরায় প্রণব উদ্ধার করিবে। ইহা সেতুরূপিণী বিদ্যা। ত্র্যক্ষরী এই মহাবিদ্যা রামের সেতুবিদ্যা উক্ত হইয়াছে। মন্ত্র যথা—ওঁ রাঁ ওঁ। শিবের সেতু—হে পার্ব্বতি ! হংসযুক্তা সমুদ্ররূপিণী বর্ণকে (হংস) উদ্ধার করিয়া যত্নপূর্ব্বক চন্দ্রার্দ্ধ সংযুক্ত কর। এই দ্ব্যক্ষরী বিদ্যা শিবের সেতুরূপিণী। মন্ত্র যথা—হংসঃ।• প্রণব অন্য দেবদেবীর সেতু বলিয়া কথিত হয়। সমস্ত শূদ্রজাতির অর্থাৎ শূদ্রের সমান-ধর্ম্মী বলিয়া শূদ্র এবং স্ত্রীগণেরও ওঁকার সেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে॥ ৫ ॥

হে শুচিস্মিতে ! যেখানে যেখানে সেতুমন্ত্র উক্ত হইয়াছে। হে প্রিয়ে ! সেই মন্ত্রকে

তন্মন্ত্রং ত্রিগুণং কৃত্বা সেতুমন্ত্রং কুরু প্রিয়ে ! ॥
কবচস্য মহেশানি ! সেতুর্ভবতি সুন্দরি ! ।
সেতুং বিনা মহেশানি ! কবচং যঃ পঠেন্নরঃ ॥
স ভক্ষ্যো জায়তে দেবি ! যোগিনীনাং শুচিস্মিতে ! ।
বৈষ্ণবে গাণপত্যে চ শৈবে শাক্তে শুচিস্মিতে ! ।
আদাবন্তে মহাসেতুং দত্ত্বা তু কবচং পঠেৎ ॥ ৬ ॥

কুল্লুকাপ্রয়োজনম্

অথ কুল্লুকাপ্রয়োজনমাহ

রুদ্র-যামলে—অজ্ঞাত্বা কুল্লুকাং দেবি ! মহামন্ত্রং জপেৎ তু যঃ ।
তস্য নশ্যন্তি চত্বারি আয়ুর্বিদ্যা যশো বল(ধন)ম্ ॥
কুল্লুকাঞ্চ ন জানাতি মহামন্ত্রং জপেন্নরঃ ।
পঞ্চত্বং জায়তে তস্য অথবা বাতুলো ভবেৎ ॥
অজ্ঞাত্বা কুল্লুকামেতাং জপতে যোহধমঃ প্রিয়ে ! ।
পঞ্চত্বমাশু লভতে সিদ্ধিহানিশ্চ জায়তে ॥
তথা জপাদিকং সর্ব্বং নিষ্ফলং নাত্র সংশয়ঃ ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন প্রজপেন্ মূর্দ্ধ্নি কুল্লুকাম্ ॥

বারাহীতন্ত্রে—জপং সমারভেন্ মন্ত্রী কুল্লুকাদ্যং যথাবিধি ।
পূজাং জপং সমাপ্যৈব স্তুত্বা চ কবচং পঠেৎ ॥ ৭ ॥

ত্রিগুণ করিয়া সেতুমন্ত্র (কবচের সেতুমন্ত্র) করিবে। হে সুন্দরি ! হে মহেশানি ! উহা কবচের সেতু হয়। যে ব্যক্তি সেতু বিনা কবচ পাঠ করে, হে দেবি ! হে শুচিস্মিতে ! সে যোগিনীগণের ভক্ষ্য হয়। হে শুচিস্মিতে ! বিষ্ণুর কবচে, গণপতির কবচে, শিবের কবচে বা শক্তির কবচে আদিতে ও অন্তে মহাসেতু দিয়া কবচ পাঠ করিবে ॥ ৬ ॥

অনন্তর রুদ্রযামল তন্ত্রে কুল্লুকার প্রয়োজন বলিতেছেন—"হে দেবি ! যে ব্যক্তি কুল্লুকা না জানিয়া মহামন্ত্র (ইষ্টমন্ত্র) জপ করে, তাহার আয়ুঃ, বিদ্যা, যশঃ ও বল—চারিটিই নষ্ট হয়। যে মানব কুল্লুকা জানে না, অথচ মহামন্ত্র জপ করে, তাহার বিনাশ হয় অথবা সে বাতুল হয়। হে প্রিয়ে! যে অধম এই কুল্লুকা না জানিয়া জপ করে, সে শীঘ্র পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহার সিদ্ধিহানিও জন্মে এবং [তাহার] জপাদি সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে মস্তকে কুল্লুকা জপ করিবে।" বারাহীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"দীক্ষিত সাধক যথাবিধি আদিতে কুল্লুকা জপ করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ আরম্ভ করিবে। পূজা ও জপ সমাপ্তি করিয়া স্তব পাঠ করিয়া কবচ পড়িবে" ॥৭॥

বিশুদ্ধেশ্বরতন্ত্রে—গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং দেবি ! তব স্নেহেন কথ্যতে।
তারায়াঃ কুল্লুকা দেবি ! মহানীল-সরস্বতী ॥ মন্ত্রো যথা—হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ ।
পঞ্চাক্ষরী কালিকায়াঃ কুল্লুকা পরিকীর্ত্তিতা ।
কালী কূর্চ্চং বধূর্মায়া ফড়ন্তা পরমেশ্বরি ! ॥ মন্ত্রস্তু—ক্রীঁ হূঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ ফট্।
ছিন্নায়াস্তু মহেশানি ! কুল্লুকাঽষ্টাক্ষরী ভবেৎ ।
বজ্রবৈরোচনীয়ে চ অন্তে বর্ম্ম প্রকীর্ত্তয়েৎ ॥ মন্ত্রস্তু—বজ্রবৈরোচনীয়ে হূঁ ।
প্রসাদবীজং শম্ভোস্তু মঞ্জুঘোষে ষড়ক্ষরী ।
ললাটরবচনং চৈব ধ্যর্ণং চন্দ্রযুতং স্মরেৎ ॥
মন্ত্রস্তু শিবস্য—হৌঁ, মঞ্জুঘোষস্য তু—অরবচনধীঁ ।
ভুবনেশ্যাশ্চ হ্রীং বীজং বিষ্ণোর্বৈ চাষ্টবর্ণিকা ।
নমো নারায়ণায়েতি প্রণবাদ্যা চ কুল্লুকা ॥
ভুবনেশ্বর্য্যাঃ—হ্রীঁ । বিষ্ণোঃ—ওঁ নমো নারায়ণায় ।
বর্ম্মবীজং তু ভৈরব্যাঃ কুল্লুকা পরিকীর্ত্তিতা । মন্ত্রো যথা—হূঁ ।
শ্রীমৎ-ত্রিপুরসুন্দর্য্যাঃ কুল্লুকা দ্বাদশাক্ষরী ।
বাগ্‌ভবং কামবীজঞ্চ লজ্জাঞ্চ ত্রিপুরে ততঃ ॥

বিশুদ্ধেশ্বর-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে দেবি ! তোমার প্রতি স্নেহবশতঃ গুহ্য হইতেও গুহ্যতর বিষয় কথিত হইতেছে। তারার কুল্লুকা মহানীলসরস্বতী অর্থাৎ মহানীলসরস্বতী মন্ত্র হ্রীঁ স্ত্রীঁ হূঁ তারার কুল্লুকা। কালী (ক্রীঁ) কূর্চ্চ (হূঁ) বধূ (স্ত্রীঁ) ও ফড়ন্ত মায়া অর্থাৎ হ্রীঁ ফট্—এই পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা কালিকার কুল্লুকা কথিত হইয়াছে। মন্ত্র যথা—ক্রীঁ হূঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ ফট্। হে মহেশানি ! অষ্টাক্ষরী বিদ্যা ছিন্নমস্তার কুল্লুকা। 'বজ্রবৈরোচনীয়ে' এবং অন্তে বর্ম্ম (হূঁ) অর্থাৎ "বজ্রবৈরোচনীয়ে হূঁ "—ইহাই ছিন্নমস্তার অষ্টাক্ষরী কুল্লুকা বিদ্যা উক্ত হইয়াছে। প্রসাদবীজ (হৌঁ) শিবের কুল্লুকা। ললাট (অ), রবচন ও ধী-এই বর্ণকে চন্দ্রবিন্দু যুক্ত চিন্তা করিবে অর্থাৎ 'অরবচনধীঁ'—ইহাই মঞ্জুঘোষের ষড়ক্ষরী কুল্লুকা বিদ্যা। শিবের মন্ত্র—হৌঁ, মঞ্জুঘোষের—অরবচনধীঁ ।

ভুবনেশীর কুল্লুকা হ্রীঁ বীজ। প্রণবাদি এবং 'নমো নারায়ণায়'—এই অষ্টবর্ণাত্মক মন্ত্র বিষ্ণুর কুল্লুকা। বর্ম্মবীজ (হূঁ) ভৈরবীর কুল্লুকা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। [প্রথমে] বাগ্‌ভব বীজ (ঐঁ), কামবীজ (ক্লীঁ), লজ্জাবীজ (হ্রীঁ) ও 'ত্রিপুরে'

ভগবতি-পদং পশ্চাদন্তে ঠদ্বয়মুদ্ধরেৎ ॥

মন্ত্রস্তু—ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ত্রিপুরে ভগবতি স্বাহা।

অথবা—বাগ্‌ভবং প্রথমং বীজং কামরাজমনন্তরম্।

লজ্জাবীজং ক্রোধবীজং ফড়ন্তঞ্চ সমুদ্ধরেৎ ॥ মন্ত্রস্তু—ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ হূঁ ফট্

অথবা কামবীজাখ্যা কুল্লুকা পরিকীর্ত্তিতা। মন্ত্রস্তু—কএঈলহ্রীঁ।

সরস্বত্যা বাগ্‌ভবঞ্চ অন্নদায়াস্ত্বনঙ্গকম্। সরস্বত্যাঃ—ঐঁ। অন্নদায়াঃ—ক্লীঁ।

মাতঙ্গ্যাঃ প্রথমং বীজং মায়া ধূমাবতীং প্রতি। মাতঙ্গ্যাঃ—ওঁ, ধূমাবত্যাঃ-হ্রীঁ।

বগলায়া বধূবীজং লক্ষ্ম্যাশ্চ নিজবীজকম্। বগলায়াঃ—স্ত্রীঁ। লক্ষ্ম্যাঃ—শ্রীঁ।

ধনদায়া বধূবীজং কুল্লুকা পরিকীর্ত্তিতা ॥ মন্ত্রো যথা—স্ত্রীঁ।

অপরেষাঞ্চ দেবানাং স্বমন্ত্রঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।

অন্যাসাং তু পরাবীজং কুল্লুকা পরমেশ্বরি ! ॥

রামস্য—প্রণবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য রাজহংসং ততঃ পরম্।

আচার্য্য-সংযুতং কৃত্বা বিন্দ্বর্দ্ধ-সংযুতং কুরু ॥

পুনঃ প্রণবমুদ্ধৃত্য বিজ্ঞেয়ঃ সেতুরূপিণী।

এতাং বিদ্যাং বরারোহে ! মন্মথৈঃ পুটিতাং কুরু ॥

তদা ভবতি দেবেশি ! রামস্য স্বর্গদুর্লভা ॥

পদ উদ্ধার করিয়া তাহার পর 'ভগবতি' পদ উদ্ধার করিয়া অন্তে ঠদ্বয় (স্বাহা) উদ্ধার করিবে। ইহাই শ্রীমৎত্রিপুরসুন্দরীর দ্বাদশাক্ষরী কুল্লুকা বিদ্যা। মন্ত্র যথা—ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ত্রিপুরে ভগবতি স্বাহা। [অথবা] প্রথমে বাগ্‌ভব বীজ, অনন্তর কামরাজবীজ (ক্লীঁ), লজ্জাবীজ (হ্রীঁ) এবং ফডন্ত ক্রোধবীজ অর্থাৎ 'হূঁ ফট্' উদ্ধার করিবে অর্থাৎ ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ হূঁ ফট্—ইহাও ত্রিপুরসুন্দরীর এক প্রকার কুল্লুকা। অথবা কামবীজ নামক বিদ্যা অর্থাৎ ক এ ঈ ল হ্রীঁ ত্রিপুরসুন্দরীর অন্য প্রকার কুল্লুকা। সরস্বতীর বাগ্‌ভব (ঐঁ), অন্নদার অনঙ্গবীজ (ক্লীঁ); মাতঙ্গীর প্রথমবীজ (ওঁ); ধূমাবতীর মায়া (হ্রীঁ); বগলার বধূবীজ (স্ত্রীঁ); লক্ষ্মীর নিজবীজ (শ্রীঁ) এবং ধনদার বধূবীজ (স্ত্রীঁ) কুল্লুকা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। হে পরমেশ্বরি ! অন্য দেবগণের নিজমন্ত্র এবং অন্য দেবীগণের পরাবীজ (হ্রীঁ) কুল্লুকা কথিত হইয়াছে। হে দেবেশি ! প্রথমে প্রণব উদ্ধৃত করিয়া তাহার পর রাজহংস (র) উদ্ধার করিয়া আচার্য্য (আ) সংযুক্ত করিয়া বিন্দ্বর্দ্ধ (ঁ) সংযুক্ত কর। পুনরায় প্রণব উদ্ধৃত করিয়া এই বিদ্যাকে মন্মথবীজ (ক্লীঁ)

পঞ্চাক্ষরী মহাবিদ্যা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা ॥ মন্ত্রস্তু—ক্লীঁ ওঁ রাং ওঁ ক্লীঁ।
ইত্যেবং কথিতা দেবি ! সংক্ষেপাৎ কুল্লুকা ময়া ॥ ৮ ॥

সেতুমঙ্গলতন্ত্রে—বাগ্‌ভবং পূর্ব্বমুদ্ধৃত্য মন্মথং তদনন্তরম্।
ভৃগুবীজং সমুদ্ধৃত্য মনুসর্গযুতং কুরু ॥

সুন্দরীবিষয়ে বোধ্যা কুল্লুকেয়ং মহেশ্বরি ! ॥ মন্ত্রো যথা—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ।
কামধেনুং সমুদ্ধৃত্য লোকবন্ধাং ততঃ পরম্।
বামনীয়কবীজন্তু পুনরুদ্ধৃত্য সুন্দরি ! ॥
ঈতিবীজযুতং কৃত্বা বিন্দ্বর্দ্ধ-সংযুতং কুরু।

কুল্লুকেয়ং মহাবিদ্যা ভৈরব্যাঃ পরিকীর্ত্তিতা ॥ মন্ত্রস্তু—ক ল রীঁ।

তারায়াঃ—মায়াবীজং সমুদ্ধৃত্য ততশ্চ প্রণবদ্বয়ম্।
পুনর্মায়াং সমুদ্ধৃত্য কুল্লুকাজপমাচরেৎ ॥

কুল্লুকাজপমাত্রেণ সর্ব্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ ॥ মন্ত্রো যথা—হ্রীঁ ওঁ ওঁ হ্রীঁ ॥

কালিকায়াঃ—পঞ্চাক্ষরী কালিকায়াঃ কুল্লুকা পরিকীর্ত্তিতা।
কালী কূর্চ্চং বধূর্মায়া ফড়ন্তা পরমেশ্বরি ! ॥ মন্ত্রো যথা—ক্রীঁ হূঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ ফট্।

দ্বারা পুটিত কর। তাহা হইলে এই বিদ্যা রামের স্বর্গদুর্লভা কুল্লুকা হইবে। পঞ্চাক্ষরী এই বিদ্যা (ক্লীঁ ওঁ রাঁ ওঁ ক্লীঁ) সমস্ত তন্ত্রে গোপিত হইয়াছে। হে দেবি ! সংক্ষেপে আমা কর্ত্তৃক এইরূপে কুল্লুকা কথিত হইল ॥ ৮ ॥

সেতুমঙ্গলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"প্রথমে বাগ্‌ভববীজ উদ্ধার করিয়া অনন্তর মন্মথ-বীজ ও ভৃগুবীজ (স) উদ্ধার করিয়া মনু (ঔ) এবং সর্গ (ঃ) যুক্ত কর। হে মহেশ্বরি ! সুন্দরী বিষয়ে এই বিদ্যা কুল্লুকা জানিবে। মন্ত্র যথা—ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ। হে সুন্দরি ! কামধেনু (ক) উদ্ধার করিয়া পরে লোকবন্ধা (ল) ও বামনীয়ক বীজ (র) উদ্ধার করিয়া, ঈ—এই বীজ সংযুক্ত করিয়া বিন্দ্বর্দ্ধ (ঁ) সংযুক্ত কর। এই মহাবিদ্যা ভৈরবীর কুল্লুকা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। মন্ত্র যথা—কলরীঁ।

তারার কুল্লুকা—[প্রথমে] মায়াবীজ উদ্ধার করিয়া তাহার পর প্রণবদ্বয় ও পুনরায় মায়া উদ্ধার করিয়া কুল্লুকা জপ করিবে। কুল্লুকার জপমাত্রেই সমস্ত সিদ্ধির অধিপতি হইতে পারে। মন্ত্র যথা—হ্রীঁ ওঁ ওঁ হ্রীঁ। হে পরমেশ্বরি ! কালী (ক্রীঁ), কূর্চ্চ (হূঁ), বধূ (স্ত্রীঁ), মায়া (হ্রীঁ) ও অন্তে 'ফট্'—এই পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা কালিকার কুল্লুকা কথিত হইয়াছে। মন্ত্র যথা—ক্রীঁ হূঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ ফট্।

ভুবনেশ্যাঃ—কালকূট-প্রশমনী-বীজমুদ্ধৃত্য সুন্দরি ! ।
বামনীয়কবীজেন সংযুতং কুরু সুন্দরি ! ॥
বিন্দ্বর্দ্ধসংযুতং কৃত্বা ত্রিগুণং কুরু সুন্দরি ।
এষা বিদ্যা মহেশানি ! কুল্লুকা বিষ্ণুপূজিতা ॥ মন্ত্রো যথা—হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ।
আদ্যন্তে পরমেশানি ! কূর্চ্চবীজদ্বয়ং কুরু ।
তদা ভবতি বিদ্যেয়ং মর্দ্দিন্যাঃ কুল্লুকা প্রিয়ে ! ॥

আদ্যন্তে ওঁ হ্রীং স্বাহা ওঁ ইতি মন্ত্রস্যাদ্যন্তয়োঃ হূঁ ইতি—বীজং কৃত্বেত্যর্থঃ। তেন হূঁ ওঁ হ্রীঁ স্বাহা ওঁ হূঁ ।

পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলা বর্ণরূপিণঃ ।
এবং কৃতে মহেশানি ! প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি তে ।
অন্যথা পশুবদ্ দেবি ! ন জপেৎ তু কদাচন ॥ ৯ ॥

ইতি পরিব্রাজকাচার্য্য-পরমহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদ্ ব্রহ্মানন্দগিরি-কৃতায়াং
শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণ্যাং সেতু-মহাসেতু-কুল্লুকা-নির্ণয়ো নাম
দশমোল্লাসঃ

ভুবনেশ্বরীর কুল্লুকা—হে সুন্দরি ! কালকূট প্রশমনী বীজ (ক্রীঁ) উদ্ধার করিয়া বামনীয়ক বীজের সহিত সংযুক্ত কর। হে সুন্দরি ! [তাহাতে] বিন্দর্দ্ধ সংযুক্ত করিয়া ত্রিগুণ কর। হে মহেশানি ! এই বিদ্যা ভুবনেশ্বরীর বিষ্ণু পূজিতা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কুল্লকা। মন্ত্র যথা—হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ। হে পরমেশানি ! মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে কূর্চ্চবীজ (হূঁ) যোজনা কর। হে প্রিয়ে ! তাহাতে এই বিদ্যা মহিষমর্দ্দিনীর কুল্লকা হইবে। 'আদ্যন্তে' ইহার অর্থ—'ওঁ হ্রীঁ স্বাহা ওঁ' এই মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে 'হূঁ' বীজ যোজনা করিয়া। তাহাতে মন্ত্র হইবে—হূঁ ওঁ হ্রীঁ স্বাহা ওঁ হূঁ। কেবল বর্ণাত্মক মন্ত্র পশুভাবে অবস্থান করে। হে মহেশানি ! এইরূপ করিলে সেই সমস্ত মন্ত্র প্রভুত্ব প্রাপ্ত হয়। হে দেবি ! ইহা না করিলে মন্ত্র পশুবদ্ ; কখনও তাহা জপ করিবে না ॥ ৯ ॥

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীর দশম উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশোল্লাসঃ

মুখশোধনম্

মুখশোধনমাহ সারস্বততন্ত্রে—

অথ বক্ষ্যে মহেশানি ! মুখশোধনমুত্তমম্ ।
যন্ন কৃত্বা বরারোহে ! জপপূজা বৃথা ভবেৎ ॥
অশুদ্ধ-জিহ্বয়া দেবি ! যো জপেৎ স তু পাপভাক্ ।
দশধা প্রজপিত্বা বৈ মুখশোধনমাচরেৎ ॥

দেব্যুবাচ—দেবদেব ! মহাদেব ! শূলপাণে ! পিনাকধৃক্ ।।
পৃথক্ পৃথগ্ দেবতানাং কথয়স্ব দয়ার্ণব ! ॥
শোধনং সর্ব্ববিদ্যানাং মুখস্য দশনস্য চ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ—মহাত্রিপুর-সুন্দর্য্যাঃ শৃণুষ্ব মুখশোধনম্ ।
শ্রীবীজং প্রণবো লক্ষ্মীস্তারঃ শ্রীঃ প্রণবস্তথা ।
ইমং ষড়ক্ষরং মন্ত্রং সুন্দর্য্যা দশধা জপেৎ ॥ মন্ত্রস্তু—শ্রীঁ ওঁ শ্রীঁ ওঁ শ্রীঁ ওঁ ।
বালায়াঃ শৃণু চার্ব্বঙ্গি ! মুখশোধনমুত্তমম্ ।
বাগ্ভবং ভুবনেশী চ বাগ্ভবং সুরবন্দিতে ! ।
এষা চ ত্র্যক্ষরী বিদ্যা সদামৃতময়ী প্রিয়ে ! ॥ মন্ত্রস্তু—ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ ।
ভৈরব্যাঃ শৃণু চার্ব্বঙ্গি ! মুখশোধনমুত্তমম্ ।
প্রণবঞ্চ হসৌর্বীজং প্রণবং সুরবন্দিতে ! ।

সারস্বত তন্ত্রে মুখশোধন বলিতেছেন—"হে মহেশানি ! হে বরারোহে ! যাহা না করিলে জপ-পূজা ব্যর্থ হয়, অনন্তর উত্তম [সেই] মুখশোধন বিধি বলিব। হে দেবি ! অশুদ্ধ জিহ্বায় যে জপ করে, সে পাপভাগী। দশবার [মুখশোধন মন্ত্র] জপ করিয়াই মুখশোধন করিবে। দেবী বলিলেন—হে দেবদেব মহাদেব ! হে শূলপাণে ! হে পিনাকধৃক্ ! হে দয়ার্ণব ! পৃথক্ পৃথক্ দেবতার সমস্ত বিদ্যার (স্ত্রীদৈবত মন্ত্রের), মুখ ও দন্তের শোধন বিধি বলুন। শ্রীমহাদেব বলিলেন—মহাত্রিপুর-সুন্দরীর মুখশোধন শ্রবণ কর। শ্রীবীজ (শ্রীঁ), প্রণব, লক্ষ্মীবীজ (শ্রীঁ), তার (ওঁ), শ্রীবীজ ও প্রণব—সুন্দরীর এই ষড়ক্ষর মন্ত্র দশবার জপ করিবে। হে চার্ব্বঙ্গি ! বালার মুখশোধন শ্রবণ কর। হে প্রিয়ে ! বাগ্ভব (ঐঁ), ভুবনেশী (হ্রীঁ) ও বাগভব—এই ত্র্যক্ষরী বিদ্যা সর্ব্বদা অমৃত-স্বরূপা। হে চার্ব্বঙ্গি ! ভৈরবীর উত্তম মুখশোধন শ্রবণ কর। হে সুরবন্দিতে !

ইমং ত্র্যক্ষর-মন্ত্রং চ প্রথমং দশধা জপেৎ ॥ মন্ত্রস্তু—ওঁ হ্সৌঃ ওঁ ।

শৃণু সুন্দরি ! শ্যামায়াঃ মুখশোধনমুত্তমম্ ।
নিজবীজ-ত্রয়ং দেবি ! প্রণব-ত্রিতয়ং ততঃ ॥
কামত্রয়ং বহ্নি-বিন্দু-রতিচন্দ্রার্দ্ধ-ভূষিতম্ ।
এষা নবাক্ষরী বিদ্যা মুখশোধন-কারিণী ॥

মন্ত্রস্তু—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ওঁ ওঁ ওঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ।

তারায়াঃ শৃণু চার্ব্বঙ্গি ! অপূর্ব্বং মুখশোধনম্ ।
জীবনী মধ্য(মা)গা লজ্জা ভুবনেশী ততঃ পরম্ ।
ত্র্যক্ষরীয়ং মহাবিদ্যা জিহ্বাগ্রেঽমৃতবর্ষিণী ॥ মন্ত্রস্তু—হ্রীঁ হূঁ হ্রীঁ ।
অপূর্ব্বং শৃণু চার্ব্বঙ্গি ! ভুবনামুখশোধনম্ ।
দ্বাদশ স্বরমুদ্ধৃত্য নাদ-বিন্দুযুতং কুরু ॥
তৎত্রিকং দশধা জপ্ত্বা ভুবনেশীং জপেৎ সুধীঃ ।
ত্র্যক্ষরীয়ং সমাখ্যাতা নানাসুখ-বিলাসিনী ॥ মন্ত্রস্তু—ঐঁ ঐঁ ঐঁ ॥ ১ ॥
দুর্গায়াঃ শৃণু চার্ব্বঙ্গি ! মুখশোধনমুত্তমম্ ।
দ্বাদশ স্বরমুদ্ধৃত্য বিন্দুযুক্তঞ্চ তৎ ত্রিকম্ ॥ মন্ত্রস্তু—ঐঁ ঐঁ ঐঁ ।
অথ দেবি ! প্রবক্ষ্যামি বগলা-মুখশোধনম্ ।

প্রণব, 'হ্সৌঃ' এই বীজ ও প্রণব—এই ত্র্যক্ষর মন্ত্র দশবার জপ করিবে। মন্ত্র—ওঁ হ্সৌঃ ওঁ। হে সুন্দরি ! শ্যামার উত্তম মুখশোধন শ্রবণ কর। হে দেবি ! তিনটী নিজবীজ (ক্রীঁ), তিনটী প্রণব ও বহ্নি (র্), বিন্দু (˙), রতি (ঈ) এবং চন্দ্রার্দ্ধ-(‿) ভূষিত তিনটী কামবীজ অর্থাৎ ক্রীঁ—এই নবাক্ষরী বিদ্যা মুখশোধনকরী। মন্ত্র—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ওঁ ওঁ ওঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ। হে চার্ব্বঙ্গি ! তারার মুখশোধন শ্রবণ কর। জীবনী (হূঁ) মধ্যস্থা লজ্জা (হ্রীঁ) ও তাহার পর ভুবনেশী (হ্রীঁ)—এই ত্র্যক্ষর মহাবিদ্যা জিহ্বার অগ্রভাগে অমৃত বর্ষণ করে। মন্ত্র যথা—হ্রীঁ হূঁ হ্রীঁ। হে চার্ব্বঙ্গি ! ভুবনেশ্বরীর অপূর্ব্ব মুখশোধন শ্রবণ কর। দ্বাদশ স্বর উদ্ধার করিয়া নাদ-বিন্দু যুক্ত কর। সুধী সাধক উহার তিনটী দশবার জপ করিয়া ভুবনেশ্বরী মন্ত্র জপ করিবে। এই ত্র্যক্ষরী বিদ্যা নানাবিধ সুখ-বিলাসের জননী। মন্ত্র যথা—ঐঁ ঐঁ ঐঁ ॥ ১ ॥

হে চার্ব্বঙ্গি ! দুর্গার মুখশোধন শ্রবণ কর। দ্বাদশ স্বর উদ্ধার করিয়া বিন্দুযুক্ত কর। তৎত্রিক অর্থাৎ উহার তিনটী দুর্গার মুখশোধন মন্ত্র। মন্ত্র যথা—ঐঁ ঐঁ ঐঁ।

বাগ্‌ভবং ভুবনেশানী বাগ্‌বীজং সুরবন্দিতে ! ॥
এষা তু ত্র্যক্ষরী বিদ্যা সদাঽমৃতময়ী প্রিয়ে ! ॥ মন্ত্রস্তু—ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ ।
মাতঙ্গ্যাঃ শোধনং দেবি ! অঙ্কুশং বাগ্‌ভবং তথা ।
বীজঞ্চাঙ্কুশমেতদ্ধি বিজ্ঞেয়ং ত্র্যক্ষরাত্মকম্ ॥
ত্র্যক্ষরীয়ং সমাখ্যাতা মুখশোধন-দুর্লভা ॥ মন্ত্রস্তু—ক্রোঁ ঐঁ ক্রোঁ ॥ ২ ॥
অপরৈকং শৃণু প্রৌঢ়ে ! লক্ষ্ম্যাশ্চ মুখশোধনম্ ।
শ্রিয়াশ্চ পরমেশানি ! বীজান্তে কমলাননে ॥
পুনঃ শ্রীবীজমুদ্ধৃত্য মুখশোধনমাচরেৎ ।
ইয়ং সপ্তাক্ষরী বিদ্যা চতুর্ব্বর্গময়ী সদা ॥ মন্ত্রস্তু—শ্রীঁ কমলাননে শ্রীঁ ।
অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি দুর্গায়া মুখশোধনম্ ।
বাগ্‌বীজ-পুটিতা মায়া দুর্গে স্বাহা ততঃ প্রিয়ে ! ॥
ভুবনেশী পুনশ্চৈব বাগ্‌বীজদ্বয়মেব চ ।
ইয়ং দশাক্ষরী বিদ্যা সদা মম হৃদি স্থিতা ॥
মন্ত্রস্তু—ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ দুর্গে স্বাহা হ্রীঁ ঐঁ ঐঁ ।
অপরৈকং প্রবক্ষ্যামি ধনদামুখশোধনম্ ।
প্রণবং দান্তমুদ্ধৃত্য বামকর্ণ-বিভূষিতম্ ॥

হে দেবি ! অনন্তর বগলার মুখশোধন বলিব । হে সুরবন্দিতে ! হে প্রিয়ে ! বাগ্‌ভব (ঐঁ), ভুবনেশ্বরী (হ্রীঁ) ও বাগ্‌ভব—এই ত্র্যক্ষরী বিদ্যা সর্ব্বদা অমৃত-স্বরূপা। মন্ত্র—ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ। হে দেবি! মাতঙ্গীর মুখশোধন হইতেছে—অঙ্কুশ বীজ, (ক্রোঁ) বাগ্‌ভব বীজ ও অঙ্কুশবীজ—এই ত্র্যক্ষরাত্মক মন্ত্র জানিবে। এই ত্র্যক্ষরী বিদ্যা মুখশোধন মন্ত্রের মধ্যে দুর্লভা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। মন্ত্র যথা—ক্রোঁ ঐঁ ক্রোঁ ॥ ২ ॥

হে প্রৌঢ়ে ! লক্ষ্মীর অপর এক মুখশোধন মন্ত্র শ্রবণ কর। লক্ষ্মী-বীজের (শ্রীঁ) অন্তে 'কমলাননে' এবং পুনরায় শ্রীবীজ উদ্ধার করিয়া মুখশোধন করিবে। এই সপ্তাক্ষরী বিদ্যা সর্ব্বদা চতুর্ব্বর্গপ্রদা। মন্ত্র যথা—শ্রীঁ কমলাননে শ্রীঁ। অপর এক দুর্গার মুখশোধন বলিব। হে প্রিয়ে! [প্রথমে] বাগ্‌বীজ-পুটিতা মায়া অর্থাৎ ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ, পরে 'দুর্গে স্বাহা' ও ভুবনেশানী (হ্রীঁ) এবং পুনরায় দুইটী বাগ্‌বীজ (ঐঁ ঐঁ) —এই দশাক্ষরী বিদ্যা সর্ব্বদা আমার হৃদয়ে অবস্থান করে। মন্ত্র—ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ দুর্গে স্বাহা হ্রীঁ ঐঁ ঐঁ। অপর এক ধনদার মুখশোধন মন্ত্র বলিব। [প্রথমে] প্রণব

বিন্দুযুক্তং ব্রহ্মবীজং বিজ্ঞেয়ং ত্র্যক্ষরাত্মকম্॥ মন্ত্রস্তু—ওঁ ধূঁ ওঁ।
ধূমাবত্যা মহেশানি! শোধনঞ্চৈতদেব হি। মন্ত্রস্তু—ওঁ ধূঁ ওঁ।
ভুবনায়াঃ স্ববীজন্তু প্রণবং বা বিশোধনম্॥ মন্ত্রস্তু—হ্রীঁ অথবা ওঁ॥ ৩॥
রুদ্রার্ণাদষ্টমো দেবি! ভূ-পুষ্ট্যক্রূর-সংযুতঃ।
একাক্ষরীয়ং বিদ্যা তু চান্নদামুখশোধনে॥ মন্ত্রস্তু—ক্লীঁ।
উচ্ছিষ্টচাণ্ডালীদেব্যা ভদ্রকাল্যাস্তথৈব চ।
জিহ্বায়াঃ শোধনং ভদ্রে! শৃণুষ্ব বরবর্ণিনি!॥
ষষ্ঠস্বরং বিন্দুযুক্তং লজ্জাবীজমনন্তরম্।
পুনরাদ্যং মহেশানি! চাণ্ডাল্যা মুখশোধনম্॥ মন্ত্রস্তু—উঁ হ্রীঁ উঁ।
চতুর্দ্দশস্বরেণাঢ্যং বিন্দুচন্দ্রার্দ্ধ-ভূষিতম্।
শিববীজং মহেশানি! ভদ্রকাল্যা বিশোধনম্॥ মন্ত্রস্তু—হৌঁ।
অন্যাসাং দেবতানাঞ্চ তথা বিষ্ণোঃ শিবস্য চ।
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং প্রণবং মুখশোধনম্॥
মায়াং বা পরমেশানি! প্রজপ্য মুখশোধনম্॥
কুর্য্যাদিতি শেষঃ। অন্যদেবদেবীনাং মন্ত্রস্তু—ওঁ অথবা হ্রীঁ।
অন্যেষু সর্ব্বদেবেষু দেবীষু চ বরাননে!।

এবং বামকর্ণ (উ) ও বিন্দুযুক্ত দান্ত (ধ) উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মবীজ (ওঁ) উদ্ধার কর; ত্র্যক্ষর এই মন্ত্র ধনদার মুখশোধন জানিবে। মন্ত্র যথা—ওঁ ধূঁ ওঁ। হে মহেশানি! ধূমাবতীর ইহাই অর্থাৎ "ওঁ ধূঁ ওঁ" মুখশোধন মন্ত্র। মন্ত্র—ওঁ ধূঁ ওঁ। স্ববীজ (হ্রীঁ) বা প্রণব ভুবনেশ্বরীর [অপর এক] মুখশোধন মন্ত্র। মন্ত্র—হ্রীঁ অথবা ওঁ॥ ৩॥

হে দেবি! রুদ্রবর্ণের অষ্টমবর্ণ (ককার), উহা ভূ (ল), পুষ্টি (ঈ) ও অক্রূর (ঁ) সংযুক্ত হইয়া একাক্ষরী হয়। এই একাক্ষরী বিদ্যা অন্নদার মুখশোধনে প্রযুক্ত হয়। মন্ত্র যথা—ক্লীঁ। হে ভদ্রে! হে বরবর্ণিনি! উচ্ছিষ্ট-চাণ্ডালী ও ভদ্রকালী দেবীর জিহ্বার শোধন মন্ত্র শ্রবণ কর। হে মহেশানি! বিন্দু-(ঁ) যুক্ত ষষ্ঠ স্বর উ, অনন্তর লজ্জাবীজ (হ্রীঁ), পুনরায় আদ্যবীজ (উঁ)—উহাই উচ্ছিষ্টচাণ্ডালী দেবীর মুখ-শোধন মন্ত্র। মন্ত্র যথা—উঁ হ্রীঁ উঁ। হে মহেশানি! চতুর্দ্দশ স্বর-(ঔ) যুক্ত এবং বিন্দু ও অর্দ্ধচন্দ্র-(ঁ) ভূষিত শিববীজাক্ষর (হ) ভদ্রকালীর মুখশোধন মন্ত্র। মন্ত্র—হৌঁ।

হে মহেশানি! অন্যান্য দেবী, বিষ্ণু, শিব ও অন্যান্য দেবগণের মুখশোধন মন্ত্র প্রণব বা মায়া জপ করিয়া মুখশোধন [করিবে।] [শ্লোকে ক্রিয়া পদ না থাকায়] 'কুর্য্যাৎ'-এই

দশধা প্রণবেনৈব মুখশোধনমাচরেৎ ॥
মুখশোধনমাত্রেণ জিহ্বাঽমৃতময়ী ভবেৎ।
অন্যথা বিষসংযুক্তা জিহ্বা ভবতি সর্ব্বদা ॥
ভক্ষণে দূষিতা জিহ্বা মিথ্যাবাদেন দূষিতা।
কলহৈর্দূষিতা জিহ্বা নানাদোষেণ দূষিতা ॥
তৎ কথং পামরো লোকো জিহ্বায়াং প্রজপেন্ মনুম্।
সংশোধনমনাচর্য্য ন জপেৎ পামরঃ ক্বচিৎ ॥
শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি গাণপঃ সৌর এব বা।
শৈবো বাঽপ্যন্যভক্তো বা কারয়েন্ মুখশোধনম্ ॥
দেবো যদি জপেন্মন্ত্রমকৃত্বা মুখশোধনম্!।
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি! মন্ত্রসিদ্ধির্ন জায়তে ॥
তস্মাৎ প্রযত্নতো দেবি! জিহ্বাশোধনমাচরেৎ।
অন্যথা প্রজপেন্ মন্ত্রমকৃত্বা মুখশোধনম্ ॥
পতনং তস্য দেবেশি! যো জপেৎ স চ পাপভাক্।
তস্মাৎ প্রযত্নতো দেবি! জিহ্বাশোধনমাচরেৎ ॥ ৪ ॥

ইতি সারস্বততন্ত্রোক্ত-মুখশোধনবিধানম্।

ক্রিয়াটি শ্লোকে উহ্য করিবে। হে বরাননে! অন্যান্য সমস্ত দেবগণ ও দেবীগণের দশবার প্রণব জপের দ্বারাই মুখশোধন করিবে। মুখশোধনমাত্রেই জিহ্বা অমৃতময়ী হয়। তাহা না হইলে জিহ্বা সর্ব্বদা বিষসংযুক্তা হইয়া থাকে। ভক্ষণে জিহ্বা দূষিত হয়, মিথ্যা কথা দ্বারা জিহ্বা দূষিত হয়, কলহের দ্বারা জিহ্বা দূষিত হয় এবং নানা দোষের দ্বারা জিহ্বা দূষিত হয়। অতএব পামর লোক কি প্রকারে সেই জিহ্বায় মন্ত্র জপ করে? মুখশোধন না করিয়া পামর ব্যক্তি কোন স্থলে মন্ত্র জপ করিবে না। শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, সৌর (সূর্য্যোপাসক), শৈব বা অন্য দেবতার ভক্ত — [সকলেই] মুখশোধন করিবে। হে দেবি! দেবতাও যদি মুখশোধন না করিয়া মন্ত্র জপ করেন, তাঁহার সকলই বৃথা, মন্ত্রসিদ্ধিও উৎপন্ন হয় না। অতএব হে দেবি! যত্নপূর্ব্বক জিহ্বাশোধন করিবে। অন্যথা অর্থাৎ মুখশোধন না করিয়া যে মন্ত্র জপ করে, হে দেবেশি! তাহার পতন হয়। যে মুখশোধন না করিয়া জপ করে, সে পাপভাগী হয়। হে দেবি! অতএব যত্নপূর্ব্বক জিহ্বাশোধন করিবে ॥ ৪ ॥

ইহাই সারস্বত-তন্ত্রোক্ত মুখশোধন বিধি।

নিদ্রাভঙ্গঃ

দেব্যুবাচ—পূজাকালে মহেশান ! যদি নিদ্রাতুরো মনুঃ ।
তৎ কথং সিধ্যতে মন্ত্রঃ কিং কর্ত্তব্যং তদা প্রভো ! ॥
প্রজপেৎ কেন বিধিনা ন জপেদ্ বা বদ প্রভো ! ।
নিদ্রায়াশ্চৈব দেবেশ ! লক্ষণং বদ মে প্রভো ! ॥

ঈশ্বর উবাচ ঃ—শৃণু দেবি ! প্রবক্ষ্যামি যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ।
ইড়ায়াঞ্চ গতে বায়ৌ শক্তিমন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে ! ।
রাত্রৌ জপৈকমাত্রেণ চণ্ডিকা বরদা ভবেৎ ॥

রুদ্রযামলে—পিঙ্গলায়াং গতে বায়ৌ তদা নিদ্রাতুরঃ প্রিয়ে ! ।
ইড়ায়াঞ্চ গতে বায়ৌ তদা নিদ্রাতুরো মনুঃ ॥
এতৎ তে কথিতং দেবি ! নিদ্রায়া লক্ষণং প্রিয়ে ! ।
প্রজপেদ্ যদি নিদ্রায়াং কিং তস্য জপ-পূজনে ॥
সর্ব্বং তস্য বৃথা দেবি ! অরণ্যে রোদনং যথা ।
রহস্যানেন চার্ব্বঙ্গি ! ত্যক্তনিদ্রা সনাতনী ॥ ৫ ॥

দেবি বলিলেন—হে মহেশান ! পূজাকালে মন্ত্র যদি নিদ্রাতুর হয়, তাহা হইলে মন্ত্র কিরূপে সিদ্ধ হইবে ? হে প্রভো ! তখন কর্ত্তব্যই বা কি ? হে প্রভো ! তখন কি বিধি অনুসারে জপ করিবে অথবা জপ করিবে না ? ইহা [আমাকে] বলুন । হে প্রভো ! হে দেবেশ ! নিদ্রার লক্ষণও বলুন ।

ঈশ্বর বলিলেন—হে দেবি ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা শ্রবণ কর । হে প্রিয়ে ! ইড়া নাড়ীতে বায়ু গমন করিলে শক্তি-মন্ত্র জপ করিবে । রাত্রিতে একবার জপের দ্বারাই চণ্ডিকা বরদা হন । রুদ্রযামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে প্রিয়ে ! পিঙ্গলা নাড়ীতে বায়ু গমন করিলে মন্ত্র নিদ্রাতুর হয় এবং ইড়া নাড়ীতেও বায়ু গমন করিলে তখন মন্ত্র নিদ্রাতুর হয় । হে প্রিয়ে ! হে দেবি ! নিদ্রার এই লক্ষণ কথিত হইল । যদি নিদ্রাবস্থায় কেহ মন্ত্র জপ করে, তবে তাহার জপ-পূজায় ফল কি ? হে দেবি ! অরণ্যে রোদনের ন্যায় তাহার সমস্তই বৃথা । হে চার্ব্বঙ্গি ! এই রহস্য মন্ত্রের দ্বারা সনাতনী দেবী ত্যক্ত-নিদ্রা হন অর্থাৎ নিদ্রাত্যাগ করেন ॥ ৫ ॥

নিদ্রাভঙ্গমন্ত্রঃ

আদৌ কামকলাবীজং স্বমন্ত্রান্তেঽপি তদ্ জপেৎ।
প্রায়শ্চিত্তমিদং দেবি! কৃত্বা মন্ত্রং জপেদ্ যদি।
কিং তস্য দক্ষিণো বায়ুস্তস্য নিদ্রাতুরেণ কিম্॥ ৬॥

মন্ত্রবিদ্যালক্ষণম্

বিশ্বসারে—মন্ত্রাঃ পুংদৈবতা জ্ঞেয়া বিদ্যা স্ত্রীদৈবতা স্মৃতা।
পুংমন্ত্রা হুঁফড়ন্তাঃ স্যুর্দ্বিঠান্তাঃ স্যুঃ স্ত্রিয়ো মতাঃ।
নপুংসকা নমোঽন্তাঃ স্যুরিত্যুক্তা মনবস্ত্রিধা॥ ৭॥

দীপনীলক্ষণম্

দীপনীমাহ তন্ত্রে—যোনিমন্ত্রং মনোর্দত্ত্বা চাদ্যন্তে পরমেশ্বরি!।
সপ্তবারং জপেৎ তং তু দীপনীয়ং প্রকীর্ত্তিতা॥
যোনিমন্ত্র ঈঙ্কারঃ। তাভ্যাং পুটিতং মূলং সপ্তবারং জপেদিত্যর্থঃ। তন্ত্রে—
যোনিমন্ত্রেণাঽবয়বং সকলং তু বিভাবয়েৎ।
স্বকীয়াত্মানং কামকলাং বিভাব্য জপপূজাদিকং কার্য্যম্। তথাচোক্তম্—
ধ্যাত্বা কামকলাং দেহে বিদ্যাজাপং সমাচরেৎ।

প্রথমে কামকলাবীজ (ঈঁ) জপ করিবে। স্বমন্ত্রান্তেও অর্থাৎ ইষ্টমন্ত্র জপের শেষেও সেই কামকলা-বীজ জপ করিবে। হে দেবি! এই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যদি মন্ত্র জপ করে, তবে তাহার দক্ষিণ বায়ুতে প্রয়োজন কি এবং সেই মন্ত্র নিদ্রাতুর হইলেই বা ক্ষতি কি? অর্থাৎ মন্ত্র নিদ্রাতুর হইলেও ক্ষতি নাই॥ ৬॥

বিশ্বসারতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"পুংদৈবত অর্থাৎ যে মন্ত্রের দেবতা পুরুষ, তাহাদিগকে 'মন্ত্র' জানিবে। স্ত্রীদৈবত মন্ত্র 'বিদ্যা' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পুংমন্ত্র হুঁ ফড়ন্ত হইবে অর্থাৎ শেষে 'হুঁ ফট্' থাকিবে। স্ত্রীমন্ত্র স্বাহান্ত হইবে। নমোঽন্ত অর্থাৎ যে মন্ত্রের শেষে 'নমঃ' থাকে, তাহা 'নপুংসক'। এইরূপ তিন প্রকার মন্ত্র উক্ত হইয়াছে॥৭॥

তন্ত্রে দীপনী বলিতেছেন—"হে পরমেশ্বরি! মন্ত্রের আদিতে ও অন্তে যোনিমন্ত্র (ঈঁ) দিয়া সাতবার সেই মন্ত্রকে জপ করিবে। ইহা 'দীপনী' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।" যোনিমন্ত্র ঈঁ কার। সেই ঈঁকার দুইটী দ্বারা পুটিত মূলমন্ত্রকে সাতবার জপ করিবে। ইহাই মূলশ্লোকের অর্থ। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"যোনিমন্ত্রের দ্বারা সকল অবয়ব অর্থাৎ দেবতার অবয়ব ও নিজের অবয়ব পরিব্যাপ্ত চিন্তা করিবে।" নিজের আত্মাকে কামকলা-স্বরূপ চিন্তা করিয়া জপ-পূজাদি করিবে। তাহাই [তন্ত্রে]

ধ্যাত্বা কামকলারূপ মাত্মানং চিন্তয়েৎ সদা ॥

তন্ত্রে—উর্দ্ধবিন্দ্বাত্মকং বক্ত্রমধোবিন্দূ স্তনদ্বয়ম্।

হকারার্দ্ধং কামপুরং তথাত্মানং বিচিন্তয়েৎ ॥

এতৎ কামকলা-ধ্যানং গুহ্যাদ্ গুহ্যতমং মহৎ।

নাঽশিষ্যায় প্রবক্তব্যং নাভক্তায় কদাচন ॥

লোভান্ মোহাচ্চ দেবেশি! যত্র কুত্র প্রকাশয়েৎ।

সোঽচিরান্ মৃত্যুমাপ্নোতি শস্ত্রাঘাত-বিষাদিভিঃ ॥ ৮ ॥

যোনিমন্ত্রঃ

যোনিমন্ত্রমাহ যামলে—তূর্য্যস্বরো বিন্দুযুতো নাদেন পরিভূষিতঃ।

কামকলা-মহামন্ত্রো মহাকালেন কীর্ত্তিতঃ।

তস্মাৎ স্বকীয়মাত্মানং ধ্যায়েদ্ দেব্যাঃ স্বরূপকম্ ॥ ৯ ॥

ইতি পরিব্রাজকাচার্য্য-পরমহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদ্ব্রহ্মানন্দগিরি-কৃতায়াং শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণ্যাং মুখশোধননির্ণয়ো নামৈকাদশোল্লাসঃ।

উক্ত হইয়াছে। যথা—দেহে কামকলাকে চিন্তা করিয়া বিদ্যাজপের অনুষ্ঠান করিবে। আত্মাকে কামকলারূপ ধ্যান করিয়া সর্ব্বদা চিন্তা করিবে। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"বক্ত্রকে উর্দ্ধস্থিত বিন্দুস্বরূপ, স্তনদ্বয়কে দুইটী অধোবিন্দুর স্বরূপ এবং নিজের আত্মাকে কামপুর হকারার্দ্ধ-স্বরূপ চিন্তা করিবে। এই কামকলার ধ্যান গুহ্য হইতেও গুহ্যতম এবং মহৎ। অশিষ্য বা অভক্তকে কখনও বলিবে না। হে দেবেশি! যে ব্যক্তি লোভ বা মোহবশতঃ যেখানে সেখানে [ইহা] প্রকাশ করে, সে শস্ত্র, আঘাত ও বিষাদি দ্বারা অচিরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ৮ ॥

যামলতন্ত্রে যোনিমন্ত্র বলিতেছেন—"তূর্য্য (চতুর্থ) স্বর বিন্দুযুক্ত এবং নাদের দ্বারা বিভূষিত হইয়া কামকলার মহামন্ত্র হয়। উহা মহাকাল কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব নিজের আত্মাকে দেবী-স্বরূপ চিন্তা করিবে" ॥ ৯ ॥

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীর একাদশ উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোল্লাসঃ

পুরশ্চরণ-লক্ষণম্

পুরশ্চরণ-লক্ষণমাহ হংসমাহেশ্বরে—

জপো হোমস্তর্পণঞ্চ সেকো ব্রাহ্মণভোজনম্।

পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে পুরশ্চরণমিষ্যতে ॥

যামলে—পঞ্চাঙ্গোপাসনং লোকে শাক্ত-বৈষ্ণব-ভেদতঃ।

পুরশ্চরণমিত্যুক্তং শিবেন পরমাত্মনা ॥ ১ ॥

পুরশ্চরণ-প্রয়োজনম্

যামলে—জীবহীনো যথা দেহী সর্ব্বকর্ম্মসু ন ক্ষমঃ।

পুরশ্চরণ-হীনোঽপি তথা মন্ত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥

তস্মাদাদৌ স্বয়ং কুর্য্যাদ্ গুরুং বা কারয়েদ্ বুধঃ ॥

রুদ্র-যামলে—পুরশ্চরণ-সম্পন্নো মন্ত্রো হি ফলদায়কঃ।

ততঃ পুরস্ক্রিয়াং কুর্য্যাদ্ মন্ত্রবিৎ সিদ্ধিকাঙ্ক্ষয়া ॥

কিং হোমৈঃ কিং জপৈশ্চৈব কিং মন্ত্রন্যাস-বিস্তরৈঃ।

রহস্যানাঞ্চ মন্ত্রাণাং যদি ন স্যাৎ পুরস্ক্রিয়া।

পুরস্ক্রিয়া হি মন্ত্রাণাং প্রধানো জীব (বীজম্) উচ্যতে ॥ ২ ॥

পুরশ্চরণের লক্ষণ :—হংসমাহেশ্বর তন্ত্রে পুরশ্চরণের লক্ষণ বলিতেছেন—"জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক ও ব্রাহ্মণ ভোজন—এই পঞ্চাঙ্গ উপাসনা লোকে 'পুরশ্চরণ' বলিয়া কথিত হয়।" যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"ইহলোকে শাক্ত ও বৈষ্ণবভেদে পঞ্চাঙ্গ উপাসনা 'পুরশ্চরণ' বলিয়া পরমাত্মা শিব কর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে"। যামলতন্ত্রে পুরশ্চরণের নিত্যত্ব বলিতেছেন—"জীব-(আত্মা বা প্রাণ) হীন দেহী অর্থাৎ দেহ যেমন সমস্ত কর্ম্মে অসমর্থ, পুরশ্চরণ-রহিত মন্ত্রও সেইরূপ অর্থাৎ ফলদানে অসমর্থ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। অতএব প্রথমে স্বয়ং পুরশ্চরণ করিবে অথবা গুরু দ্বারা করাইবে" ॥ ১ ॥

রুদ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'মন্ত্র পুরশ্চরণ-সম্পন্ন হইলেই ফলদায়ক হয়। অতএব সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় মন্ত্রবিৎ (দীক্ষিত) সাধক [মন্ত্রের] পুরশ্চরণ করিবে। মন্ত্রের যদি পুরশ্চরণ না হয়, তবে হোমে ফল কি? জপেই বা ফল কি? আর মন্ত্রের ন্যাস বাহুল্যেই বা ফল কি? অর্থাৎ এ সকলের কোন ফল নাই। কারণ পুরশ্চরণই মন্ত্রের প্রধান জীব (মুখ্য প্রাণ) কথিত হইয়াছে ॥ ২ ॥

পুরশ্চরণ-পূর্ব্বদিন-কৃত্যম্

হবিষ্যেণৈব ভোক্তব্যং কৃত্বা দেহ-বিশোধনম্ ॥
প্রাতঃ স্নাত্বা তু সাবিত্রীং জপেৎ পঞ্চ সহস্রকম্ । *
ত্রিসহস্রং সহস্রং বা জপেদষ্টোত্তরং শুচিঃ ॥
জ্ঞাতাজ্ঞাতস্য পাপস্য ক্ষয়ার্থং প্রথমং ততঃ ।
বিপ্রান্ সন্তোষয়েদন্ন-ভোজনাচ্ছাদনাসনৈঃ ॥

তত্রাদৌ ভূমিপরিগ্রহঃ কার্য্যঃ । তদুক্তং বৈশম্পায়ন-সংহিতায়াম্—

আদাবমুক-মন্ত্রস্য পুরশ্চরণ-সিদ্ধয়ে ।
ময়েয়ং গৃহ্যতে ভূমির্মন্ত্রো মে সিধ্যতামিতি ॥
ভূমেঃ পরিগ্রহং কুর্য্যাৎ পরিমাণাচ্চ সর্ব্বশঃ ।
গ্রামে ক্রোশ-মিতং স্থানং নদ্যাদৌ স্বেচ্ছয়া মিতম্ ॥
নগরাদাবপি ক্রোশং ক্রোশ-যুগ্মমথাপি বা ।
আহারাদি-বিহারার্থং তাবতীং ভূমিমাশ্রয়েৎ ॥
দীপস্থানং সমাশ্রিত্য কৃতং কর্ম্ম ফল-প্রদম্ ॥ ৩ ॥

পুরশ্চরণের পূর্ব্বদিন কৃত্য :—দেহ শুদ্ধ করিয়া হবিষ্যের দ্বারাই ভোজন করিবে। প্রাতঃকালে স্নান করিয়া শুচি হইয়া প্রথমে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত পাপের ক্ষয়ের জন্য পাঁচ হাজার, তিন হাজার, এক হাজার বা ১০৮ বার সাবিত্রী জপ করিবে। তাহার পর অন্ন, ভোজন, আচ্ছাদন ও আসনের দ্বারা বিপ্রগণকে সন্তুষ্ট করিবে। পুরশ্চরণের প্রথমে স্থান গ্রহণ কর্ত্তব্য। তাহাই বৈশম্পায়ন-সংহিতায় উক্ত হইয়াছে। যথা—"প্রথমে অমুক মন্ত্রের পুরশ্চরণ সিদ্ধির জন্য আমা কর্ত্তৃক এই ভূমি গৃহীত হইতেছে। আমার মন্ত্র সিদ্ধ হউক।" সর্ব্বদিক্ হইতে পরিমাণানুসারে ভূমি-গ্রহণ করিবে। গ্রামে ক্রোশ-পরিমিত স্থান, নদী প্রভৃতিতে স্বেচ্ছামিত অর্থাৎ ইচ্ছানুরূপ স্থান, নগরাদিতে এক ক্রোশ বা দুই ক্রোশ পরিমিত স্থান গ্রহণ করিবে। আহারাদি ও ভ্রমণের জন্য সেইরূপ পরিমাণ অর্থাৎ পুরশ্চরণের জন্য যেখানে যে পরিমিত ভূমি লইবে, সেই পরিমাণ ভূমি আহার-বিহারাদির জন্য গ্রহণ করিবে। দীপ স্থান আশ্রয় করিয়া কর্ম্ম (পুরশ্চরণ) করিলে সেই কর্ম্ম ফলপ্রদ হয়"। ৩ ॥

* যচ্চ পঞ্চসহস্রাদি-সংখ্যা-তারতম্যং সাবিত্রীজপস্যোক্তং, তৎ পাপস্য গুরুলাঘব-তারতম্যপরমিতি বোধ্যম্। অষ্টোত্তরমিতি সহস্রমিত্যনেনৈবান্বিতং, নতু পঞ্চসহস্র-ত্রিসহস্রয়োরিতি জ্ঞেয়ম্।

দীপস্থানম্

দীপ্যতে পুরুষো যত্র দীপস্থানং তদুচ্যতে।
চতুরস্রাং ভুবং ভিত্বা কোষ্ঠানাং নবকং লিখেৎ॥
পূর্ব্ব-কোষ্ঠাদিষু লিখেৎ সপ্ত-বর্গাননুক্রমাৎ।
লক্ষমীশে লিখেন্মন্ত্রী স্বরন্যাস-ক্রমং শৃণু॥
পুনরেবং মধ্যকোষ্ঠং নবধা বিভজেৎ সুধীঃ।
মধ্যে পূর্ব্বাদি-কোষ্ঠেষু স্বরান্ যুগ্মক্রমাল্লিখেৎ॥
যত্র পূর্ব্বাদি-কোষ্ঠেষু গ্রামাদ্যাক্ষর-সংস্থিতিঃ।
মুখন্তু তস্য জানীয়াদ্ হস্তাবুভয়তঃ স্থিতৌ॥
কোষ্ঠে কুক্ষী উভে পাদৌ দ্বে শিষ্টং পুচ্ছমীরিতম্।
মুখস্থো লভতে সিদ্ধিং করস্থঃ স্বল্পজীবনঃ॥
উদাসীনঃ কুক্ষি-সংস্থঃ পাদস্থো দুঃখমাপ্নুয়াৎ।
পুচ্ছস্থঃ পীড্যতে মন্ত্রী বন্ধনোচ্চাটনাদিভিঃ॥
কূর্ম্মচক্রমিদং প্রোক্তং মন্ত্রিণাং সিদ্ধিদায়কম্॥ ৪॥

যেখানে পুরুষ দীপ্যমান হয়, তাহাকে দীপস্থান বলে। ভূমিকে চতুষ্কোণ বিভাগ করিয়া অর্থাৎ চতুষ্কোণ মণ্ডল করিয়া নয়টী কোষ্ঠ (ঘর) করিবে। দীক্ষিত সাধক পূর্ব্বদিকের কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া সাতটী কোষ্ঠে যথাক্রমে সাতটি বর্গ এবং ঈশাণ কোণে ল ও ক্ষ বর্ণ লিখিবে। স্বরবর্ণ বিন্যাসের ক্রম শ্রবণ কর। সুধী সাধক মধ্য কোষ্ঠকে পুনরায় নবকোষ্ঠে (নয়টি ঘরে) বিভাগ করিবে। পূর্ব্বাদি কোষ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যকোষ্ঠে যুগ্মক্রমে অর্থাৎ দুইটি দুইটি করিয়া স্বরবর্ণগুলিকে লিখিবে। পূর্ব্বাদি কোষ্ঠের যেখানে গ্রামের আদ্য অক্ষর অবস্থান করে, সেই স্থানকে তাহার (কূর্ম্মচক্রের) মুখ বলিয়া জানিবে। উভয়তঃ অর্থাৎ মুখের দুই পার্শ্বের দুই কোষ্ঠে [কোষ্ঠরূপ] দুই হস্ত অবস্থান করিতেছে। অপর [হস্তদ্বয়ের নিম্নস্থিত] দুই কোষ্ঠ [কূর্ম্মের] দুই কুক্ষি; অপর (দুই কুক্ষি কোষ্ঠের নিম্নস্থিত) দুইটি কোষ্ঠ দুই পদ; অবশিষ্ট [নিম্নস্থিত] কোষ্ঠ কূর্ম্মের পুচ্ছ বলিয়া কথিত হইয়াছে। দীক্ষিত ব্যক্তি কূর্ম্মের মুখাংশে অর্থাৎ যে দিকে কূর্ম্মের মুখ, সেই দিকে বসিয়া [জপ করিলে] সিদ্ধি লাভ করে, করস্থ অর্থাৎ যে দিকে হস্ত, সেদিকে উপবিষ্ট হইয়া জপ করিলে অল্পায়ুঃ হয়, কুক্ষিতে উপবিষ্ট হইয়া জপ করিলে উদাসীন, পাদে উপবিষ্ট হইয়া জপ করিলে দুঃখ লাভ করে। পুচ্ছে উপবিষ্ট হইলে সাধক বন্ধন ও উচ্চাটনাদি দ্বারা পীড়িত হয়। দীক্ষিত সাধকগণের সিদ্ধিপ্রদ এই কূর্ম্মচক্র কথিত হইল॥ ৪॥

নির্ম্মায় বিধিবৎ কুর্য্যাদ্ জপং তত্র শুভে দিনে।
চন্দ্রতারানুকূলে চ শুক্লপক্ষে শুভেঽহনি।
আরভেত পুরশ্চর্য্যাং হরৌ সুপ্তে ন চাচরেৎ ॥

হরৌ সুপ্তে দক্ষিণায়নে ইত্যর্থঃ। তেন যদ্ দক্ষিণায়নং নিষিদ্ধমুক্তং, তদ্ বিষ্ণুবিষয়ম্। শক্তি-বিষয়ে দক্ষিণায়নেঽপি পুরশ্চরণং কর্ত্তব্যম্। তথাচোক্তং যামলে—শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
তস্মিন্ পক্ষে বিশেষেণ পুরশ্চরণমাচরেৎ ॥

অন্যত্রাপি—শরৎকালে চতুর্থ্যাদি-নবম্যন্তং বিশেষতঃ।
ভক্তিতঃ পূজয়িত্বা তু রাত্রৌ চাষ্ট-সহস্রকম্ ॥
একাকী নির্জ্জনে দেশে জপেচ্চ তিমিরালয়ে ॥

অষ্ট-সহস্রকমিতি। অষ্টাধিক-সহস্রং প্রত্যহং জপেদিত্যর্থঃ। তিমিরালয়ে অন্ধকারবদ্-গৃহে, ন ত্বালোকযুক্তে ইত্যর্থঃ। কেচিৎ তু 'তিমিরালয়ে' রাত্রাবিতি বদন্তি। তদসৎ, 'রাত্রৌ চাষ্ট-সহস্রকমিতি রাত্রেঃ পূর্ব্ব-প্রাপ্তত্বাদিতি দিক্ ॥ ৫ ॥

বিধিপূর্ব্বক কূর্ম্মচক্র নির্ম্মাণ করিয়া শুভ দিনে সেইখানে জপ করিবে। চন্দ্র ও তারা অনুকূল (শুদ্ধ) হইলে শুক্ল পক্ষে শুভ দিনে পুরশ্চরণ আরম্ভ করিবে। হরি শয়নে পুরশ্চরণ করিবে না। "হরৌ সুপ্তে" ইহার অর্থ—দক্ষিণায়নে। সুতরাং 'দক্ষিণায়ন [পুরশ্চরণে] নিষিদ্ধ'—ইহা যে উক্ত হইয়াছে, তাহা বিষ্ণুবিষয়ে জানিবে অর্থাৎ দক্ষিণায়নে বিষ্ণুমন্ত্রের পুরশ্চরণ হইবে না। শক্তি-বিষয়ে দক্ষিণায়নেও পুরশ্চরণ কর্ত্তব্য। যামল তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"শরৎকালে যে বার্ষিকী মহাপূজা অনুষ্ঠিত হয়, সেই পক্ষে বিশেষভাবে পুরশ্চরণ করিবে।" অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—"শরৎকালে চতুর্থী প্রভৃতি তিথি হইতে নবমী পর্য্যন্ত বিশেষভাবে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া রাত্রিতে একাকী নির্জ্জন দেশে তিমিরালয়ে অর্থাৎ অন্ধকার গৃহে অষ্ট সহস্র অর্থাৎ এক হাজার আটবার মন্ত্র জপ করিবে।" "অষ্ট সহস্রং"—এই পদের অর্থ ১০০৮ বার প্রত্যহ মন্ত্র জপ করিবে। তিমিরালয়ে অর্থ—অন্ধকার-পূর্ণ গৃহে। কিন্তু আলোকযুক্ত গৃহে নহে। কেহ কেহ বলেন—তিমিরালয় অর্থ—রাত্রি। তাহা ঠিক নহে। কারণ "রাত্রৌ চাষ্ট সহস্রকম্"—এই বচনে পূর্ব্বেই রাত্রির প্রাপ্তি হইয়াছে অর্থাৎ 'রাত্রৌ' কথায় পূর্ব্বেই রাত্রিতে জপ বিহিত হইয়াছে; তিমিরালয় পদের রাত্রি অর্থ হইলে পুনরুক্তি হইবে ॥ ৫ ॥

অথ পুরশ্চরণদিন-কৃত্যম্

বহুভির্বস্ত্রভূষাভিঃ সম্পূজ্য গুরুমাত্মনঃ।
আরভেত জপং পশ্চাৎ তদনুজ্ঞা-পুরঃসরম্॥
প্রাতঃ স্নাত্বা মহেশানি! কীলানাদায় সাধকঃ।
কুটীনিকটমাগত্য কুর্য্যাৎ তন্ত্রোদিতাং ক্রিয়াম্॥
ক্ষীরি-বৃক্ষোদ্ভবান্ কীলানস্ত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিতান্।
নিখনেদ্ দশদিগ্‌ভাগে তেম্বস্ত্রঞ্চ প্রপূজয়েৎ॥
ক্ষেত্রে তু কীলিতে মন্ত্রী ন বিঘ্নৈঃ পরিভূয়তে।
অশ্বত্থোডুম্বর-প্লক্ষ-বটাশ্চ ক্ষীরি-শাখিনঃ॥
ক্ষেত্রপালান্ পূজয়িত্বা বলিং দদ্যাদ্ বিধানতঃ।
দিক্‌পতিভ্যো বলিং দত্ত্বা ততঃ ক্ষেত্রং সমাশ্রয়েৎ॥

ক্ষেত্রপালমন্ত্রমাহ তন্ত্রে—বর্ণান্ত ঔ-বিন্দুযুতঃ ক্ষেত্রপালায় হৃন্মনুঃ।
তারাদ্যো বসুবর্ণোঽয়ং ক্ষেত্রপালস্য কীর্ত্তিতঃ॥

মন্ত্রঃ—ওঁ ক্ষৌঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ।

ষড়্‌দীর্ঘভাজা বীজেন ষড়ঙ্গন্যাসমাচরেৎ।
নীলাঞ্জনাদ্রি-নিভ মূর্দ্ধ-পিসঙ্গ-কেশং বৃত্তোগ্র-লোচনমুপাত্ত-গদাকপালম্।

নিজের গুরুকে বহু বস্ত্র ও অলঙ্কারের দ্বারা পূজা করিয়া পরে তাঁহার আজ্ঞানুসারে জপ (পুরশ্চরণ) আরম্ভ করিবে। হে মহেশানি! সাধক প্রাতঃস্নান করিয়া কীল (গোঁজ) সকল লইয়া কুটীরের নিকট উপস্থিত হইয়া তন্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিবে। ক্ষীরিবৃক্ষ অর্থাৎ বট, অশ্বত্থ, উডুম্বর প্রভৃতি বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত এবং অস্ত্র মন্ত্রের দ্বারা ('ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে) অভিমন্ত্রিত কীলগুলি পূর্ব্বাদি দশটী দিকে প্রোথিত করিবে এবং সেই কীলগুলিতে 'ওঁ সুদর্শনায় অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে সুদর্শনকে পূজা করিবে। ক্ষেত্র (ভূমি) কীলিত হইলে দীক্ষিত সাধক বিঘ্নসমূহের দ্বারা অভিভূত হয় না। অশ্বত্থ, উডুম্বর, প্লক্ষ (পাকুড়), বট—এইগুলি ক্ষীরিবৃক্ষ। পরে বিধিপূর্ব্বক ক্ষেত্রপালের পূজা করিয়া বলি দিবে। দিক্‌পতিগণকে বলি দিয়া পরে ভূমি অর্থাৎ জপের জন্য স্থান গ্রহণ করিবে। তন্ত্রে ক্ষেত্রপাল মন্ত্র বলিতেছেন—"ঔ এবং বিন্দু-(ং) যুক্ত বর্ণান্ত (ক্ষ), তাহার পর 'ক্ষেত্রপালায়', পরে হৃন্মনু (নমঃ)। প্রণবাদি এই আটটী বর্ণ ক্ষেত্রপালের মন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। মন্ত্র যথা—ওঁ ক্ষৌঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ। ছয়টী দীর্ঘস্বরযুক্ত বীজের দ্বারা ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। "নীলাদ্রির

আশাম্বরং ভুজগ-ভূষণমুগ্রদংষ্ট্রং ক্ষেত্রেশমদ্ভুতমহং প্রণমামি দেবম্ ॥

ইতি ধ্যাত্বা ক্ষেত্রপালমাবাহ্য অষ্টদলপদ্মে পূজয়েৎ।

অনলাক্ষমগ্নিকেশং করালং তদনন্তরম্।
ঘণ্টারবং মহা-(ক্রোধং)কোপং পিশিতাশনমপ্যথ ॥
পিঙ্গলাক্ষমূৰ্দ্ধকেশং পত্রেষু পূর্ব্বতোঽর্চ্চয়েৎ।
লোকপালাংস্তদস্ত্রাণি যথাপূর্ব্বং প্রপূজয়েৎ ॥

ততো মাষভক্ত-বলিং দদ্যাৎ ॥ ৬ ॥

মন্ত্রমাহ শারদায়াম্—পূর্ব্বমেহিদ্বয়ং পশ্চাদ্ বিত্ব(দ্বি)ষি স্যাৎ স্ফুরুদ্বয়ম্।

ভঞ্জয়-দ্বিতয়ং ভূয়ো তর্জ্জয়-দ্বিতয়ং ততঃ ॥
ততো বিঘ্নপদ-দ্বন্দ্বং মহাভৈরব তৎপরম্।
ক্ষেত্রপালবলিং গৃহ্নদ্বয়ং পাবকসুন্দরী।
বলিমন্ত্রোঽয়মাখ্যাতঃ সর্ব্বকামফলপ্রদঃ ॥

বদ্ধাঞ্জলিঃ—ওঁ তীক্ষ্ণদংষ্ট্র! মহাকা(ল)য়! কল্পান্ত-দহনোপম!।
ভৈরবায় নমস্তুভ্যমনুজ্ঞাং দাতুমর্হসি ॥

ইত্যনুজ্ঞাং লব্ধ্বা ইন্দ্রাদি-দিক্‌পালান্ পূজয়িত্বা মাষভক্তবলিং দদ্যাৎ।

ন্যায় নীলবর্ণ, মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ কেশজাল মণ্ডিত, বৃত্তাকার (গোল) উগ্র লোচনবিশিষ্ট, গদা ও কপালধারী, দিগম্বর, সর্পভূষিত, উগ্র দংষ্ট্রাযুক্ত, অদ্ভুত দেবতা ক্ষেত্রপালকে আমি প্রণাম করি।" এইরূপে ধ্যান করিয়া ক্ষেত্রপালকে আবাহন করিয়া অষ্টদলপদ্মে পূজা করিবে। তাহার পর পূর্ব্বদিকের পত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত পত্রে [যথাক্রমে] অনলাক্ষ, অগ্নিকেশ, করাল, ঘণ্টারব, মহাকোপ, পিশিতাশন, পিঙ্গলাক্ষ ও ঊর্দ্ধকেশকে অর্চ্চনা করিবে। ইন্দ্রাদি লোকপালগণকে এবং তাঁহার অস্ত্র-সমূহকে পূর্ব্বাদিক্রমে পূজা করিবে। তাহার পর মাষভক্ত (মাষকলাই) বলি দিবে ॥ ৬ ॥

শারদাতিলকে মন্ত্র বলিতেছেন—"প্রথমে দুইটী 'এহি' পদ, অনন্তর 'বিদ্বিষি' পদ, তাহার পর দুইটী 'স্ফুরু' পদ, দুইটী 'ভঞ্জয়' পদ, পুনরায় দুইটী 'তর্জ্জয়' পদ, তাহার পর দুইটী 'বিঘ্ন'পদ, তাহার পর 'মহাভৈরব' পদ, তাহার পর 'ক্ষেত্রপাল বলিং' এই পদ, তাহার পর দুইটী 'গৃহ্ন' পদ, তাহার পর পাবকসুন্দরী অর্থাৎ 'স্বাহা'—ইহাই সমস্ত কাম্য ফলের দাতা ক্ষেত্রপালের বলিমন্ত্র কথিত হইয়াছে। বদ্ধাঞ্জলি অর্থাৎ হাতজোড় করিয়া—'হে তীক্ষ্ণদংষ্ট্র! হে মহাকায়! হে প্রলয়াগ্নি-তুল্য তেজস্বিন্! হে ভৈরব! তোমায় নমস্কার। আমাকে অনুজ্ঞা দান করুন।" এই মন্ত্রে অনুজ্ঞা গ্রহণ

শারদায়াম্—কুটীনিকটমাগত্য সামান্যার্ঘং বিধায় চ।
দ্বারপূজাং বিধায়াথ জপস্থানং বিশোধয়েৎ॥
বীক্ষণং মূলমন্ত্রেণ শরেণ প্রোক্ষণং মতম্।
তেনৈব তাড়নং দর্ভৈর্বর্ম্মণাঽভ্যুক্ষণং মতম্॥ ৭॥

পুরশ্চরণ-সঙ্কল্পঃ

সনৎকুমারসংহিতায়াম্—প্রণবং তৎসদদ্যেতি মাসপক্ষতিথীরপি।
অমুকগোত্রোঽমুকোঽহং মূলমুচ্চার্য্য তৎপরম্॥
সিদ্ধিকামোঽস্য মন্ত্রস্য ইয়ৎসংখ্যজপং ততঃ।
দশাংশং হবনং হোমাদ্ দশাংশং তর্পণং ততঃ॥
দশাংশং মার্জনং তস্মাদ্ দশাংশং বিপ্রভোজনম্।
পুরশ্চরণমেবং হি করিষ্যে প্রাগুদঙ্মুখঃ॥
ভূতশুদ্ধিং বিধায়াদৌ প্রাণায়ামং সমাচরেৎ।
ঋষ্যাদিকং ততঃ কৃত্বা কল্পোক্তন্যাসমাচরেৎ॥
ততঃ পূজাদিকং কৃত্বা যথাবিধি জপং চরেৎ।
শনৈঃ শনৈরবিস্পষ্টং ন দ্রুতং ন বিলম্বিতম্॥

করিয়া ইন্দ্রাদি দিক্‌পালগণকে পূজা করিয়া মাষভক্ত বলি দিবে। শারদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—'কুটীর অর্থাৎ পুরশ্চরণ মণ্ডপের নিকট আসিয়া সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া দ্বার পূজা করিয়া অনন্তর জপস্থান শোধন করিবে। মূল মন্ত্রের দ্বারা বীক্ষণ (দর্শন) এবং শরমন্ত্রে (ফট্ মন্ত্রে) প্রোক্ষণ শিষ্টগণের সম্মত। দর্ভ-গুচ্ছের দ্বারা সেই ফট্ মন্ত্রে তাড়ন ও বর্ম্ম বীজ (হুঁ) দ্বারা অভ্যুক্ষণ সকলের সম্মত" ॥ ৭॥

সনৎকুমার সংহিতায় উক্ত হইয়াছে—"প্রথমে প্রণব (ওঁ), পরে 'তৎ-সদদ্য' এই পদ, তাহার পর [সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত] মাস, পক্ষ ও তিথি এবং 'অমুক গোত্রোঽমুকোঽহং'—এই পদ, তাহার পর মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া [ইত্যস্য] 'মন্ত্রস্য সিদ্ধি-কামঃ' এই পদ ও 'ইয়ৎসংখ্যজপং' এই পদ, তাহার পর 'তদ্দশাংশং হবনং' এবং 'হোমাদ্ দশাংশং তর্পণং' এই পদ, তাহার পর 'তদ্দশাংশং মার্জ্জনং' এবং 'তস্মাদ্ দশাংশং বিপ্রভোজনং পুরশ্চরণমেবং করিষ্যে' এই পদ বলিবে। পরে পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া ভূতশুদ্ধি করিয়া প্রথমে প্রাণায়াম করিবে। অনন্তর ঋষ্যাদিন্যাস করিয়া কল্পোক্ত ন্যাস করিবে। তাহার পর পূজা প্রভৃতি করিয়া বিধিপূর্ব্বক জপ করিবে। ধীরে ধীরে অবিস্পষ্টরূপে আদ্যন্ত-ক্রমানুসারে অর্থাৎ মন্ত্রের আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত

ক্রমেণোচ্চারয়েদ্ বর্ণানাদ্যন্ত-ক্রমযোগতঃ।
দেবতাং চিত্তগাং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাচ্চ হৃদয়ং স্থিরম্।
প্রাতঃকালং সমারভ্য জপেন্মধ্যন্দিনাবধি * ॥ ৮ ॥

কুলার্ণবে—যৎসংখ্যয়া সমারব্ধং তজ্জপ্তব্যং দিনে দিনে।
ন্যূনাধিকং ন কর্ত্তব্যমাসমাপ্তং কদাচন ॥
ন্যূনাতিরিক্ত-কর্ম্মাণি ন ফলন্তি কদাচন।
যথাবিধি কৃতান্যেব তৎ-কর্ম্মাণি ফলন্তি হি ॥
স্নানং ত্রিসবনং প্রোক্তমশক্তৌ দ্বিঃ সকৃচ্চ বা।
মন্ত্রং সাধয়মানস্তু ত্রিসন্ধ্যং দেবমর্চ্চয়েৎ ॥
দ্বিকালমেককালং বা ন মন্ত্রং কেবলং জপেৎ।
উপচারৈর্যথাশক্তি দেবতামন্বহং যজেৎ ॥ ৯ ॥
ন ক্ষুজ্-জৃম্ভণ-হিক্কাদি-বিকলীকৃতমানসঃ।
মন্ত্রসিদ্ধিমবাপ্নোতি তস্মাদ্ যত্নপরো ভবেৎ ॥

যথাক্রমে মন্ত্রবর্ণগুলিকে উচ্চারণ করিবে। দেবতাকে হৃদয়বর্ত্তিনী অর্থাৎ হৃদয়ে ধ্যান করিবে এবং চিত্তকে স্থির করিবে। প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যাহ্ন কাল পর্য্যন্ত জপ করিবে ॥ ৮ ॥

কুলার্ণব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"যে সংখ্যায় জপ আরব্ধ হইয়াছে, প্রতিদিন তাহাই অর্থাৎ সেই সংখ্যায় জপ কর্ত্তব্য। সমাপ্তি পর্য্যন্ত কখনও ন্যূন বা অধিক জপ করিবে না। ন্যূনাতিরিক্ত কর্ম্ম অর্থাৎ প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য কর্ম্মের অধিক বা অল্প কর্ম্ম কখনও ফল দান করে না। সেই কর্ম্মসমূহ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইলেই ফলদান করে। [পুর-শ্চরণকারীর] ত্রিসবণ (ত্রৈকালিক) স্নান কথিত হইয়াছে। অশক্ত হইলে দুইবার বা একবার স্নান কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। মন্ত্র-সাধনকারী ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যায় দেবতাকে পূজা করিবে। অশক্ত হইলে দুই কালে (জপের আদিতে ও অন্তে) বা এককালে (জপের আদিতে বা অন্তে) দেবতাকে পূজা করিবে। কেবল (পূজা ব্যতীত) মন্ত্র জপ করিবে না। যথাশক্তি উপচারের দ্বারা প্রত্যহ পূজা করিবে ॥ ৯ ॥

ক্ষুধা, জৃম্ভণ (হাইতোলা), হিক্কাদি দ্বারা চঞ্চল-চিত্ত ব্যক্তি মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করে না; সুতরাং যত্ন-পর (স্থিরচিত্ত) হইবে। যদি দৈবাৎ জৃম্ভণাদি হয়, তবে সেই

* খ পুস্তকেঽত্র "ঘটিকাদশকং জপেৎ" ইতি পাঠঃ

যদি দৈবাদ্ জৃম্ভণাদিকং ভবতি, তদা আচম্য প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গন্যাসং চ কৃত্বা শেষং জপেৎ। সূর্য্যং দৃষ্ট্বা বা জপেৎ। তথাচ যোগিনী-হৃদয়ে—

পতিতানা মন্ত্যজানাং দর্শনে ভাষণে কৃতে।
ক্ষুতেঽধোবায়ুগমনে জৃম্ভণে জপমুৎসৃজেৎ॥
তথাচম্য চ তৎপ্রাপ্তৌ প্রাণায়ামং ষড়ঙ্গকম্।
কৃত্বা সম্যগ্ জপেচ্ছেষং যদ্বা সূর্য্যাদি-দর্শনম্॥

'কৃত্বা জপেদি'তি পরেণান্বয়ঃ। আদিপদাদ্ দেবব্রাহ্মণাদীনাং পরিগ্রহঃ॥১০॥

শয়ীত দর্ভশয্যায়াং বিন্যস্য ভুবি চাত্মনঃ।
তদ্বাসঃ ক্ষালয়েন্ নিত্যমন্যথা বিঘ্নমা(বহেৎ)পতেৎ।
ন দিবা শয়নং কুর্য্যাৎ কুক্কুরাদীন্ ন সংস্পৃশেৎ।
ন সেবেত স্ত্রিয়ং মাংসং মধু বা সাধকোত্তমঃ॥
এতানি সেবমানস্য ন সিধ্যন্তি পুরস্ক্রিয়াঃ॥ ১১॥

ভক্ষ্যাদি-নিয়মঃ

কুলার্ণবে—ভুঞ্জানো বা হবিষ্যান্নং শাকং যাবকমেব বা। *

সময় আচমন করিয়া প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া অবশিষ্ট মন্ত্র জপ করিবে। অথবা সূর্য্যকে দেখিয়া জপ করিবে। যোগিনী-হৃদয়ে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা— "পতিত ও অন্ত্যজ ব্যক্তিগণের দর্শনে ও [তাহাদের সহিত] আলাপ করিলে, হাঁচি হইলে, অধোবায়ু নিঃসৃত হইলে বা হাই উঠিলে জপ ত্যাগ করিবে। এই সমস্ত উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার আচমন করিয়া যথাবিধি প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া অথবা সূর্য্যাদি দর্শন করিয়া অবশিষ্ট মন্ত্র জপ করিবে।" "কৃত্বা জপেৎ" এই বাক্যটী পরে অর্থাৎ 'সূর্য্যাদি দর্শনং' এই পদের সহিত অন্বিত হইবে। আদি পদ দ্বারা দেবতা বা ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গৃহীত হইবে অর্থাৎ সূর্য্যের ন্যায় দেবতা বা ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে দেখিয়াও অবশিষ্ট মন্ত্র জপ করা যায়॥ ১০॥

ভূমিতে নিজের কুশ-শয্যা পাতিয়া তাহাতে শয়ন করিবে এবং নিজের শয্যা ও পরিধেয় বস্ত্র প্রত্যহ ধৌত করিবে; অন্যথা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। উত্তম সাধক দিবাতে শয়ন করিবে না, কুক্কুর প্রভৃতিকে স্পর্শ করিবে না, স্ত্রী-সম্ভোগ করিবে না এবং মধু ও মাংস খাইবে না। যে এই সমস্ত করে, তাহার পুরশ্চরণ সিদ্ধ হয় না॥১১॥

হবিষ্যান্ন, বেথো প্রভৃতি বিহিত শাক, যাবক (যাউ), দুগ্ধ, কন্দমূল এবং

* ক পুস্তকে—"শাকং বিহিতমেব বা"। ইতি পাঠঃ।

পয়ো মূলং ফলং বাপি যত্র যচ্চোপলভ্যতে ॥*
ভিক্ষাশী বা জপেদ্ যদ্বা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিকৃৎ।
আম্র-মামলকঞ্চৈব ফলং কেশরি-সম্ভবম্ ॥
রম্ভাফলং তিন্তিড়ীকং কমলা নাগরঙ্গকম্।
ফলান্যেতানি ভোজ্যানি তদন্যানি বিবর্জ্জয়েৎ ॥
বিহিতশাকং যথা—কলায়ং কালশাকঞ্চ বাস্তূকং হিলমোচিকা ॥ ১২ ॥

হবিষ্যান্ন-লক্ষণম্

হবিষ্যান্নং যথা—হৈমন্তিকং সিতা-স্বিন্নং ধান্য-মুদ্গাস্তিলা যবাঃ।
কলায়-কঙ্গু-নীবারা বাস্তূকং হিলমোচিকা ॥
ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরৎ।
লবণে সৈন্ধব-সামুদ্রে গব্যে চ দধি-সর্পিষী ॥
পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্র-হরতকী।
পিপ্পলী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ তিন্তিড়ী ॥
কদলী লবলী ধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবম্।
অতৈলপক্বং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে ॥
মূলং কেমুক-কেন্দূনাং বর্জ্জয়েদ্ বিহিতং মুনে!।

যেখানে (রম্ভা প্রভৃতি) যে ফল পাওয়া যায়, তাহা ভক্ষণ করিয়া অথবা ভিক্ষাশী অর্থাৎ ভিক্ষালব্ধ অন্নমাত্র ভোজন করিয়া কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি ব্রত করিয়া জপ (পুরশ্চরণ) করিবে। আম, আমলকী, কেশরিজাত ফল (কেশুর), রম্ভা, তিন্তিড়ী (তেঁতুল), কমলা ও নাগরঙ্গ (নারঙ্গ লেবু)—এই ফলগুলি ভক্ষ্য; অন্য ফল সকল ত্যাগ করিবে। বিহিত শাক হইতেছে যথা—কলায় (মটর) শাক, কালশাক, (কালকাসুন্দা), বাস্তূক (বেথো শাক) ও হিলঞ্চা ॥ ১২ ॥

হবিষ্যান্ন হইতেছে যথা—অস্বিন্ন (অসিদ্ধ) শুক্লবর্ণ হৈমন্তিক ধান্য, মুগ, তিল, যব, কলায় (ছোট মটর), কঙ্গু (কাউন বা কঙ্গুনী), নীবার (উড়ি ধান), বেথো শাক, হিলঞ্চা, ষষ্টিকা (এক প্রকার ধান্য—শাটিয়া), কালশাক, কেঁউভিন্ন মূল, সৈন্ধব ও সমুদ্রজাত লবণ, গব্য দধি ও ঘৃত, সার (মাখন) তোলা নয় এরূপ দুগ্ধ, কাঁঠাল, আম, হরীতকী, পিপ্পলী, জিরা, নাগরঙ্গ, তেঁতুল, কদলী, লবলী (নোড় ফল), ধাত্রী —এই সমস্ত ফল, গুড় ভিন্ন ইক্ষুজাত বস্তু এবং অতৈল পক বস্তুকে মুনিগণ হবিষ্যান্ন

* কচিদত্র—ক্ষীরাহারী ফলাশী বা শাকাশী বা হবিষ্যভুক।"—ইতি পাঠঃ

ঘৃতং দধি ফলং বাপি নারিকেলং যথোচিতম্ ॥
হবিষ্যান্নং তথাঽশ্নীয়াচ্ছক্তুং যব-সমুদ্ভবম্।
নেন্দ্রিয়াণাং যথা বৃদ্ধিস্তথা ভুঞ্জীত সাধকঃ ॥
গৃহস্থানাং বদান্যানাং ভিক্ষাশিনোঽগ্রজন্মনাম্ ॥ ১৩ ॥
পুরশ্চরণমধ্যে তু যদি স্যান্ মৃতসূতকম্ ॥
তথাপি কৃতসঙ্কল্পো জপং নৈব পরিত্যজেৎ।
স্বকল্পোক্ত-ক্রমেণৈব জপং কৃত্বা বরাননে! ॥
হোময়েৎ তদ্দশাংশেন তদ্দশাংশেন তর্পণম্।
তর্পণস্য দশাংশেন চাভিষিঞ্চেজ্জগন্ময়ীম্ ॥
অভিষেক-দশাংশেন কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণভোজনম্।
গুরবে দক্ষিণাং দত্ত্বা দীনান্ধ-কৃপণান্ বহূন্ ॥
জ্ঞাতীন্ দ্বিজান্ পরান্ ভক্ত্যা ভোজয়েচ্চ যথেপ্সিতান্।
এবং কৃতপুরশ্চর্য্যঃ সাধয়েদিষ্টমাত্মনঃ ॥ ১৪ ॥

হোমাদি-নিয়মঃ

গৌতমীয়ে—জপান্তে প্রত্যহং মন্ত্রী হোময়েৎ তদ্দশাংশতঃ।
তর্পণং চাভিষেকঞ্চ তত্তদ্দশাংশতো মুনে! ॥

বলেন। হে মুনে! কেমুক ও কেন্দুর মূল বর্জ্জন করিয়া অন্য বিহিত মূল ভক্ষণ করিবে। ঘৃত, দধি, নারিকেল, বিহিত ফল, হবিষ্যান্ন এবং যব সমুৎপন্ন শক্তু ভক্ষণ করিবে। ইন্দ্রিয়গণের যাহাতে বৃদ্ধি (উত্তেজনা) না হয়, সাধক সেইরূপ ভক্ষণ করিবে। যদি পুরশ্চরণকারী ভিক্ষাভোজী হন, তবে তাঁহারা বদান্য ব্রাহ্মণ গৃহস্থগণের [প্রদত্ত] ভিক্ষা ভোজন করিবেন ॥ ১৩ ॥

পুরশ্চরণ মধ্যে যদি মৃতসূতক হয়, তথাপি কৃতসঙ্কল্প ব্যক্তি জপ পরিত্যাগ করিবে না। হে বরাননে! স্বকল্পোক্তক্রমেই জপ করিয়া জপের দশাংশ সংখ্যায় হোম, হোমের দশাংশ সংখ্যায় তর্পণ, তর্পণের দশাংশ সংখ্যায় জগন্ময়ীকে অভিষেক করিবে। অভিষেকের দশাংশ সংখ্যায় ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। গুরুকে দক্ষিণা দিয়া বহুসংখ্যক দীন, অন্ধ, কৃপণ, জ্ঞাতি, দ্বিজ ও অন্যান্য প্রিয় ব্যক্তিগণকে ভোজন করাইবে। এইরূপে পুরশ্চরণ অনুষ্ঠিত হইলে সাধক নিজের অভিলষিত লাভ করে ॥ ১৪ ॥

গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে মুনে! দীক্ষিত সাধক প্রত্যহ জপান্তে জপের দশাংশ হোম করিবে, তৎতৎদশাংশ অর্থাৎ হোমের দশাংশ তর্পণ এবং তর্পণের দশাংশ

প্রত্যহং ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ ন্যূনাধিক্য-প্রশান্তয়ে।
অথবা সর্ব্বসম্পূর্ত্তৌ হোমাদিকমথাচরেৎ ॥
অথবা হেমপত্রাদৌ যন্ত্রং কৃত্বা ততঃ পরম্।
পূজয়িত্বা তত্র দেবীং পরিবার-সমন্বিতাম্ ॥

তর্পণ-বিধিঃ

তর্পয়েৎ তাং পরাং দেবীং তৎপ্রকারমিহোচ্যতে।
তর্পয়িত্বা গুরূনাদৌ মূলদেবীঞ্চ তর্পয়েৎ ॥
মূলান্তে নাম চোচ্চার্য্য তর্পয়ামি ততঃ পরম্।
স্বাহাঽন্তে তর্পয়েন্মন্ত্রী যথা-সংখ্যং বিধানতঃ ॥
যোগিনী-হৃদয়ে—তর্পণঞ্চ প্রকুর্ব্বীত দ্বিতীয়ান্তমথোচ্চরন্।
একৈকমঞ্জলিং দত্ত্বা তর্পয়েদ্ রশ্মিবৃন্দকম্ ॥ ১৬ ॥

তর্পণ দ্রব্যম্

তর্পণদ্রব্যমাহ বিশুদ্ধেশ্বরে—তর্পণং চেন্দুমত্তোয়ৈস্তীর্থতোয়ৈস্তথা পুনঃ।
গুরূপদিষ্ট-বিধিনা মধুনা বাথ তর্পয়েৎ ॥
তন্ত্রান্তরে—তীর্থতোয়েন দুগ্ধেন সর্পিষা মধুনাঽপি বা।

অভিষেক করিবে। জপের ন্যূনাধিক্য দোষ শান্তির জন্য প্রত্যহ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। অথবা সমস্ত অঙ্গের পরিসমাপ্তির জন্য হোমাদি করিবে। অথবা স্বর্ণের পাত প্রভৃতিতে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পর সেই যন্ত্রে পরিবারগণের সহিত দেবীকে পূজা করিয়া সেই পরা দেবীকে (ইষ্টদেবতাকে) তর্পণ করিবে। সেই তর্পণের প্রকার এখানে কথিত হইতেছে ॥ ১৫ ॥

দীক্ষিত সাধক প্রথমে গুরুবর্গকে তর্পণ করিয়া মূলদেবীকে তর্পণ করিবে। মূলমন্ত্রের অন্তে [দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত] দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া "তর্পয়ামি" এই পদ, তাহার পর "স্বাহা" বলিয়া যথাসংখ্যা বিধানে অর্থাৎ ইষ্টদেবতার মন্ত্রের পুরশ্চরণবিধি বিহিত সংখ্যায় তর্পণ করিবে। যোগিনী হৃদয়ে উক্ত হইয়াছে—'অনন্তর দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত ইষ্ট দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া তর্পণ করিবে। এক এক অঞ্জলি দিয়া রশ্মিবৃন্দকে (পরিবার দেবতাকে) তর্পণ করিবে' ॥ ১৬ ॥

বিশুদ্ধেশ্বর তন্ত্রে তর্পণ দ্রব্য বলিতেছেন—"কর্পূরযুক্ত জলের দ্বারা গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্ট বিধি অনুসারে তর্পণ কর্ত্তব্য। অথবা তীর্থজলের দ্বারা বা মধু দ্বারা তর্পণ

গন্ধোদকেন বা কুর্য্যাৎ সর্ব্বত্র সাধকোত্তমঃ ॥
কালাগুরুদ্রবৈরেব বশয়েজ্ জগদাদিকম্ ।
সচন্দনেন তোয়েন সৌভাগ্যং লভতে নরঃ ॥
তোয়ৈঃ কুঙ্কুম-মিশ্রৈশ্চ স্তম্ভয়েদখিলং জগৎ ।
সিতামিশ্রিত-তোয়েন বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ॥
কর্পূরাক্ত-জলেনৈব সুরান্নাকর্ষয়েন্নরঃ ।
রোচনাযুত-তোয়েন সর্ব্ববিঘ্নাৎ প্রমুচ্যতে ॥
ধ্যাত্বা দেবীং মুখে তস্যাস্তর্পণঞ্চ সমাচরেৎ ।
সর্ব্বশাস্ত্রেষু কথিতং তর্পণং শুভদায়কম্ ॥
এতৎ তু তর্পণং কৃত্বাঽভিষেকং তদ্দশাংশতঃ ।
আত্মানং দেববুদ্ধ্যা তু সম্পূজ্য তন্ময়ঃ সুধীঃ ॥
মূলবিদ্যাং সমুচ্চার্য্যাঽমন্তাং চ দেবতাভিধাম্ ।
তদন্তে চাভিষিঞ্চামি নমোঽন্তেনাঽভিষেচয়েৎ ॥
ইতি মন্ত্রী স্বকং মন্ত্রং চিন্তয়িত্বা স্বমূর্দ্ধনি ।
অভিষেকং স্বীয়সংখ্যং বিদধ্যাৎ তদনন্তরম্ ॥

করিবে"। তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—"সাধকশ্রেষ্ঠ তীর্থজলের দ্বারা, দুগ্ধের দ্বারা, ঘৃতের দ্বারা, মধু দ্বারা অথবা গন্ধোদকের দ্বারা সর্ব্বত্র তর্পণ করিবে। কৃষ্ণাগুরু চন্দনের দ্বারা তর্পণ করিলেই জগৎ প্রভৃতিকে বশ করা যায়। মানব চন্দনযুক্ত জলের দ্বারা তর্পণ করিলে সৌভাগ্যলাভ করে। কুঙ্কুমমিশ্রিত জলের দ্বারা তর্পণ করিলে জগৎকে স্তম্ভিত করা যায়। শর্করামিশ্রিত জল দ্বারা তর্পণ করিলে বৃহস্পতির তুল্য পণ্ডিত হয়। কর্পূরমিশ্রিত জলের দ্বারা তর্পণ করিলে মানুষ দেবতাগণকেও আকর্ষণ করিতে পারে। রোচনাযুক্ত জলের দ্বারা তর্পণ করিলে সমস্ত বিঘ্ন হইতে মুক্ত হয়। দেবীকে ধ্যান করিয়া তাঁহার মুখে তর্পণ করিবে। সমস্ত শাস্ত্রে শুভপ্রদ তর্পণ কথিত হইয়াছে। এই তর্পণ করিয়া [তাহার] দশাংশ অভিষেক করিবে। সুধী সাধক নিজের আত্মাকে দেববুদ্ধিতে অর্থাৎ দেবতার সহিত অভেদে পূজা করিয়া তন্ময় অর্থাৎ দেবময় হইয়া মূলবিদ্যা এবং অমন্ত অর্থাৎ দ্বিতীয়া বিভক্তিযুক্ত দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়া, তাহার পরে 'অভিষিঞ্চামি' ও শেষে "নমঃ" উচ্চারণ করিয়া অভিষেক করিবে। দীক্ষিত সাধক এইরূপে অভিষেক মন্ত্র চিন্তা করিয়া অভিষেকের সংখ্যানুসারে নিজ মস্তকে অভিষেক করিবে। তাহার পর সেই সময়ে অঙ্গদেবতা ও

তত্র সঞ্চিন্তয়েদ্ দেবীং সাঙ্গাবরণ-দেবতাম্ ।
ক্ষিপেৎ তোয়ং যথাসংখ্যং গণান্ সিঞ্চেৎ সকৃৎ সকৃৎ ॥
অভিষেকং সমাপ্যৈবমভিষেক-দশাংশতঃ ।
ব্রাহ্মণান্ দেববুদ্ধ্যা চ ভোজয়েৎ সাধকোত্তমঃ ॥ ১৭ ॥

যামলে—ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ দেবি ! তথৈব চ কুমারিকাঃ ।
সাধকঃ পশুতামেতি কুমারী-ভোজনাদৃতে ॥
ততো মন্ত্রযুতান্ বিপ্রান্ ভোজয়েদ্ দেবতাধিয়া ।
ততঃ সম্পূজয়েদ্ ভক্ত্যা সম্ভারৈ বিবিধৈর্গুরুম্ ॥
দক্ষিণাং গুরবে দদ্যাদ্ যথা বিভববিস্তরৈঃ ।
দত্ত্বা চ সাধকশ্রেষ্ঠো মহাপূজাং সমাচরেৎ ॥
সিদ্ধমন্ত্রো ভবেন্মন্ত্রী নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৮ ॥

তন্ত্রে—বিভবে সতি যো মোহান্ন কুর্য্যাদ্ বিধিবিস্ত(রৈঃ)রম্ ।
নৈতৎ ফলমবাপ্নোতি দেবদ্রোহী স উচ্যতে ॥ ১৯ ॥

অঙ্গহীনে জপবিধিঃ

মুণ্ডমালায়াম্—যদ্যদঙ্গবিহীনং স্যাৎ তৎসংখ্যা-দ্বিগুণো জপঃ ।
কর্ত্তব্যঃ সাঙ্গসিদ্ধ্যর্থং তদশক্তেন ভক্তিতঃ ॥

আবরণ দেবতার সহিত দেবীকে চিন্তা (ধ্যান) করিবে। বিহিত সংখ্যানুসারে জলনিক্ষেপ (তর্পণ) করিবে এবং পরিবারগণকে এক একবার তর্পণ করিবে। সাধকশ্রেষ্ঠ অভিষেক সমাপ্ত করিয়া দেববুদ্ধিতে অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে ॥ ১৭ ॥

যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে দেবি ! ব্রাহ্মণগণকে ও কুমারীগণকে ভোজন করাইবে। সাধক কুমারী ভোজন না করাইলে পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। তাহার পর দেববুদ্ধিতে দীক্ষিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। তাহার পর বিবিধ উপচারের দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক গুরুকে পূজা করিবে এবং ঐশ্বর্য্য অনুসারে প্রচুর ধনরত্নাদি দ্বারা গুরুকে দক্ষিণা দিয়া সাধকশ্রেষ্ঠ মহাপূজা করিবে। তাহাতে মন্ত্রী সিদ্ধমন্ত্র হয় অর্থাৎ সাধকের মন্ত্রসিদ্ধ হইবে, ইহাতে বিচার কর্ত্তব্য নহে" ॥ ১৮ ॥

তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি ঐশ্বর্য্য থাকিতে মোহবশতঃ বিস্তৃত বিধি দ্বারা পুরশ্চরণ করে না, সে পুরশ্চরণের ফল পায় না, কিন্তু দেবদ্রোহী বলিয়া কথিত হয়॥ ১৯ ॥

মুণ্ডমালা তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"যে যে অঙ্গ বিহীন হইবে অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হইবে না, সেই অঙ্গকার্য্যের অনুষ্ঠানে অসমর্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক ভক্তিপূর্ব্বক অঙ্গকার্য্যের সহিত প্রধান

রুদ্রযামলে—হোমকর্ম্মণ্যশক্তানাং বিপ্রাণাং দ্বিগুণো জপঃ।
ইতরেষান্তু বর্ণানাং ত্রিগুণাদিক ঈরিতঃ॥
যোগিনীহৃদয়ে—হোমাশক্তৌ জপং কুর্য্যাদ্ হোমস্য দ্বিগুণো বুধঃ।
ব্রাহ্মণাদি-ত্রিবর্ণানাং স্ত্রীণাং সংখ্যা বিধীয়তে॥
যং বর্ণমাশ্রিতঃ শূদ্রো দীক্ষাং কুর্য্যাদ্ যথেপ্সিতাম্।
তস্য স্ত্রীণান্তু যা সংখ্যা সা সংখ্যা তস্য বিদ্যতে॥
শূদ্রস্য যাদৃশী সংখ্যা দ্বিগুণা সা স্ত্রিয়ঃ প্রিয়ে!।*
অন্যত্রাপি—যং বর্ণমাশ্রিতঃ শূদ্রঃ স চ তস্য বিধিং চরেৎ।
অনাশ্রিতস্য শূদ্রস্য দিক্-সংখ্যাকঃ সমীরিতঃ॥
শূদ্রস্য বিপ্রভৃত্যস্য তৎপত্ন্যাঃ সদৃশো জপঃ।
হোমশূন্যস্য বিপ্রস্য যো জপঃ স তু তৎ স্ত্রিয়ঃ॥
ইতরেষান্তু বর্ণানাং সর্ব্বেষাং ত্রিগুণাদিকঃ।

ত্রিগুণাদিক ইতি হোমসংখ্যা-ত্রিগুণজপঃ ক্ষত্রিয়েণ কার্য্যঃ। বৈশ্যেন চতুর্গুণঃ, শূদ্রেণ চ পঞ্চগুণো বোধ্যঃ। শূদ্রস্য দ্বিগুণঃ শক্তিবিষয়ে জ্ঞেয়ঃ।

কর্ম্মের সিদ্ধির জন্য সেই অঙ্গ কার্য্যের সংখ্যার দ্বিগুণ জপ কর্ত্তব্য।” রুদ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—‘হোমকর্ম্মে অশক্ত ব্রাহ্মণের দ্বিগুণ জপ, অন্য বর্ণসমূহের ত্রিগুণ, চতুর্গুণ প্রভৃতি জপ বিহিত হইয়াছে’। যোগিনীহৃদয়ে উক্ত হইয়াছে—‘বিদ্বান্ ব্যক্তি হোমে অশক্ত হইলে হোমের দ্বিগুণ জপ করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবর্ণগণের স্ত্রীগণের জপ-সংখ্যা বিহিত হইতেছে। যে বর্ণকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ যে বর্ণের ভৃত্যরূপে থাকিয়া শূদ্র ইচ্ছানুরূপ দীক্ষা গ্রহণ করে; সেই আশ্রয় বর্ণের স্ত্রীগণের যে সংখ্যা, সেই সংখ্যা সেই শূদ্রের জপসংখ্যা। হে প্রিয়ে! শূদ্রের যেরূপ জপ-সংখ্যা, সেই সংখ্যার দ্বিগুণ (সাধারণ) স্ত্রীর জপ সংখ্যা।’ অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—“শূদ্র যে বর্ণকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই শূদ্র সেই বর্ণের জপ-নিয়ম পালন করিবে। অনাশ্রিত শূদ্রের দিক্‌সংখ্যা অর্থাৎ দশগুণ জপ উক্ত হইয়াছে। বিপ্রের ভৃত্য শূদ্রের বিপ্রপত্নীর সদৃশ জপ বিহিত হইয়াছে। হোম-শূন্য বিপ্রের অর্থাৎ যে বিপ্র হোম করেন নাই, তাঁহার যে জপসংখ্যা, উহা তাঁহার পত্নীর জপসংখ্যা। অন্য সমস্ত বর্ণের ত্রিগুণাদি অর্থাৎ মন্ত্রের যত সংখ্যক পুরশ্চরণ কর্ত্তব্য, হোমে অশক্ত হইলে তাহার ত্রিগুণ, চতুর্গুণ প্রভৃতি জপ বিহিত হইয়াছে।” “ত্রিগুণাদিক” এই পদের অর্থ—ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক

---

* মুদ্রিত ‘যোগিনী হৃদয়ে’ এই সকল বচন নাই। মনে হয় এগুলি যোগিনীতন্ত্রের বচন।

বৈষ্ণবানাং চতুর্ব্বর্ণানাং চতুর্গুণ-ষড়্গুণাষ্ট-দশগুণো বোদ্ধব্যঃ। অন্যথা কুত্রাপি দ্বিগুণাদিক কুত্রাপি চতুর্গুণাদিক ইতি বিরোধাপত্তেঃ। তথাচোক্তং গৌতমীয়ে—

হোমাভাবে জপঃ কার্য্যো হোমসংখ্যা-চতুর্গুণঃ।
বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাঞ্চ রসসংখ্যাগুণঃ স্মৃতঃ।
বৈশ্যানাং বসুসংখ্যাক এষাং স্ত্রীণাময়ং বিধিঃ। ইতি।

যামলে—যদি হোমে ন শক্তঃ স্যাৎ পূজায়াং তর্পণেঽপি বা।
তাবৎসংখ্য-জপেনৈব সর্ব্বসিদ্ধিঃ প্রজায়তে॥ *

যামলে—কুত্রাপি যদি হীনং স্যাদ্ দশকস্যাঽঙ্গকর্ম্মণি।
তত্তদ্দশৈব কার্য্যাণি দশন্যূনং ন কারয়েৎ॥

যামলে—লক্ষমেকং জপেদ্ বিদ্বান্ হবিষ্যাশী সদা শুচিঃ।
ততস্তু তদ্দশাংশেন হোময়েদ্ধবিষা প্রিয়ে!॥

হোম সংখ্যার ত্রিগুণ জপ কর্ত্তব্য, বৈশ্য কর্ত্তৃক চতুর্গুণ এবং শূদ্র কর্ত্তৃক পঞ্চগুণ জপ কর্ত্তব্য জানিবে। শক্তি-বিষয়ে শূদ্রের কিন্তু দ্বিগুণ জপ জানিবে। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের যথাক্রমে চারি গুণ, ছয়গুণ, আটগুণ ও দশগুণ জানিবে। অন্যথা কোনস্থলে দ্বিগুণাদি এবং কোনস্থলে চতুর্গুণাদি জপ বিহিত হওয়ায় বিরোধের আপত্তি হয়। (১) গৌতমীয় তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"হোমের অভাবে বিপ্রগণের হোমসংখ্যার চারিগুণ জপ কর্ত্তব্য, ক্ষত্রিয়গণের ছয় গুণ এবং বৈশ্যগণের আটগুণ জপ কর্ত্তব্য। ইহাঁদের স্ত্রীগণেরও এই বিধি।" যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে —"যদি হোমে, পূজায় এবং তর্পণেও অসমর্থ হয়, তবে তাবৎ সংখ্যক অর্থাৎ হোমাদি সংখ্যক জপের দ্বারা সমস্ত সিদ্ধি জন্মে।" যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"কোনস্থলে হোমাদি অঙ্গ কার্য্যে দশক অর্থাৎ দশগুণিত কোন কার্য্য যদি হীন হয়, তাহা হইলে সেই সেই [গুণ্য] কার্য্য দশবার করিবে, দশের কম করিবে না।" যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"বিদ্বান্ ব্যক্তি হবিষ্যাশী হইয়া সর্ব্বদা শুচিভাবে একলক্ষ জপ করিবে।

* থ পুস্তকে "জপেনৈব" ইত্যনন্তরং—"ব্রাহ্মণারাধনেন চ। ভবেদঙ্গদ্বয়েনৈব পুরশ্চরণমার্য্য বৈ।" এইরূপ পাঠ আছে। তন্ত্রসারে—উহা 'অগস্ত্য সংহিতার' বচন বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে।

(১) পুরশ্চরণাঙ্গ হোমাদি কার্য্যে অশক্ত হইলে যে কোন ব্যক্তি দ্বিগুণ জপ করিলেও অঙ্গ কার্য্য সিদ্ধ হইবে। এ বিষয়ে 'তন্ত্রসার' ধৃত বাশিষ্ঠ বচন যথা—

"যদ্ যদঙ্গং বিহীয়েত তৎসংখ্যাদ্বিগুণো জপঃ। কর্ত্তব্যশ্চাঙ্গসিদ্ধ্যর্থং তদশক্তেন ভক্তিতঃ॥"

তর্পয়েৎ তদ্দশাংশেন তীর্থতোয়েন পার্ব্বতি ! ।
চাভিষিঞ্চেৎ ততস্তোয়ৈস্তর্পণস্য দশাংশতঃ ॥
তদ্দশাংশং হবিষ্যান্নৈর্ভক্তিতো ভোজয়েদ্ দ্বিজান্ ।
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদ্ যথা বিভববিস্তরৈঃ ॥
পাশবঃ কথিতঃ কল্পঃ শৃণু বীরমতঃ পরম্ ॥ ২০ ॥

বীরকল্পঃ

মুণ্ডমালায়াং—মৎস্য-মাংসাশনে শক্তঃ কুর্য্যান্মন্ত্র-পুরস্ক্রিয়াম্ ।
রাত্রৌ প্রাগাস্যঃ * শয্যায়াং প্রজপেল্লক্ষমানতঃ ॥
ততস্তু তদ্দশাংশেন হোময়েদ্ধবিষানলে ।
দশাংশং তর্পয়েদ্ দ্রব্যৈ র্মাংসমিশ্রৈঃ সুসাধকঃ ॥
তর্পণস্য দশাংশেন চাভিষিঞ্চেজ্জগন্ময়ীম্ ।
দশাংশং ভোজয়েদ্ দেবি ! সাধকং দেবতাপ্রিয়ম্ ॥
মধুমাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ চর্ব্বণঞ্চ প্রদাপয়েৎ ।
ততস্তু তোষয়েদ্ ভক্ত্যা গুরুং স্বর্ণাদিভিঃ প্রিয়ে ! ॥
এতৎ-কল্পদ্বয়াদ্ দেবি ! মন্ত্রঃ সিধ্যতি নিশ্চিতম্ ॥ ২১ ॥

হে প্রিয়ে ! তাহার পর হবিঃ দ্বারা তাহার (জপের) দশাংশ হোম করিবে। হে পার্ব্বতি ! তীর্থজলের দ্বারা তাহার (হোমের) দশাংশ তর্পণ করিবে। জলের দ্বারা তর্পণের দশাংশ অভিষেক করিবে। হবিষ্যান্নের দ্বারা তাহার দশাংশ বিপ্রগণকে অর্থাৎ দীক্ষিত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। বিভবানুসারে প্রচুর ধনের দ্বারা গুরুকে দক্ষিণা দিবে। পশুকল্প কথিত হইল। অনন্তর বীর কল্প শ্রবণ কর ॥ ২০ ॥

মুণ্ডমালাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে—"মৎস্য ও মাংস ভোজনে সমর্থ ব্যক্তি মন্ত্রের পুরশ্চরণ করিবে। রাত্রিতে পূর্ব্বমুখ হইয়া শয্যায় লক্ষ-সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর তাহার দশাংশ হবিঃ দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিবে। শ্রেষ্ঠ সাধক মাংস মিশ্রিত দ্রব্যের দ্বারা তাহার দশাংশ তর্পণ করিবে। তর্পণের দশাংশের দ্বারা জগন্ময়ীকে অভিষেক করিবে। হে দেবি ! [অভিষেকের] দশাংশ দেবভক্ত সাধককে ভোজন করাইবে। মধু, মাংস, মৎস্য ও চণকাদি চর্ব্বণ প্রদান করিবে। হে প্রিয়ে ! তাহার পর ভক্তিপূর্ব্বক স্বর্ণাদি দ্বারা গুরুকে সন্তুষ্ট করিবে। হে

* খ পুস্তকে—'তাম্বূলপূরাস্যঃ' ইতি পাঠঃ

অত্র লক্ষপদং স্বস্বকল্পোক্ত-সংখ্যাপরম্। তথাচোক্তং কুমারীতন্ত্রে—

তস্মিন্ কালে সাধকেন্দ্রঃ স্বকল্পোক্তং জপং চরেৎ।

তস্মিন্ কালে পুরশ্চরণকালে। যৎ তু কুমারীতন্ত্রে—

লক্ষমেকং জপেন্ মন্ত্রং হবিষ্যাশী দিবা শুচিঃ।
রাত্রৌ তাম্বূলপূরাস্যঃ শয্যায়াং লক্ষমানতঃ।
এবং লক্ষদ্বয়ং জপ্ত্বা তদ্দশাংশেন মন্ত্রবিৎ ॥

ইতি বচনাদ্ বিশিষ্ট-পুরশ্চরণে লক্ষদ্বয়জপ ইতি বদন্তি। তন্ন মনোরমম্। যদ্ দিনে হবিষ্যাশী, তদ্দিনে মৎস্যাদ্যশনে হবিষ্যান্ন-ব্যাঘাতাৎ নানাচারস্য প্রসক্তেশ্চ। তথাচোক্তং যামলে—

নানাচারো ন কর্ত্তব্যো নানাচাররতো যতঃ। ইতি বচনাৎ।

তস্মাৎ কুমারীতন্ত্রোক্ত-বচনস্য পুরশ্চরণদ্বয়ে তাৎপর্য্যম্। এতৎ-কল্পদ্বয়ং দিব্য-বীরয়োঃ পর্য্যায়েণ কর্ত্তব্যম্। দিব্যেন তু এতৎকল্পদ্বয়ং যুগপৎ কর্ত্তুমপি শক্যম্। যতঃ স তত্ত্বজ্ঞানী সন্ মানসক্রিয়াবান্, অতো নাস্য মানসক্রিয়য়া বাহ্যক্রিয়ায়া বিরোধঃ। বীরস্তু অতত্ত্বজ্ঞানী সন্

দেবি! এই দুইটী কল্প (পশুকল্প ও বীরকল্প) হইতে নিশ্চয় মন্ত্র সিদ্ধ হয় ॥ ২১ ॥

"প্রজপেৎ লক্ষমানতঃ" এই স্থলে লক্ষশব্দটী স্বস্বকল্পোক্ত-সংখ্যাপর অর্থাৎ যে দেবতার যে মন্ত্রের যত সংখ্যক পুরশ্চরণ কর্ত্তব্য, সেই সংখ্যা উক্ত লক্ষ শব্দের দ্বারা বুঝাইতেছে। কুমারী তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"সেই কালে সাধক শ্রেষ্ঠ স্বকল্পোক্ত জপ করিবে।" "তস্মিন্ কালে" এই বাক্যের অর্থ—পুরশ্চরণ কালে। কুমারীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"শুচি ব্যক্তি হবিষ্যাশী হইয়া দিবাভাগে এক লক্ষ মন্ত্র জপ করিবে এবং রাত্রিতে তাম্বুলপূর্ণ মুখে শয্যায় লক্ষসংখ্যক জপ করিবে। মন্ত্রজ্ঞ সাধক এইরূপে লক্ষদ্বয় জপ করিয়া তাহার দশাংশের দ্বারা [হোম করিবে]"। এই বচন অনুসারে বিশিষ্ট পুরশ্চরণে লক্ষদ্বয় জপ [কর্ত্তব্য] ইহা যে [কেহ কেহ] বলেন; তাহা মনোরম নহে। কারণ যে দিনে সাধক হবিষ্যাশী হয়, সেই দিনে মৎস্যাদি ভোজন করিলে হবিষ্যান্নের ব্যাঘাত হয় এবং নানা আচারের প্রসক্তি হয়। কারণ যামলতন্ত্রের বচনে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"নানাচার কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু নানাচারবান্ ব্যক্তি" ইত্যাদি। সুতরাং কুমারী তন্ত্রোক্ত বচনের দুইটী পুরশ্চরণে তাৎপর্য্য। এই দুইটী কল্প পর্য্যায়ক্রমে দিব্য ও বীরের কর্ত্তব্য। দিব্যভাবের সাধক কিন্তু এই কল্পদ্বয় যুগপৎও করিতে পারেন; যেহেতু তিনি তত্ত্বজ্ঞানী হইয়া মানস ক্রিয়ার

বাহ্যান্তরোভয়ক্রিয়াবান্। তস্যৈতৎকল্পদ্বয়যৌগপদ্যং নাস্তি, উদ্ধতমানসত্বাৎ, আচার-সাঙ্কর্য্যাপাতাচ্চেতি সর্ব্বমবদাতম্। তথাচোক্তং তন্ত্রে—

দিব্যস্তু দেববৎ প্রায়ো বীরশ্চোদ্ধতমানসঃ।

যোগিনীহৃদয়ে—সর্ব্বহিংসা-বিনির্মুক্তঃ সর্ব্বপ্রাণিহিতে রতঃ।

কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-রাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিতঃ॥

পূজাপমানে সন্তুষ্টোঽপ্যধিকারী স এব হি।

সোঽস্মিন্ শাস্ত্রেঽধিকারী স্যাৎ তদন্যো ভ্রষ্ট-সাধকঃ॥ ২২॥

পশুস্তু সংশয়-জ্ঞানী সন্ ক্রিয়াবান্। মৎস্যমাংসাদিকং ন গ্রাহ্যম্, ন স্ত্রিয়ং মনসাঽপি স্মরেৎ, ন তাম্বূলং ভক্ষয়েৎ, কিন্তু হবিষ্যান্নং ভক্ষয়েৎ। ঋতুকালং বিনা ন স্ত্রিয়মপি গচ্ছেৎ। দক্ষিণমার্গেণ পূজা কর্ত্তব্যা। তথাচোক্তং যামলে—যো দাক্ষিণ্যং বিনা দেবি! মহামায়াং সমর্চ্চতি।

স পাপঃ সর্ব্বলোকেভ্যশ্চ্যুতো ভবতি নান্যথা॥

অনেন যদ্ দিবাবিধানং, তদ্ দিব্যবীর-বিষয়েঽপি বোদ্ধব্যম্। তথাচোক্তং

অনুষ্ঠাতা। সুতরাং ইহাঁর মানস-ক্রিয়ার সহিত বাহ্য-ক্রিয়ার বিরোধ নাই। বীর-ভাবের সাধক কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানী নহেন। তিনি বাহ্য ও আন্তর—উভয় ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতা। তাঁহার এই কল্পদ্বয়ের যৌগপদ্য নাই অর্থাৎ যুগপৎ দুইটী কল্পের অনুষ্ঠান করিতে পারেন না; কারণ তিনি উদ্ধত-চিত্ত এবং বিরুদ্ধ আচারের সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হয়। এই ভাবে সমস্ত অবদাত (সামঞ্জস্য) হয়। তন্ত্রেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"দিব্য ভাবের সাধক প্রায় দেবতার তুল্য। বীর সাধক উদ্ধতচিত্ত।" যোগিনী-হৃদয়ে উক্ত হইয়াছে—"যিনি সমস্ত হিংসা হইতে নিবৃত্ত, সমস্ত প্রাণীর কল্যাণে নিযুক্ত; কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, রাগ ও দ্বেষ রহিত, সম্মানে ও অপমানে সন্তুষ্ট: সেই ব্যক্তিই [কর্ম্মে] অধিকারী এবং সেই ব্যক্তিই এই শাস্ত্রে অধিকারী; তদ্‌ভিন্ন সকলেই ভ্রষ্ট সাধক॥ ২২

পশুভাবের সাধক কিন্তু সংশয়জ্ঞানী হইয়া ক্রিয়ার অনুষ্ঠাতা। মৎস্য ও মাংসাদি গ্রহণ করিবে না; স্ত্রীকে মনের দ্বারাও স্মরণ করিবে না; তাম্বূল ভক্ষণ করিবে না, কিন্তু হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিবে। ঋতুকাল ব্যতীত স্ত্রীতে উপগত হইবে না। দক্ষিণ মার্গে (আচারে) পূজা কর্ত্তব্য। যামল তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"হে দেবি! যে ব্যক্তি দক্ষিণাচার বিনা মহামায়াকে অর্চ্চনা করে, সে পাপী সমস্ত লোক হইতে ভ্রষ্ট হয়। অন্যথা অর্থাৎ দক্ষিণাচারে পূজা করিলে তাহা হয় না।" পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের দ্বারা দিবাভাগে যে পুরশ্চরণ বিহিত হইয়াছে, তাহা

যামলে—দিবা দক্ষিণমার্গেণ বামেন চ তথা নিশি।
যদি তূর্ণং ফলাবাপ্তৌ যুষ্মাকং মতমেব চ॥ ইতি বচনাৎ॥ ২৩॥

অথ গ্রহণ-পুরশ্চরণম্

শ্রীবীজার্ণবতন্ত্রে ষোড়শ-পটলে দেবীং প্রতি শিববাক্যম্—
একদা পরমেশানী কামাখ্যায়াং মহেশ্বরী!।
দৃষ্ট্বোপরাগং যৎ কার্য্যং তৎ পৃচ্ছতি মহেশ্বরম্॥
যেনৈব বিধিনা দেব! সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।
শ্রীশিব উবাচ—কুতঃ স্নানং কুতঃ সন্ধ্যা প্রাণায়ামঃ কুতঃ প্রিয়ে!।
ভূতশুদ্ধিঃ কুতো ভদ্রে! কুতঃ পূজা বরাননে!॥
কালাতীত-ভয়াদ্ দেবি! সর্ব্বং সন্ত্যজ্য[*] কামিনি!।
সঙ্কল্পং মানসং কৃত্বা জপং কুর্য্যাদ্ বরাননে!॥
পঞ্চাঙ্গবিধিনা দেবি! সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।
মন্ত্রো বিদ্যা মহেশানি! কবচং স্তব এব বা॥
ধ্যানং বা পরমেশানি! ন্যাসো বা কমলেক্ষণে!।

দিব্য এবং বীর সম্বন্ধেও জানিবে। কারণ রুদ্রযামল তন্ত্রের বচনে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"যদি শীঘ্র ফলপ্রাপ্তিতে তোমাদের সম্মত (ইচ্ছা) হয়, তবে দিবাভাগে দক্ষিণমার্গে এবং রাত্রিতে বাম মার্গে [মহামায়ার অর্চ্চনা করিবে"]॥ ২৩

গ্রহণ পুরশ্চরণ—শ্রীবীজার্ণব তন্ত্রে ষোড়শ পটলে দেবীর প্রতি শিবের বাক্য হইতেছে—"পরমেশানী মহেশ্বরী কামাখ্যায় এক সময়ে উপরাগ (গ্রহণ) দেখিয়া [সেই সময়ে] যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে দেব! যে বিধি দ্বারা [মন্ত্র] সিদ্ধ হয়, অন্যথা হয় না, [সেই বিধি বলুন।] শ্রীশিব বলিলেন—হে প্রিয়ে! স্নান কিরূপে হইবে? সন্ধ্যা কিরূপে হইবে? প্রাণায়াম কিরূপে হইবে? ভূতশুদ্ধি কিরূপে হইবে? আর পূজাই বা কিরূপে হইবে? হে ভদ্রে! হে বরাননে! হে দেবি! হে কামিনি! গ্রহণ কাল অতীত হইবার ভয়ে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া মানস সঙ্কল্প করিয়া জপ করিবে। হে বরাননে! হে দেবি! পঞ্চাঙ্গ বিধি দ্বারা সিদ্ধ হয়, অন্যথা নহে। হে মহেশানি! হে পরমেশানি! হে দেবেশি! হে কমলেক্ষণে! [গ্রহণ কালে] মন্ত্র, বিদ্যা, কবচ, স্তব, ধ্যান বা ন্যাস

[*] ক পুস্তকে—'ত্যজতী'তি পাঠঃ।

একোচ্চারেণ দেবেশি ! ভবন্তি দশকোটয়ঃ ॥
অসংখ্যস্তজ্জপো দেবি ! গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ ।
তৎ কথং পরমেশানি ! জপসংখ্যা বিধীয়তে ॥
অতএব মহেশানি ! হোমো নাস্তি শুচিস্মিতে ! ।
অভিষেকশ্চ দেবেশি ! তথাচ তর্পণাদিকম্ ॥
ভোজনং চ মহেশানি ! নাস্তি বৈ কমলাননে ! ।
সূর্য্যচন্দ্র-গ্রহে দেবি ! পঞ্চাঙ্গং নাস্তি কামিনি ! ॥
পঞ্চাঙ্গেন বিহীনোঽপি সিদ্ধো ভবতি নান্যথা ॥ ২৪
সঙ্কল্পং বিদ্ধি দেবেশি ! মানসং যদুপস্থিতম্ ।
তৎসঙ্কল্পং বিজানীয়াদ্ গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ ।
তস্মাৎ তু চঞ্চলাপাঙ্গি ! সঙ্কল্পং নৈব কারয়েৎ ॥
সঙ্কল্পো মানসো দেবি ! চতুর্ব্বর্গ-ফলপ্রদঃ ।
অত এব মহেশানি ! সঙ্কল্পো মানসঃ স্মৃতঃ ॥
স্থূলো হি পরমেশানি ! সঙ্কল্পো ব্যর্থ উচ্যতে ।
সঙ্কল্পেন বিনা দেবি ! যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে সুধীঃ ॥

—একবার মাত্র উচ্চারণেই দশকোটি অর্থাৎ দশকোটিবার উচ্চারণের মত হইয়া যায়। হে দেবি ! চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে সেই একবার জপ অসংখ্য [জপের ন্যায়] হয়। অতএব হে পরমেশানি ! কিরূপে জপসংখ্যা বিহিত হইতে পারে ? হে মহেশানি ! হে শুচিস্মিতে ! হে দেবেশি ! এই জন্যই অর্থাৎ গ্রহণকাল অতীত হইবার ভয়েই হোম নাই, অভিষেক নাই এবং তর্পণাদিও নাই। হে কমলাননে ! হে মহেশানি ! [ব্রাহ্মণ] ভোজনও নাই। হে দেবি ! হে কামিনি ! সূর্য্য ও চন্দ্রের গ্রহণে [মাত্র জপ ছাড়া] পঞ্চাঙ্গ উপাসনাও নাই। পঞ্চাঙ্গের দ্বারা বিহীন হইলেও মন্ত্র সিদ্ধ হয় ; অন্যথা নহে ॥ ২৪ ॥

হে দেবেশি ! মানস অর্থাৎ মনে যাহা উপস্থিত হয়, তাহাকে মানস সঙ্কল্প জানিবে। চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে তাহাই সঙ্কল্প জানিবে। অতএব হে চঞ্চলাপাঙ্গি ! বাহ্য সঙ্কল্প করিবে না। হে দেবি ! মানস সঙ্কল্প চতুর্ব্বর্গ ফল প্রদান করে। হে মহেশানি ! এইজন্য [গ্রহণে] মানস সঙ্কল্প উক্ত হইয়াছে। হে পরমেশানি ! স্থূল (কুশতিলাদিযোগে) সঙ্কল্প ব্যর্থ বলিয়া কথিত হয়। হে দেবি ! হে দেবেশি ! সুধী

ব্যর্থমেব হি দেবেশি ! তৎসর্ব্বং মানসো নহি * ॥ ২৫ ॥

গ্রহণে ভোজনকালঃ

প্রথম-প্রহরে ভদ্রে ! চন্দ্রগ্রাসো যদা ভবেৎ ।
তদৈব দিবসে ভুক্ত্বা সত্বরং নরকং ব্রজেৎ ॥
নিশীথে চ মহেশানি ! যদৈব গ্রহণং ভবেৎ ।
তদৈব দিবসে ভুক্ত্বা পীত্বানন্দময়ো ভবেৎ ॥
চন্দ্রগ্রহণকালে তু জপ-যজ্ঞাদিকং চরেৎ ॥
দিবসে চ যদা ভদ্রে ! ভাস্কর-গ্রহণং ভবেৎ ।
রাত্রৌ ভুক্ত্বা চ পীত্বা চ জপ-যজ্ঞাদিকং চরেৎ ॥
সৌরেষু (সর্ব্বেষু) বিষ্ণুমন্ত্রেষু শৈবে (সৌরে) গাণপতৌ তথা ।
শক্তিমন্ত্রো মহেশানি ! প্রশস্তঃ সততং জপেৎ ।
ইতি বীজার্ণবে তন্ত্রে শিবেনৈব প্রকীর্ত্তিতম্ ॥ ২৪ ॥

এতৎ সর্ব্বং জ্ঞানিনামেব কর্ত্তব্যম্ । অজ্ঞানিনামপি পশূনাং কর্ত্তব্যমাহ গন্ধর্ব্বতন্ত্রে—অথবাঽন্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে ।

গ্রহণেঽর্কস্য চেন্দোর্ব্বা শুচিঃ পূর্ব্বমুপোষিতঃ ॥
নদ্যাং সমুদ্রগামিন্যাং নাভিমাত্রোদকে স্থিতঃ ।

ব্যক্তি সঙ্কল্প ব্যতীত যাহা কিছু করে, সে সমস্ত ব্যর্থ ; কিন্তু মানস সঙ্কল্প ব্যর্থ নহে ॥২৩

হে ভদ্রে ! যে দিনে [রাত্রির] প্রথম প্রহরে চন্দ্র গ্রহণ হয়, সেই দিনে দিবসে ভোজন করিয়া সত্বর নরক গমন করে। হে মহেশানি ! যে দিন রাত্রিতে গ্রহণ হয়, সেই দিন দিবসে ভোজন করিয়া ও পান করিয়া আনন্দময় হয়। চন্দ্রগ্রহণ কালে জপ, যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম করিবে। হে ভদ্রে ! যে দিন দিবসে সূর্য্যগ্রহণ হইবে, সেদিন রাত্রিতে পান-ভোজন করিয়া জপ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে। হে মহেশানি ! সৌর, বৈষ্ণব, শৈব, গাণপত্য মন্ত্র সাধকগণেরও শক্তিমন্ত্র প্রশস্ত ; সর্ব্বদা উহা জপ করিবে। বীজার্ণবতন্ত্রে ইহা শিবকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে ॥ ২৫

এই সমস্ত কার্য্য জ্ঞানিগণেরই কর্ত্তব্য। গন্ধর্ব্বতন্ত্রে অজ্ঞানী পশুগণেরও কর্ত্তব্য বলিতেছেন—"অথবা অন্যপ্রকারে পুরশ্চরণ বিহিত হইতেছে। সূর্য্য বা চন্দ্রের গ্রহণে শুচি ব্যক্তি পূর্ব্বদিন উপবাস করিয়া [গ্রহণ-দিনে] সমুদ্রগামিনী নদীতে নাভিমাত্র

* ক পুস্তকে 'মানসং পরমি'তি—পাঠঃ ।

গ্রহণাদি-বিমোক্ষান্তং জপেন্ মন্ত্রং সমাহিতঃ ॥ ২৬ ॥

সনৎকুমারতন্ত্রে—দৃষ্ট্বা স্নাত্বা সুসঙ্কল্পো বিমোক্ষান্তং জপং চরেৎ।

জপস্য চ দশাংশেন হোমং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি ॥

হোমার্থং দ্বিগুণং বাপি জপেন্ মন্ত্রং সমাহিতঃ।

হোমস্য তু দশাংশেন তর্পণং সমুপাচরেৎ ॥

তর্পণস্য দশাংশেন ত্বভিষেকং সমাচরেৎ।

অভিষেক-দশাংশেন কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণ-ভোজনম্ ॥

তদন্তে মহতীং পূজাং কুর্য্যাৎ সাধকসত্তমঃ।

গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদ্ ভক্ত্যা বিপ্রান্ প্রতর্পয়েৎ ॥

শ্যামাবিদ্যায়াং বিশেষমাহ কালীতন্ত্রে—

অথবাঽন্যপ্রকারেণ পুরশ্চরণমিষ্যতে।

চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে চৈব গ্রাসাবধি-বিমুক্তিতঃ ॥

যাবৎসংখ্যং মনুং জপ্ত্বা তাবদ্ হোমাদিকং চরেৎ ॥ ২৭ ॥

যদি নক্রাদি-দূষিতা নদী ভবতি সমুদ্রগামিনী বা ন ভবতি, তদা কিং কর্ত্তব্যং তদাহ রুদ্রযামলে—

যদ্বা শুদ্ধোদকৈঃ স্নাত্বা শুচৌ দেশে সমাহিতঃ।

গ্রহণান্মুক্তিপর্য্যন্তং জপেন্ মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥

জলে দাঁড়াইয়া সমাহিত হইয়া গ্রহণ আরম্ভ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে" ॥ ২৬

সনৎকুমার তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে—গ্রহণ দর্শন করিয়া স্নান করিয়া সঙ্কল্প পূর্ব্বক [গ্রহণ আরম্ভ হইতে] মুক্তি পর্য্যন্ত জপ করিবে। যথাবিধি জপের দশাংশ হোম করিবে। অথবা [হোমে অশক্ত হইলে] হোম নির্ব্বাহের জন্য সমাহিত হইয়া দ্বিগুণ মন্ত্র জপ করিবে। হোমের দশাংশ তর্পণ করিবে। তর্পণের দশাংশ অভিষেক করিবে। অভিষেকের দশাংশ ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। সাধকশ্রেষ্ঠ তাহার পর মহতী (আড়ম্বরে) পূজা করিবে। গুরুকে দক্ষিণা দিবে এবং ভক্তি দ্বারা ব্রাহ্মণ গণকে সন্তুষ্ট করিবে। কালীতন্ত্রে শ্যামাবিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষ বলিতেছেন—"অথবা অন্য প্রকারে পুরশ্চরণ বিহিত হইতেছে। চন্দ্র গ্রহণে ও সূর্য্য গ্রহণে গ্রহণ হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত যত সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। সেই সংখ্যায় হোম করিবে" ॥ ২৭

যদি নদী কুম্ভীরাদি দ্বারা পূর্ণ হয় বা সমুদ্রগামিনী না হয়, তাহা হইলে যাহা কর্ত্তব্য, রুদ্রযামলতন্ত্রে তাহা বলিতেছেন—"অথবা শুদ্ধজলে স্নান করিয়া পবিত্র স্থানে

ইতি কৃত্বা ন সন্দেহো জপস্য ফলভাগ্ ভবেৎ ॥

যে তু গ্রহণ-পূর্ব্বদিনে উপবাসাশক্ত্যা হবিষ্যান্নং ফলং দুগ্ধং বা ভুঞ্জীতেতি বদন্তি। তন্ন মনোরমম্, প্রমাণাভাবাৎ; উপবাসস্যাবশ্যকত্বাচ্চ ॥ ২৮ ॥

জপপ্রাধান্যম্

যে তু বদন্তি—অত্র শ্রাদ্ধমকুর্ব্বাণঃ পঙ্কে গৌরিব সীদতি।
ইতি নিন্দাবাদ-শ্রবণাৎ শ্রাদ্ধস্যাবশ্যকত্বং, ন জপস্যেতি। তন্ন।
সনৎকুমারতন্ত্রে—শ্রাদ্ধাদেরনুরোধেন যদি জাপং ত্যজেন্নরঃ।
স ভবেদ্ দেবতাদ্রোহী পিতৄন্ সপ্ত নয়ত্যধঃ ॥
মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্রে—চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে জপ্ত্বা কৈবল্যং প্রাপ্নুয়ান্নরঃ।
অকৃত্বা মন্ত্রজাপং চ সত্বরং নরকং ব্রজেৎ ॥
গুপ্তদীক্ষাতন্ত্রে—চন্দ্রসূর্য্যগ্রহে যস্তু সম্যগ্ জাপং ন চাচরেৎ।
স দু[ভ্র]ষ্টঃ স চ পাপিষ্ঠঃ সহসা শূকরো ভবেৎ ॥

সমাহিত হইয়া অনন্যচিত্ত হইয়া গ্রহণ আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্য্যন্ত মন্ত্র জপ করিবে। ইহা করিয়া জপের ফলভাগী হইবে, সন্দেহ নাই। যাহারা বলেন—গ্রহণের পূর্ব্বদিন উপবাসে অশক্ত ব্যক্তি হবিষ্যান্ন, ফল অথবা দুগ্ধ ভক্ষণ করিতে পারেন, তাহা সমীচীন নহে। কারণ প্রমাণ নাই অর্থাৎ উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তির এরূপ ভোজনে কোন প্রমাণ নাই। আর উপবাস আবশ্যক অর্থাৎ গ্রহণ দিনে উপবাস কর্ত্তব্য * ॥ ২৮

যাঁহারা বলেন—'গ্রহণকালে শ্রাদ্ধ না করিলে পঙ্কে গাভীর ন্যায় অধঃপতিত হয়' এই বচনে নিন্দা শ্রুত হওয়ায় [গ্রহণকালে] শ্রাদ্ধের আবশ্যকতা আছে, জপের নহে। তাহা ঠিক নহে; কারণ সনৎকুমারতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, "শ্রাদ্ধাদির অনুরোধে যদি কোন ব্যক্তি মন্ত্রজপ পরিত্যাগ করে, তবে সে দেবতাদ্রোহী হয় এবং সাত পুরুষ যাবৎ পিতৃগণকে অধঃপাতিত করে।" মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"চন্দ্র গ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণে মন্ত্র জপ করিয়া মানব কৈবল্য প্রাপ্ত হয়, মন্ত্র জপ না করিলে সত্বর নরকে গমন করে।" গুপ্তদীক্ষা তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণে সম্যগ্রূপে মন্ত্রজপ না করে, সে দুষ্ট, সে পাপিষ্ঠ সহসা

---

* উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তির গ্রহণ কালে স্নান করিয়া সমাহিতচিত্তে মন্ত্র জপই কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে 'পুরশ্চরণ-বোধিনী' ধৃত প্রমাণ উদ্ধৃত হইল। যথা—"অথবাঽন্যপ্রকারেণ পৌরশ্চারণিকো বিধিঃ। চন্দ্রসূর্য্যোপরাগে চ স্নাত্বা প্রযতমানসঃ। স্পর্শনাদিবিমোক্ষান্তং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ। অত্র উপবাসো নোক্তঃ" ইতি।

তস্যান্নমুদকং দেবি ! মূত্র-শোণিত-বিট্-সমম্ ।
জায়তে নাত্র সন্দেহো মম বাক্যাদ্ বরাননে ! ॥

অন্যত্রাপি—জপযজ্ঞং বিনা দেবি ! যঃ করোত্যন্যচিন্তনম্ ।
স ভবেদ্ রৌরবে মগ্নো যাবদাহূত-সংপ্লবম্ ॥
রৌরবাৎ পুনরাগত্য পাপযোনিষু জায়তে ।
নিষ্কৃতির্নাস্তি চার্ব্বঙ্গি ! তস্যাপি চ কদাচন ॥
তস্মাৎ সর্ব্বং পরিত্যজ্য চন্দ্রপর্ব্বণি সংজপেৎ ।
সূর্য্যপর্ব্ব যথা দেবি ! চন্দ্রপর্ব্ব তথা প্রিয়ে ! ॥
সর্ব্বং ত্যক্ত্বা মহেশানি ! জপযজ্ঞং সমাচরেৎ ।

ইত্যাদি-নানাতন্ত্র-বচনেভ্যো জপং বিনা কার্য্যান্তরস্য নিন্দাশ্রুতে-র্জপস্যৈবাবশ্যকত্বম্ ॥ ২৯ ॥

রাশ্যাদিগণনায়াং দোষমাহ যামলে—

অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাদ্ রাশ্যাদি-গণনাং চরেৎ ।
বিচার্য্য চঞ্চলাপাঙ্গি ! ন পশ্যেদ্ গ্রহণং যদি ॥

ৎ দেহান্তে শূকর হয়। হে দেবি ! হে বরাননে ! তাহার অন্ন ও জল আমার বাক্যে মূত্র, শোণিত বা বিষ্ঠার তুল্য হইয়া যায়।” অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে —“হে দেবি ! জপযজ্ঞ ব্যতীত যে অন্য চিন্তা করে, সে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত রৌরব নামক নরকে মগ্ন হয়। রৌরব নরক হইতে উঠিয়া পুনরায় পাপযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। হে চার্ব্বঙ্গি ! তাহার কখনও নিষ্কৃতি নাই। অতএব সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া চন্দ্রগ্রহণে জপ করিবে। হে মহেশানি ! সূর্য্যগ্রহণ যেমন, চন্দ্রগ্রহণও সেইরূপ ; উহাতে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া জপযজ্ঞ করিবে।” ইত্যাদি নানাতন্ত্র বচনে জপ ব্যতীত কার্য্যান্তরের নিন্দা শ্রুত হওয়ায় জপেরই আবশ্যকতা আছে অর্থাৎ জপ কর্ত্তব্য(১) ॥ ২৯

যামলতন্ত্রে রাশ্যাদি গণনার দোষ বলিতেছেন—“হে চঞ্চলাপাঙ্গি ! অজ্ঞান বা মোহবশতঃ যদি কেহ বিচার করিয়া রাশ্যাদি গণনা করে এবং যদি গ্রহণ দর্শন না

(১) “সর্ব্বস্বেনাপি কর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং বৈ রাহু-দর্শনে। অকুর্ব্বাণস্তু তচ্ছ্রাদ্ধং পঙ্কে গৌরিব সীদতি ॥” ইত্যাদি বচনে গ্রহণ কালে শ্রাদ্ধের কর্ত্তব্যতা বিহিত হওয়ায় পুরশ্চরণ আরম্ভ হইলে যদি গ্রহণ হয়, তবে জপ পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধাদি করিবে না। ইহাই উক্ত বচনের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

বস্তুতঃ দীক্ষিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য ব্যক্তির গ্রহণকালে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য এবং দীক্ষিত ব্যক্তির জপই কর্ত্তব্য। কারণ বিশেষ বিধি ও সামান্যবিধি একত্র প্রাপ্ত হইলে সামান্যবিধি বিশেষবিধির বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া প্রবৃত্ত হয়। তাহা হইলে আর কোন বিরোধ থাকে না।

পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং পুণ্যং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।

কামধেনুতন্ত্রে—চন্দ্রপর্ব্ব সূর্য্যপর্ব্ব ন বিচার্য্যং কদাচন।

সূর্য্যপর্ব্ব বরারোহে! ন পশ্যেদ্ যদি পামরঃ।

অস্তু তাবৎ পরো ধর্ম্মঃ পূর্ব্বধর্ম্মো বিনশ্যতি॥

যামলে—জন্ম-সপ্তাষ্ট-ঋপ্ ফাঙ্ক-দশমস্থে নিশাকরে।

দৃষ্টোঽরিষ্টপ্রদো রাহু র্জপপূজাং বিনা ভবেৎ॥ ২৯॥

কবচ-পুরশ্চরণম্

ভৈরবতন্ত্রে—অথ বক্ষ্যে মহেশানি! কবচানাং পুরস্ক্রিয়াম্।

অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা পুরশ্চর্য্যাং সমাচরেৎ॥

দশাংশতোঽঙ্গকর্ম্মাণি হোমাদীনি পৃথক্ পৃথক্।

ততশ্চ সিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্মা মদনোপমঃ॥

স্বয়মশক্তৌ প্রতিনিধিদ্বারা কর্ত্তব্যম্। জ্ঞানপ্রদীপে—

বিদধীত পুরশ্চর্য্যাং গুরুণা তাদৃশেন বা॥ ৩০॥

ইতি পরিব্রাজকাচার্য্য-পরমহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদ্ব্রহ্মানন্দগিরি-কৃতায়াং শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণ্যাং পুরশ্চরণনির্ণয়ো নাম দ্বাদশোল্লাসঃ।

করে, তাহা হইলে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য সেই ক্ষণেই নষ্ট হয়।” কামধেনুতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণ কখনও বিচার্য্য নহে। হে চঞ্চলাপাঙ্গি! যদি কেহ বিচার করিয়া সূর্য্য গ্রহণ না দেখে, তবে (তাহার) পর ধর্ম্ম থাকুক (দূরের কথা)—পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পুণ্য সেইক্ষণেই নষ্ট হয়।” যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“জন্মস্থানে, লগ্নের সপ্তম, অষ্টম, রিপ্‌ফ (দ্বাদশ), অঙ্ক (নবম) ও দশম স্থানে চন্দ্রের অবস্থান কালীন রাহু দৃষ্ট হইলে জপপূজা ব্যতীত অরিষ্টপ্রদ হয়॥ ২৯॥

ভৈরবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“হে মহেশানি! অনন্তর কবচের পুরশ্চরণ বলিতেছি। অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিয়া পুরশ্চরণ করিবে। দশ দশ ভাগে হোমাদি অঙ্গ কর্ম্মগুলি পৃথক্ পৃথক্ করিবে। পুণ্যাত্মা ব্যক্তি তাহা হইতে সিদ্ধকবচ হইয়া মদনের ন্যায় হন। স্বয়ং পুরশ্চরণ করিতে অসমর্থ হইলে প্রতিনিধি দ্বারা করিবে। জ্ঞানপ্রদীপে উক্ত হইয়াছে—“গুরু বা তৎ-তুল্য কোন ব্যক্তি দ্বারা পুরশ্চরণ করিবে॥ ৩০॥

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীর দ্বাদশ উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশোল্লাসঃ

যন্ত্র-সংস্কারঃ

বিনা যন্ত্রেণ পূজায়াং দেবতা ন প্রসীদতি।
সর্ব্বেষামপি দেবানাং যন্ত্রে পূজা প্রশস্যতে ॥
সুবর্ণং রজতং তাম্রং শ্রেষ্ঠং মধ্যমথাধমম্।
তাম্রং লক্ষগুণং প্রোক্তং রৌপ্যং কোটিগুণং ভবেৎ ॥
স্বর্ণং ত্বনন্তফলদং স্ফাটিকঞ্চ তথা ভবেৎ ॥
একতোলং দ্বিতোলং বা ত্রিতোলং পঞ্চতোলকম্।
রসতোলং চতুস্তোলং সপ্ততোলং পলং তু বা ॥
সাধকস্য মনুং জ্ঞাত্বা কৃত্বা পীঠেষু সাধকঃ।
অথবা প্রতিমাং কৃত্বা নিজদেবস্বরূপিণীম্ ॥ পূজয়েদিতি শেষঃ ॥ ১ ॥
সম্মোহনতন্ত্রে—মূলমুচ্চারয়ন্ সম্যগালিখেদ্ যন্ত্রমুত্তমম্ ॥
তন্ত্রে—তন্মধ্যে বিলিখেদ্ যন্ত্রং সুবর্ণেন কুশেন বা ॥
ঊর্দ্ধাম্নায়তন্ত্রে—প্রাণনাথ! জগন্নাথ! ব্রহ্ম-বিষ্ণু-প্রপূজিত!।
ইদানীং চক্ররাজস্য প্রতিষ্ঠা-কর্ম্ম মে বদ ॥
শ্রীঈশ্বর উবাচ—যথা মন্ত্রস্য সংস্কারং তথা যন্ত্রস্য কল্পয়েৎ।

যন্ত্র-সংস্কার ঃ—যন্ত্র ব্যতীত পূজায় দেবতা প্রসন্ন হন না। সমস্ত দেবতারই যন্ত্রে পূজা প্রশস্ত। সুবর্ণ, রজত ও তাম্র যথাক্রমে উত্তম, মধ্যম ও অধম। তাম্র লক্ষগুণ অর্থাৎ তাম্রপাত্রে যন্ত্র লক্ষগুণ ফলপ্রদ কথিত হইয়াছে। রৌপ্য কোটিগুণ ফলপ্রদ, সুবর্ণ অনন্ত ফলের দাতা, স্ফটিকপাতও সেইরূপ ফলপ্রদ হয়। [সামর্থ্য অনুসারে] একতোলা, দুই তোলা, তিন তোলা, চারি তোলা, পাঁচ তোলা, ছয় তোলা, সাত তোলা বা পলমাত্র সুবর্ণাদি গ্রাহ্য। সাধকের মন্ত্র জানিয়া পীঠে যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া অথবা যন্ত্রপীঠে নিজের দেবতার স্বরূপ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া [পূজা করিবে]। এই বচনে "পূজয়েৎ" ক্রিয়া না থাকায় উহা উহ্য করিবে ॥১॥

সম্মোহন তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সম্যক্‌রূপে উত্তম যন্ত্র লিখিবে (নির্ম্মাণ করিবে)।" তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"তন্মধ্যে অর্থাৎ যন্ত্রপীঠে সুবর্ণশলাকা দ্বারা বা কুশকণ্টকের দ্বারা যন্ত্র লিখিবে।" ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'হে প্রাণনাথ! হে জগন্নাথ! হে ব্রহ্ম-বিষ্ণু পূজিত! সম্প্রতি চক্র-(যন্ত্র) রাজের প্রতিষ্ঠাকার্য্য আমাকে বলুন।" শ্রীঈশ্বর বলিলেন—"মন্ত্রের সংস্কার যেমন কর্ত্তব্য, সেইরূপ যন্ত্রের সংস্কার

অসংস্কৃতৌ যন্ত্র-মন্ত্রৌ রোগ-শোক-ভয়-প্রদৌ ॥
কথিতো মন্ত্র-সংস্কারো দশধা সর্ব্বতন্ত্রকে।
যন্ত্র-সংস্কারমধুনা শৃণু দেবি ! সমাহিতা ॥ ২ ॥

যন্ত্র-সংস্কার-লক্ষণম্

চক্ররাজং বিনির্ম্মায় ততঃ সংস্কারমাচরেৎ।
প্রতিষ্ঠা দ্বিবিধা দেবি ! মধ্যমা চোত্তমা তথা ॥
স্নাত্বা সঙ্কল্পয়েন্ মন্ত্রী গুরোর্বাক্যেন চাদরাৎ।
প্রণবং তৎসদদ্যেতি মাস-পক্ষ-তিথীরপি ॥
অমুকোঽমুকগোত্রান্তেঽমুকদেব্যাশ্চ প্রীতয়ে।
চক্রেঽস্মিন্নমুক-দেব্যাঃ প্রাণ-জীবেন্দ্রিয়েতি চ ॥
প্রতিষ্ঠাকর্ম্মশব্দান্তে করিষ্যে প্রাগুদঙ্মুখঃ।
ততো গুরুঞ্চ বৃণুয়াদ্ বস্ত্রালঙ্কার-চন্দনৈঃ ॥
ভূতশুদ্ধ্যাদিকান্ ন্যাসান্ বিন্যসেৎ তদনন্তরম্।
পঞ্চগব্যং নিজৈর্ম্মন্ত্রৈঃ শিব-মন্ত্রেণ মন্ত্রিতম্ ॥
তস্মিন্ চক্রং ক্ষিপেন্মন্ত্রী প্রণবেন বিলোকয়েৎ।
ততশ্চক্রং সমুদ্ধৃত্য স্থাপয়েচ্চক্রভাজনে ॥ ৩ ॥

করিবে।' অসংস্কৃত যন্ত্র ও মন্ত্র রোগ, শোক ও ভয়প্রদ। সমস্ত তন্ত্রে মন্ত্রের সংস্কার দশপ্রকার কথিত হইয়াছে। হে দেবি ! স্থিরচিত্তে সম্প্রতি যন্ত্রের সংস্কার শ্রবণ কর ॥২

চক্ররাজ অর্থাৎ উত্তম চক্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পর সংস্কার করিবে। হে দেবি ! প্রতিষ্ঠা দুই প্রকার—মধ্যম ও উত্তম। মন্ত্রী (দীক্ষিত সাধক) স্নান করিয়া গুরুর বাক্যানুসারে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিবে। সাধক পূর্ব্বমুখ বা উত্তর মুখ হইয়া [প্রথমে] প্রণব ও 'তৎসদদ্য'—এইপদ এবং [সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত] মাস, পক্ষ ও তিথি বলিয়া, অমুক (গোত্রনাম) গোত্রের অন্তে অমুক (নিজের নাম) বলিয়া "অমুকদেব্যাঃ প্রীতয়ে" এই বলিয়া "অস্মিন্ চক্রে অমুক-দেব্যাঃ প্রাণ-জীবেন্দ্রিয়" বলিয়া "প্রতিষ্ঠাকর্ম্ম" শব্দের শেষে "করিষ্যে" বলিবে। অনন্তর বস্ত্র, অলঙ্কার ও চন্দন দ্বারা গুরুকে বরণ করিবে। তাহার পর ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি ন্যাস করিবে। সাধক পঞ্চগব্য মন্ত্র ও শিবমন্ত্রদ্বারা পঞ্চগব্যকে মন্ত্রিত করিবে এবং তাহাতে চক্র নিক্ষেপ করিবে ও প্রণব দ্বারা দেখিবে। তাহার পর চক্র উত্তোলন করিয়া চক্রস্থাপন পাত্রে স্থাপন করিবে ॥ ৩ ॥

যন্ত্রস্নানম্

শঙ্খতোয়েন দেবেশি ! তথা পুষ্পোদকেন চ।
বারিণা চন্দনেনাঽপি স্নাপয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥
নারিকেলোদকৈশ্চৈব সর্ব্বৌষধিজলৈরপি।
পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়েৎ পরমেশ্বরীম্ ॥
তপ্তং শীতং জলং বর্জ্জ্যং কিঞ্চিদুষ্ণেন স্নাপয়েৎ।
অত্যুষ্ণে বজ্রপাতঃ স্যাৎ তস্মাৎ তৎ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
পঞ্চামৃতমাহ যামলে—ঘৃতং দধি তথা ক্ষীরং শর্করা মধুসংযুতম্।
পঞ্চামৃতমিদং খ্যাতং প্রত্যেকন্তু পলং পলম্ ॥ ৪ ॥

পঞ্চগব্যপরিমাণং

পঞ্চগব্যপরিমাণমাহ তন্ত্রে—পলমাত্রং দুগ্ধভাগং গোমূত্রং তাবদিষ্যতে।
ঘৃতঞ্চ পলমাত্রং স্যাদ্ গোময়ং তোলকদ্বয়ম্ ॥
দধি প্রসৃতিমাত্রং স্যাৎ পঞ্চগব্যমিতি স্মৃতম্।
অথবা পঞ্চগব্যানাং সমানো ভাগ ইষ্যতে ॥ ৫ ॥
অতিক্রান্তং তু ষড়্‌রাত্রং দধি স্নানে বিবর্জ্জয়েৎ।
সংবৎসরাৎ পরং ত্যাজ্যং ষন্মাসান্তে চ মাক্ষিকম্ ॥

হে দেবেশি ! শঙ্খস্থিত জল, পুষ্পমিশ্রিত জল অথবা চন্দনযুক্ত জলের দ্বারা পরমেশ্বরীকে স্নান করাইবে। নারিকেল জল, সর্ব্বৌষধি জল, পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য দ্বারা পরমেশ্বরীকে স্নান করাইবে। তপ্ত ও শীতল জল ত্যাগ করিবে। কিঞ্চিৎ উষ্ণ জলের দ্বারা স্নান করাইবে। অত্যুষ্ণ জলে বজ্রপাত হয়, অতএব তাহা পরিত্যাগ করিবে। যামলতন্ত্রে পঞ্চামৃত বলিতেছেন—মধু সংযুক্ত ঘৃত, দধি, ক্ষীর, চিনি—ইহা "পঞ্চামৃত" নামে প্রসিদ্ধ। প্রত্যেক দ্রব্য এক এক পল পরিমিত হইবে ॥ ৪ ॥

তন্ত্রে পঞ্চগব্যের পরিমাণ বলিতেছেন—"দুগ্ধ পলমাত্র পরিমিত হইবে, গোমূত্রও তাহাই (পলমাত্র) কথিত হইয়াছে। ঘৃত পালমাত্র হইবে, গোময় দুই তোলা পরিমিত, দধি প্রসৃতি (হাতের এক কোষ) মাত্র হইবে। ইহা "পঞ্চগব্য" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অথবা পঞ্চগব্যের প্রত্যেক দ্রব্য সমানভাগ উক্ত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

যে দধি ছয় রাত্রি অতিক্রম করিয়াছে, তাহা স্নানে পরিত্যাগ করিবে। এক বৎসরের পর ঘৃত, ছয় মাসের পর মাক্ষিক (মধু) এবং এক বৎসরের পর গুড়, শর্করা

গুড়ঞ্চ শর্করাং চৈব সর্ব্বং ব্রীহিঞ্চ বৎসরাৎ ॥
বিবর্জ্জয়েদিতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। এতানি ন দত্ত্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥
দেবানাং প্রতিমা যত্র ঘৃতাভ্যঙ্গক্ষমা ভবেৎ।
পলানি তত্র দেয়ানি শ্রদ্ধয়া সপ্তবিংশতি ॥
অষ্টোত্তরশতপলং স্নানে দেয়ঞ্চ সর্ব্বদা।
দ্বে সহস্রে পলানান্তু মহাস্নানে তু সংখ্যয়া ॥
পলং তু লৌকিকৈর্মানৈঃ সাষ্ট-রক্তি-দ্বিমাসকম্।
তোলক-ত্রিতয়ং জ্ঞেয়ং জ্যোতির্জ্ঞৈঃ স্মৃতিসম্মতম্ ॥
পলং পলং পঞ্চগব্যং নিত্যস্নানে তদর্দ্ধকম্ ॥ ৭ ॥
অশক্তানাং বিধিং বক্ষ্যে কৃচ্ছ্রাণাং পরমেশ্বরি ! ।
গুণতোলকহীনং চ ন দত্ত্যাৎ স্নানকর্ম্মণি ॥
স্নানং সমাপ্য তাং দেবীং স্থাপয়েৎ স্বর্ণপীঠকে।
তস্মাদুদ্ধৃত্য মতিমান্ নাভেরূর্দ্ধং নিবেশয়েৎ ॥
তত্রৈব পীঠং সম্পূজ্য চার্ঘপাত্রাদিকং চরেৎ।
স্পৃষ্ট্বা যন্ত্রং কুশাগ্রেণ গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রয়েৎ ॥ ৮ ॥

ও সমস্ত ব্রীহি [পরিত্যাগ করিবে]। "বিবর্জ্জয়েৎ"—এই ক্রিয়াটি পূর্ব্বে অন্বিত হইবে। অর্থাৎ এই সমস্ত দ্রব্য উক্ত সময় অতিবাহিত হইলে দিবে না ॥ ৬ ॥

দেবতার প্রতিমা যেখানে ঘৃতাভ্যঙ্গ (ঘৃতমর্দ্দন) যোগ্য হইবে, সেখানে ন্যূনপক্ষে তিন পল ঘৃত দিবে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সাতাইশ পল দিতে পারে। সকল সময়ে স্নান কার্য্যে ১০৮ পল ঘৃত দিবে। মহাস্নানে পলের দুই সহস্র অর্থাৎ দুই সহস্র পল ঘৃত দিবে। লৌকিক মান ব্যবহারে পল হইতেছে আট রতি দুই মাষা। স্মৃতি সম্মত ও জ্যোতির্ব্বিদ্ সম্মত পল হইতেছে তিনি তোলা। কাম্য স্নানে এক এক পল পরিমিত পঞ্চগব্য দিবে। নিত্য স্নানে তাহার অর্দ্ধেক দিবে ॥ ৭ ॥

হে পরমেশ্বরি ! দরিদ্র ও অশক্তগণের স্নানবিধি বলিতেছি। গুণ (তিন) তোলা অপেক্ষা ন্যূন পঞ্চগব্য স্নানকার্য্যে দিবে না। স্নান শেষ করিয়া স্বর্ণপীঠে সেই দেবীকে স্থাপন করিবে। সেই স্বর্ণপীঠ হইতে দেবীকে উঠাইয়া নাভির অপেক্ষা ঊর্দ্ধ দেশে [বেদীতে] স্থাপন করিবে। সেইখানে পীঠকে পূজা করিয়া অর্ঘপাত্রাদি স্থাপন করিবে। কুশাগ্রের দ্বারা যন্ত্রকে স্পর্শ করিয়া গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিবে" ॥ ৮ ॥

গায়ত্রীমাহ—প্রণবং যন্ত্ররাজায় বিদ্মহে তদনন্তরম্।
মহাযন্ত্রায় ধীমহি তন্নো যন্ত্রঃ প্রচোদয়াৎ ॥ ৯ ॥
আবাহ্য পঞ্চমুদ্রাভিঃ প্রাণস্থাপনমাচরেৎ।
জ্ঞানার্ণবে— অনামিকামূল-পর্ব্ব-সংসক্তাঙ্গুষ্ঠযুগ্মকম্ ॥
উত্তানং হস্তযুগলং যোজয়েৎ সাধকাগ্রণীঃ।
ঊর্দ্ধাঞ্জলিমধঃ কুর্য্যাদিয়মাবাহনী ভবেৎ ॥
ইয়ং তু বিপরীতা স্যান্ মুদ্রা স্থাপনকর্ম্মণি।
যুক্তোচ্ছ্রিতাঙ্গুষ্ঠমুষ্টী মুদ্রা স্যাৎ সন্নিধাপনী ॥
অঙ্গুষ্ঠগর্ভিণী সৈব মুদ্রা স্যাৎ সন্নিরোধিনী।
উত্তানমুষ্টি-যুগলা সম্মুখীকরণী মতা ॥
দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাৎ সকলীকৃতিঃ।
করাবেকত্র সংযোজ্য অধোভূতাবিব প্রিয়ে ! ॥
পরমীকরণং নাম মুদ্রেয়ন্তু ততঃ পরম্।
বং বীজেনামৃতীকুর্য্যান্ মুদ্রয়া ধেনুসংজ্ঞয়া ॥ ১০ ॥

গায়ত্রী বলিতেছেন—"প্রথমে প্রণব, পরে "যন্ত্ররাজায় বিদ্মহে" পদ, তাহার পর "মহাযন্ত্রায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ" [ইহাই যন্ত্রের গায়ত্রী।] ॥ ৯ ॥

আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দ্বারা আবাহন করিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে। জ্ঞানার্ণব তন্ত্রে মুদ্রা বলিতেছেন—"সাধকশ্রেষ্ঠ অনামিকার মূল পর্ব্ব দুইটীতে দুইটী অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত করিবে। উত্তান হস্ত দুইটীকে সংযুক্ত অর্থাৎ অঞ্জলি করিবে এবং ঊর্দ্ধস্থিত অঞ্জলিকে নীচে অর্থাৎ সেই অঞ্জলিকে উপর-নীচ করিবে। এই মুদ্রা "আবাহনী"। এই আবাহনী মুদ্রা বিপরীতা (উপুড়) হইলেই স্থাপন কর্ম্মে মুদ্রা হয় অর্থাৎ 'স্থাপনী' মুদ্রা হয়। উচ্ছ্রিত (উন্নত) অঙ্গুষ্ঠ বিশিষ্ট সংযুক্ত মুষ্টি দ্বয় অর্থাৎ দুইটী মুষ্টিকে সংযুক্ত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দুইটীকে উন্নত করিলেই "সন্নিধাপনী" মুদ্রা হয়। সেই সন্নিধাপনী মুদ্রা অঙ্গুষ্ঠ-গর্ভিণী অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ দুইটীকে মুষ্টির মধ্যে ঢুকাইয়া দিলে "সন্নিরোধনী" মুদ্রা হয়। মুষ্টি দুইটি উত্তান (চিৎ) হইলে "সম্মুখীকরণী" মুদ্রা হয়। দেবতার অঙ্গে ষড়ঙ্গন্যাস 'সকলীকরণ' নামে অভিহিত হয়। হে প্রিয়ে ! হস্তদ্বয় অধোভূতের ন্যায় একত্র সংযুক্ত করিয়া অর্থাৎ করতলদ্বয় সংযুক্তভাবে উপুড় করিয়া বাম অঙ্গুষ্ঠের উপর দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ আড়াআড়ি ভাবে রাখিলেই "পরমী-করণ নামক মুদ্রা হয়। ধেনু নামক মুদ্রা দ্বারা "বং" বীজে অমৃতীকরণ করিবে ॥ ১০

অন্যোন্যাভিমুখে শ্লিষ্টে কনিষ্ঠানামিকে পুনঃ।
তথৈব তর্জ্জনী-মধ্যে ধেনুমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা॥
ধেনুমুদ্রা মহাদেবি ! অমৃতীকরণে ভবেৎ।
প্রতিষ্ঠাপ্যাঽর্চ্চয়েদ্ দেবীমন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥

প্রতিষ্ঠাপ্যেতি—যন্ত্রে প্রতিমায়াং বা প্রাণপ্রতিষ্ঠাং বিধায়েত্যর্থঃ॥ ১১॥

প্রাণমন্ত্রমাহ যামলে—উচ্চার্য্য ভুবনেশানীং পাশাঙ্কুশ-পুটাং ততঃ।
যাদ্যাঃ সপ্ত মৃগাঙ্কাঢ্যা ব্যোম সত্যেন্দুসংযুতম্॥
ব্যোম বিন্দুসমাযুক্তং সর্গবান্ ভৃগুরিত্যয়ম্।
নাম্না দেব্যাস্ততঃ প্রাণা ইহ প্রাণাস্ততঃ প্রিয়ে !॥
পুনর্মন্ত্রং পুরস্কৃত্য তথৈব সাধকোত্তমঃ।
নাম্না চ দেবতায়াস্তু ততো জীব ইহ স্থিতঃ॥
তথৈব দেবদেবেশি ! উক্ত্বা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
বাঙ্‌মনশ্চক্ষুরিত্যন্তে শ্রোত্রঘ্রাণপদং ততঃ॥

কনিষ্ঠা ও অনামিকা পরস্পর অভিমুখ ও সংযুক্ত অর্থাৎ এক হস্তের অঙ্গুলির ফাঁকের মধ্যে অপর হস্তের অঙ্গুলিগুলি ঢুকাইয়া দক্ষিণ অনামিকার অগ্রে বামকনিষ্ঠা এবং বাম অনামিকার অগ্রে দক্ষিণ কনিষ্ঠা সংযুক্ত করিবে। তর্জ্জনী ও মধ্যমা পুনরায় সেইরূপ অর্থাৎ বাম মধ্যমার অগ্রে দক্ষিণ তর্জ্জনী এবং দক্ষিণ মধ্যমার অগ্রে বাম তর্জ্জনী সংযুক্ত করিবে। উহা "ধেনুমুদ্রা" নামে কীর্ত্তিত হয়। হে মহাদেবি ! অমৃতীকরণে ধেনু মুদ্রা আবশ্যক। প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দেবীকে অর্চ্চনা করিবে। অন্যথা [কর্ম্ম] নিষ্ফল হইবে। "প্রতিষ্ঠাপ্য" এই পদের অর্থ—যন্ত্রে বা প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া॥ ১১

যামলতন্ত্রে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার মন্ত্র বলিতেছেন—"হে প্রিয়ে ! পাশবীজ (আঁ) ও অঙ্কুশবীজ (ক্রোঁ) পুটিতা ভুবনেশানী বীজ (হ্রীঁ) অর্থাৎ আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ উচ্চারণ করিয়া পরে মৃগাঙ্ক (ঁ) যুক্ত যাদি সপ্তবর্ণ (য র ল ব শ ষ স), সত্য (ও) এবং ইন্দু (ঁ) যুক্ত ব্যোম (হ) অর্থাৎ হোঁ, বিন্দু সংযুক্ত ব্যোম (হ) এবং সর্গ (ঃ) যুক্ত ভৃগু (স) অর্থাৎ হঁ সঃ—এই বর্ণ, তাহার পর (ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত) দেবতার নামের সহিত অর্থাৎ 'অমুকদেবতায়াঃ' এই পদের পর "প্রাণা ইহ প্রাণাঃ", তাহার পর পুনরায় মন্ত্র অর্থাৎ আঁ হ্রীঁ ক্রোঁ যঁ রঁ লঁ বঁ শঁ ষঁ সঁ হোঁ হঁসঃ" অগ্রে বলিয়া সাধক-প্রবর সেইরূপই দেবতার নামের সহিত অর্থাৎ 'অমুকদেবতায়াঃ', পদের পর 'জীব ইহ স্থিতঃ' পদ ; হে দেবদেবেশি ! পরে সেইরূপ অর্থাৎ আঁ হ্রীঁ প্রভৃতি হইতে "দেবতায়াঃ'

ততঃ প্রাণা ইহাগত্য সুখমুক্ত্বা চিরং পঠেৎ।
তিষ্ঠন্তু বহ্নিজায়ান্তঃ প্রাণমন্ত্র উদাহৃতঃ ॥
স্বস্বনাম্না মহেশানি ! মন্ত্রোঽয়ং সর্ব্বদৈবতঃ।
ইতি প্রাণান্ প্রতিষ্ঠাপ্য ততঃ পূজাং সমারভেৎ ॥ ১২ ॥
স্বকল্পোক্তবিধানেন মুদ্রাং প্রদর্শ্য সাধকঃ।
উপচারৈঃ ষোড়শভির্দেবীং প্রপূজয়েদ্ ক্রমাৎ ॥
দেব্যাজ্ঞয়া পরীবারান্ পূজয়েৎ পরমেশ্বরি !।
ততো জপেৎ সহস্রং তু শতমষ্টোত্তরং প্রিয়ে ! ॥
বলিদানং ততঃ কৃত্বা প্রণমেচ্চক্ররাজকম্।
শতমষ্টোত্তরং হোমং কুর্য্যাচ্চ সাধকোত্তমঃ ॥
নিজমন্ত্রেণ দেবেশি ! জুহুয়াচ্চক্রসিদ্ধয়ে।
আহুত্যন্তে চক্ররাজে হুতশেষং বিনিক্ষিপেৎ ॥
পূর্ণান্ দত্ত্বা তু হোমান্তে তজ্জলৈরভিষেচয়েৎ।
মন্ত্রাভিষিক্তং চক্রং তৎ সর্ব্বেষাং সিদ্ধিদায়কম্ ॥
গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাদ্ গাং চ দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্।

পর্য্যন্ত সমস্ত মন্ত্র বলিয়া 'সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি বাঙ্মনশ্চক্ষুঃ' তাহার পর 'শ্রোত্রঘ্রাণ' পদ, তাহার পর 'প্রাণা ইহাগত্য সুখং' এই বলিয়া 'চিরং' পদ বলিবে, তাহার পর বহ্নি জায়ান্ত 'তিষ্ঠন্তু' অর্থাৎ 'তিষ্ঠন্তু স্বাহা' বলিবে—উহা প্রাণমন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে মহেশানি ! এই মন্ত্র স্বস্বনামে অর্থাৎ পূজ্য দেবতার নাম যোগে সকল দেবতার প্রাণমন্ত্র হইবে ॥ ১২ ॥

এই প্রাণমন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পর পূজা আরম্ভ করিবে। সাধক স্বকল্পোক্ত বিধি অনুসারে মুদ্রা দেখাইয়া যথাক্রমে ষোড়শ উপচারের দ্বারা দেবীকে পূজা করিবে। হে পরমেশ্বরি ! [তাহার পর] দেবীর অনুজ্ঞা লইয়া পরিবার-গণকে পূজা করিবে। হে প্রিয়ে ! তাহার পর অষ্টোত্তর শত বা সহস্র মন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর বলিদান করিয়া যন্ত্ররাজকে প্রণাম করিবে। সাধকপ্রবর অষ্টোত্তর শত হোম করিবে। হে দেবেশি ! মন্ত্রসিদ্ধির জন্য নিজ মন্ত্রের দ্বারা হোম করিবে। আহুতির শেষে হুতশেষ যন্ত্ররাজে নিক্ষেপ করিবে। হোমের শেষে পূর্ণাহুতি দিয়া সেই জলের দ্বারা অভিষেক করিবে। মন্ত্রাভিষিক্ত সেই চক্র সকলেরই সিদ্ধিপ্রদ। গুরুকে দক্ষিণা দিবে, দুগ্ধবতী গাভী দিবে, পুত্রপৌত্রাদি-ক্রমে

ভূমিং বৃত্তিকরীং দদ্যাৎ পুত্র-পৌত্রানুযায়িনীম্।
সংহারমুদ্রয়া দেব্যা বিসর্জ্জনমতঃপরম্॥
প্রতিষ্ঠয়েচ্চক্ররাজমনেন বিধিনা যদি।
পুরশ্চর্য্যা-ফলং তস্য সর্ব্বসিদ্ধি-যুতস্য চ॥ ১৩॥
গুরোরাজ্ঞা-প্রমাণেন যন্ত্রং মূর্দ্ধ্নি নিধাপয়েৎ।
গৃহীতং যন্ত্রমেবেদং ক্বাপি নৈব প্রকাশয়েৎ।
যন্ত্র-মন্ত্র-প্রকাশে তু ক্রুদ্ধা ভবতি পার্ব্বতী॥
নিজমন্ত্রাভিষিক্তঞ্চ গুরোরপি ন দর্শয়েৎ।
যন্ত্র-গ্রহণকালে চ যদি স্যান্ মেঘগর্জ্জনম॥
উলুলু-ধ্বনিরাকস্মাদথবা শঙ্খ-নিস্বনঃ।
তদা মন্ত্রী ঝটিত্যেব সিদ্ধকার্য্যো ন সংশয়ঃ॥
অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ।
গ্রহণং যন্ত্রমন্ত্রাণাং শুভদং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ১৪॥

অথ বলিদানম্

মুণ্ডমালায়াম্—নরশ্ছাগস্তথা মেষো মহিষঃ শশকস্তথা।
শল্লকী শূকরশ্চৈব বলয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
নরবলিস্তু রাজ্ঞামেব—রাজা নরবলিং দদ্যান্নান্যো হি পরমেশ্বরি!।

বৃত্তিকরী ভূমি দিবে। অনন্তর সংহারমুদ্রা দ্বারা দেবীর বিসর্জ্জন করিবে। এই বিধি দ্বারা যদি চক্ররাজকে প্রতিষ্ঠা করে, তবে সর্ব্ববিধ সিদ্ধিপ্রাপ্ত সেই সাধকের পুরশ্চরণের ফল হইবে॥ ১৩॥

গুরুর আজ্ঞাক্রমে মস্তকে যন্ত্র স্থাপন করিবে। এইরূপে গৃহীত এই যন্ত্রকে কোন স্থলে প্রকাশ করিবে না। যন্ত্র ও মন্ত্রের প্রকাশ হইলে পার্ব্বতী ক্রুদ্ধা হন। নিজ (ইষ্ট) মন্ত্রের দ্বারা অভিষিক্ত যন্ত্র গুরুকেও দেখাইবে না। যন্ত্র ধারণ সময়ে যদি মেঘ গর্জ্জন হয়; অথবা অকস্মাৎ উলুধ্বনি বা শঙ্খধ্বনি হয়, তবে শীঘ্রই সাধক সিদ্ধকার্য্য হন; সংশয় নাই। অয়নে, বিষুব সংক্রান্তিতে, চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে যন্ত্র ও মন্ত্রের যে গ্রহণ, তাহা শুভপ্রদ কথিত হইয়াছে॥ ১৪॥

বলিদানঃ—মুণ্ডমালা তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"নর, ছাগ, মেষ, মহিষ, শশক, শল্লকী (শজারু) ও শূকর—বলি বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। নরবলি কিন্তু নৃপতিগণেরই দাতব্য। [কারণ বচন আছে যে,] হে পরমেশ্বরি! রাজা নরবলি দিবে, অন্য

সিংহ-ব্যাঘ্র-নরান্ দত্ত্বা ব্রাহ্মণো রৌরবং ব্রজেৎ ॥
যুবানং ব্যাধিহীনং চ সুশ্রীকং লক্ষণান্বিতম্ ।
সর্ব্বাবয়ব-সম্পন্নং বলিং দত্থাৎ সুশোভনম্ ।
তরুণং সুন্দরং কৃষ্ণং ক্ষতাদি-দোষবর্জ্জিতম্ ॥
স্নাপয়িত্বা বলিং তত্র ভূষয়েৎ পুষ্পচন্দনৈঃ ।
ভূষয়েদ্ রক্তমাল্যেন সিন্দূরেণ বিশেষতঃ ॥
উত্তরাভিমুখো-ভূত্বা বলিং পূর্ব্বমুখং তথা ।
সমানীয় স্ববামে চ মূলেন প্রোক্ষণং চরেৎ ॥
সংপ্রোক্ষণং বিধায়ৈব বলিং সংপূজয়েদথ ।
ব্রহ্মরন্ধ্রে চ ব্রহ্মাণং তন্নাসায়াঞ্চ মেদিনীম্ ॥
কর্ণয়োশ্চ তথাকাশং জিহ্বায়াং সর্ব্বতোমুখম্ ।
জ্যোতীংষি নেত্রয়োর্বিষ্ণুং বদনে পরিপূজয়েৎ ॥
ললাটে পূজয়েচ্চন্দ্রং শক্রং দক্ষিণগণ্ডতঃ ।
বামগণ্ডে তথা বহ্নিং গ্রীবায়াং সমবর্ত্তনম্ ॥
রোমকূপে ধৃতিং চৈব ভ্রুবোর্মধ্যে প্রচেতসম্ ।
নাসামূলে চ শ্বসনং স্কন্ধে চৈব মহেশ্বরম্ ॥
হৃদয়ে সর্পরাজেন্দ্রং পূজয়িত্বা পঠেদিদম্ ॥

কেহই দিবে না। ব্রাহ্মণ সিংহ, ব্যাঘ্র ও নরবলি দিয়া রৌরব নরকে গমন করে। যুবক, ব্যাধিহীন, সুশ্রী, সুলক্ষণাক্রান্ত, সমস্ত অবয়বযুক্ত, সুশোভন বলি দিবে। তরুণ, সুন্দর, কৃষ্ণবর্ণ, ক্ষতাদি-দোষরহিত বলিকে স্নান করাইয়া সেইখানে পুষ্প ও চন্দনের দ্বারা বলিকে ভূষিত করিবে। রক্ত মাল্যের দ্বারা, বিশেষভাবে সিন্দুরের দ্বারা বলিকে ভূষিত করিবে। স্বয়ং উত্তরাভিমুখ হইয়া পূর্ব্বমুখ বলিকে নিজের বামভাগে আনিয়া মূলমন্ত্রে প্রোক্ষণ করিবে। অনন্তর সংপ্রোক্ষণ করিয়াই বলিকে পূজা করিবে। প্রথমে [সামান্য পূজা করিয়া] বলির ব্রহ্মরন্ধ্রে ['ব্রহ্মণে নমঃ' মন্ত্রে] ব্রহ্মাকে, তাহার নাসিকায় ['মেদিন্যৈ নমঃ' মন্ত্রে] মেদিনীকে, কর্ণদ্বয়ে ['আকাশায় নমঃ' মন্ত্রে] আকাশকে, জিহ্বায় ['সর্ব্বতোমুখায় নমঃ' মন্ত্রে] সর্ব্বতোমুখকে, নেত্রদ্বয়ে ['জ্যোতির্ভ্যাং নমঃ' মন্ত্রে] জ্যোতিঃদ্বয়কে এবং বদনে বিষ্ণুকে পূজা করিবে। ললাটে চন্দ্রকে, দক্ষিণ গণ্ডে শক্রকে, বাম গণ্ডে বহ্নিকে, গ্রীবায় সমবর্ত্তনকে, রোমকূপে ধৃতিকে, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে প্রচেতাকে, নাসিকামূলে শ্বসনকে, স্কন্ধে মহেশ্বরকে, হৃদয়ে

মহাতপোভির্জ্ঞানৈশ্চ যজ্ঞৈর্যৎ সাধ্যতে নৃভিঃ।
তন্মে দেহি মহাভাগ! সত্বরং চাপ্নুয়াং শ্রিয়ম্॥
শিববুদ্ধ্যা চ সংপূজ্য উৎসৃজেচ্চ ততঃ পরম্।
ততো দেবীং সমুদ্দিশ্য কামমুদ্দিশ্য চাত্মনঃ॥
ইত্যুৎসৃজ্য বলিং পশ্চাৎ করবালং প্রপূজয়েৎ॥ ১৫॥
খড়্গাগ্রে পূজয়েন্ মন্ত্রী ব্রহ্ম-বাগীশ্বরীং তথা।
মধ্যে চ পূজয়েদ্ দেবি! লক্ষ্মী-নারায়ণাবপি।
মূলে চ পূজয়েন্ মন্ত্রী উময়া চ মহেশ্বরম্॥
এবং বিধানৈঃ সম্পূজ্য নমস্কুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥
খড়্গ ত্বং শিবরূপোঽসি ক্রোধভৈরব-সংজ্ঞকঃ *।
দুর্গাপ্রীতিকরো নিত্যং কালীশক্তেরিবাঽপরা॥
খড়্গায় খরশানায় শক্তিকার্য্যার্থ-তৎপর!।
পশুশ্ছেদ্যস্ত্বয়া শীঘ্রং খড়্গনাথ! নমোঽস্তু তে॥
এবং সম্পূজ্য তং খড়্গমুত্তোল্য সাধকোত্তমঃ।

সর্পরাজেন্দ্রকে (অনন্তনাগকে) পূজা করিয়া এই ["মহাতপোভির্জ্ঞানৈশ্চ" ইত্যাদি] মন্ত্র পড়িবে। উক্ত মন্ত্রের অর্থ—"মনুষ্যগণ কর্তৃক মহাতপস্যা, জ্ঞান ও যজ্ঞ সমূহের দ্বারা যাহা সাধিত হয়, হে মহাভাগ! তাহা আমাকে দান করুন। সত্বর যেন শ্রী (ঐশ্বর্য্য) প্রাপ্ত হই। তাহার পর শিববুদ্ধিতে অর্থাৎ বলিকে শিবের সহিত অভিন্ন জ্ঞানে পূজা করিয়া পরে দেবীকে উদ্দেশ্য করিয়া এবং নিজের কামনা উল্লেখ করিয়া উৎসর্গ করিবে। এইরূপে বলি উৎসর্গ করিয়া পরে করবালকে (খড়্গ) পূজা করিবে॥ ১৫॥

মন্ত্রী খড়্গের অগ্রভাগে ব্রহ্ম-বাগীশ্বরীকে পূজা করিবে। হে দেবি! খড়্গের মধ্যে লক্ষ্মী-নারায়ণকে পূজা করিবে এবং খড়্গের মূলে উমা-মহেশ্বরকে পূজা করিবে। এইরূপ বিধানে পূজা করিয়া যত্ন পূর্ব্বক ["খড়্গ ত্বং শিবরূপোঽসি" ইত্যাদি মন্ত্রে] নমস্কার করিবে। উক্ত মন্ত্রের অর্থ—'হে খড়্গ! তুমি শিবস্বরূপ এবং তুমি ক্রোধভৈরব-সংজ্ঞক অর্থাৎ তোমার সংজ্ঞা (নাম) ক্রোধভৈরব। তুমি নিত্য দুর্গার প্রীতিকারক এবং তুমি কালীশক্তিরই যেন এক অপরা মূর্ত্তি। খরশান খড়্গরূপী তোমাকে নমস্কার। হে খড়্গনাথ! হে শক্তির কার্য্যার্থে তৎপর! তুমি শীঘ্র পশুচ্ছেদন কর। সাধক-শ্রেষ্ঠ ঘাতক এইরূপে পূজা করিয়া সেই খড়্গকে উত্তোলন করিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া উত্তর

* ক পুস্তকে "ক্রোধভৈরব শঙ্কর" ইতি পাঠঃ।

ছেত্তা পূর্ব্বমুখো ভূত্বা বলিমুত্তরবক্ত্রকম্। (১)
আং হুঁ ফট্ ইতি মন্ত্রেণ ছেদয়িত্বা ততঃ পশুম্।
ততো বলীনাং রুধিরং তোয়-সৈন্ধব-সৎফলৈঃ ॥
মধুভির্গন্ধপুষ্পৈশ্চ স্বধিবাস্য প্রযত্নতঃ।
গন্ধপুষ্পোক্ষিতং কৃত্বা চোৎসৃজেন্মূলমুচ্চরন্ ॥
প্রণবং বাগ্‌ভবং লক্ষ্মীং ততঃ কৌশিকীশব্দতঃ।
রুধিরেণ ততঃ পশ্চাদাপ্যায়তাং সমুচ্চরেৎ ॥
নিবেদ্য রুধিরং দেবি ! শিরে দদ্যাৎ প্রদীপকম্।
ততো নিবেদয়েন্মন্ত্রী তাম্বূলং সুমনোহরম্ ॥ ১৬ ॥

রুধির-মস্তক-স্থাপনক্রমঃ

রুধির-মস্তক-স্থাপনক্রমমাহ তন্ত্রে —

নারং সব্যে শিরোরক্তং দেব্যাঃ সম্যগ্ নিযোজয়েৎ।
ছাগং তু বামতো দদ্যান্ মাহিষং বিতরেৎ পুরঃ ॥
দক্ষিণে বামতো দদ্যাদগ্রতো দেহশোণিতম্ ॥ ১৭ ॥

মুখ বলিকে "আং হুং ফট্" এই মন্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া তাহার পর পশুকে ছেদন করিবে। তাহার পর বলি সমূহের রুধিরকে জল, সৈন্ধব ও সৎফল (জাইফল) দ্বারা এবং মধু ও গন্ধপুষ্প দ্বারা যত্নপূর্ব্বক অধিবাসিত করিয়া গন্ধপুষ্পের দ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে উৎসর্গ করিবে। প্রণব, বাগ্‌ভব (ঐঁ) ও লক্ষ্মী (শ্রীঁ), তাহার পর "কৌশিকী" শব্দের শেষে "রুধিরেণ" পদ, তাহার পর 'আপ্যায়তাম্' পদ উচ্চারণ করিবে। হে দেবি ! [পূর্ব্বোক্ত—'ওঁ, ঐঁ, শ্রীঁ কৌশিকী রুধিরেণ আপ্যায়তাম্' মন্ত্রে] রুধির নিবেদন করিয়া বলির মস্তকে প্রদীপ দিবে। তাহার পর মনোহর তাম্বূল নিবেদন করিবে ॥ ১৬ ॥

তন্ত্রে রুধির ও মস্তক স্থাপনের ক্রম বলিতেছেন—"মনুষ্যের শিরোরক্ত দেবীর বামভাগে সম্যগ্‌রূপে স্থাপন করিবে। ছাগ পশুর শিরোরক্ত বামভাগে দিবে। মহিষের শিরোরক্ত সম্মুখে দিবে। দক্ষিণে, বামভাগে এবং অগ্রে দেহ শোণিত দিবে ॥ ১৭ ॥

---

(১) পশ্চিমাভিমুখ-বিগ্রহস্থলে পূর্ব্বমুখ ঘাতক দক্ষিণমুখ বলিকে ছেদন করেন, ইহাই শিষ্ট-ব্যবহার। নিবন্ধতন্ত্রে তৃতীয় পটলে উক্ত হইয়াছে—ছেদয়েৎ তেন খড়্গেন বলিং পূর্ব্বমুখস্থিতম্। অথবোত্তরবক্ত্রঞ্চ স্বয়ং পূর্ব্বাননস্তথা।

যামলে—যদা কটকটাশব্দো দন্তানাং শ্রূয়তে ক্বচিৎ।
তদা তু মরণং বিদ্যাদ্ধানিং তত্র বিনির্দ্দিশেৎ॥
যদাশ্রু দৃশ্যতে নেত্রে তদা হানিং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ১৮॥

বলিমস্তকপতন-ফলম্

পূর্ব্বোত্তরে চ দিগ্‌ভাগে পততে যদি মস্তকম্।
সর্ব্বসম্পৎ-করং বিদ্যাদ্ রাজ্ঞাং রাজ্যং বিনির্দ্দিশেৎ॥
ঈশানাগ্নেয়োর্মধ্যভাগে পততে যদি মস্তকম্।
ততঃ স্বল্পেন কালেন সর্ব্বসিদ্ধির্ভবেদ্ ধ্রুবম্॥
যদি বায়ব্যদিগ্‌ভাগে নৈর্ঋতে দক্ষিণেঽপি বা।
মস্তকং পততে জাতু তস্য হানিং বিনির্দ্দিশেৎ॥ ১৯॥

বলিমস্তকে-দীপদানম্

যামলে—গ্রাহাণাং কচ্ছপানাঞ্চ গোধানাঞ্চ বিশেষতঃ।
মৎস্যানাং পক্ষিণাং চৈব ন দীপং দাপয়েচ্ছিরে॥
শীর্ষোপরি জ্বলদ্দীপো যাবৎ কালং প্রবর্ত্ততে।
তাবৎ কালং বসেৎ স্বর্গে তস্মাদ্ যত্নেন দাপয়েৎ॥
রুদ্রযামলে—লোমদাহোদ্ভবং গন্ধং ঘ্রাত্বা দেবী প্রসীদতি।

যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—কোন সময়ে যদি দন্তের কটকট (কড়কড়) শব্দ শ্রুত হয়, তখন মরণ জানিবে এবং ইহা সেই সময়ে হানি (ক্ষতি) নির্দ্দেশ (সূচিত) করে। যখন নেত্রদ্বয়ে অশ্রু দেখা যায়, তখন উহা হানি নির্দ্দেশ করে॥ ১৮॥

পূর্ব্ব বা উত্তর দিগ্‌ভাগে যদি বলির মস্তক পতিত হয়। তবে উহা সর্ব্বসম্পৎকর জানিবে। উহা নৃপতিগণের রাজ্য প্রাপ্তি নির্দ্দেশ অর্থাৎ সূচনা করে। ঈশান ও অগ্নিকোণের মধ্যভাগে যদি মস্তক পতিত হয়, তবে অতি অল্পকালেই নিশ্চয় সর্ব্বসিদ্ধি হয়। যদি বায়ব্য দিগ্‌ভাগে, নৈর্ঋতে বা দক্ষিণেও যদি কখন মস্তক পড়ে, তবে তাহা [যজমানের] হানি নির্দ্দেশ করে"॥ ১৯॥

কুম্ভীর, কচ্ছপ, বিশেষতঃ গোসাপসমূহের, মৎস্য ও পক্ষিসমূহের মস্তকে প্রদীপ দিবে না। মস্তকের উপরিভাগে যতকাল প্রজ্বলিত দীপ বর্ত্তমান থাকে, তাবৎকাল স্বর্গে বাস করে। অতএব যত্নপূর্ব্বক দীপদান করিবে। রুদ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে —"লোমদাহোৎপন্ন গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া দেবী প্রসন্না হন। সুতরাং বলিমস্তকে দীপ

তস্মাৎ সমর্পয়েদ্ দীপং তস্য পাত্রং বিবর্জ্জয়েৎ ॥
বিধিবদ্ বলিদানেন চতুর্ব্বর্গফলং ভবেৎ ॥ ২০ ॥

অবৈধহিংসায়াং দোষঃ

অবিধানেন হিংসায়াং দোষমাহ কুলার্ণবে—

অবিধানেন যো হন্যাদাত্মার্থং প্রাণিনঃ প্রিয়ে ! ।
নিবসেন্নরকে ঘোরে যুগানি পশুলোমভিঃ ॥
স রক্তবিন্দুপাতী চ তির্য্যগ্‌যোনৌ প্রজায়তে ॥
অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী ।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদিতাঽষ্টৌ চ ঘাতকাঃ ॥

রুদ্রযামলে—ধনেন ক্রয়িকো হন্তা খাদিতা চোপভোগতঃ ।
ঘাতকো বধতশ্চৈব ত্রিবিধো বধবান্ ধ্রুবম্ ॥ ২১ ॥

যামলে—পিতৃ-দৈবত-যজ্ঞেষু বৈধহিংসা বিধীয়তে ।

অন্যত্রাপি—অহিংসা পরমো ধর্ম্মো নাস্ত্যহিংসাপরং সুখম্ ।
বিধিনা যা ভবেৎ হিংসা সা ত্বহিংসা প্রকীর্ত্তিতা ॥

সমর্পণ করিবে। দীপপাত্র দিবে না অর্থাৎ দীপাধারে দীপ দিবে না। বিধিপূর্ব্বক বলিদানের দ্বারা চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয় ॥ ২০ ॥

কুলার্ণব তন্ত্রে অবিধিপূর্ব্বক হিংসায় দোষ বলিতেছেন—"হে প্রিয়ে ! যে ব্যক্তি আত্মার্থ অর্থাৎ কেবলমাত্র নিজের উদরপূরণের জন্য অবৈধভাবে প্রাণিগণকে হত্যা করে, সে পশুলোম পরিমিত যুগপর্য্যন্ত অর্থাৎ যতগুলি পশুলোম, তত যুগপর্য্যন্ত ঘোর নরকে বাস করে। সেই রক্তবিন্দু ক্ষরণকারী ব্যক্তি পাপযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। অনুমোদক (হত্যার আজ্ঞাকারী), বিশসিতা (হস্তাদির ছেদক), নিহন্তা, ক্রয়ী ও বিক্রয়ী, সংস্কারক (পাচক), উপহর্ত্তা (পরিবেষক) ও খাদক—এই আটজন ঘাতক। রুদ্রযামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—ক্রয়ী ধনের দ্বারা ঘাতক হয়, ভোজনকারী ভোগের দ্বারা, ঘাতক বধের দ্বারা ঘাতক হয়—এইরূপে বধবান্ (ঘাতক) নিশ্চয়ই তিন প্রকার হইয়া থাকে ॥ ২১ ॥

যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"পিতৃযজ্ঞ বা দেবযজ্ঞ স্থলে বৈধ হিংসা বিহিত হইয়াছে।" অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—"অহিংসা পরম ধর্ম্ম। অহিংসা ব্যতীত সুখ নাই। বিধিপূর্ব্বক যে হিংসা হয়, তাহা অহিংসা বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ভূতহিংসা ন কর্ত্তব্যা পশুহিংসা বিশেষতঃ।
বলিদানং বিনা দেবি! হিংসাং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ ॥
যামলে—হন্যান্মন্ত্রেণ চানেন ত্বভিমন্ত্র্য পশুং শিবে!।
গন্ধপুষ্পাক্ষতৈঃ পূজ্য ত্বন্যথা নরকং ব্রজেৎ ॥
পাপোপজনিকা হিংসা তৎ কথং স্বর্গসাধনম্।
অশ্বমেধাদি-যজ্ঞেষু বাজিহত্যাং কথং চরেৎ ॥
দৃষ্টান্তমাহ যামলে—যেনৈব বিষখণ্ডেন ম্রিয়ন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তেনৈব বিষখণ্ডেন ভিষক্ নাশয়তে বিষম্ ॥

তস্মাদবিধিনা হিংসা পাপজনিকা, বিধিবোধিতা হিংসা স্বর্গজনিকা ইতি নির্গলিতার্থঃ ॥ ২২ ॥

ইতি পরিব্রাজকাচার্য্য-পরমহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদ্ব্রহ্মানন্দগিরি-কৃতায়াং শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণ্যাং যন্ত্রপ্রতিষ্ঠাদি-নির্ণয়ো নাম ত্রয়োদশোল্লাসঃ।

প্রাণিহিংসা—বিশেষতঃ পশুহিংসা কর্ত্তব্য নহে। হে দেবি! বলিদান ব্যতীত হিংসা সর্ব্বত্র পরিত্যাগ করিবে॥" যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে শিবে! এই মন্ত্রের দ্বারা পশুকে অভিমন্ত্রিত করিয়া এবং গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত দ্বারা পূজা করিয়া ছেদন করিবে; অন্যথা নরকে গমন করিবে। হিংসা পাপের জনক; সুতরাং সে স্বর্গের সাধন হয় কিরূপে? অশ্বমেধাদি যজ্ঞে কেন বা অশ্ববধ করে? যামলতন্ত্রে [উহার উত্তর প্রসঙ্গে] দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—"যে বিষখণ্ডের দ্বারা সমস্ত জন্তু প্রাণত্যাগ করে, সেই বিষখণ্ডের দ্বারাই বৈদ্য বিষনাশ করে।" সুতরাং অবিধিপূর্ব্বক হিংসা পাপের জনক, বৈধহিংসা স্বর্গের জনক—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ ॥ ২২ ॥

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীর ত্রয়োদশ উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোল্লাসঃ

উপচার-বিধিঃ

উপচারং প্রবক্ষ্যামি শৃণু পার্ব্বতি ! সাদরম্ ।
বিনোপচারৈর্যা পূজা সা পূজা ন প্রসীদতি ॥
অষ্টাদশোপচারাস্তু সর্ব্বেষামুত্তমাঃ প্রিয়ে ! ।
ষোড়শেতি প্রধানাশ্চ দশধা স্তদনু স্মৃতাঃ ॥
পঞ্চধা স্তদনু প্রোক্তাঃ কর্ত্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা ॥ ১ ॥

ফেৎকারিণীতন্ত্রে—আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনং তথা ।
স্নানং বাসশ্চোপবীতং ভূষণানি চ সর্ব্বশঃ ॥
গন্ধ-পুষ্পে ধূপ-দীপৌ তথান্নং চাপি দর্পণম্ ।
মাল্যানুলেপনং চৈব নমস্কার-বিসর্জ্জনম্ ।
অষ্টাদশোপচারৈস্তু মন্ত্রী পূজাং সমাচরেৎ ॥

তন্ত্রে—আসনং স্বাগতং পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্ ।
মধুপর্কাচম-স্নান-বসনাভরণানি চ ॥
গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-নৈবেদ্য-বন্দনং তথা ।
প্রযোজয়েদর্চ্চনায়ামুপচারাংস্তু ষোড়শ ॥
পাদ্যার্ঘাচমনীয়ং চ মধুপর্কাচমং তথা ।
গন্ধাদয়ো নৈবেদ্যান্তা উপচারা দশ স্মৃতাঃ ॥

উপচার বিধিঃ—হে পার্ব্বতি ! উপচার বলিতেছি, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ কর। উপচারহীন যে পূজা, সে পূজা কখনও প্রীতিপ্রদ হয় না। হে প্রিয়ে ! সকলের মধ্যে অষ্টাদশ উপচার উত্তম। ষোড়শোপচারও প্রধান (শ্রেষ্ঠ), দশোপচার তদপেক্ষা ন্যূন কথিত হইয়াছে। পঞ্চোপচার তাহা অপেক্ষা ন্যূন উক্ত হইয়াছে; [সাধক] ঐশ্বর্য্যকামী হইয়া [চতুর্বিধ উপচারের যে কোন উপচার দ্বারা] পূজা করিবে ॥ ১ ॥

ফেৎকারিণী তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, স্নান, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, সর্ব্বপ্রকার অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অন্ন, দর্পণ, মাল্যানুলেপন ও নমস্কার—এই অষ্টাদশ উপচারের দ্বারা মন্ত্রী পূজা করিবে।" তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, আচমন, স্নান, বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও বন্দন,—এই ষোলটী উপচার পূজা কালে নিয়োগ (দান) করিবে। পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, আচমন এবং গন্ধ প্রভৃতি নৈবেদ্য পর্য্যন্ত

গন্ধং পুষ্পং তথা ধূপং দীপং নৈবেদ্যমেব চ।
প্রদদ্যাৎ পরমেশানি! পঞ্চ পূজোপচারকান্॥

পাদ্যাদিনিরূপণম্

পাদ্যার্থমুদকং পাদ্যং চন্দনাগুরুসংযুতম্।
এতচ্ছ্যামাকদূর্ব্বাব্জ-বিষ্ণুক্রান্তাভিরীরিতম্॥
পাদ্যং পাত্রে প্রদাতব্যমর্ঘ্যং চৈবার্ঘ্যপাত্রকে।
রক্তবিল্বাক্ষতৈঃ পুষ্পৈর্দধিদূর্ব্বাতিলৈর্জলৈঃ॥
সামান্যঃ সর্ব্বদেবানামর্ঘোঽয়ং পরিকল্পিতঃ।
অভাবে দধিদুগ্ধাদ্যৈর্মানসং পরিকল্পয়েৎ॥
অন্তঃশূন্যাং ত্রিপত্রাঞ্চ দূর্ব্বাং চার্ঘে ন নিক্ষিপেৎ।
জাতী-লবঙ্গ-কক্কোলৈর্দদ্যাদাচমনীয়কম্।
তৎ তৈজসেন পাত্রেণ শঙ্খেন বা প্রদাপয়েৎ॥
উদকং দীয়তে যদ্ যৎ সুগন্ধং ফেনবর্জ্জিতম্।
আচমনীয়কং দেব্যৈ তদাচমনমুচ্যতে॥
দদ্যাদাচমনীয়ং তু সুগন্ধ-সলিলৈঃ শুভৈঃ॥

মধুপর্কনিরূপণম্

বৃহচ্ছ্রীক্রমে—নারিকেলোদকং স্বল্পং সিতা দধি ঘৃতং সমম্।

পাঁচটী—এই উপচারগুলি দশোপচার নামে কথিত হইয়াছে। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য—পূজায় এই পাঁচটী উপচার প্রদান করিবে। পাদ্যার্থ অর্থাৎ পাদপ্রক্ষালনের জন্য শ্বেতচন্দন ও অগুরু সংযুক্ত জলরূপ পাদ্য দেয়। শ্যামাঘাস, দূর্ব্বা, পদ্ম ও অপরাজিতা সংযুক্ত হইলে উহা পাদ্য বলিয়া কথিত হয়। পাদ্যপাত্রে পাদ্য এবং অর্ঘ্যপাত্রে অর্ঘ্য প্রদান করিবে। রক্তচন্দন, বিল্বপত্র, অক্ষত, পুষ্প, দধি, দূর্ব্বা, তিল ও জল দ্বারা যে অর্ঘ্য হয়, উহা সমস্ত দেবতার সামান্য অর্থাৎ সাধারণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। উক্ত দ্রব্যের অভাব হইলে দধি দুগ্ধাদি দ্বারা মানস অর্ঘ্য কল্পনা করিবে। অন্তঃশূন্য (কোঁক ফেলা) ত্রিপত্র দূর্ব্বা অর্ঘ্যে দিবে না। জাতিফল, লবঙ্গ, কক্কোলের সহিত আচমন দিবে। উহা তৈজস পাত্রে দিবে অথবা শঙ্খে দিবে। সুগন্ধ ও ফেনশূন্য আচমনীয় যে জল দেবীর উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়, তাহা আচমন বলিয়া কথিত হয়। শুভ অর্থাৎ নির্ম্মল সুগন্ধ জলের দ্বারা আচমন দিবে॥ ২॥

বৃহৎশ্রীক্রমে উক্ত হইয়াছে—"স্বল্প নারিকেল জল, শর্করা, দধি ও ঘৃত

সর্ব্বেষামধিকং ক্ষৌদ্রং মধুপর্কে প্রয়োজয়েৎ ॥
আজ্যং দধি মধুন্মিশ্রং মধুপর্কং বিদুর্বুধাঃ।
তদ্ দদ্যাৎ কাংস্যপাত্রেণ শোভনেন বিশেষতঃ ॥

ইতি বচনাৎ কাংস্যপাত্রে মধুপর্কে নারিকেলোদকদানে দোষাভাবঃ। যথা তাম্রপাত্রে চরুপাকে দোষাভাবস্তদ্বৎ। তথাচোক্তম্—

ততশ্চ সংস্কৃতে বহ্নৌ গোক্ষীরেণ চরুং পচেৎ।
অস্ত্রেণ ক্ষালিতে পাত্রে নবে তাম্রময়াদিকে ॥
পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ তাম্রপাত্রে ন দুষ্যতি। ইতি বচনাৎ।

পাত্রপরিমাণমাহ—বস্বঙ্গুলন্যূনমানং ন পাত্রং কারয়েদ্ বুধঃ ॥ ৩ ॥

গন্ধকথনম্

সর্ব্বেষাং গন্ধজাতীনাং প্রকৃষ্টো মলয়োদ্ভবঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন দদ্যান্ মলয়জং সদা ॥
মধ্যমানামিকাগ্রাভ্যামঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ পার্ব্বতি!।
দদ্যাচ্চ বিমলং গন্ধং মূলমন্ত্রেণ সাধকঃ ॥ ৪ ॥

পুষ্পপ্রকরণম্

সর্ব্বেষাং পুষ্পজাতীনাং রক্তং শস্তং বরাননে!।

সমপরিমাণ, সকল দ্রব্য অপেক্ষা অধিক ক্ষৌদ্র (মধু) মধুপর্কে প্রদান করিবে। ঘৃত, দধি ও মধু দ্বারা মিশ্রিত হইলে পণ্ডিতগণ উহাকে মধুপর্ক বলেন। উহা বিশেষভাবে সুন্দর কাংস্যপাত্রে প্রদান করিবে।” এই বচনানুসারে কাংস্য পাত্রে মধুপর্কের সহিত নারিকেল জল দিলে কোন দোষ হয় না। যেমন তাম্রপাত্রে চরুপাক করিলে দোষ হয় না, সেইরূপ। তাহাই উক্ত হইয়াছে—“তাহার পর সংস্কৃত বহ্নিতে ‘ফট্’ মন্ত্রে প্রক্ষালিত নূতন তাম্রাদি ধাতুপাত্রে গোদুগ্ধের দ্বারা চরুপাক করিবে। কারণ বচন আছে যে—অনুদ্ধৃতসার (মাখন না-তোলা) দুগ্ধ তাম্র পাত্রে [পাক করিলে] দুষ্ট হয় না। মধুপর্ক পাত্রের পরিমাণ বলিতেছেন—“পণ্ডিত ব্যক্তি মধুপর্ক পাত্র আট আঙ্গুলের ন্যূন পরিমাণ করিবেন না ॥ ৩ ॥

সমস্ত গন্ধজাতীয়ের মধ্যে মলয়োৎপন্ন গন্ধই উৎকৃষ্ট। অতএব সর্ব্বপ্রকার প্রযত্নে সর্ব্বদা মলয়জাত গন্ধ প্রদান করিবে। হে পার্ব্বতি! সাধক মধ্যমা ও অনামিকার সহিত অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগদ্বারা মূলমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক বিমল গন্ধ প্রদান করিবে ॥ ৪ ॥

হে বরাননে! সমস্ত পুষ্প জাতীয়ের মধ্যে রক্ত পুষ্প প্রশস্ত। হে

দেবী-প্রীতিকরং প্রাজ্ঞে! সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥
রক্তপুষ্পঞ্চ দেবেশি! তথা স্বর্ণাদি-নির্ম্মিতম্।
রক্তপদ্মং চ বজ্রঞ্চ কৃষ্ণা তু চাপরাজিতা।
পঞ্চদেবময়ং পুষ্পং করবীরং মনোহরম্ ॥
বিষ্ণুর্লম্বোদরঃ সূর্য্যো ব্রহ্মা চ কালিকা তথা।
পঞ্চ দেবাঃ পঞ্চদলে সদা তিষ্ঠন্তি নান্যথা ॥
জবাপুষ্পং মহেশানি! করবীরাপরাজিতে।
মহাদেব্যৈ নিবেদ্যৈব কোটিপূজাফলং লভেৎ ॥
এষাং মধ্যে বসেদ্ ব্রহ্মা এষাং মূলে জনার্দ্দনঃ।
এষামগ্রে বসেদ্ রুদ্রঃ সর্ব্বে দেবাঃ স্থিতা দলে ॥

এষাং করবীরাপরাজিতা-জবাপুষ্পাণাম্ ইত্যর্থঃ।

বৃক্ষে বিকসিতে কালে দেবতাদিগ্-বিনির্ণয়ঃ।
পশ্চিমস্থদলে বিষ্ণুঃ উত্তরে গণনায়কঃ ॥
ঐশান্যাং সূর্য্যদেবশ্চ পূর্ব্বে ব্রহ্মা প্রকীর্ত্তিতঃ।
দক্ষিণে কালিকা দেবী যা তু মুক্তি-প্রদায়িনী ॥
করবীরং যথা দেবি! জবাপুষ্পং তথৈব হি।

প্রাজ্ঞে! হে দেবেশি! রক্তপুষ্প, স্বর্ণাদিনির্ম্মিত পুষ্প, রক্তপদ্ম, বজ্র (হীরক নির্ম্মিত পুষ্প) কৃষ্ণবর্ণ অপরাজিতা এবং মনোহর পঞ্চদেবময় করবীর পুষ্প দেবীর প্রীতিকর এবং সমস্ত কাম্যফলের দাতা। বিষ্ণু, লম্বোদর, সূর্য্য, ব্রহ্মা ও কালিকা—এই পাঁচজন দেবতা পাঁচটী দলে সর্ব্বদা অবস্থান করেন, ইহা অন্যথা নহে। হে মহেশানি! জবাপুষ্প, করবীর ও অপরাজিতা—মহাদেবীকে অর্পণ করিয়াই কোটি পূজার ফল প্রাপ্ত হয়। এই পুষ্প সমূহের মধ্যভাগে ব্রহ্মা, এই পুষ্প সমূহের মূলে বিষ্ণু, ইহাদিগের অগ্রে রুদ্র বাস করেন। সমস্ত দেবতাগণ দলে অবস্থিত আছেন। মূলোক্ত "এষাং" পদের অর্থ—করবীর, অপরাজিতা ও জবাপুষ্পের। বৃক্ষে যথাকালে পুষ্প বিকসিত হইলে দেবতাগণের দিক্ অর্থাৎ কোন দেবতা কোন দিকে থাকেন, তাহার নির্ণয় হয়। পশ্চিমদিক্স্থিত দলে বিষ্ণু, উত্তরদিকের দলে গণনায়ক, ঈশানদিকের দলে সূর্য্য, পূর্ব্বদিকের দলে ব্রহ্মা কথিত হইয়াছেন। যিনি মুক্তিদায়িনী, সেই কালিকা দেবী দক্ষিণদিকের দলে অবস্থিত। হে দেবি! করবীর যেমন, জবাপুষ্পও সেইরূপ, শুভ্র

যথা শুভ্রং তথা রক্তং হরিতং কৃষ্ণমেব চ ॥
গঙ্গাদি-সর্ব্বতীর্থানি তিষ্ঠন্তি বিন্দুগহ্বরে।
তন্মধ্যে শিবলিঙ্গঞ্চ মহাকুণ্ডলিনীযুতম্ ॥
গহ্বরং বিন্দুরূপং চ কৈবল্যপদমুত্তমম্।
শিবশক্তিময়ং পুষ্পং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্ ॥
সর্ব্বপুষ্পাণি চৈকত্র জবাব্জ-পারিজাতকৈঃ।
ন সমানি ভবন্ত্যেব লক্ষকোটি-শতান্যপি ॥
যত্রাঽপরাজিতা-পুষ্পং করবীরং জবাপি চ।
তিষ্ঠন্তি তত্র বৈ দেবা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ ॥
গঙ্গাদি-সর্ব্বতীর্থানি তন্মূলে নিবসন্তি বৈ।
তন্মূলং সিঞ্চিতং যেন পূজিতাস্তেন দেবতাঃ ॥
অপরাজিতা-মাহাত্ম্যং বক্তুং ন শক্যতে ময়া।
মল্লিকামুৎপলং রম্যং শমীং পুন্নাগ-চম্পকে ॥
অশোকং কর্ণিকারঞ্চ দ্রোণপুষ্পং তথৈব চ।
করবীরং জবাপুষ্পং কুঙ্কুমং নাগকেশরম্ ॥
যঃ প্রযচ্ছতি দুর্গায়ৈ স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥
পুষ্পমূলে বসেদ্ ব্রহ্মা পুষ্পমধ্যে জনার্দ্দনঃ।

[করবীর বা অপরাজিতা] যেমন প্রশস্ত, রক্ত, হরিৎ এবং কৃষ্ণবর্ণও তেমন প্রশস্ত। গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থ বিন্দুরূপ গহ্বর মধ্যে অবস্থান করেন। উহার মধ্যভাগে মহাকুণ্ডলিনীযুক্ত শিবলিঙ্গ অবস্থান করেন। বিন্দুরূপ গহ্বর উত্তম কৈবল্যপদ স্বরূপ। পুষ্পটী শিবশক্তি স্বরূপ এবং চতুর্ব্বর্গফলের দাতা। লক্ষ-কোটিশত সমস্ত পুষ্প একত্র হইলেও জবা, পদ্ম ও অপরাজিতার সমান হয় না। যেখানে অপরাজিতা, করবীর ও জবাপুষ্প থাকে, সেইখানেই দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অবস্থান করেন। গঙ্গাদি সমস্ত তীর্থ তাহার মূলে বাস করেন। তাহার মূল যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক সিঞ্চিত হয়, তাহার কর্ত্তৃক সমস্ত দেবতা পূজিত হইয়াছেন। আমি অপরাজিতার মাহাত্ম্য বলিতে পারি না। যে ব্যক্তি দুর্গাকে মল্লিকা, মনোহর উৎপল, শমী, পুন্নাগ, চম্পক, অশোক, কর্ণিকার, দ্রোণপুষ্প, করবীর, জবাপুষ্প, কুঙ্কুম ও নাগকেশর প্রদান করে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হয়। পুষ্পের মূলে ব্রহ্মা, পুষ্পের মধ্যে জনার্দ্দন, পুষ্পের অগ্রভাগে রুদ্র বাস করেন।

পুষ্পাগ্রে চ বসেদ্রুদ্রঃ সর্ব্বে দেবাঃ স্থিতা দলে ॥
চরাচরাশ্চ সকলাঃ সদা পুষ্পবশাঃ স্মৃতাঃ।
সর্ব্বদেবময়ং পুষ্পং তস্মাদ্ দেব্যৈ সমর্পয়েৎ ॥ ৫ ॥
পুষ্পৈররণ্যসম্ভূতৈঃ পত্রৈর্গিরি-সমুদ্ভবৈঃ।
অপর্য্যুষিত-নিশ্ছিদ্রৈঃ প্রোক্ষিতৈর্জল-বর্জ্জিতৈঃ ॥
আত্মারামোদ্ভবৈর্বাপি পুষ্পৈঃ সংপূজয়েচ্ছিবাম্ ॥
পরারোপিত-বৃক্ষেভ্যঃ পুষ্পাণ্যানীয় যোঽর্চয়েৎ।
অবিজ্ঞাপ্যৈব তস্যৈব নিষ্ফলং তস্য পূজনম্ ॥

ইতি তু সাক্ষাৎস্বামিপরম্।

দেবার্থে কুসুমস্তেয়মস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ। ইতি বচনাৎ ॥৬॥

পুষ্পাদীনাং পর্য্যুষিতকালঃ

সর্ব্বং পর্য্যুষিতং বর্জ্জ্যং পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্।
অবর্জ্জ্যং জাহ্নবীতোয়মবর্জ্জ্যং তুলসীদলম্।
অবর্জ্জ্যং বিল্বপত্রং স্যাদবর্জ্জ্যং জলজং তথা।
পুষ্পৈঃ পর্য্যুষিতৈর্দেবি! নার্চয়েৎ স্বর্ণজৈরপি ॥

সমস্ত দেবতা দলে অবস্থান করেন। চরাচর সকলে সর্ব্বদা পুষ্পের বশবর্ত্তী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। পুষ্প সমস্ত দেবময়, অতএব দেবীকে প্রদান করিবে ॥ ৫ ॥

অপর্য্যুষিত (সদ্যঃপ্রস্ফুটিত), নিশ্চিদ্র (অবিকৃত), প্রোক্ষিত অথচ জলশূন্য অরণ্যসম্ভূত পুষ্পসমূহের দ্বারা, গিরিসমুদ্ভূত পত্রসমূহের দ্বারা অথবা আত্মারামোদ্ভব অর্থাৎ আত্মরূপ আরামে (উপবনে) উৎপন্ন অর্থাৎ মনঃকল্পিত পুষ্প সমূহের দ্বারা শিবাকে পূজা করিবে। যে ব্যক্তি পরের আরোপিত বৃক্ষ হইতে তাহাকে না জানাইয়াই পুষ্পসমূহ আনিয়া পূজা করে, তাহার পূজা নিষ্ফল।" এই বচনটী সাক্ষাৎ স্বামিপর অর্থাৎ বৃক্ষের (স্বামী) উপস্থিত থাকিলে তাহাকে না জানাইয়া পুষ্পচয়ন কর্ত্তব্য নহে, ইহাই পূর্ব্বোক্ত বচনের তাৎপর্য্য। কারণ বচন আছে—"মনু বলিয়াছেন দেবতার জন্য পুষ্প অপহরণ অপহরণই নহে" ॥ ৬ ॥

পত্র, পুষ্প, ফল, জল—সমস্তই পর্য্যুষিত হইলে বর্জ্জন করিবে। কিন্তু গঙ্গাজল এবং তুলসীপত্র অবর্জ্জনীয়। বিল্বপত্র অবর্জ্জনীয় এবং জলজ পুষ্প পদ্মাদিও অবর্জ্জনীয়। হে দেবি! পর্য্যুষিত পুষ্পসমূহের দ্বারা এবং পর্য্যুষিত স্বর্ণনির্ম্মিত পুষ্পের দ্বারাও পূজা

বিল্বপত্রং চ মাঘ্যঞ্চ তমালামলকী-দলম্ ।
কহ্লারং তুলসীপত্রং পদ্মঞ্চ মুনিপুষ্পকম্ ॥
এতৎ পর্য্যুষিতং ন স্যাৎ যচ্চান্যৎ কলিকাত্মকম্ ।
তিষ্ঠেদ্ দিনত্রয়ং শুদ্ধং পদ্মমামলকং তথা ॥
দিনৈকং করবীরাণি যোগ্যানি চ তপোধন ! ।
পদ্মানি সিতরক্তানি কুমুদান্যুৎপলানি চ ॥
এষাং পর্য্যুষিতা শঙ্কা কার্য্যা পঞ্চদিনোর্দ্ধতঃ ।
অন্যেষাং কুসুমানাং চ যাবদ্ গন্ধ-বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৭ ॥
পুষ্পং চ পঞ্চগব্যং চ উপচারাং স্তথাঽপরান্ ।
ঘ্রাত্বা নিবেদ্য দেবেশি ! নরো নরকমাপ্নুয়াৎ ।
অঙ্গসংস্পৃষ্ট মাঘ্রাতং ত্যাজ্যং পর্য্যুষিতং বুধৈঃ ।
কেশকীটাপবিদ্ধানি শীর্ণ-পর্য্যুষিতানি চ ॥
স্বয়ং পতিতপুষ্পাণি ত্যজেদুপহতানি চ ।
শেফালী বকুলং চৈব স্বয়ং শীর্ণং ন দূষ্যতি ॥
সর্ব্বং ভূমিগতং ত্যাজ্যং শেফালী-বকুলং বিনা ।
কৃমিভক্ষ্যাণি ভগ্নানি বর্জ্জ্যানি পতিতং ভুবি ॥

করিবে না। বিল্বপত্র, মাঘ্য (কুন্দ), তমাল, আমলকীপত্র, কহ্লার (শ্বেতপদ্ম), তুলসীপত্র, পদ্ম, মুনিপুষ্প (বক ফুল)—ইহা পর্য্যুষিত হয় না। আর কলিকাস্বরূপ অর্থাৎ কুড়ির মত যে সমস্ত ফুল, সেগুলিও পর্য্যুসিত হয় না। তিনদিন পর্য্যন্ত পদ্ম ও আমলক শুদ্ধ থাকে। হে তপোধন ! একদিন স্থিতিযোগ্য করবীর প্রভৃতি পুষ্প একদিন থাকে। শ্বেতপদ্ম ও রক্তপদ্ম, কুমুদ, উৎপল—ইহাদের পাঁচদিনের পর পর্য্যুষিত শঙ্কা করা যায়। অন্য পুষ্পসমূহের গন্ধ বিকৃতি পর্য্যন্ত পর্য্যুষিত শঙ্কা করিবে না ॥ ৭ ॥

হে দেবেশি ! মানুষ পুষ্প, পঞ্চগব্য ও অন্যান্য উপচার সকল আঘ্রাণ পূর্ব্বক নিবেদন করিয়া নরক প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অঙ্গসংস্পৃষ্ট, আঘ্রাত ও পর্য্যুষিত পুষ্প ত্যাজ্য। কেশযুক্ত, কীটদষ্ট, শীর্ণ, পর্য্যুষিত, স্বয়ংপতিত ও উপহত (ছিন্নভিন্ন) পুষ্প-সমূহ ত্যাগ করিবে। শেফালী ও বকুল স্বয়ং শীর্ণ হইলেও দুষ্ট (অশুদ্ধ) হয় না। শেফালী ও বকুল ভিন্ন সমস্ত পুষ্প ভূমিতে পতিত হইলে ত্যাগ করিবে। কীটদষ্ট, ভগ্ন (ছিন্নভিন্ন) ও ভূমিতে পতিত পুষ্পসমূহ বর্জ্জনীয়।

তমালস্য চ পদ্মস্য ছিন্নভিন্নং ন দূষ্যতি ।
বিষ্ণুক্রান্তা-জবা-নাগকেশরং নাগবল্লভম্ ॥
বন্ধূকং চৈব মন্দা(কহ্লা)রং সবৃন্তং শস্তমর্চ্চনে ।
স্বয়ং বিকশিতং পুষ্পং ত্যাজ্যঞ্চ পতিতং ভুবি ॥

নাগবল্লভং নাগচম্পকমিত্যর্থঃ । স্বয়ং বিকশিতং পুরুষেণ বিকশিতমিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

মাঘমাসে তু দেবেশি ! পূজ্যপুষ্পাণি দ্বাদশ ।
কুন্দং কুরুবকং ঝিণ্টীং কেতকং নিচুলং তথা ॥
নীলঞ্চ বিকটং শীর্ষং ভৃঙ্গরাজং চ ক্ষুদ্রকম্ ।
বকুলং রঙ্গনং চৈব নান্যমাসে যজেৎ ক্বচিৎ ॥
নাক্ষতৈরর্চ্চয়েদ্ বিষ্ণুং ন তুলস্যা বিনায়কম্ ।
ন দূর্ব্বয়া যজেদ্ দুর্গাং বিল্বপত্রৈর্দিবাকরম্ ॥

দূর্ব্বা নিষিদ্ধেতি যদুক্তং, তৎ শ্বেতদূর্ব্বাপরম্ । তথাচোক্তং যামলে—

রক্তমাঘ্যং শ্বেতদূর্ব্বাং নীলকণ্ঠং কুরুণ্টকম্ ।
ন দদ্যাচ্চ মহাদেব্যৈ যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ ॥
পুষ্পাভাবে যজেৎ পত্রৈঃ পত্রাভাবে তু তৎফলৈঃ ।

তমাল ও পদ্ম পুষ্প ছিন্নভিন্ন হইলে দুষ্ট হয় না । বিষ্ণুক্রান্তা (অপরাজিতা), জবা, নাগকেশর, নাগচম্পক, বন্ধূক ও মন্দা(কহ্লা)র—বৃন্তযুক্ত এই পুষ্পগুলি পূজায় প্রশস্ত। স্বয়ং বিকশিত ও ভূমিপতিত পুষ্প ত্যাগ করিবে। 'নাগবল্লভ' শব্দের অর্থ—নাগচম্পক। 'স্বয়ং বিকশিত' শব্দের অর্থ—পুরুষ কর্ত্তৃক বিকশিত ॥ ৮ ॥

হে দেবেশি ! মাঘমাসে পূজার যোগ্য পুষ্প হইতেছে বারটী। কুন্দ, কুরুবক (লালঝিণ্টী), ঝিণ্টী, কেতক, নিচুল (বেতফুল), নীল (নীলঝিণ্টী), বিকট, শীর্ষ (কৃষ্ণাগুরুপুষ্প) ভৃঙ্গরাজ, ক্ষুদ্রক (কণ্টকারি ফুল), বকুল ও রঙ্গন—মাঘ মাস ব্যতীত অন্যমাসে কখনও [দেবীকে] অর্পণ করিবে না। অক্ষত দ্বারা বিষ্ণুকে পূজা করিবে না, তুলসী দ্বারা গণেশকে, দূর্ব্বাদ্বারা দুর্গাকে এবং বিল্বপত্র দ্বারা সূর্য্যকে পূজা করিবে না। দুর্গাপূজায় দূর্ব্বা নিষিদ্ধ বলিয়া যে উক্ত হইয়াছে, উহা শ্বেতদূর্ব্বাপর অর্থাৎ দুর্গাপূজায় শ্বেতদূর্ব্বা নিষিদ্ধ। যামল তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে—"যদি মানব নিজের শুভ ইচ্ছা করে, তবে রক্তবর্ণ কুন্দ, শ্বেতদূর্ব্বা এবং নীল কুরুণ্টক (ঝিণ্টী) মহাদেবীকে প্রদান করিবে না।" পুষ্পের অভাবে পত্র সমূহের দ্বারা, পত্রের অভাবে তাহার ফলের দ্বারা,

অক্ষতৈর্বা জলৈর্বাপি ন পূজাং ব্যতিলঙ্ঘয়েৎ ॥
শিবে বিবর্জ্জয়েৎ কুন্দমুন্মত্তঞ্চ হরেস্তথা।
দেবীনামর্কমন্দারৌ সূর্য্যস্য তগরং তথা ॥

দেবীনামিতি আদ্যেতরদেবীনামিত্যর্থঃ। অর্কপুষ্পৈরাদ্যাপূজায়াঃ প্রাশস্ত্যকথনাৎ, "সহস্রং ত্বর্কাণামিতি" কর্পূরাদিস্তবাচ্চ। তগরং কাষ্ঠতগরমিত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

শিবপূজায়াং যামলে—বকুলং মালতীং জাতীং কুন্দং শেফালিকাং জবাম্।
ন দদ্যাচ্চ মহাদেবে যদীচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ ॥
মালতী মল্লিকা জাতী যূথিকা মাধবী তথা।
তগরং কর্ণিকারশ্চ দ্রোণশ্চোৎপল-চম্পকৌ ॥
অশোকঃ কুমুদশ্চৈব শেফালিকা-কদম্বকৌ।
কেতকী বনমালা চ কুসুম্ভ-কিংশুকৌ তথা ॥
কহ্লার-বকুলং চৈব লবঙ্গ-নাগকেশরৌ।
এতান্যপি প্রিয়াণি স্যুর্ন পত্রৈরর্চ্চয়েচ্ছিবাম্ ॥
জবাভিশ্চৈব গন্ধাঢ্যৈ দূর্ব্বয়া শ্রীফলচ্ছদৈঃ।

তাহার অভাবে অক্ষতের দ্বারা, তাহার অভাবে জলের দ্বারাও পূজা করিবে, কিন্তু পূজা কখনও লঙ্ঘন করিবে না। শিবের পূজায় কুন্দ, হরির পূজায় উন্মত্ত (ধুস্তূর), দেবীর পূজায় অর্ক ও মন্দার, সূর্য্যের পূজায় তগর বর্জ্জন করিবে অর্থাৎ ঐ সমস্ত পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে না। "দেবীনাং" এই বাক্য আদ্যা ভিন্ন দেবীপর অর্থাৎ আদ্যা ভিন্ন দেবী পূজায় অর্ক ও মন্দার বর্জ্জনীয়। কারণ অর্ক পুষ্পের দ্বারা আদ্যা পূজার প্রাশস্ত্য কথিত হইয়াছে। "সহস্রং ত্বর্কাণাং" ইত্যাদি কর্পূরাদি স্তবেও অর্কপুষ্প দ্বারা পূজা কথিত হইয়াছে। "তগরং" এই পদের অর্থ—কাষ্ঠতগর ॥ ৯ ॥

শিবপূজা সম্বন্ধে যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"যদি নিজের শুভ ইচ্ছা কর, তবে বকুল, মালতী, জাতী, কুন্দ, শেফালিকা, জবা মহাদেবকে দিবে না"। মালতী, মল্লিকা, জাতী, যূথিকা, মাধবী, তগর, কর্ণিকার, দ্রোণপুষ্প, উৎপল, চম্পক, অশোক, কুমুদ, শেফালিকা, কদম্ব, কেতকী, বনমালা, কুসুম্ভ, কিংশুক, কহ্লার, বকুল, লবঙ্গ, নাগকেশর; এই পুষ্পগুলিও দেবীর প্রিয়। পত্র সমূহের দ্বারা শিবাকে পূজা করিবে না, কিন্তু গন্ধযুক্ত জবাদিপুষ্প, দূর্ব্বা বা শ্রীফল পত্র (বিল্বপত্র) দ্বারা পূজা করিবে।

বিনা বৈ দুর্ব্বয়া দেবী-পূজা নাস্তি চ কর্হিচিৎ।
তস্মাদ্ দূর্ব্বা গ্রহীতব্যা সর্ব্বপুষ্পময়ী হি সা।
দেবেভ্যঃ সর্ব্বগন্ধাঢ্যমভাবে তুলসীদলম্॥
তুলস্যা পূজয়েদ্ দেবান্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
বিনা তুলস্যা স্নানাদি শ্রাদ্ধং যজ্ঞঞ্চ ন প্রিয়ে!॥
সর্ব্বঞ্চ নিষ্ফলং প্রাহুঃ সর্ব্বত্রৈবং বিনিশ্চিতম্।
দূর্ব্বা বা তুলসী তস্মাৎ গ্রহীতব্যা চ সাধকৈঃ॥
সুন্দরী-ভৈরবী-কালী-ব্রহ্ম-বিঘ্ন-বিবস্বতাম্।
তুলসীবর্জ্জিতা পূজা সা পূজাঽবিফলা ভবেৎ॥

তুলসীপত্রৈঃ শক্তেরর্চ্চনম্

শক্তিবিষয়ে যামলে—সাবিত্রীং চ ভবানীং চ দুর্গাদেবীং সরস্বতীম্।
যোঽর্চয়েৎ তুলসীপত্রৈঃ সর্ব্বকামৈঃ সমৃধ্যতে।
যামলে—রাত্রাবাসাং তু পূজায়াং তুলসীং বর্জ্জয়েৎ সদা।
তুলসী-ঘ্রাণমাত্রেণ ক্রুদ্ধা ভবতি চণ্ডিকা॥
তুলসী ব্রহ্মরূপা চ সর্ব্বদেবময়ী শুভা।
সর্ব্বদেবময়ী সা তু গণেশস্য প্রিয়া ন হি॥
লক্ষ্মীদেব্যাশ্চাপ্রিয়া হি তারাদেব্যাস্তথৈব চ॥ ১০॥

দূর্ব্বা ব্যতীত কোন স্থলেই দেবী পূজা হয় না। অতএব [পূজায়] দূর্ব্বা গ্রহণ করিবে; যেহেতু উহা সমস্ত পুষ্পস্বরূপা। এই সকলের অভাব হইলে সমস্ত গন্ধযুক্ত তুলসীদল দেবতাদিগকে দিবে। তুলসী দ্বারা দেবতাগণকে পূজা করিবে; এ স্থলে বিচার করিবে না। হে প্রিয়ে! তুলসী ব্যতীত স্নানাদি কার্য্য, শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞ হয় না। [পণ্ডিতগণ] এ সমস্তই নিষ্ফল বলেন, সর্ব্বত্র এইরূপ নিশ্চিত হইয়াছে। অতএব সাধকগণ কর্ত্তৃক [পূজায়] দূর্ব্বা বা তুলসীপত্র গ্রহণীয়। সুন্দরী, ভৈরবী, কালী ব্রহ্মা, বিঘ্ন ও সূর্য্যের তুলসী বর্জ্জিত যে পূজা, সে পূজা সফল হয়। যামল তন্ত্রে শক্তিবিষয়ে উক্ত হইয়াছে—"যে ব্যক্তি সাবিত্রী, ভবানী, দুর্গাদেবী ও সরস্বতীকে তুলসীপত্রের দ্বারা অর্চ্চনা করে, সে সমস্ত কাম্য ফলের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়।" যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"রাত্রিতে কিন্তু ইঁহাদের পূজায় সর্ব্বদা তুলসী বর্জ্জন করিবে। তুলসীর আঘ্রাণমাত্রেই চণ্ডিকা ক্রুদ্ধা হন। শুভদায়িনী তুলসী ব্রহ্মস্বরূপা ও সর্ব্বদেবময়ী। সর্ব্বদেবময়ী হইলেও তিনি কিন্তু গণেশের প্রিয় নহেন। লক্ষ্মীদেবী এবং তারাদেবীরও প্রিয় নহেন॥ ১০॥

অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীযোগৈর্দক্ষিণে পুষ্পপাতনম্।
পুষ্পং বা যদি বা পত্রং ফলং নেষ্টমধোমুখম্॥
দুঃখদং তৎ সমাখ্যাতং যথোৎপন্নং তথার্পয়েৎ।
পুষ্পাঞ্জলিং বিনা দেবি! যথোৎপন্নং তথার্পয়েৎ॥ ১১॥

পুষ্পাদিচয়নকালঃ

যামলে—স্নানং কৃত্বা তু যে কেচিদ্ পুষ্পং গৃহ্ণন্তি বৈ দ্বিজাঃ।
দেবতাস্তন্ন গৃহ্ণন্তি ন চাপি পিতরস্তথা॥

এতৎ তু মধ্যাহ্নস্নান-পরম্। প্রাতঃস্নানানন্তরং তু পুষ্পাদিচয়নং কর্ত্তব্যমিতি সাম্প্রদায়িকাঃ। তন্ত্রে—

স্নাত্বা মধ্যাহ্ন-সময়ে ন ছিন্দ্যাৎ কুসুমং বুধঃ।
তৎপুষ্পৈরর্চ্চয়ন্ দেবীং! নিরয়ে পরিপচ্যতে॥

দেবীত্যুপলক্ষণম্। নান্যদেবানপি যজেদিতি।

প্রাতঃস্নানাদিকং কৃত্বা পুষ্পাণ্যপি সমাহরেৎ।
তৎপুষ্পৈরর্চ্চয়ন্ দেবীং! স পাপৈর্মুচ্যতে ক্ষণাৎ॥

দেবীত্যুপলক্ষণমন্যদেবানপি অর্চ্চয়েদিতি।

অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা [দেবতার] দক্ষিণে পুষ্প দান করিবে। পুষ্প, পত্র বা ফল অধোমুখ ইষ্ট নহে অর্থাৎ অধোমুখে দিবে না; তাহা দুঃখপ্রদ বলিয়া কথিত হইয়াছে। পুষ্পাদি যেরূপে উৎপন্ন হয়, সেইরূপে অর্পণ করিবে। হে দেবি! পুষ্পাঞ্জলি ব্যতীত পত্র পুষ্পাদি যেরূপে উৎপন্ন হয়, সেইরূপে অর্পণ করিবে"॥ ১১॥

যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"যে কোন দ্বিজ স্নান করিয়া যদি পুষ্প গ্রহণ (চয়ন) করেন, তবে দেবতা তাহা গ্রহণ করেন না এবং পিতৃগণও সেই পুষ্প গ্রহণ করেন না।" এই বচনে স্নান শব্দটী মধ্যাহ্নস্নানপর অর্থাৎ মধ্যাহ্ন স্নান তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। সাম্প্রদায়িকগণ বলেন—প্রাতঃস্নানের পর কিন্তু পুষ্প চয়ন করা যায়। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"পণ্ডিত ব্যক্তি মধ্যাহ্নকালে স্নান করিয়া পুষ্প চয়ন করিবে না। সেই পুষ্প অর্থাৎ মধ্যাহ্ন স্নানের পর চয়িত পুষ্পের দ্বারা দেবীকে অর্চ্চনা করিয়া নরকে পুনঃ পুনঃ গমন করে।" 'দেবী' এই পদটী উপলক্ষণ অর্থাৎ অন্য দেবতাকেও ঐ পুষ্পের দ্বারা অর্চ্চনা করিবে না। সেই সাধক প্রাতঃস্নানাদি করিয়াও যদি পুষ্পসমূহ সংগ্রহ করে এবং সেই পুষ্পের দ্বারা দেবীকে অর্চ্চনা করে, তবে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে মুক্ত হয়। এখানে 'দেবী' পদটী

ন পুষ্পচ্ছেদনং কুর্য্যাদ্ দেবার্থং বামহস্ততঃ।
ন দদ্যাৎ তেন তেভ্যো বা সংস্থাপ্য বামহস্ততঃ ॥ ১২ ॥

ধূপপ্রকরণম্

অগুরূশীর-গুগ্গুলু-শর্করা-মধু-চন্দনৈঃ।
সামান্যঃ সর্ব্বদেবানাং ধূপোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
সর্ব্বেষামেব ধূপানাং দুর্গায়াঃ গুগ্গুলুঃ প্রিয়ঃ।
ঘৃতযুক্তো বিশেষেণ সততং প্রীতিবর্দ্ধনঃ ॥
ধূপভাজনমস্ত্রেণ প্রোক্ষ্যাঽভ্যর্চ্চ্য হৃদাণুনা।
অস্ত্রেণ পূজিতাং ঘণ্টাং বাদয়ন্ গুগ্গুলুং দহেৎ ॥
ধূপস্থানং সমভ্যর্চ্চ্য তর্জ্জন্যা বাময়া স্পৃশন্।
জয়ধ্বনিং ততো মন্ত্রমাতঃ স্বাহেত্যুদীরয়ন্ ॥
অভ্যর্চ্চ্য বাদয়ন্ ঘণ্টাং তৈর্ধূপৈর্ধূপয়েৎ ততঃ।
মধ্যমানামিকাভ্যাঞ্চ মধ্যপর্ব্বণি দেশিকঃ ॥
অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ দেবেশি! ধৃত্বা ধূপং নিবেদয়েৎ ॥
উত্তোল্য মূর্দ্ধি পর্য্যান্তং ঘণ্টাবাদেন ধূপকম্।

উপলক্ষণ অর্থাৎ অন্য দেবতাকেও সেই পুষ্পের দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। দেবতার জন্য বাম হস্তের দ্বারা পুষ্প চয়ন করিবে না এবং বাম হস্তের দ্বারা তাঁহাদিগকে দিবেও না। বাম হস্তে [পুষ্প] রাখিয়া [দক্ষিণ হস্তের দ্বারাও] দিবে না ॥ ১২ ॥

অগুরু, উশীর (বেণার মূল), গুগ্গুলু, শর্করা, মধু ও চন্দনের দ্বারা যে [ষড়ঙ্গ] ধূপ হয়—তাহা সমস্ত দেবতার সাধারণ ধূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সমস্ত ধূপ দ্রব্যের মধ্যে দুর্গার গুগ্গুলু প্রিয়। বিশেষতঃ উহা ঘৃতযুক্ত হইলে সর্ব্বদা প্রীতিবর্দ্ধক হইয়া থাকে। ধূপের পাত্রকে (ধূপদানীকে) অস্ত্র (ফট্) মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া 'নমঃ' মন্ত্রের দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া অস্ত্র (ফট্) মন্ত্র দ্বারা পূজিত ঘণ্টাকে বাজাইতে বাজাইতে গুগ্গুলু পোড়াইবে। তাহার পর ধূপপাত্র অর্চ্চনা করিয়া বাম হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা [ঘণ্টাকে] স্পর্শ করিয়া "জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পূজা করিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে সেই ধূপগুলি দ্বারা [দেবীকে] ধূপিত করিবে। হে দেবেশি! তাহার পর সাধক মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাগ্রের দ্বারা মধ্যপর্ব্বে ধূপ ধারণ করিয়া নিবেদন করিবে। সাধক ঘণ্টাবাদ্য সহকারে দেবতার মস্তক পর্য্যন্ত

ধূপয়েদাজ্যসংমিশ্রং নীচৈর্দেবস্য দেশিকঃ ॥
ন ভূমৌ বিতরেদ্ ধূপং নাসনে ন ঘটে তথা।
যথা তথাধারগতং ধৃত্বা তং বিনিবেদয়েৎ ॥
রাশীকৃতৈর্ন চৈবাত্র ত্বেতৈর্ধূপৈর্বিধূপয়েৎ।
তুষাগ্নিবৎ তথা কৃত্বা ন তৎফলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩ ॥

দীপপ্রকরণম্

ন মিশ্রীকৃত্য দদ্যাৎ তু দীপস্নেহ-ঘৃতাদিকান্।
দত্ত্বা মিশ্রীকৃতং স্নেহং তমিস্রং নরকং ব্রজেৎ ॥
বর্ত্ত্যা কর্পূরগর্ভিণ্যা সর্পিষা তিলজেন বা।
আরোপ্য দর্শয়েদ্ দীপানুচ্চৈঃ সৌরভশালিনঃ ॥
উচ্চৈরিতি দেবস্য মস্তকপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ।
উত্তোলনং ত্রিধা কৃত্বা গায়ত্রীমূলযোগতঃ।
ততো নীরাজনং কুর্য্যাদ্ দশবারং তু দীপকৈঃ ॥
দাতব্যঃ পাত্রে দীপস্তু ন তু ভূমৌ কদাচন।
কুর্ব্বংস্তং পৃথিবীতাপং যো দীপমুৎসৃজেন্নরঃ।
তমিস্রং নরকং ঘোরং প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ ॥

ঘৃতযুক্ত ধূপ উত্তোলন করিয়া পুনরায় দেবতার নীচে আনিয়া ধূপিত করিবে। ভূমিতে ধূপ দিবে না কিম্বা আসনে বা ঘটেও ধূপ দিবে না। সুতরাং যে কোনরূপ আধারে স্থাপিত ধূপকে ধরিয়া নিবেদন করিবে। দেবতার নিকট রাশীকৃত এই সমস্ত ধূপের দ্বারা অর্থাৎ একসঙ্গে বহু ধূপ জ্বালাইয়া ধূপিত করিবে না। সেইরূপ তুষাগ্নির ন্যায় করিয়াও অর্থাৎ অতি ধীরে যাহাতে ধূপ পোড়ে এরূপ করিয়াও ধূপ দিবে না; ইহাতে ধূপদানের ফল পাওয়া যায় না॥ ১৩॥

দীপ-স্নেহ ঘৃত প্রভৃতি দ্রব্যকে একসঙ্গে মিশাইয়া দিবে না। তৈল প্রভৃতি স্নেহদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া দান করিলে তমিস্র নামক নরকে গমন করে। কর্পূর গর্ভিত বাতিতে ঘৃত বা তিলতৈলের দ্বারা দীপ জ্বালাইয়া ঐ সুগন্ধ দীপগুলি উচ্চে দেখাইবে। "উচ্চৈঃ" এই পদের অর্থ—দেবতার মস্তক পর্য্যন্ত। তাহার পর তিন প্রকারে অর্থাৎ তিনবার উত্তোলন করিয়া গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র যোগ অর্থাৎ উচ্চারণ করিয়া দীপমালা দ্বারা দশবার নীরাজন করিবে। কোন একটি পাত্রেই দীপদান করিবে; কিন্তু ভূমিতে কখনও দীপ দিবে না। যে মনুষ্য পৃথিবীর তাপ সৃষ্টি করিয়া দীপ উৎসর্গ করে,

সর্ব্বংসহা বসুমতী সহতে ন ত্বিদং দ্বয়ম্ ॥
অকার্য্যপাদঘাতং চ দীপতাপং তথৈব চ।
তস্মাৎ কুর্ব্বীত পৃথিবী-তাপং নাপ্নোতি বৈ যথা ॥
নৈব নির্ব্বাপয়েদ্ দীপং দেবার্থমুপকল্পিতম্।
দীপহর্ত্তা ভবেদন্ধঃ কাণো নির্ব্বাপকো ভবেৎ ॥
ন তেন ব্যবহারোঽপি কর্ত্তব্যঃ সাধকোত্তমৈঃ। ১৪ ॥

নৈবেদ্যপ্রকরণম্

নৈবেদ্যমাহ—কন্দুপক্বং স্নেহপক্বং ঘৃতসংযুক্ত-পায়সম্।
মনঃপ্রিয়ঞ্চ নৈবেদ্যং দদ্যাদ্ দেব্যৈ পুনঃ পুনঃ ॥
কন্দুপক্বমিতি ভৃষ্টতণ্ডুল-পৃথুকাদীনি দেয়ানীত্যর্থঃ।
যদ্ যদ্ হি বাঞ্ছিতং বস্তু তদ্ দদ্যাৎ দেবপূজনে।
বালপ্রিয়ং চ নৈবেদ্যং দত্ত্বা দেবীং প্রপূজয়েৎ ॥
আত্মাঽপ্রিয়ং চ নৈবেদ্যং ন দদ্যাদ্ দেবপূজনে।
স্ত্রীণাং প্রীতিকরং যচ্চ তচ্চাপি বিনিবেদয়েৎ ॥
তাম্বূলস্য প্রদানেন দেবী প্রীতিমতী ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

সে ঘোর তমিস্র নরক প্রাপ্ত হয়; ইহাতে সংশয় নহে। সর্ব্বংসহা বসুমতী অকারণ পাদঘাত এবং দীপতাপ—এই দুইটী সহ্য করেন না। সুতরাং পৃথিবী যাহাতে তাপ না পান, সেইরূপ করিবে। দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত দীপকে কখনও নির্ব্বাপিত করিবে না। দীপ হরণকারী অন্ধ হয়, দীপনির্ব্বাপক কানা হয়। তাহার সহিত সাধকোত্তমের ব্যবহারও কর্ত্তব্য নহে ॥ ১৪ ॥

নৈবেদ্য বলিতেছেন—কন্দুপক্ব, ঘৃতাদি স্নেহপক, ঘৃতসংযুক্ত পায়স ও মনঃসন্তোষকর অন্ন নৈবেদ্য দেবীকে পুনঃ পুনঃ দিবে। "কন্দুপক্বম্" এই শব্দের অর্থ—ভৃষ্টতণ্ডুল অর্থাৎ ভাজা চাল, চিড়া প্রভৃতি দেবীকে দিবে। যে যে বস্তু বাঞ্ছিত হইবে, দেবপূজায় তাহা দিবে।

বালকের প্রিয় অর্থাৎ যে সমস্ত বস্তু শিশুরা ভালবাসে, তাহা নৈবেদ্য দিয়া দেবীকে পূজা করিবে। যে বস্তু নিজের অপ্রিয়, তাহা দেবপূজায় নৈবেদ্য দিবে না। যে বস্তু স্ত্রীগণের প্রীতিকারক, তাহাও নিবেদন করিবে। তাম্বূলদানের দ্বারা দেবী সন্তুষ্ট হন ॥ ১৫ ॥

প্রদক্ষিণবিধিঃ

শঙ্খহস্তেন সর্ব্বত্র সকৃদ্ দ্বির্বা প্রদক্ষিণম্।
বেষ্টনঞ্চ ততঃ কৃত্বা প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভুবি॥
তথা ত্রিধাচরেৎ সম্যক্ দেবতায়াঃ প্রদক্ষিণম্।
একং চণ্ড্যাং রবৌ সপ্ত ত্রীণি কুর্য্যাদ্ বিনায়কে॥
চত্বারি কেশবে কুর্য্যাচ্ছিবে চার্দ্ধপ্রদক্ষিণম্।
দক্ষিণাদ্ বায়বীং গত্বা দিশস্তস্মাশ্চ শাম্ভবীম্।
ততোহপি দক্ষিণাং গত্বা নমস্কারস্ত্রিকোণবৎ॥
ত্রিকোণোহয়ং নমস্কারস্ত্রিপুরাপ্রীতিবর্দ্ধনঃ।
নতিস্ত্রিকোণাকারা চ তারাদেব্যাঃ সমীরিতা॥
দর্শয়ন্ দক্ষিণং হস্তং মনসাপি চ দক্ষিণঃ।
স চ প্রদক্ষিণো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বদেবৌঘতুষ্টয়ে॥
পশ্চাৎ কৃত্বা তু যো দেবং ভ্রমিত্বা প্রণমেন্ নরঃ।
তস্যেহ চ ফলং নাস্তি ন পরত্র দুরাত্মনঃ॥ ১৬॥

প্রণামবিধিঃ

নমনং মানসং প্রোক্তং বাচিকং কায়িকং তথা।

সকল স্থলেই শঙ্খ হস্তে লইয়া একবার বা দুইবার প্রদক্ষিণ করিবে। তাহার পর বেষ্টন করিয়া ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। এইরূপে দেবতার প্রদক্ষিণ সম্যগ্‌রূপে তিনবার করিবে। [ইহা সাধারণ।] [বিশেষ হইতেছে—] চণ্ডীর নিকট একবার, সূর্য্যের নিকট সাতবার, গণেশের নিকট তিনবার, বিষ্ণুর নিকট চারিবার এবং শিবের নিকট অর্দ্ধ প্রদক্ষিণ করিবে। দক্ষিণ দেশ হইতে বায়ু কোণে যাইয়া, সেই বায়ু কোণ হইতে শাম্ভবী দিগ্‌ অর্থাৎ উত্তর দিকে যাইয়া এবং সেখান হইতে দক্ষিণ দিকে যাইয়া ত্রিকোণাকার নমস্কার (প্রদক্ষিণ) কর্ত্তব্য। এই ত্রিকোণ নমস্কার (প্রদক্ষিণ) ত্রিপুরার প্রীতিবর্দ্ধক। তারা দেবীরও ত্রিকোণাকার নমস্কার বিহিত হইয়াছে। সমস্ত দেববৃন্দের সন্তোষের জন্য মনে মনে দক্ষিণ অর্থাৎ উদার হইয়া দক্ষিণ হস্ত দেখাইয়া বেষ্টন করিবে। তাহাই প্রদক্ষিণ বলিয়া জানিবে। যে ব্যক্তি দেবতাকে পিছন করিয়া ভ্রমণ করিয়া প্রণাম করে, সেই দুরাত্মা ব্যক্তির ইহলোকে ও পরলোকে কোন ফল নাই॥ ১৬॥

ত্রিবিধশ্চ নমস্কারঃ কায়িকশ্চোত্তমঃ স্মৃতঃ ॥
কায়িকৈশ্চ নমস্কারৈর্দ্দেবাস্তুষ্যন্তি নিত্যশঃ।
জানুভ্যামবনীং গত্বা শিরসা স্পৃশ্য মেদিনীম্ ॥
ক্রিয়তে যো নমস্কার উত্তমঃ কায়িকঃ স্মৃতঃ ॥ ১৭ ॥
পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসা দৃশা।
বচসা মনসা চৈব প্রণামোঽষ্টাঙ্গ ঈরিতঃ ॥
পদ্ভ্যাং করাভ্যাং জানুভ্যামুরসা শিরসাঽপি চ।
পঞ্চাঙ্গোঽসৌ নমস্কারঃ সর্ব্বত্রায়ং বিধিঃ স্মৃতঃ ॥
পুটীকৃত্য করৌ শীর্ষে দীয়েতে চ যথা তথা।
অস্পৃষ্ট্বা শীর্ষজানুভ্যাং ক্ষিতিং সোঽপ্যধমঃ স্মৃতঃ ॥
কায়িকস্ত্রিবিধঃ প্রোক্তো হ্যষ্টাঙ্গাদি-বিভেদতঃ।
অষ্টাঙ্গ উত্তমঃ প্রোক্তঃ পঞ্চাঙ্গো মধ্যমঃ স্মৃতঃ ॥
অধমং করশীর্ষাভ্যাং নমস্কারং বিবর্জ্জয়েৎ।
অয়মেব নমস্কারো দণ্ডবদিতি নামতঃ ॥
প্রণাম ইতি বিজ্ঞেয়ঃ স পূর্ব্বং প্রতিমাদিতঃ ॥
যা স্বয়ং গদ্যপদ্যাভ্যাং ঘটিতাভ্যাং নমস্কৃতিঃ।

মানস, বাচিক ও কায়িক [ত্রিবিধ] নমস্কার উক্ত হইয়াছে। নমস্কার ত্রিবিধ, তন্মধ্যে কায়িক নমস্কার উত্তম। কায়িক নমস্কারের দ্বারা দেবতাগণ সর্ব্বদাই তুষ্ট হইয়া থাকেন। জানুদ্বয়ের দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিয়া এবং মস্তকের দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়া যে নমস্কার করা হয়; তাহা উত্তম কায়িক নমস্কার বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, জানুদ্বয়, মস্তক, চক্ষুঃ, বাক্য ও মনের দ্বারা যে প্রণাম, উহা অষ্টাঙ্গ প্রণাম বলিয়া কথিত হইয়াছে। পদদ্বয়, করদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃ ও মস্তক দ্বারা যে প্রণাম, উহা পঞ্চাঙ্গ প্রণাম। সর্ব্বত্র প্রণামের এই বিধি কথিত হইয়াছে। মস্তক ও জানুর দ্বারা ভূমি স্পর্শ না করিয়া পুটিত (যুক্ত) করদ্বয় মস্তকে যেমন তেমন রূপে ঠেকাইলে যে প্রণাম হয়, উহা অধম বলিয়া কথিত হইয়াছে। অষ্টাঙ্গাদি ভেদে কায়িক প্রণাম ত্রিবিধ উক্ত হইয়াছে। [তন্মধ্যে] অষ্টাঙ্গ প্রণাম উত্তম উক্ত হইয়াছে। পঞ্চাঙ্গ প্রণাম মধ্যম। মস্তক ও হস্তের দ্বারা অধম নমস্কারকে ত্যাগ করিবে। এই নমস্কার 'দণ্ডবৎ' ও 'প্রণাম' এই নামে প্রসিদ্ধ জানিবে। উহা প্রতিমাদির

ক্রিয়তে ভক্তিযুক্তেন বাচিকী তূত্তমা স্মৃতা ॥
পৌরাণিকৈ বৈদিকৈর্ব্বা মন্ত্রৈ র্যা ক্রিয়তে নতিঃ।
স মধ্যমো নমস্কারো ভবেদ্ বাচনিকঃ সদা ॥
যৎ তু মানুষবাক্যেন নমনং ক্রিয়তে সদা।
স বাচিকোঽধমো জ্ঞেয়ো নমস্কারস্তু পার্ব্বতি ! ॥ ১৮ ॥

উপচার-প্রকরণম্

অথোপচারান্ কুর্ব্বীত তন্ত্রোক্তানাসনাদিকান্।
আসনং কুসুমং দদ্যাৎ স্বাগতং কুশলং বদেৎ ॥
দেবস্য বামভাগে তু দদ্যান্মূলেন চাসনম্ ॥
পৌষ্পং দারুময়ং বাস্ত্রং চার্ম্ম কৌশং চ তৈজসম্।
ষড়্বিধং চাসনং প্রোক্তং দেবতাপ্রীতিকারকম্ ॥
নমোঽন্তং পাদয়োঃ পাদ্যং শিরোমন্ত্রেণ দেশিকঃ।
অর্ঘ্যং দদ্যাৎ ততো মূর্দ্ধ্নি স্বধেত্যাচমনং মুখে ॥
স্বধেত্যাচমনীয়ঞ্চ ত্রিবারং মুখপঙ্কজে।
স্বধান্তেনৈব মনুনা মধুপর্কং মুখাম্বুজে ॥
স্নানং গন্ধং হৃদা দদ্যাৎ পুষ্পাণি বৌষড়িত্যপি।

পূর্ব্বে (সম্মুখে) কর্ত্তব্য। ভক্তিভাবে গদ্য পদ্য ঘটিত বাক্যের দ্বারা যে নমস্কার করা হয়, বাচিক প্রণামের মধ্যে উহা উত্তম বলিয়া কথিত হইয়াছে। পৌরাণিক বা বৈদিক মন্ত্রের দ্বারা যে নমস্কার করা হয়, সেই বাচনিক নতি সর্ব্বদা মধ্যম নমস্কার। মানুষের বাক্যের দ্বারা অর্থাৎ মনুষ্য রচিত স্তোত্রাদি দ্বারা যে নমস্কার করা হয়, হে পার্ব্বতি ! সেই বাচনিক নমস্কার সর্ব্বদা অধম বলিয়া জানিবে ॥ ১৮ ॥

অনন্তর তন্ত্রোক্ত আসনাদি উপচার সকল আয়োজন করিবে। কুসুমরূপ আসন দিবে। কুশল প্রশ্নরূপ স্বাগত সম্ভাষণ করিবে। দেবতার বামভাগে মূলমন্ত্রের দ্বারা আসন দিবে। পুষ্পনির্ম্মিত, কাষ্ঠনির্ম্মিত, বস্ত্রনির্ম্মিত, মৃগচর্ম্মাদি নির্ম্মিত, কুশনির্ম্মিত ও রজতাদি ধাতুনির্ম্মিত দেবতার প্রীতিকারক এই ছয় প্রকার আসন উক্ত হইয়াছে। উপাসক নমোঽন্ত মন্ত্রে পাদদ্বয়ে পাদ্য নিবেদন করিবে। তাহার পর শিরোমন্ত্রে অর্থাৎ স্বাহান্ত মন্ত্রে মস্তকে অর্ঘ্য দিবে। তাহার পর মুখে স্বধান্ত মন্ত্রে আচমন দিবে। মুখপদ্মে স্বধান্ত মন্ত্রে তিনবার আচমন দিবে। তাহার পর স্বধান্ত মন্ত্রে মুখে মধুপর্ক দিবে। স্নানীয় জল ও গন্ধ নমোন্ত মন্ত্রে এবং পুষ্প সকল বৌষড়ন্ত

স্নানার্থমুদকং দত্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে পরমেশ্বরি ! ।
তোয়েন প্রোক্ষণং কৃত্বা দুকূলং বিনিবেদয়েৎ ॥
স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে দত্থাদাচমনীয়কম্ ।
সর্ব্বালঙ্করণং দত্থাদ্ যত্র যৎ তু বিরাজতে ॥
প্রতিমাদৌ যথাযোগ্যং গাত্রে দত্থাৎ তু তত্ত্বগঃ ।
সর্ব্বাঙ্গে চন্দনং দত্থাৎ পুষ্পং দত্থাচ্ছিরোপরি ॥
নমোহন্তকৌ ধূপ-দীপৌ সব্যদক্ষ-ক্রমেণ তু ।
দত্থাৎ তু যোগ্যং পুরতো নৈবেদ্যং ভোজনাদিকম্ ॥
নৈবেদ্যঞ্চ সুধান্তং হি কল্পয়ামি নমো বদেৎ ।
নিবেদয়ামি নৈবেদ্যং যদ্ দ্রব্যৈঃ পরিকল্পিতম্ ॥
ততো নিবেদয়ামীতি সর্ব্বং দত্থান্ মহেশ্বরি ! ॥ ১৯ ॥

নৈবেদ্যাদীনামাচ্ছাদনাবশ্যকত্বম্

গান্ধর্ব্বে—সুনৈবেদ্যাদিকং যৎ তু গন্ধপুষ্পাদিকঞ্চ যৎ ।
সর্ব্বস্যাচ্ছাদনং কার্য্যং যাবদাবাহয়েৎ পরাম্ ॥
রাক্ষসাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তি নিরাচ্ছাদনকং যতঃ ।

মন্ত্রে নিবেদন করিবে। হে পরমেশ্বরি ! স্নানার্থ জল সর্ব্বাঙ্গে দান করিবে। জলের দ্বারা বস্ত্র প্রোক্ষণ করিয়া নিবেদন করিবে। স্নানীয় জল, বস্ত্র ও নৈবেদ্য প্রদত্ত হইলে আচমন দিবে। [দেহের] যেখানে যে অলঙ্কার শোভা পায়, [সর্ব্বাঙ্গে] সেই সমস্ত অলঙ্কার দিবে। তত্ত্বদর্শী সাধক প্রতিমাদিতে যথাযোগ্য স্থানে অলঙ্কার প্রদান করিবে। সর্ব্বাঙ্গে চন্দন দিবে এবং মস্তকে পুষ্প দিবে। দেবতার বামে ও দক্ষিণে নমোহন্ত মন্ত্রে যথাক্রমে ধূপ ও দীপ দিবে। দেবতার সম্মুখে ভক্ষ্য ভোজ্যাদি উপযুক্ত নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। সুধা (বং) মন্ত্রের অন্তে 'নৈবেদ্যং কল্পয়ামি নমঃ' বলিবে। অথবা যে দ্রব্য সমূহের দ্বারা নৈবেদ্য পরিকল্পিত হইবে, তাহা 'নৈবেদ্যং নিবেদয়ামি' মন্ত্রে নিবেদন করিবে। হে মহেশ্বরি ! তাহার পর অন্য সমস্ত উপচার দ্রব্য 'নিবেদয়ামি' এই মন্ত্রে নিবেদন করিবে ॥ ১৯ ॥

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"উত্তম যে নৈবেদ্যাদি বা উত্তম যে গন্ধ পুষ্পাদি— দেবতার আবাহন পর্য্যন্ত এ সকলেরই আচ্ছাদন কর্ত্তব্য। যেহেতু আচ্ছাদন শূন্য বস্তুকে

দেব্যা নৈবেদ্যদানে তু যো বিধিঃ স তু কথ্যতে।
অসংস্কৃতং ন দাতব্যং দেবতাভির্ন গৃহ্যতে ॥ ২০ ॥

নৈবেদ্যদানবিধিঃ

সংস্কারমাহ যামলে—আনীয় দেবীপুরতঃ সংপ্রোক্ষ্য চার্ঘ্যবারিণা।
অস্ত্রমন্ত্রেণ চাভ্যুক্ষ্য ধেনুমুদ্রাং প্রদর্শয়েৎ ॥
তস্যোপরি মূলমন্ত্রমষ্টবারং জপেৎ সুধীঃ।
চক্রমুদ্রাং বিধায়ৈব চিন্তয়েৎ তৎ সুরক্ষিতম্ ॥
যং মন্ত্রৈঃ শোষয়েদ্ দোষং রং মন্ত্রৈর্দাহয়েচ্চ তম্।
বং মন্ত্রৈশ্চামৃতং ভাব্যং ঠং মন্ত্রৈঃ প্লাবয়েচ্চ তৎ ॥
সর্ব্বত্র ভক্ষ্যদ্রব্যেষু এবং সংস্কারমাচরেৎ।
অমৃতোঽপস্তরণমসি স্বাহেতি জলমর্পয়েৎ ॥
'অমুকীদেব্যৈ এতজ্জলং ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা' ইতি দদ্যাৎ।
আপোশানং জলং দত্ত্বা মহাদেব্যৈ নিবেদয়েৎ।
ইদমন্নং সোপকরণং মহাদেব্যৈ স্ব(সু)ধাপি চ।
প্রণবাদ্যৈরুক্তমন্ত্রৈ র্দেবীবক্ত্রে হুনেদ্ গুরুঃ ॥ গুরুরিত্যুপলক্ষণম্।

রাক্ষসেরা গ্রহণ করে। দেবতার নৈবেদ্যদানে যে বিধি, তাহা কথিত হইতেছে। অসংস্কৃত নৈবেদ্য [দেবতাকে] দিবে না, দেবতাগণ তাহা গ্রহণ করেন না ॥ ২০ ॥

যামল তন্ত্রে নৈবেদ্যের সংস্কার বলিতেছেন—"দেবতার সম্মুখে নৈবেদ্য আনিয়া অর্ঘ্যজলের দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া অস্ত্র (ফট্) মন্ত্র দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া ধেনুমুদ্রা দেখাইবে। সুধী সাধক সেই নৈবেদ্যের উপর আটবার মূলমন্ত্র জপ করিবে। চক্রমুদ্রা দেখাইয়া সেই নৈবেদ্য সুরক্ষিত চিন্তা করিবে। 'যং' মন্ত্রে দোষ শোষণ করিবে। 'রং' মন্ত্রের দ্বারা সেই দোষকে দগ্ধ করিবে। 'বং' মন্ত্রে সেই নৈবেদ্যকে অমৃত-স্বরূপ ভাবনা করিবে। 'ঠং' মন্ত্রে সেই নৈবেদ্যকে [অমৃত] প্লাবিত করিবে। সমস্ত ভক্ষ্য দ্রব্যে এইরূপ সংস্কার করিবে। [তাহার পর] 'অমৃতোঽপস্তরণমসি স্বাহা' এই মন্ত্রে জল দিবে। "অমুকীদেব্যৈ এতজ্জলং ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা' এই মন্ত্রে জল দিবে। আপোশান জল দিয়া মহাদেবীকে [সেই সোপকরণ অন্ন] নিবেদন করিবে। "ইদমন্নং সোপকরণং মহাদেব্যৈ স্বধা"—প্রণবাদি উক্ত মন্ত্রে গুরু দেবীর মুখে আহুতি (নিবেদন) করিবেন। 'গুরু' এই পদটী সাধক উপাসকের উপলক্ষণ অর্থাৎ

অগ্রে দেবস্য হস্তাভ্যামুত্থাপ্য মুখসন্নিধৌ।
জগন্মাতর্জগদ্ধাত্র্যমুকি দেবি ততঃ পরম্ ॥
নিবেদয়ামি যৎকিঞ্চিদ্ জুষা(গৃহা)ণেদং হবির্মম।
অনেন মন্ত্রনা দেবি! নিবেদ্য প্রণবাদিনা ॥
বামে বা দক্ষিণে বাপি পঞ্চমুদ্রাঃ প্রদর্শয়েৎ ॥
অঙ্গুল্যঃ কুটিলীভূতা বিরলাগ্রাঃ পরস্পরম্।
গ্রাসমুদ্রা সমাখ্যাতা সব্যে পাণৌ নিযোজয়েৎ ॥ ২১ ॥

প্রাণাদিমুদ্রা

প্রাণাপান-সমানাশ্চোদান-ব্যানৌ চ বায়বঃ।
সমানঃ পঞ্চমো জ্ঞেয়ঃ প্রাণাঃ পঞ্চ সমীরিতাঃ ॥
প্রাণমুদ্রা সমাখ্যাতা প্রাণে হবনকর্ম্মণি।
তর্জ্জনী-মধ্যমাঙ্গুষ্ঠৈস্ত্রিভিরেকীকৃতং যদি ॥
স্যাদপানাহুতৌ মুদ্রা তথাঽনামিক-মধ্যমে।
কনিষ্ঠেন সমাযুক্তা নিযুক্তা ব্যানহোমকে ॥
নিষ্কনিষ্ঠেন যা মুদ্রা সোদান-হবনে স্মৃতা।
সর্ব্বাভিঃ সংস্কৃতা মুদ্রা সমানাহুতি-কর্ম্মণি ॥

গুরু পদটি এখানে উপাসক তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। হে দেবি! দেবতার অগ্রে মুখের নিকটে দুই হাতে নৈবেদ্য উত্তোলন করিয়া "জগন্মাত র্জগদ্ধাত্রি! অমুকি দেবি! নিবেদয়ামি যৎকিঞ্চিদ্ জুষাণেদং হবির্ম্ম"—প্রণবাদি এই মন্ত্রে বামে বা দক্ষিণে নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া পঞ্চ প্রাণ মুদ্রা দেখাইবে। বক্রাকার ও অগ্র-ভাগে পরস্পর অসংলগ্ন অঙ্গুলিগুলি গ্রাসমুদ্রা বলিয়া কথিত হইয়াছে। বাম হাতে এই গ্রাসমুদ্রা দেখাইবে ॥ ২১ ॥

প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচটী প্রাণবায়ু কথিত হইয়াছে। [তন্মধ্যে] সমান বায়ু পঞ্চম জানিবে। প্রাণ বায়ুতে আহুতি কার্য্যে প্রাণমুদ্রা উক্ত হইয়াছে। তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ—তিনটী যদি একত্র হয়, তবে প্রাণমুদ্রা হয়। অনামিকা ও মধ্যমা সেইরূপ অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ সংযুক্ত হইলে অপানাহুতি মুদ্রা হয় অর্থাৎ অপানাহুতিতে অপান মুদ্রা দেখাইবে। অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠা সংযুক্ত হইলে ব্যানহোমে মুদ্রা হয়। কনিষ্ঠা রহিত হইলে যে মুদ্রা হয়, তাহা উদানহোমে উক্ত হইয়াছে। সমস্ত অঙ্গুলির যোগে যে মুদ্রা রচিত হয়, তাহা

ক্ষণং বিলম্ব্য দেব্যা তু স্বীকৃতং তদ্ বিভাবয়েৎ।
যাবদ্ ভুঙ্‌ক্তে হবি র্দেবি! তাবন্ মূলং জপেৎ সুধীঃ॥
ততো মূলেন সলিলং দত্ত্বা হবীংষি সাধকঃ।
তস্মাৎ তেজঃ-সমুন্নত্যৈ দত্ত্বাঽপোশানমুত্তরম্॥

'এতজ্জলম্ অমৃতাপিধানমসি স্বাহে'তি দদ্যাৎ।

ততঃ আচমনং তোয়ং দদ্যাচ্চ মুখবাসনম্।
স্থানং বিশোধ্য তন্মন্ত্রী তাম্বূলং চ নিবেদয়েৎ॥
উক্তেষ্বেতেষু দ্রব্যেষু যৎ কিঞ্চিদ্ দুর্লভং যদি।
তৎ কল্পনীয়ং দেবেশি! মনসা ভাবনেন তু॥
সর্ব্বত্রৈব জলং দেয়মুপচারান্তরান্তরে॥ ২২॥

দ্রব্যাণাং নির্ম্মাল্যতাকালঃ

দ্রব্যবিশেষাণাং নির্ম্মাল্যতানিয়মমাহ যোগিনীহৃদয়ে—

মণিমুক্তাসুবর্ণানি দেবে দত্তানি যানি বৈ।
ন নির্ম্মাল্যং দ্বাদশাব্দং তাম্রপাত্রং তথৈব চ॥
পটী শাটী চ ষন্মাসং নৈবেদ্যং দত্তমাত্রতঃ।
মোদকং কৃষরং চৈব যামার্দ্ধেন চ সুন্দরি!॥

সমানাহুতিতে উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ সমানাহুতিতে সমানমুদ্রা দেখাইবে। ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া দেবী কর্তৃক সেই নৈবেদ্য গৃহীত হইয়াছে, চিন্তা করিবে। হে দেবি! দেবতা যতক্ষণ হবিঃ (নৈবেদ্য) ভোজন করেন, সুধী সাধক ততক্ষণ পর্য্যন্ত মূলমন্ত্র জপ করিবে। তাহার পর সাধক মূলমন্ত্রে জল ও হবিঃ দিয়া তাহা হইতে তেজঃ বৃদ্ধির জন্য [পরে] আপোশান জল দিয়া 'এতজ্জলম্ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা' এই মন্ত্রে জল দিবে। তাহার পর আচমনীয় জল ও মুখবাস তাম্বূল দিবে। মন্ত্রী সেই-স্থান বিশুদ্ধ করিয়া তাম্বূল নিবেদন করিবে। হে দেবেশি! কথিত এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে যদি কোন দ্রব্য দুর্লভ হয়, তবে মনের দ্বারা ভাবনাতেই তাহা কল্পনা করিবে। সকল স্থলেই উপচার দানের মধ্যে মধ্যে জল দিবে॥ ২২॥

যোগিনী হৃদয়ে দ্রব্য বিশেষের নির্ম্মাল্যতার নিয়ম বলিতেছেন—"দেবতাকে যে সমস্ত মণি, মুক্তা ও সুবর্ণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বার বৎসর পর্য্যন্ত নির্ম্মাল্য হয় না। তাম্রপাত্রও সেইরূপ অর্থাৎ বার বৎসর পর্য্যন্ত নির্ম্মাল্য হয় না। পটী (বস্ত্র) ও শাটী ছয় মাস পর্য্যন্ত নির্ম্মাল্য হয় না। নৈবেদ্য দত্তমাত্রেই নির্ম্মাল্য হয়। হে সুন্দরি! মোদক

পট্টবস্ত্রং ত্রিমাসাচ্চ যজ্ঞসূত্রং ত্র্যহঃ স্মৃতম্।
যাবদুষ্ণং ভবেদন্নং পরমান্নং তথৈব চ॥
মস্তকং রুধিরং চৈব অহোরাত্রেণ পার্ব্বতি!।
মুহূর্ত্তং দধি দুগ্ধং চ ত্বাজ্যং যামেন শঙ্করি!॥
করবীরমহোরাত্রং বিল্বপত্রং তথৈব চ।
জবারক্তং চ নির্ম্মাল্যং ভবেৎ সার্দ্ধৈকযামকে॥
যামার্দ্ধেনাপ ঈশানি! তাম্বূলং দত্তমাত্রতঃ।
ন নির্ম্মাল্যঞ্চ দাড়িম্বং তথা বিল্বফলং প্রিয়ে!॥ ২৩॥

ইতি পরিব্রাজকাচার্য্য-পরমহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদ্ব্রহ্মানন্দগিরি-কৃতায়াং শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণ্যামুপচারাদিনির্ণয়ো নাম চতুর্দ্দশোল্লাসঃ

ও কৃষর (খিচুড়ি) যামার্দ্ধেই নির্ম্মাল্য হয়। পট্টবস্ত্র তিন মাসের পর নির্ম্মাল্য হয়। যজ্ঞসূত্র একদিন অনির্ম্মাল্য উক্ত হইয়াছে। অন্ন যতক্ষণ উষ্ণ থাকে, ততক্ষণ অনির্ম্মাল্য। পরামান্নও সেইরূপ। হে পার্ব্বতি! মস্তক ও রুধির অহোরাত্র পর্য্যন্ত অনির্ম্মাল্য থাকে। হে শঙ্করি! এক মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দধি ও দুগ্ধ এবং এক যাম (প্রহর) পর্য্যন্ত আজ্য (ঘৃত) অনির্ম্মাল্য থাকে। করবীর ও বিল্বপত্র অহোরাত্র পর্য্যন্ত অনির্ম্মাল্য থাকে। রক্তজবা দেড় প্রহরে নির্ম্মাল্য হয়। হে ঈশানি! অর্দ্ধ প্রহরে জল নির্ম্মাল্য হয়। তাম্বূল দান মাত্রেই নির্ম্মাল্য হয়। হে প্রিয়ে! দাড়িম্ব নির্ম্মাল্য হয় না। বিল্বফলও সেইরূপ অর্থাৎ নির্ম্মাল্য হয় না॥ ২৩॥

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীর চতুর্দ্দশ উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোল্লাসঃ

অথ শাক্তাচারঃ *

কুলচূড়ামণৌ—দেব্যুবাচ—শৃণু পুত্র ! রহস্যং মে সময়াচারসম্ভবম্
যেন হীনা ন সিধ্যন্তি জন্মকোটিশতৈরপি ॥
অনিত্যকর্ম্ম-সংত্যাগী নিত্যানুষ্ঠান-তৎপরঃ ।
পরস্যাং দেবতায়াস্তু সর্ব্বকর্ম্ম নিবেদয়েৎ ॥
বৃথা ন কালং গময়েদ্ দ্যূতক্রীড়াদিনা সুধীঃ ।
নয়েৎ তু দেবতা-পূজা-জপ-যজ্ঞাদি-কর্ম্মভিঃ ॥
অন্তঃ শাক্তা বহিঃ শৈবাঃ সভায়াং বৈষ্ণবা মতাঃ ।
সর্ব্বদা বিষ্ণুভাবস্তু ভবেৎ সাধকপুঙ্গবঃ ॥
যদি পশ্যেৎ কুলতরুং প্রণমেৎ সাধকস্তদা ॥ ১ ॥

কুলবৃক্ষাঃ

কুলবৃক্ষমাহ তন্ত্রে—অশোকঃ কেশরো বিল্বঃ কর্ণিকারশ্চূতস্তথা ।
নমেরুশ্চ পিয়ালশ্চ সিন্ধুবার-কদম্বকৌ ॥
মরুবকশ্চম্পকশ্চ বিল্বশ্চ দ্বাদশ স্মৃতাঃ ।

শাক্তাচারঃ—কুলচূড়ামণি তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"দেবী বলিলেন—হে পুত্র ! আমার নিকট সময়াচার সম্ভূত রহস্য শ্রবণ কর। যে সময়াচার রহিত হইলে সাধক শত কোটি জন্মেও সিদ্ধ হয় না। অনিত্য অর্থাৎ কাম্য কর্ম্মের ত্যাগী এবং নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তৎপর সাধক পরদেবতাতে সমস্ত কর্ম্ম নিবেদন করিবে। সুধী সাধক দ্যূতক্রীড়াদি দ্বারা বৃথা সময় নষ্ট করিবে না। কিন্তু দেবতার পূজা, জপ ও যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা কাল অতিবাহিত করিবে। সাধকশ্রেষ্ঠ অন্তরে শাক্তভাবাপন্ন এবং বাহিরে শৈবভাবাপন্ন, সভায় বৈষ্ণবভাবাপন্ন বলিয়া জানিবে। সকল সময়ে [অন্তরে] বিষ্ণুভাব-পরায়ণ হইবেন। সাধক যদি কুলবৃক্ষকে দেখে, তবে তখনই তাহাকে প্রণাম করিবে ॥ ১ ॥

তন্ত্রে কুলবৃক্ষ বলিতেছেন—"অশোক, কেশর (নাগকেশর) বিল্ব, কর্ণিকার (সোঁদাল), আম্র, নমেরু, পিয়াল, সিন্ধুবার (নিশুণ্ডী, নীল শেফালিকা), কদম্ব, মরুবক (ঝিন্টি) চম্পক ও বিল্ব—এই বারটী কুলবৃক্ষ বলিয়া কথিত হইয়াছে।"

---

* কুলচূড়ামণির চতুর্থ পটলে (২০ পৃঃ) বিস্তৃত সময়াচার দ্রষ্টব্য।

নমেরু রুদ্রাক্ষঃ। পিয়ালো বৃক্ষবিশেষঃ। সিন্ধুবারো নিশুন্দাখ্যয়া খ্যাতঃ। মরুবকো ঝিন্টিকা। এতে দ্বাদশ কুলবৃক্ষা জ্ঞাতব্যাঃ। অন্যত্রাপি—

শ্লেষ্মাতকঃ করঞ্জাখ্যো নিম্বাশ্বত্থ-কদম্বকাঃ।
বিল্বোঽশোকশ্চম্পকশ্চ ইত্যষ্টৌ কুলপাদপাঃ॥

শ্লেষ্মাতকো বহেড়াবৃক্ষ ইতি খ্যাতঃ।

তিষ্ঠন্তি কুলযোগিন্যঃ সর্ব্বেষ্বেতেষু সর্ব্বদা।
ন স্বপেৎ কুলবৃক্ষাধো ন চোপদ্রবমাচরেৎ॥ ২॥

যামলে—আরামে পর্ব্বতে চৈব নির্জ্জনে শূন্যমণ্ডপে।
চতুষ্পথে কলামধ্যে যদি দৈবাদ্ গতির্ভবেৎ॥
ক্ষণং স্থি(ধ্যা)ত্বা মনুং জপ্ত্বা নত্বা গচ্ছেদ্ যথা সুখম্॥

চতুষ্পথে দেব্যাঃ পীঠে ইত্যর্থঃ। তথাচোক্তং যামলে—

চতুষ্পথঃ স বিজ্ঞেয়ো যত্র স্যাৎ তারিণী শুভা।

তরণকর্ত্তৃত্বাৎ তারিণীত্যর্থঃ॥ ৩॥

পীঠনিরূপণম্

পীঠমাহ গান্ধর্ব্বে—কামরূপং মহাপীঠং বারাণসীং ততঃ পরম্।
নেপালঞ্চ মহাপীঠং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনকং তথা॥
পুরস্থিরং মহাদেবি! চরস্থিরমতঃপরম্।

নমেরু—অর্থ রুদ্রাক্ষ। পিয়াল—এক প্রকার বৃক্ষ। সিন্ধুবার—নিশুন্দা। মরুবক—ঝিন্টিকা। এই বারটী কুলবৃক্ষ জানিবে। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—"শ্লেষ্মাতক (বহেড়া), করঞ্জ, নিম্ব, অশ্বত্থ, কদম্ব, বিল্ব, অশোক ও চম্পক—এই আটটী কুলবৃক্ষ। শ্লেষ্মাতক শব্দের অর্থ—বহেড়া বৃক্ষ। কুলযোগিনীগণ সর্ব্বদা এই সমস্ত বৃক্ষে বাস করেন। কুলবৃক্ষের নিম্নে নিদ্রা যাইবে না, কিম্বা বৃক্ষের কোন অনিষ্ট করিবে না"॥ ২॥

যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"আরামে (উপবন-বাগান), পর্ব্বতে, নির্জ্জন প্রদেশে, শূন্যমণ্ডপে, চতুষ্পথে বা কলা (স্ত্রীগণের) মধ্যে যদি দৈবাৎ গমন করে, তবে ক্ষণকাল অবস্থান করিয়া মন্ত্র জপ করিয়া প্রণাম করিয়া যথা সুখে অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে সুখে গমন করিবে।" চতুষ্পথ-শব্দের অর্থ—দেবীর পীঠে। যামল তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"যেখানে শুভপ্রদায়িনী তারিণী অবস্থান করেন, তাহা চতুষ্পথ বলিয়া জানিবে।" তারিণী শব্দের অর্থ—তিনি তরণ (উদ্ধার) করেন, এইজন্য তিনি তারিণী॥ ৩॥

গন্ধর্ব্ব তন্ত্রে পীঠ বলিতেছেন—"হে মহাদেবি! মহাপীঠ কামরূপ, বারাণসী,

পূর্ণশৈলং মহাপীঠং অর্ব্বুদং চ ততঃ পরম্ ॥
কাশ্মীরঞ্চ তথা পীঠং কান্যকুব্জ মথো ভবেৎ ।
আম্রাতকেশ্বরং পীঠমেকাম্রঞ্চ তথা শিবে ! ॥
ত্রিস্রোতঃ পীঠমুদ্দিষ্টং কামকোটিমতঃ পরম্ ।
কৈলাসং ভূতনগরং কেদারং পীঠমুত্তমম্ ॥
শ্রীপীঠঞ্চ তথোঙ্কারং জালন্ধরমতঃ পরম্ ।
মালবঞ্চ কুলান্তঞ্চ দেবমাতৃকমেব চ ॥
গোকর্ণঞ্চ তথা দেবি ! মারুতেশ্বরমেব চ ।
অট্টহাসং চ বিরজং রাজগিরিমতঃ পরম্ ॥
পীঠং কোল্বগিরিঞ্চৈব এলাপুরমতঃ পরম্ ।
কালেশ্বরং মহাপীঠং প্রণবঞ্চ জয়ন্তিকাম্ ॥
পীঠমুজ্জয়িনীং চৈব ক্ষীরিকাপীঠমেব চ ।
হস্তিনাপুরকং পীঠং পীঠমুড্ডীশমেব চ ॥
প্রয়াগং চৈব ষষ্ঠীশং মায়াপুর-জলেশ্বরৌ ।
মলয়ঞ্চ মহাপীঠং শ্রীশৈলং চ তথা প্রিয়ে ! ॥
মেরুগিরিং মহেন্দ্রঞ্চ বামনঞ্চ মহেশ্বরি ! ।
হিরণ্যপুরকং পীঠং মহালক্ষ্মীপুরং তথা ॥
উড্ডীয়ানং মহাপীঠং ছায়াপুর (পীঠ) মতঃ পরম্ ।
(পীঠান্যেতানি দেবেশি ! শস্তানি জপকর্ম্মসু) ॥ ৪ ॥

নেপাল, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনক, পুরস্থির, চরস্থির, তাহার পর মহাপীঠ পূর্ণশৈল, অর্ব্বুদ, তাহার পর কাশ্মীর, অনন্তর কান্যকুব্জ পীঠ, আম্রাতকেশ্বর, একাম্র—এইগুলি পীঠ। হে শিবে! ত্রিস্রোতঃও পীঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। হে দেবি! তাহার পর কৈলাস, ভূতনগর, মনোহর কেদার পীঠ, শ্রীপীঠ, ওঙ্কারপীঠ, অনন্তর জালন্ধর, মালব, কুলান্তক ও দেবমাতৃক, গোকর্ণ, মারুতেশ্বর, অট্টহাস, বিরজা, রাজগিরি, তাহার পর কোল্বগিরি, এলাপুর, তাহার পর মহাপীঠ কালেশ্বর, প্রণব, জয়ন্তিকা, উজ্জয়িনীপীঠ, ক্ষীরিকাপীঠ, হস্তিনাপুরপীঠ, উড্ডীশপীঠ, প্রয়াগ, ষষ্ঠীশ, মায়াপুর, জলেশ্বর, মহাপীঠ মলয়, শ্রীশৈল, হে প্রিয়ে! হে মহেশ্বরি! তাহার পর মেরুগিরি, মহেন্দ্র, বামন, হিরণ্যপুর পীঠ, মহালক্ষ্মীপুর পীঠ, উড্ডীয়ান, ছায়াপুর—এইগুলিকে পীঠস্থান জানিবে। হে দেবেশি! জপকর্ম্মে এই পীঠগুলি প্রশস্ত ॥ ৪ ॥

পীঠস্থানজপফলম্

ফলমাহ যোগিনীহৃদয়ে—বারাণস্যাং সদা পূজা সম্পূর্ণফলদায়িনী।
ততস্তদ্দ্বিগুণা প্রোক্তা পুরুষোত্তম-সন্নিধৌ ॥
ততোঽপি দ্বিগুণা প্রোক্তা দ্বারাবত্যাং বিশেষতঃ।
সর্ব্বক্ষেত্রেষু তীর্থেষু পূজা দ্বারাবতীসমা ॥
বিন্ধ্যে শতগুণা প্রোক্তা গঙ্গায়ামপি তৎসমা।
আর্য্যাবর্ত্তে মধ্যদেশে ব্রহ্মাবর্ত্তে তথৈব চ ॥
বিন্ধ্যবৎ ফলদা প্রোক্তা প্রয়াগে পুষ্করে তথা।
ততশ্চতুর্গুণা প্রোক্তা করতোয়া-নদীতটে ॥
ততশ্চতুর্গুণা প্রোক্তা নদীকুণ্ডে চ ভৈরবে।
ততশ্চতুর্গুণা প্রোক্তা বাল্মীকীশ্বরসন্নিধৌ ॥
তত্র সিদ্ধেশ্বরী-যোনৌ ততোঽপি দ্বিগুণা স্মৃতা।
ততশ্চতুর্গুণা প্রোক্তা লৌহিত্য-নদকুণ্ডকে ॥
তৎসমা কামরূপে তু সর্ব্বত্রৈব জলে স্থলে।
দেবীপূজা তথা শস্তা কামরূপে সুরালয়ে ॥
দেবীক্ষেত্রং কামরূপং বিদ্যতেঽন্যন্ন তৎসমম্।
অন্যত্র বিরলা দেবী কামরূপে গৃহে গৃহে ॥

যোগিনীহৃদয়ে ফল বলিতেছেন—"বারাণসী পীঠে নিত্য পূজা সম্পূর্ণ ফল দান করে। পুরুষোত্তমের নিকট পূজা তাহার দ্বিগুণ ফলপ্রদা কথিত হইয়াছে। বিশেষতঃ দ্বারাবতী ক্ষেত্রে তাহারও দ্বিগুণ ফল কথিত হইয়াছে। সমস্ত তীর্থে যে পূজা, তাহা দ্বারাবতীর সমান অর্থাৎ দ্বারাবতী ক্ষেত্রে পূজার সমান। বিন্ধ্য পর্ব্বতে পূজা শতগুণ ফলপ্রদা, গঙ্গাতেও পূজা তৎতুল্য ফলপ্রদা। আর্য্যাবর্ত্ত, মধ্যদেশ ও ব্রহ্মাবর্ত্তে পূজা বিন্ধ্য পর্ব্বতে পূজার ন্যায় ফলপ্রদা কথিত হইয়াছে। প্রয়াগে ও পুষ্করক্ষেত্রে তাহার চতুর্গুণ কথিত হইয়াছে। নদীকুণ্ডে ও ভৈরবে তাহার চতুর্গুণ, বাল্মীকীশ্বর নিকটে এবং তত্রত্য সিদ্ধেশ্বরী যোনিতে পূজা তাহা হইতেও দ্বিগুণ ফলপ্রদা কথিত হইয়াছে। লৌহিত্য নদের কুণ্ডে পূজা তাহা হইতেও দ্বিগুণ ফলপ্রদা। কামরূপে পূজা তাহার সমান। দেবভূমি কামরূপে জলে স্থলে সর্ব্বত্রই দেবীপূজা অতি প্রশস্তা। কামরূপ দেবীর ক্ষেত্র, তাহার তুল্য অন্য কোন ক্ষেত্র নাই। অন্যত্র দেবী বিরলা অর্থাৎ কোন কোন স্থানে থাকেন, কিন্তু কামরূপে গৃহে গৃহে থাকেন।

ততশ্চতুর্গুণা প্রোক্তা নদীকুণ্ডস্য মস্তকে।
ততোঽপি দ্বিগুণা প্রোক্তা দারুকে শিবলিঙ্গকে ॥
ততোঽপি দ্বিগুণা প্রোক্তা শৈলপুত্র্যাঃ স্বযোনিষু।
ততঃ শতগুণং প্রোক্তং কামাখ্যা-যোনিমণ্ডলম্ ॥
কামাখ্যায়াং মহামায়া-পূজাং * যদি সকৃচ্চরেৎ।
স চেহ লভতে কামং পরত্র শিবরূপতাম্ ॥
এষু স্থানেষু দেবেশি! যদি দৈবাদ্ গতির্ভবেৎ।
তদা পূজাদিকং কৃত্বা নত্বা গচ্ছেদ্ যথা সুখম্ ॥ ৫ ॥

কলামধ্যে কলা প্রকৃতিস্তস্যাঃ সমূহমধ্যে গত্বা পূজাদিকং কৃত্বা নত্বা সুখং গচ্ছেদিত্যর্থঃ। তথাচোক্তং সময়াতন্ত্রে—

স্ত্রীসমীপে কৃতা পূজা জপশ্চ পরমেশ্বরি!।
কামরূপাচ্ছতগুণোঽব্যয়শ্চ সমুদীরিতঃ ॥

কুলার্ণবেঽপি—একলিঙ্গং শ্মশানঞ্চ সমূহং যোষিতামপি।
নারীঞ্চ রক্তবসনাং দৃষ্ট্বা বন্দেত ভক্তিতঃ ॥
গৃধ্রং বীক্ষ্য মহাকালীং জম্বুকীং যমদূতিকাম্।

নদীকুণ্ডের মস্তকে পূজা তাহার চতুর্গুণ ফলপ্রদা কথিত হইয়াছে। দারুকক্ষেত্রে শিবলিঙ্গের নিকট তাহারও দ্বিগুণ ফল কথিত হইয়াছে। শৈলপুত্রীর নিজের যোনিক্ষেত্রে তাহা হইতেও দ্বিগুণ ফল কথিত হইয়াছে। কামাখ্যা যোনিমণ্ডল তাহা হইতে শতগুণ ফলপ্রদ কথিত হইয়াছে। কামাখ্যায় যদি একবার মহামায়ার পূজা করে, তবে সে ইহলোকে কাম্য ফল ও পরলোকে শিবরূপতা (শিব-সাযুজ্য) প্রাপ্ত হয়। হে দেবেশি! এই সমস্ত স্থানে যদি দৈবাৎ গমন হয়, তবে পূজাদি করিয়া প্রণাম করিয়া সুখে অভিলষিত স্থানে গমন করিবে ॥ ৫ ॥

"কলামধ্যে" এই পদের অর্থ—কলা হইতেছে প্রকৃতি, তাহাদিগের মধ্যে। "যদি দৈবাৎ গতির্ভবেৎ" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—যাইয়া পূজাদি করিয়া প্রণাম করিয়া সুখে গমন করিবে। সময়াতন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"হে পরমেশ্বরি! স্ত্রীগণের নিকট অনুষ্ঠিত পূজা ও জপ কামরূপ হইতে শতগুণ ফলপ্রদ ও অব্যয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

কুলার্ণবতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—"মানব একলিঙ্গ, শ্মশান, স্ত্রীবৃন্দসমূহ এবং রক্তবসনা নারীকে দেখিয়া ভক্তির সহিত স্তুতি করিবে। গৃধ্র, মহাকালী, জম্বুকী

* ক পুস্তকেঽত্র—'জপপূজামিতি' পাঠো দৃশ্যতে।

কৃষ্ণমার্জ্জার-ভূকাকৌ শ্যেনং ক্ষেমঙ্করীং তথা ॥
কুররঞ্চ নমস্কুর্য্যাদিদং মন্ত্রং পঠন্নরঃ ॥
কৃশোদরি ! মহাচণ্ডে ! মুক্তকেশি ! বলিপ্রিয়ে ! ।
কুলাচারপ্রসন্নাস্যে নমস্তে শঙ্করপ্রিয়ে ! ॥
পিতৃভূমিং ব্যসুং দৃষ্ট্বা প্রদক্ষিণমনুব্রজন্ ।
প্রণম্যাঽনেন মনুনা মন্ত্রী সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥
ওঁ ঘোরদংষ্ট্রে ! করালাস্যে ! কিটিশব্দ-নি(প্র)নাদিনি ! ।
গুরুঘোররবাস্ফালে ! নমস্তে চিতিবাসিনি ! ॥
রক্তবস্ত্রং তথা পুষ্পং বিলোক্য ত্রিপুরাম্বিকাম্ ।
প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমাবিমং মন্ত্রং পঠন্নরঃ ॥
ওঁ বন্ধূক-পুষ্পসঙ্কাশে ! ত্রিপুরে ! ভয়নাশিনি ! ।
ভাগ্যোদয়সমুৎপন্নে ! নমস্তে বরবর্ণিনি ! ॥
কৃষ্ণবস্ত্রং তথা পুষ্পং রাজানং রাজপুত্রক(রুষ)ম্ ।
হস্ত্যশ্ব-রথ-শস্ত্রাণি ফলকান্ বীরপুরুষান্ ॥

(শৃগালী), যমদূতীকা (কাকী) কৃষ্ণবর্ণ বিড়াল, ভূকাক (ক্ষুদ্র কাক—দাঁড় কাক), শ্যেন, ক্ষেমঙ্করী দেবী ও কুররকে (কুরলপাখীকে) দেখিয়া এই মন্ত্র অর্থাৎ "কৃশোদরি" ইত্যাদি নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে নমস্কার করিবে। উক্ত মন্ত্রের অর্থ—হে কৃশোদরি ! হে মহাচণ্ডে ! হে মুক্তকেশি ! হে বলিপ্রিয়ে ! হে কুলাচার-প্রফুল্ল-বদনে ! হে শঙ্করপ্রিয়ে ! তোমায় নমস্কার। সাধক পিতৃভূমি (শ্মশান) ও ব্যসুকে (বিগতপ্রাণ—শবকে) দেখিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া এই মন্ত্রে অর্থাৎ নিম্নোক্ত "ঘোরদ্রংষ্ট্রে" ইত্যাদি মন্ত্রে নমস্কার করিয়া সুখ প্রাপ্ত হয়। উক্ত মন্ত্রের অর্থ—হে ঘোরদ্রংষ্ট্রে ! হে ভয়ঙ্কর-বদনে ! হে কিটিশব্দোচ্চারণকারিণি ! হে ঘোর শব্দে আস্ফালনকারিণি ! হে চিতি (চিতায়) বাসকারিণি ! তোমাকে নমস্কার। সাধক নর রক্তবস্ত্র, রক্ত পুষ্প ও ত্রিপুরাদেবীকে দেখিয়া এই মন্ত্র অর্থাৎ মূলোক্ত "বন্ধূক-পুষ্প-সঙ্কাশে !" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। উক্ত মন্ত্রের অর্থ—'হে বন্ধূক পুষ্পের ন্যায় দীপ্তিযুক্তে ! হে ত্রিপুরে ! হে ভয়নাশিনি ! হে ভাগ্যোদয় সমুৎপন্নে ! (সৌভাগ্যবশে মূর্ত্তিধারিণি !) হে বরবর্ণিনি ! তোমাকে নমস্কার। যে ব্যক্তি কৃষ্ণ বস্ত্র, ও কৃষ্ণ পুষ্প, রাজা ও রাজপুত্র, হস্তী, অশ্ব, রথ, শস্ত্র, ফলক, বীর পুরুষ,

মহিষং কুলদেবং চ দৃষ্ট্বা মহিষমর্দ্দিনীম্।
প্রণমেদ্ জয়দুর্গাং চ স চ বিঘ্নৈর্ন লিপ্যতে ॥
ফলকো নট ইতি খ্যাতঃ। ওঁ জয় দেবি! জগদ্ধাত্রি! ত্রিপুরাদ্যে! ত্রিদৈবতে!।
ভক্তেভ্যো বরদে দেবি! মহিষঘ্নি! নমোঽস্তু তে ॥
মদ্যভাণ্ডং সমালোক্য মৎস্যং মাসং বরস্ত্রিয়ম্। *
দৃষ্ট্বা চ ভৈরবীং দেবীং প্রণমেদ্ বিমৃশন্ মনুম্ ॥
ওঁ ঘোরবিঘ্ন-বিনাশায় কুলাচার-সমৃদ্ধয়ে।
নমামি বরদে! দেবি! মুণ্ডমালা-বিভূষিতে ॥
রক্তধারা-সমাকীর্ণ-বদনে! † ত্বাং নমাম্যহম্।
সর্ব্ববিঘ্নহরে! দেবি! নমস্তে হরবল্লভে! ॥
যঃ শিবারুদিতং শ্রুত্বা শিবদূতীং শুভপ্রদাম্।
প্রণমেৎ সাধকো ভক্ত্যা তস্য কামঃ করে স্থিতঃ ॥
এতেষাং দর্শনেনৈব যদি নৈবং প্রকুর্ব্বতে।
শক্তিমন্ত্রং পুরস্কৃত্য তস্য সিদ্ধির্ন জায়তে ॥

মহিষ, কুলদেবতা ও মহিষ মর্দ্দিনী জয়দুর্গাকে দেখিয়া নিম্নোক্ত "জয়দেবি!" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে প্রণাম করে, সে বিঘ্নসমূহের দ্বারা অভিভূত হয় না। "ফলক" এই শব্দটী নট অর্থে—প্রসিদ্ধ। উক্ত মন্ত্রের অর্থ—'হে দেবি! জয় হউক। হে জগদ্ধাত্রি! হে চণ্ডে! হে ত্রিপুরাদ্যে! হে ত্রিদৈবতে! হে ভক্তগণের প্রতি বরদে! হে দেবি মহিষঘ্নি! তোমায় নমস্কার। মদ্যভাণ্ড, মৎস্য, মাংস, শ্রেষ্ঠ রমণী ও দেবী ভৈরবীকে দেখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র অর্থাৎ "ঘোরবিঘ্ন-বিনাশায়" ইত্যাদি মূলোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে প্রণাম করিবে। উক্ত মন্ত্রের অর্থ—"হে দেবি! ' হে বরদে! হে মুণ্ডমালাবিভূষিতে! ঘোর বিঘ্ন-বিনাশের জন্য এবং কুলাচারের সমৃদ্ধির জন্য তোমাকে নমস্কার করি। হে রক্তধারায় সমাকীর্ণ-বদনে! তোমাকে আমি প্রণাম করি। হে সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনি! হে দেবি! হে বল্লভে! তোমাকে নমস্কার। যে ব্যক্তি শিবাধ্বনি শ্রবণ করিয়া শুভদায়িনী শিবদূতীকে ভক্তির সহিত প্রণাম করে, তাহার সমস্ত কাম্য ফল করতলস্থিত হয়। ইঁহাদিগের দর্শনে যদি শক্তিমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক এইরূপ প্রণামাদি না করা হয়, তবে তাহার

* ক পুস্তকেঽত্র—"গঙ্গাজলং সমালোক্য মৎস্যং মাংসং বরস্ত্রিয়"মিতি পাঠো দৃশ্যতে। † ক পুস্তকেঽত্র—"রক্তধারা-সমাকীর্ণাং বরদে" ইতি পাঠঃ।

এতেষাং মারণোচ্চাট-হিংসনং বাগুরাদিভিঃ।
কুরুতে যদি পাপাত্মা স মদ্ভক্তঃ কথং ভবেৎ ॥
এতৎ কর্ত্তুং প্রসক্তো যস্তস্যার্থং তমসা লিখেৎ ॥ ৬ ॥

নিত্যসংকেতঃ স্তবঃ *

কুলচূড়ামণৌ নিত্যসঙ্কেতস্তবমাহ—শ্রীদেব্যুবাচ—

ওঁ ত্রিপুরা ত্রিপুরেশী চ সুন্দরী পুরসুন্দরী।
শ্রীমালিনী চ সিদ্ধাম্বা মহাত্রিপুর-সুন্দরী॥
প্রকটাস্যা তথা নিদ্রা গুপ্তা গুপ্ততরা পরা।
সম্প্রদায়কুলা কৌলরহস্যাতিরহস্যগা ॥
পরাপররহস্যা চ তথা কামেশ্বরী শুভা।
ভগমালা তথা ক্লিন্না ভেরুণ্ডা বহ্নিসুন্দরী ॥
মহাবিদ্যেশ্বরী দূতী ত্বরিতা কুলসুন্দরী।
নিত্যা নীলপতাকা চ বিজয়া সর্ব্বমঙ্গলা ॥
জ্বালাংশুমালিনী চিত্রা বশিনী শুভগা কুলা।
পূর্ণাখ্যা চ তথা বৎস! কামেশী মোদিনী তথা ॥
বিমলা অরুণা দেবী জয়ন্তী কুলভৈরবী।
সর্ব্বেশ্বরী তথা কৌলী বাগিশী সর্ব্বকামিনী ॥
সিদ্ধেশ্বরী তথা চোগ্রা দুর্গা মহিষমর্দ্দিনী।
স্বপ্নাবতী শূলিনী চ মাতঙ্গী সুরসুন্দরী ॥
মহাকালী মহোগ্রা চ চিত্ররূপা মহোদরী।
প্রাণবিদ্যা তথৈকাক্ষী চৈকপাদা মহাঙ্কুশা ॥
বামা শিবা তথা জ্যেষ্ঠা সুরূপা চারুহাসিনী।
ত্রিখণ্ডা ত্রিশিরা সৌরী গৌরী বিন্ধ্যনিবাসিনী ॥

সিদ্ধি জন্মে না। বাগুরাদি দ্বারা যদি ইঁহাদের বধ, উচ্চাটন বা হিংসা করে, তবে সে আমার ভক্ত কিরূপে হইবে? যে ব্যক্তি এই সমস্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহার অর্থ (ফল) অন্ধকারে লিখিতে হয় অর্থাৎ তাহার সিদ্ধি অন্ধকারাবৃত হইয়াই থাকে—প্রকাশিত হয় না ॥ ৬ ॥

* নিত্যসংকেত স্তবটী অতি সরল বলিয়া উহার সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রদত্ত হইল না।

ক্ষোভিণী নাদিনী ভদ্রা ললিতা বহুরূপিকা।
সর্ব্বসম্পৎকরী তারা ভবানী বিশ্ববাসিনী॥
কূটেশ্বরী মহাবিদ্যা কথিতা তব ভৈরব!।
উপাসকান্ মহাদেব! শৃণু চৈকমনাঃ স্বয়ম্॥
মনুশ্চন্দ্রঃ কুবেরশ্চ মন্মথস্তদনন্তরম্।
লোপা মুদ্রাপতি-(মুনি)র্নন্দী শক্রঃ স্কন্দঃ শিবস্তথা॥
ক্রোধভট্টারকশ্চৈব শক্তির্নাম প্রকীর্ত্তিতা।
দুর্ব্বাসা ব্যাস-সূর্য্যৌ চ বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ॥
ঔর্ব্বো বহ্নির্যমশ্চৈব নিঋ‍র্তির্বরুণস্তথা।
বায়ুর্বিষ্ণুঃ স্বয়ম্ভুশ্চ ভৈরবো গণকস্তথা।
অনিরুদ্ধো ভরদ্বাজো দক্ষিণামূর্ত্তিরেব চ॥
গণপাঃ কুলপাশ্চৈব লক্ষ্মীর্গঙ্গা সরস্বতী।
ধাত্রী শেষঃ প্রমত্তশ্চ উন্মত্তঃ কুলভৈরবঃ॥
ক্ষেত্রপালো হনূমাংশ্চ দক্ষো গরুড় এব চ।
শুকদেবঃ প্রহ্লাদশ্চ রামো রাবণ এব চ।
কাশ্যপঃ কৌৎস-কুন্তৌ চ জমদগ্নির্ভৃগুস্তথা॥
বৃহস্পতির্যত্নুশ্রেষ্ঠো দত্তাত্রেয়ো যুধিষ্ঠিরঃ।
অর্জ্জুনো ভীমসেনশ্চ দ্রোণাচার্য্যো বৃষাকপিঃ॥
দুর্য্যোধনস্তথা কুন্তী সীতা চ রুক্মিণী তথা।
সত্যভামা দ্রৌপদী চ উর্ব্বশী চ তিলোত্তমা॥
পুষ্পদন্তো মহাবুদ্ধো বালঃ কালশ্চ মন্দরঃ।
কৈলাসঃ ক্ষীরসিন্ধুশ্চ উদধির্হিমবাংস্তথা॥
নারদশ্চ মহাবীরাঃ কথিতা বীরসাধকাঃ।
মহাবিদ্যা-প্রসাদেন স্বস্বকর্ম্ম-সমাহিতাঃ॥
এতেষাং বৎস! নাম্নাপি নিত্যবিদ্যোপসেবিনাম্।
প্রাতঃকালে শুচির্ভূত্বা যঃ পঠেৎ প্রযতাত্মবান্॥

হে বৎস! প্রাতঃকালে শুচি হইয়া যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে নিত্য বিদ্যার অনুশীলনকারী এই মহাপুরুষগণের নামটীও পাঠ (উচ্চারণ) করে এবং পূজাকালে

পূজাকালে শুচির্ভূত্বা প্রপঠেৎ স্তোত্রমুত্তমম্ ।
অশুচির্ব্বা নিরালম্বামালম্ব্য চ কুলান্তিকে ॥
নিত্যপূজাফলং তস্য দদামি বরমীপ্সিতম্ ॥
চক্র-সঙ্কেতকং চৈব গুরু-সঙ্কেতকং তথা ।
মন্ত্র-সঙ্কেতকঞ্চৈব নাম-সঙ্কেতকং তথা ॥
সময়াচার-সঙ্কেতং ন জ্ঞাত্বা যোঽত্র বর্ত্ততে ।
জপ-পূজার্চ্চনা-হোমস্ত্বভিচারায় কল্পতে ॥
ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু ভবেৎ সঙ্কেতবান্ ধ্রুবম্ ॥

ইতি কুলচূড়ামণৌ নিত্যসঙ্কেতস্তবরাজঃ সমাপ্তঃ ।

দেহপাতেঽপি মোক্ষঃ স্যাৎ সময়াচারপালনাৎ ।
ইতি ফলশ্রুতেঃ কাম্যমপি ॥ ৭ ॥

অথ শিবাবলিঃ

বিশ্বসারে—শিবাবলিং নিবেদ্যাথ তোষয়েদ্ জগদম্বিকাম্ ।
ন দদাতি বলিং যস্তু শিবায়াঃ শিবতাপ্তয়ে ॥
স পাপিষ্ঠো ন সহেত কুলদেব্যাঃ প্রপূজনে । ইতি যামলবচনাৎ ।
তথাচ যামলে—পশুরূপাং শিবাং দেবীং যো নার্চ্চয়তি নির্জনে ।
শিবারাবেণ তস্যাঽশু সর্ব্বং নশ্যতি নিশ্চিতম্ ॥

শুচি হইয়া এই উত্তম স্তোত্র পাঠ করে, অশুচি হইয়াও কুলান্তিকে নিরালম্বা দেবীকে অবলম্বন (ধ্যান) করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, তাহাকে পূজার ফল ও ঈপ্সিত বর দান করি। চক্র সংকেত, গুরু সংকেত, মন্ত্র সংকেত, নাম সংকেত ও সময়াচার সঙ্কেত না জানিয়া যে ব্যক্তি ভূমণ্ডলে অবস্থান করে, তাহার জপ, পূজা (নিত্যপূজা), অর্চ্চনা ও হোম অভিচারের নিমিত্ত হইয়া থাকে। এই স্তোত্র পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই সংকেতবান্ হয়। "সময়াচার পালনে দেহপাত হইলেই মোক্ষ হয়"—এইরূপ ফলশ্রুতি থাকায় উহা কাম্যও বটে ॥ ৭ ॥

শিবাবলি :—বিশ্বসারতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"অনন্তর শিবাবলি নিবেদন করিয়া জগদম্বিকাকে সন্তুষ্ট করিবে। কারণ যামল তন্ত্রের বচন আছে যে,—যে ব্যক্তি শিবত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত শিবাবলি প্রদান করে না, সে পাপিষ্ঠ কুলদেবীর পূজায় সমর্থ হয় না।" যামল তন্ত্রেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"যে ব্যক্তি নির্জ্জনে দেবীস্বরূপিণী পশুরূপা শিবাকে অর্চ্চনা করে না, শিবার শব্দে (ডাকে) তাহার সমস্তই

জপ-পূজা-বিধানানি যৎকিঞ্চিৎ সুকৃতানি চ।
গৃহীত্বা শাপমাদায় শিবা রোদিতি নির্জ্জনে ॥ ৮ ॥
তন্ত্রে—কালিকালীতি বক্তব্যে তত্রোমা শিবরূপিণী।
শিবারূপধরাঽঽয়াতি পরিবারগণৈঃ সহ ॥
অবশ্যমন্নদানেন নিয়তং তোষয়েচ্ছিবাম্ ॥

শিবাবলের্নিত্যত্বম্

নিত্যশ্রাদ্ধে যথা সন্ধ্যা-বন্দনে পিতৃতর্পণে।
তথৈব বলিদানেঽপি নিত্যতা কুলপূজনে ॥
যামলে—বিল্বমূলে নদীতীরে শ্মশানে বাপি সাধকঃ।
মাংস-প্রধানং নৈবেদ্যং সন্ধ্যাকালে নিবেদয়েৎ ॥ ৯ ॥

শিবাবলিদানমন্ত্রঃ

বলিমন্ত্রমাহ—ওঁ গৃহ দেবি! মহাভাগে! শিবে! কালাগ্নিরূপিণি!
শুভাশুভফলং ব্যক্তং ব্রূহি গৃহ্ণ বলিং তব ॥
এবমুচার্য্য দাতব্যো বলিঃ কুলজনৈঃ প্রিয়ে!।
একয়া ভুজ্যতে যত্র সাধকানাং হিতায় চ ॥
তদৈব সর্ব্বশক্তীনাং প্রীতিঃ পরমদুর্ল্লভা।

শীঘ্র নষ্ট হয়—ইহা নিশ্চিত। [তাহার] জপ, পূজা ও অন্যান্য কর্ম্ম এবং যে কিছু সুকৃত সমস্তই শিবা গ্রহণ করিয়া শাপ প্রদান করিয়া নির্জ্জনে রোদন করেন ॥ ৮ ॥"

তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"কালি! কালি!" এই বলিলে শিবস্বরূপিণী উমা শিবারূপ ধারণ করিয়া পরিবারগণের সহিত সেখানে আগমন করেন। নিত্য অন্নদান দ্বারা শিবাকে অবশ্যই সন্তুষ্ট করিবে। নিত্যশ্রাদ্ধে, সন্ধ্যা-বন্দনে এবং পিতৃতর্পণে যেরূপ নিত্যতা আছে, অর্থাৎ ঐ সমস্ত যেমন অবশ্য কর্ত্তব্য। বলিদানে এবং কুলপূজায়ও সেইরূপ নিত্যতা আছে।" যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"সাধক সন্ধ্যাকালে বিল্বমূলে, নদীতীরে বা শ্মশানে মাংসপ্রধান নৈবেদ্য নিবেদন করিবে ॥ ৯ ॥"

বলিমন্ত্র বলিতেছেন—[বলিমন্ত্রের অর্থ—] "হে মহাভাগে! হে শিবে! হে কালাগ্নিরূপিণি! হে দেবি! তোমার বলি গ্রহণ কর এবং [আমার] শুভাশুভ স্পষ্ট করিয়া বল।" হে প্রিয়ে! কুলজন কর্ত্তৃক এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বলিদান কর্ত্তব্য। সাধকের কল্যাণের জন্য যেখানে একটি শিবা বলি ভোজন করে, সেই

ভুক্ত্বা রৌতি যদৈশান্যাং মুখমুত্তোল্য সুস্বরম্ ॥
তদৈব মঙ্গলং দেবি! নান্যথা ভবতি ধ্রুবম্।
যদা ন গৃহ্যতে ন্যূনং তদা নৈব শুভং ভবেৎ ॥
এবং জ্ঞাত্বা মহেশানি! শান্তি-স্বস্ত্যয়নং চরেৎ।
পশুশক্তিঃ পক্ষিশক্তির্নরশক্তির্যথাক্রমাৎ ॥
পূজনাদ্ বিগুণং কর্ম্ম সগুণং সাধয়েদ্ যতঃ।
তেন সর্ব্বপ্রযত্নেন কর্ত্তব্যং পূজনং মহৎ ॥ ১০ ॥

শিবাপূজাদি-ফলম্

পূজাজপাদেঃ ফলমাহ—দহেৎ তৃণং যথা বহ্নিস্তথা শক্রূন্ জয়েৎ সদা।
স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়ং রুদ্রো ন সংশয়ঃ ॥
অন্তে নিরাময়ং ব্রহ্ম মন্ত্রী ভবতি নান্যথা।
যা নারী প্রজপেদ্ বিদ্যাং সা ভবেৎ পরমেশ্বরী ॥
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী বন্ধ্যা বা মৃতপুত্রিণী।
পূজয়িত্বা লভেৎ পুত্রং সত্যং সুচিরজীবিনম্ ॥
স্বামিনো দুর্ল্লভা সা স্যাদ্ ধনধান্য-সমন্বিতা।
অন্তে চ জায়তে গৌরী সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

সময়েই সমস্ত শক্তির পরমদুর্লভ প্রীতি হইয়া থাকে। হে দেবি! [শিবা] ভোজন করিয়া ঈশান কোণে মুখ তুলিয়া যখন সুস্বরে রব করে, তখনই মঙ্গল জানিবে—অন্যথা নিশ্চয় অমঙ্গল হইবে। যদি কিছুমাত্রও গ্রহণ না করে, তবে নিশ্চয়ই শুভ হইবে না। হে মহেশানি! এইরূপে ইহা জানিয়া শান্তি স্বস্ত্যয়ন করিবে। পশুশক্তি (শিবা প্রভৃতি) পক্ষিশক্তি (কাক প্রভৃতি) ও নরশক্তি (কুমারী, সধবা প্রভৃতি) যখন পূজার দ্বারা বিগুণ কর্ম্মকেও সগুণ করিয়া দিতে পারেন, অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে অর্থাৎ একান্ত যত্নের সহিত [তাঁহাদের] মহাপূজা করা কর্ত্তব্য" ॥ ১০ ॥

পূজাজপাদির ফল বলিতেছেন—"বহ্নি যেরূপ তৃণকে দগ্ধ করে, সাধক সেইরূপ [পূজাজপাদি দ্বারা] সর্ব্বদা শত্রুকে জয় করে। সে স্বয়ং ব্রহ্মা, স্বয়ং বিষ্ণু ও স্বয়ং রুদ্রস্বরূপ হইয়া যায়, ইহাতে সন্দেহ নাই। অন্তে অর্থাৎ দেহান্তে নিরাময় ব্রহ্ম-স্বরূপ হয়—ইহা অন্যথা নহে। যে নারী বিদ্যা জপ করে, সে পরমেশ্বরী হয়। যে নারী কাক-বন্ধ্যা, বন্ধ্যা বা মৃতপুত্রিণী, সে দেবীকে পূজা করিয়া সত্য সত্যই সুচিরজীবী পুত্র লাভ করে। সে স্বামীর দুর্লভ অর্থাৎ ভাগ্যবশে তাহাকে স্ত্রীরূপে পাওয়া যায় এবং সে ধনধান্য-শালিনী হইয়া থাকে। দেহান্তে গৌরী হইয়া জন্মে—ইহা সত্য সত্য, কোন

যোগিনীহৃদয়ে—মহাবিদ্যাং জপেন্ নিত্যং স্মরেদ্ বাপি সমাহিতঃ।
তস্য গেহে বসেল্লক্ষ্মীর্জিহ্বায়াঞ্চ সরস্বতী॥
হৃদয়ে চ বসেদ্ দেবো নারায়ণ ইতি শ্রুতিঃ।
ব্রহ্মাঽস্তি কণ্ঠদেশে চ অহং তিষ্ঠামি সম্মুখে॥
একীভূয় সমস্তৈশ্চ দেবী রক্ষতি সাধকম্।
লক্ষমেকং জপন্ মন্ত্রী মহাপাপাৎ প্রমুচ্যতে।
লক্ষদ্বয়েন পাপানি সপ্তজন্মকৃতান্যপি॥
হন্তি লক্ষত্রয়েণৈব জন্ম সাহস্রিকাণ্যপি।
চতুর্লক্ষজপান্মন্ত্রী বাগীশ্বরসমো ভবেৎ॥
পঞ্চলক্ষাদ্ দরিদ্রোঽপি সাক্ষাদ্ বৈশ্রবণো ভবেৎ।
জপ্ত্বা ষড়্‌লক্ষকং দেবি! মহাবিদ্যাধরো ভবেৎ॥
প্রজপন্ সপ্তলক্ষাণি খেচরী-সিদ্ধিভাগ্ ভবেৎ।
অষ্টলক্ষ-প্রমাণান্তু জপ্ত্বা বিদ্যাং মহেশ্বরি!॥
অণিমাদ্যষ্ট-সিদ্ধীশো জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।
নবলক্ষ-জপাদ্ দেবি! রুদ্র-মূর্ত্তিরিবাঽপরঃ॥
কর্ত্তা হর্ত্তা মহাদেবি! লোকেঽপ্রতিহতঃ প্রভুঃ।
দশলক্ষফলং দেবি! বর্ণিতুং নৈব শক্যতে॥

সংশয় নাই। যোগিনী হৃদয়ে উক্ত হইয়াছে—"সমাহিত হইয়া নিত্য মহাবিদ্যার জপ করিবে অথবা স্মরণ করিবে। তাহার গৃহে লক্ষ্মী ও জিহ্বায় সরস্বতী বাস করেন এবং হৃদয়ে দেব নারায়ণ বাস করেন—এই শ্রুতি অর্থাৎ ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মা কণ্ঠদেশে থাকেন এবং আমি সম্মুখে অবস্থান করি। সকলের সহিত মিলিত হইয়া দেবী সাধককে রক্ষা করেন। সাধক একলক্ষ জপ করিয়া মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। দুই লক্ষ জপের দ্বারা সপ্ত জন্মকৃত পাপ বিনাশ করে। তিনি লক্ষ জপের দ্বারা সহস্র জন্মকৃত পাপ নাশ করে। চারি লক্ষ জপের দ্বারা সাধক বাগীশ্বরের তুল্য হইয়া থাকে। পাঁচ লক্ষ জপের দ্বারা দরিদ্রও সাক্ষাৎ কুবের হয়। হে দেবি! ছয় লক্ষ জপ করিয়া [সাধক] মহাবিদ্যাধর হয়। সাত লক্ষ জপ করিয়া খেচরী সিদ্ধিলাভ করে। হে মহেশ্বরি! অষ্ট লক্ষ পরিমিত বিদ্যা জপ করিয়া অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধির অধিপতি হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। হে দেবি! হে মহাদেবি! নয় লক্ষ জপের দ্বারা দ্বিতীয় রুদ্র মূর্ত্তির ন্যায় লোকে অপ্রতিহত প্রভু এবং কর্ত্তা ও হর্ত্তা হয়। হে দেবি!

শ্রীক্রমেঽপি—মন্ত্রপাশেন দেবেশি ! দেবতামানয়েদ্ ধ্রুবম্ ।
সাধকস্য কার্য্যসিদ্ধিং কৃত্বা দেবী গমিষ্যতি ॥ ১১ ॥

অথ দেবীপ্রণামফলম্

অষ্টোত্তরশতং কুর্য্যাৎ কালিকায়াঃ প্রদক্ষিণম্ ।
সর্ব্বকামং সমাসাদ্য পশ্চান্মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ ॥

অত্র পূর্ব্বাপরার্দ্ধয়োর্যথাক্রমং যঃ স ইতি যোজ্যম্ ।

যে নমন্তি নরা দুর্গাং শ্রদ্ধয়া পরয়াঽন্বিতাঃ ।
অশ্বমেধফলং প্রাপ্য দুর্গালোকং ব্রজন্তি তে ॥
শাঠ্যেনাপি নমস্কারং যঃ করোতি সকৃন্নরঃ ।
ভগবত্যৈ তথাঽভক্ত্যা স গচ্ছতি সুরালয়ম্ ॥
সর্ব্বযজ্ঞোপবাসেষু সর্ব্বতীর্থেষু যৎ ফলম্ ।
তৎ ফলং লভতে লোকঃ প্রণম্য শিরসা সতীম্ ॥
সংপ্রসারিত-দেহো যো দণ্ডবৎ পতিতো ভুবি ।
চণ্ডিকাপুরতো ভক্ত্যা স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে রুক্মিণীবচনম্—

কাত্যায়নি ! মহামায়ে ! মহাযোগিন্যধীশ্বরি ! ।
নন্দগোপসুতং দেবি ! পতিং মে কুরুতে নমঃ ॥

দশ লক্ষ বিদ্যাজপের ফল আমি বলিতে পারি না। শ্রীক্রম তন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—'হে দেবেশি ! [সাধক] মন্ত্ররূপ পাশের দ্বারা নিশ্চয়ই দেবতাকে আনয়ন (আকর্ষণ) করে। দেবী সাধকের কার্য্যসিদ্ধি করিয়া [স্বস্থানে] গমন করেন ॥ ১১ ॥

যে সাধক একশত আটবার কালিকার প্রদক্ষিণ করে, সে সমস্ত কাম্যফল লাভ করিয়া পরে অর্থাৎ দেহান্তে মোক্ষলাভ করে। শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে এবং পরার্দ্ধে যথাক্রমে 'যঃ' ও 'সঃ' অর্থাৎ যে ও সে যোগ করিতে হইবে। যে মানবগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া দুর্গাকে নমস্কার করে, তাহারা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিয়া দুর্গালোকে গমন করে। যে মনুষ্য শঠতাছলে অর্থাৎ তাচ্ছিল্যভাবে বা অভক্তির সহিত ভগবতীর উদ্দেশ্যে একবার প্রণাম করে, সেও সুরলোকে গমন করে। সমস্ত যজ্ঞে, উপবাসে বা সমস্ত তীর্থে যে ফল পাওয়া যায়, মানব সতীদেবীকে মস্তকের দ্বারা প্রণাম করিয়া সেই ফল লাভ করে। যে ব্যক্তি চণ্ডিকার সম্মুখে ভক্তিপূর্ব্বক দেহ প্রসারিত করিয়া দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত হয়, সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে

হে কাত্যায়নি! কাত্যায়নমুনি-নিমিত্ত-প্রাদুর্ভূতে! হে মহামায়ে! মহতী চাসৌ মায়া চেতি মহামায়া ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাদীনামপি মোহহেতুত্বাৎ মহামায়া।

বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এব চ।

কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥

ইতি মার্কণ্ডেয়-পুরাণাৎ। হে মহাযোগিনি! মহাযোগো জগৎ-সৃষ্ট্যাদি-কারণং ত্রিগুণাত্মকমায়া বিদ্যতে যস্যাঃ সা মহাযোগিনী। হে অধীশ্বরি! ঈশ্বরাণাং শিব-শক্তি-ব্রহ্মণামীশ্বরী। "সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী"তি মার্কণ্ডেয়-বচনাৎ। নন্দগোপসুতং নন্দনন্দনত্বেনাভিমতং পরমেশ্বরং শ্রীকৃষ্ণং তথৈব দেবতারূপং মে মম পতিং পাণিগ্রহীতারং কুরু। ত্বৎপ্রসাদং বিনা কিমপি কার্য্যং ন সিধ্যেদতস্তে তুভ্যং নমঃ। কায়িক-বাচনিক-মানসিকো নমস্কারঃ॥ ১২॥

ইতি পরিব্রাজকাচার্য্য-পরমহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদ্ব্রহ্মানন্দগিরি-কৃতায়াং
শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণ্যাং জপাদিফলনির্ণয়ো নাম পঞ্চদশোল্লাসঃ।

দশমস্কন্ধে রুক্মিণীর বাক্য হইতেছে—"হে কাত্যায়নি! হে মহামায়ে! হে মহাযোগিনি! হে অধিশ্বরি! হে দেবি! নন্দগোপ-পুত্র শ্রীকৃষ্ণকে আমার পতি কর। তোমায় নমস্কার?" শ্লোকোক্ত 'কাত্যায়নি' শব্দের অর্থ—কাত্যায়ন মুনিনিমিত্ত প্রাদুর্ভূতে! অর্থাৎ যিনি কাত্যায়ন মুনির জন্য জগতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'মহামায়ে' শব্দের অর্থ—মহতী এমন যে মায়া, তিনি মহামায়া। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরেরও মোহজনক বলিয়া তিনি মহামায়া। কারণ মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—"যেহেতু [তুমিই] আমাকে অর্থাৎ ব্রহ্মাকে, বিষ্ণুকে এবং ঈশানকেও শরীর গ্রহণ করাইয়াছ, অতএব তোমাকে স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে? 'মহাযোগিনি' শব্দের অর্থ—মহাযোগ অর্থাৎ জগৎ সৃষ্ট্যাদির কারণ ত্রিগুণাত্মক মায়া আছে যাহার, তিনি মহাযোগিনী। 'অধিশ্বরি' পদের অর্থ—ঈশ্বরগণের এবং শিব, শক্তি ও ব্রহ্মার ঈশ্বরী। কারণ মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে যে—'তিনিই সর্ব্বেশ্বরের ঈশ্বরী (নিয়ন্ত্রী)'। 'নন্দগোপসুতং' এই পদের অর্থ—নন্দনন্দন নামে প্রসিদ্ধ সেই দেবতারূপ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে। "মে" অর্থাৎ আমার। "পতি" অর্থাৎ পাণিগ্রহীতা (স্বামী) কর। তোমার অনুগ্রহ ব্যতীত কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না, অতএব 'তে' অর্থাৎ তোমাকে "নমঃ" অর্থাৎ কায়িক, বাচিক ও মানসিক নমস্কার॥ ১২॥

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীর পঞ্চদশ উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত

ষোড়শোল্লাসঃ

জপাদিফলাভাবহেতুনির্ণয়ঃ

মহিষমর্দ্দিনীতন্ত্রে—শ্রীদেব্যুবাচ—

কেন বা জপ্যতে বিদ্যা কেন বা ন প্রজপ্যতে।
ফলাভাবশ্চ নিয়তঃ কথং নাথ প্রজায়তে ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব উবাচ—

তবৈব বিদিতং সর্ব্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
তথাপি শৃণু চার্ব্বঙ্গি ! রহস্যং পরমেশ্বরি ! ॥

সংসর্গদোষঃ

কলিকালে মহেশানি ! পাষণ্ডা বহবো জনাঃ।
সঙ্গদোষান্ মহেশানি ! তৎক্ষণাদ্ধানিতাং ব্রজেৎ ॥
তস্মাৎ প্রযত্নতো দেবি ! সংসর্গং বর্জয়েৎ সুধীঃ।
বরং চাণ্ডালসংস্পর্শং কুর্য্যাৎ তু সাধকোত্তমঃ ॥
তথাপ্যসিদ্ধি-জনকং সর্ব্বদা তং পরিত্যজেৎ।
দূষিতাঃ কলিকালেষু ভারতে বিবিধাঃ প্রজাঃ ॥
অতএব মহেশানি ! সর্ব্বে সংসর্গদূষিতাঃ।
ঘটকং ব্রাহ্মণং দেবি ! সংস্পর্শে যত্নতস্ত্যজেৎ ॥
ভারতে বহবো দোষাঃ কলিকালে সুরার্চ্চিতে !।

মহিষমর্দ্দিনী তন্ত্রে শ্রীদেবী বলিলেন—'হে নাথ ! কেহ বিদ্যা জপ করে, আর কেহ বা বিদ্যা জপ করে না। আর কেনই বা সর্ব্বদা ফলাভাব অর্থাৎ সিদ্ধির হানি হয় ? ॥ ১ ॥

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে চার্ব্বঙ্গি ! হে মহেশ্বরি ! চরাচর জগৎ—সকলই তোমার বিদিত। তথাপি রহস্য শ্রবণ কর। হে মহেশানি ! হে দেবি ! কলিকালে বহু পাষণ্ড ব্যক্তি সঙ্গদোষে সেইক্ষণেই হানিতা অর্থাৎ অধঃপতন প্রাপ্ত হয়। অতএব সুধী সাধক যত্নপূর্ব্বক কুসংসর্গ বর্জ্জন করিবে। সাধকশ্রেষ্ঠ বরং সাধু চণ্ডালের সংসর্গ করিবে, তথাপি অসিদ্ধির জনক অর্থাৎ সিদ্ধিহানিকর সেই পাপীর সংসর্গ সর্ব্বদা ত্যাগ করিবে। হে মহেশানি ! কলিকালে ভারতবর্ষে বহুবিধ প্রজা নানা দোষে দূষিত (কলুষিত) হইয়াছে। অতএব সকলেই সংসর্গদোষে দূষিত। হে দেবি ! সংসর্গে ঘটক ব্রাহ্মণকে অর্থাৎ ঘটক ব্রাহ্মণের সংসর্গ যত্নপূর্ব্বক ত্যাগ করিবে। হে সুরার্চ্চিতে !

ব্রাহ্মণাঃ কলিকালে তু শূদ্রগেহে বরাঙ্গনে !
পুরাণবাচনাসক্তা দম্ভমাৎসর্য্যতৎপরাঃ।
পাপিষ্ঠা ব্রাহ্মণাস্তে তু চাণ্ডালসদৃশাঃ প্রিয়ে ! ॥
ন তূচ্চরেৎ পুরাণানি কলৌ শূদ্রগৃহে দ্বিজঃ।
শূদ্রগেহে মহেশানি ! পুরাণং প্রপঠেদ্ যদি ॥
এতস্য সঙ্গমাত্রেণ সর্ব্বাবস্থা ভবন্তি হি।
সংসর্গাৎ সিদ্ধি-হানিঃ স্যাৎ ন সিধ্যন্তি কদাচন ॥
কলৌ চ ভারতে দেবি ! নিন্দকা বহবো জনাঃ।
শিবনিন্দাপরাঃ কেচিদ্ বিষ্ণুনিন্দাপরাঃ পরে ॥
সর্ব্বেষাং দৈবতানাঞ্চ দেবীনাঞ্চ তথৈব চ।
সততং কুর্ব্বতে নিন্দাং নাত্র কুর্য্যুর্বিচারণাম্ ॥
পরস্ত্রীসঙ্গমাচ্চৈব পুত্রমুৎপাদয়ন্তি চ।
আত্মানং বৈষ্ণবং মত্বা অধমা ভারতে কলৌ ॥
কর্ণে কণ্ঠে তথা হস্তে হৃদয়ে নগনন্দিনি !।
বিধৃত্য তুলসীমালাং তিলকং হরিমন্দিরম্ ॥
গৃহ্লীয়ু র্হরিনামানি সুস্বরাণি গৃহে গৃহে।
অন্নস্য সঞ্চয়ং কুর্য্যুঃ পাষণ্ডা মানবাধমাঃ ॥

কলিকালে ভারতবর্ষে বহু দোষ। হে বরাঙ্গনে ! ব্রাহ্মণ কলিকালে দম্ভ ও মাৎসর্য্য-পরায়ণ হইয়া শূদ্র গৃহে পুরাণ পাঠে আসক্ত হইবে। হে প্রিয়ে ! সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ চণ্ডালসদৃশ। [কারণ] কলিকালে কিন্তু ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের গৃহে পুরাণ উচ্চারণ করিবে না। হে মহেশানি ! শূদ্রের গৃহে ব্রাহ্মণ যদি পুরাণ পাঠ করে, তবে নিশ্চয়ই তাহার সঙ্গমাত্রেই সকলে সর্ব্বাবস্থ অর্থাৎ হীনাবস্থ হইয়া যায়। সংসর্গের দ্বারা সিদ্ধি হানি হয়—কখনই সিদ্ধিলাভ হয় না। হে দেবি ! কলিকালে ভারতবর্ষে বহু ব্যক্তি নিন্দাপরায়ণ। কেহ কেহ শিবনিন্দায় তৎপর। আর কেহ কেহ বা বিষ্ণু নিন্দায় তৎপর। আর কেহ কেহ বা সমস্ত দেবতা এবং সমস্ত দেবীরই সর্ব্বদা নিন্দা করে—এ বিষয়ে কোন বিচারই করে না। পরস্ত্রী সহবাসের দ্বারা পুত্র উৎপাদন করে। হে নগ-নন্দিনি ! কলিকালে ভারতবর্ষে অধম ব্যক্তিগণ আপনাকে বৈষ্ণব মনে করিয়া কর্ণে, কণ্ঠে, হস্তে ও হৃদয়ে তুলসীমালা, তিলক ও হরিমন্দির ধারণ করিয়া গৃহে গৃহে সুস্বর (মধুর) হরিনাম গ্রহণ অর্থাৎ গান করে। পাষণ্ড মানবাধমগণ হরিনাম করিয়া

তেষাং পাপং মহেশানি ! বর্ণিতুং নৈব শক্যতে।
স্বধর্ম্মনিরতো ভূত্বা হরের্নাম বদেদ্ যদি ॥
তদা পাপান্যশেষাণি নাশয়ত্যেব নিশ্চিতম্ ।
বিহায় সন্ধ্যাং গায়ত্রীং হরিনাম স্মরেদ্ যদি ॥
যান্যক্ষরাণি নাম্নেব বসন্তি চ শুচিস্মিতে ! ।
তাবৎসংখ্যান্যনেকানি পাপানি চ পদে পদে ॥
অন্নং জলং তথা পুষ্পং যদ্দত্তং বিষ্ণবে প্রিয়ে ! ।
অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতম্ ॥ ২ ॥
গেহে গেহে মহেশানি ! বৈষ্ণবী বৈষ্ণবা জনাঃ ।
সঙ্করা বৈষ্ণবা যত্র স দেশঃ পতিতঃ সদা ॥
গীতমত্তা বাদ্যমত্তা ব্রাহ্মণা নৃত্যতৎপরাঃ ।
গীতেষু জায়তে ভাবো ব্রাহ্মণানাং গৃহে গৃহে ॥
সদ্‌ভাবো নহি চার্ব্বঙ্গি ! নরকস্য পদং ধ্রুবম্ ।
ভারতে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বে পৃথিব্যাং পাদতাড়নম্ ॥
যে করিষ্যন্তি চার্ব্বঙ্গি ! বিষ্ণোরগ্রে দ্বিজাধমাঃ ।
পাদতাড়ন-সংখ্যাতাংস্তৎপূর্ব্বপুরুষান্ বহূন্ ॥

অন্নের সঞ্চয় অর্থাৎ ভিক্ষাদি করে। হে মহেশানি ! তাহাদের পাপ আমি বর্ণনাও করিতে পারি না। স্বধর্ম্মপরায়ণ হইয়া যদি কেহ হরিনাম উচ্চারণ করে, তবে সেই সময়ে সে নিশ্চয়ই তাহার বহুবিধ পাপ নাশ করে। সন্ধ্যা ও গায়ত্রী পরিত্যাগ করিয়া যদি কেহ হরিনাম স্মরণ করে, হে শুচিস্মিতে ! সেই নামে যতগুলি অক্ষর থাকে, পদে পদে (জন্মে জন্মে) তাহার তত সংখ্যক বহু পাপ হয়। হে প্রিয়ে ! অন্ন, জল ও পুষ্প—যাহা বিষ্ণুকে অর্পিত হয়, তাহার [দত্ত] অন্ন বিষ্ঠাতুল্য, জল মূত্রতুল্য উক্ত হইয়াছে ॥ ২ ॥

হে মহেশানি ! গৃহে গৃহে বৈষ্ণবী ও বৈষ্ণব লোক বিদ্যমান। যে দেশে সঙ্কর বৈষ্ণব বাস করে, সেই দেশ সর্ব্বদা পতিত। ব্রাহ্মণগণ গীতমত্ত, বাদ্যমত্ত ও নৃত্য পরায়ণ। গৃহে গৃহে গীতেই ব্রাহ্মণগণের ভাব (আসক্তি) উৎপন্ন হইতেছে। হে চার্ব্বঙ্গি ! কাহার সদ্‌ভাব (সৎসঙ্গ) নাই—[এজন্য] নরকের পদ (স্থান) নিশ্চিত আছে। হে চার্ব্বঙ্গি ! ভারতবর্ষে সকল ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে পাদ তাড়ন (পদাঘাত) করে। হে চার্ব্বঙ্গি ! যে যে দ্বিজাধমগণ বিষ্ণুর অগ্রে

স্বর্গাচ্চ নরকং দেবি ! পাতয়ন্তি ন চান্যথা।
পূজাকালে তু চার্ব্বঙ্গি ! ধ্যানানন্দো ভবেদ্ যদি ॥
তদৈব গীতং নৃত্যং চ যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
বিষ্ণু-দুর্গা-শিবাগ্রে তু তদা পাপং বিনশ্যতি ॥
গীতভাবময়ো ভূত্বা যদি নৃত্যং করোতি হি।
কোটিবংশ্যান্ সমাদায় স দ্বিজো নরকং ব্রজেৎ ॥
কলিকালে ভারতে যা ব্রাহ্মণ্যো গীততৎপরাঃ।
তথা বাদ্যরতা ভূত্বা নৃত্যন্তি চাধমা দ্বিজাঃ ॥
তাসাং সংসর্গমাত্রেণ সর্ব্বং চ হানিতামিয়াৎ।
তস্মাৎ তু যত্নতো দেবি ! সংসর্গং তৈর্ন কারয়েৎ ॥
কলৌ তু ভারতে বর্ষে সংসর্গান্ন হি সিধ্যতি।
যদি সিধ্যতি চার্ব্বঙ্গি ! তদা বহুদিনে গতে ॥
ভারতং কলিকালে চ সর্ব্বদোষময়ং যতঃ ॥ ৩ ॥
তত্রৈকং চঞ্চলাপাঙ্গি ! বর্ত্ততে মোক্ষসাধনম্।
মহামায়ে ! মহাবিদ্যামেকধা যদি চোচ্চরেৎ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্মুক্তো মহামোক্ষং স গচ্ছতি ॥

[পৃথিবীতে] পদাঘাত করে, হে দেবি ! সে পদাঘাতের সমসংখ্যক তাহার বহু পূর্ব্ব-পুরুষগণকে স্বর্গ হইতে নরকে পাতিত করে—ইহা অন্যথা নহে। হে চার্ব্বঙ্গি ! পূজাকালে কেহ যদি ধ্যানে আনন্দময় হয়, সেই সময়ে বিষ্ণু, দুর্গা ও শিবের অগ্রে যে যে দ্বিজাতিগণ গীত ও নৃত্য করে, তবে তখনই [তাহাদের] পাপ বিনষ্ট হয়। গীত ভাবময় হইয়া [দেবীধ্যানে মগ্ন না হইয়া] কোন দ্বিজ যদি নৃত্য করে, তবে সেই দ্বিজ কোটি বংশের পুরুষগণকে লইয়া নরকে গমন করে। কলিকালে ভারতবর্ষে যে যে ব্রাহ্মণীগণ গীতপরায়ণা, সেইরূপ যে যে অধম দ্বিজগণ বাদ্যরত হইয়া নৃত্য করে, তাহাদের সংসর্গমাত্রেই সমস্তই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অতএব হে দেবি ! যত্নপূর্ব্বক তাহাদের সহিত সংসর্গ করিবে না। হে চার্ব্বঙ্গি ! কলিকালে ভারতবর্ষে সংসর্গের দ্বারা সিদ্ধিলাভ হয় না। যদি হয়, তবে বহুদিন গত হইলে হয়। কারণ ভারতবর্ষ কলিকালে সমস্ত দোষের আকর স্বরূপ ॥ ৩ ॥

হে চঞ্চলাপাঙ্গি ! সেই ভারতবর্ষে একটী মোক্ষের সাধন আছে। হে মহামায়ে ! যদি কেহ একবার মহাবিদ্যাকে উচ্চারণ করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া

বর্ণসঙ্কর-জাতীনাং বৈষ্ণবানাং সহ প্রিয়ে !।
শাক্তঃ শৈবো বৈষ্ণবশ্চ সংসর্গং যত্নতস্ত্যজেৎ ॥ ৪ ॥

অথ প্রায়শ্চিত্তম্

পাপমাত্র-নাশকং কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্তম্। যথাহ তন্ত্রে—

দেহস্থ-সর্ব্বপাপস্য নাশনং যদি চেচ্ছতি।
কামং মায়াং তথা দেবি ! মন্মথং পরমেশ্বরি ! ॥
বিদ্যামেতাং জপেদ্ দেবি ! তৎপাপস্যাপনুত্তয়ে।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা তস্মাৎ পাপাদ্ বিমুচ্যতে ॥

যামলে চ—জাম্বূনদস্য মালিন্যং পরিশুদ্ধং যথাঽগ্নিনা।
অনাচারস্য কলুষং প্রায়শ্চিত্তাগ্নিনা তথা ॥
প্রায়শ্চিত্তং তু পাপানাং মূলমষ্টসহস্রকম্।
গায়ত্রীং বা জপেদ্ দেবি ! সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥

অষ্টসহস্রকমিতি অষ্টোত্তরসহস্রমিত্যর্থঃ। গায়ত্রীং বৈদিকগায়ত্রীম্। শূদ্রস্য তত্রাঽনধিকারাদ্ মূলমষ্টোত্তরসহস্রং তান্ত্রিকগায়ত্রীং বা জপেৎ। স্ত্রীণান্তু শূদ্রতুল্যত্বাৎ তথৈবাচারঃ ॥ ৫ ॥

মহামোক্ষ লাভ করে। হে প্রিয়ে ! শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব বর্ণসঙ্কর জাতীয় বৈষ্ণবগণের সহিত যত্নপূর্ব্বক সংসর্গ ত্যাগ করিবে ॥ ৪ ॥

প্রায়শ্চিত্ত :—পাপমাত্রের নাশক কর্ম্মকে প্রায়শ্চিত্ত বলে। তন্ত্রে যেমন বলিতেছেন —"হে দেবি ! হে পরমেশ্বরি ! দেহস্থিত সমস্ত পাপের যদি নাশ ইচ্ছা কর, তবে সেই পাপের নিবৃত্তির জন্য কাম (ক্লীঁ), মায়া (হ্রীঁ) ও মন্মথ (ক্লীঁ)—এই বিদ্যাকে জপ করিবে। অষ্টোত্তর শত (১০৮) বার এই বিদ্যা জপ করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে।" যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"অগ্নির দ্বারা যেমন স্বর্ণের মালিন্য পরিশুদ্ধ হয়, অনাচারের কলুষও সেইরূপ প্রায়শ্চিত্তরূপ অগ্নিদ্বারা পরিশুদ্ধ হয়। হে দেবি ! অষ্টোত্তর শত মূলমন্ত্র অথবা অষ্টোত্তর সহস্রবার সর্ব্বপাপনাশিনী গায়ত্রী জপ করিবে। ইহাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।" "অষ্টসহস্রকং" এই পদের অর্থ—অষ্টোত্তর সহস্র। গায়ত্রী শব্দের অর্থ—বৈদিক গায়ত্রী। শূদ্রের বৈদিক গায়ত্রী জপে অধিকার না থাকায় শূদ্রগণ অষ্টোত্তর শত মূল মন্ত্র বা তান্ত্রিক গায়ত্রী জপ করিবে। শূদ্রতুল্য বলিয়া স্ত্রীগণেরও সেইরূপই অর্থাৎ শূদ্রের ন্যায় আচরণ কর্ত্তব্য ॥ ৫ ॥

অথ ধৃতকবচনাশ-প্রায়শ্চিত্তম্

যামলে—বিধৃতং কবচং দেবি ! যদি নশ্যতি কর্হিচিৎ।
তদুপায়ং প্রবক্ষ্যামি শৃণুষ্ব কমলাননে ! ॥
উপবিশ্য তথাচম্য ভূতশুদ্ধিমথাচরেৎ।
ষট্চক্রাণি বিচিন্ত্যাঽথ গুরুং শিরসি চিন্তয়েৎ ॥
অনুলোম-বিলোমাভ্যাং মাতৃকাবীজসংপুটম্।
কবচং তৎ পঠেদ্ দেবি ! দ্বার্কাবৃত্তমনুক্রমাৎ ॥
ততো জপেন্ মহাবিদ্যাং সহস্রং বা শতং ক্রমাৎ।
বিলিখ্য কবচং দেবি ! রক্তসূত্রেণ বেষ্টয়েৎ ॥
স্বর্ণেনাঽপি পুনর্দেবি ! বেষ্টয়েৎ তৎ সুদুর্লভম্।
বেষ্টয়িত্বা মহাদেবি ! স্বর্ণৈঃ পরম-দুর্লভম্।
ধারয়েৎ তৎ প্রতিষ্ঠাপ্য নূতনং কবচং ততঃ ॥ ৬ ॥

নষ্টকবচ-প্রতিষ্ঠাক্রমঃ

প্রতিষ্ঠাক্রমমাহ—পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়িত্বা শুভেঽহনি।
প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রেণ প্রাণাংস্তত্র নিবেশয়েৎ ॥
সংপূজ্য দেবতারূপং কবচং সর্ব্বকামদম্।

ধৃতকবচনাশ প্রায়শ্চিত্তঃ—যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে দেবি! হে কমলাননে! যদি কোন সময়ে ধৃত কবচ নষ্ট হয়, তবে তাহার [উদ্ধারের] উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। [আসনে] উপবেশন করিয়া আচমন করিয়া অনন্তর ভূতশুদ্ধি করিবে। ষট্চক্র চিন্তা করিয়া পরে মস্তকে গুরুকে স্মরণ করিবে। হে দেবি! অনুলোম ও বিলোমে মাতৃকাবীজ 'পুটিত সেই কবচকে যথাক্রমে দ্বাদশ বার পাঠ করিবে। তাহার পর যথাক্রমে সহস্রবার বা শতবার মহাবিদ্যা জপ করিবে। হে দেবি! কবচ লিখিয়া রক্তসূত্রের দ্বারা বেষ্টন করিবে। হে দেবি! পুনরায় সেই সুদুর্লভ কবচকে স্বর্ণের দ্বারাও বেষ্টন করিবে। হে মহাদেবি! পরম সুদুর্লভ নূতন কবচ স্বর্ণদ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া পরে ধারণ করিবে ॥ ৬ ॥

প্রতিষ্ঠার ক্রম বলিতেছেন—শুভদিনে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রের দ্বারা সেই যন্ত্রে প্রাণ নিবেশ (প্রতিষ্ঠা) করিবে। সমস্ত কাম্যফলের দাতা দেবতারূপ সেই কবচকে পূজা করিয়া পরে যথাক্রমে সহস্র বা শতবার মহাবিদ্যা

ততো জপেন্মহাবিদ্যাং সহস্রং বা শতং ক্রমাৎ ॥
ধারয়েৎ তন্মহাদেবি ! যথাস্থানেষু সাধকঃ ॥ ৭ ॥
ইতি কবচনাশ-প্রায়শ্চিত্তম্

অথ যন্ত্রনাশপ্রায়শ্চিত্তম্

নবরত্নেশ্বরে—যদি প্রতিষ্ঠিতং যন্ত্রং দৈবাদ্ দেবি ! বিনশ্যতি।
উপোষণমহোরাত্রমাদরেণ সমাচরেৎ ॥
যেন স্বর্ণাদিনা যন্ত্রং দ্রব্যেণ পরিনির্ম্মিতম্।
বিলিখ্য যন্ত্রং তৎপত্রে দেবতাং পরিপূজয়েৎ ॥
উপচারৈঃ ষোড়শভিঃ শক্তিতঃ সুসমাহিতঃ।
অযুতং প্রজপেন্মন্ত্রং পূজয়িত্বা যথাবিধি ॥
মন্ত্রী বিলোড্য তৎ তোয়ং পীত্বা ভক্ষণমাচরেৎ।
তাবৎ কালং ব্রহ্মচর্য্যং যাবদ্ যন্ত্রং ন কারয়েৎ ॥
পুনর্যন্ত্রং নবং রম্যমাহরেচ্ছ্রদ্ধয়াঽন্বিতঃ।
আহৃত্য চ নবং যন্ত্রং প্রতিষ্ঠাং তস্য কারয়েৎ ॥
ততঃ প্রতিষ্ঠিতে তস্মিন্ পূর্ব্ববৎ পূজনং চরেৎ ॥ ৮ ॥

অথ পূজাকালে যন্ত্রাদিপতন-প্রায়শ্চিত্তম্

যন্ত্রং যদি পতেদ্ দেবি ! পূজাকালে কদাচন।
লিঙ্গং বাপি শিবো বাপি তৎফলং শৃণু পার্ব্বতি ! ॥

জপ করিবে। হে মহাদেবি ! পরে সাধক যথাস্থানে সেই কবচকে ধারণ করিবে ॥ ৭ ॥

যন্ত্রনাশ প্রায়শ্চিত্তঃ—নবরত্নেশ্বরে উক্ত হইয়াছে—"হে দেবি ! যদি প্রতিষ্ঠিত যন্ত্র দৈবাৎ বিনষ্ট হয়। তবে শ্রদ্ধার সহিত অহোরাত্র উপবাস করিবে। যে স্বর্ণাদি দ্রব্যের দ্বারা যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেই স্বর্ণাদি পত্রে (পাতে) যন্ত্র লিখিয়া সম্যগ্রূপে সমাহিত হইয়া সামর্থ্য অনুসারে ষোড়শ উপচারের দ্বারা দেবতাকে পূজা করিবে। যথাবিধি পূজা করিয়া অযুত মন্ত্র জপ করিবে। সাধক সেই [নির্ম্মাল্য] জল আলোড়িত করিয়া পান করিয়া পরে ভোজন করিবে। যতকাল যন্ত্র নির্ম্মাণ না হয়, ততকাল ব্রহ্মচর্য্য পালন কর্ত্তব্য। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পুনরায় নূতন মনোহর যন্ত্র আহরণ (সংগ্রহ) করিবে এবং নূতন যন্ত্র আহরণ করিয়া তাহার প্রতিষ্ঠা করিবে। তাহার পর প্রতিষ্ঠিত সেই যন্ত্রে পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে ॥ ৮ ॥

হে দেবি ! হে পার্ব্বতি ! যদি কখনও পূজাকালে যন্ত্র পতিত হয় অথবা শিবলিঙ্গ

আয়ুর্হানি-র্ধনগ্লানি-র্বন্ধুনাশস্তথৈব চ।
ভবতীতি বিনিশ্চিত্য প্রায়শ্চিত্ত মথাচরেৎ ॥
ত্রিরাত্রমেকরাত্রং বা উপবাসং সমাচরেৎ।
মূলবিদ্যাং জপেদ্ দেবি! সহস্রং সাষ্টকং তথা ॥
জবাপুষ্পৈশ্চ জুহুয়াচ্ছতমষ্টোত্তরং তথা।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ ভক্ত্যা যজেদ্ যন্ত্রং সমাহিতঃ ॥

যন্ত্রমিতি শিবাদেরপ্যুপলক্ষণম্ ॥ ৯ ॥

মালাপতন-প্রায়শ্চিত্তম্

মালা যদি পতেদ্ধস্তাৎ তথৈব চ বিনশ্যতি।
সহস্রং তত্র সংজপ্য ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ ততঃ ॥
ভোজনং ব্রাহ্মণানাং তু সর্ব্বানিষ্টস্য নাশনম্।
গায়ত্রীং বা জপেদ্ দেবি! শতং সাষ্টং সমাহিতঃ ॥

গায়ত্রীং জপেদিতি। তত্তদ্দেবতায়া গায়ত্রীং জপেদিত্যর্থঃ।

ততঃ সম্পূজ্য তাং মালাং গৃহ্ণীয়াৎ পুনরেব হি।
এবং কৃতে বরারোহে! ন বিঘ্নৈরভিভূয়তে ॥ ১০ ॥

বা শিব পতিত হন, তবে তাহার ফল শ্রবণ কর। [ইহাতে] আয়ুহানি, ধনক্ষয় ও বন্ধুনাশ হয়—ইহা নিশ্চয় জানিয়া অনন্তর অর্থাৎ যন্ত্রাদি পতিত হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ত্রিরাত্র অথবা [অসমর্থ পক্ষে] একরাত্র উপবাস করিবে। হে দেবি! অষ্টোত্তর সহস্র মূলবিদ্যা জপ করিবে এবং অষ্টোত্তর শত জবা পুষ্পের দ্বারা হোম করিবে। ভক্তির সহিত ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে এবং সমাহিত হইয়া যন্ত্রকে পূজা করিবে। 'যন্ত্রং'—এই পদটী শিবাদি দেবতার উপলক্ষণ অর্থাৎ যন্ত্রপদটী এখানে যন্ত্র, শিব ও শিবলিঙ্গ তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

মালা যদি হস্ত হইতে পতিত হয়, অথবা বিনষ্ট হয়, তবে সেই পতিত মালায় সহস্র ইষ্ট মন্ত্র জপ করিয়া পরে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণগণের ভোজন সমস্ত অনিষ্টের নাশক। হে দেবি! অথবা সমাহিত হইয়া অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ করিবে। 'গায়ত্রীং জপেৎ' ইহার অর্থ—সেই সেই দেবতার (ইষ্টদেবের) গায়ত্রী জপ করিবে। তাহার পর সেই মালাকে পূজা করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিবে। হে বরারোহে! এইরূপ করিলে আর বিঘ্নের দ্বারা অভিভূত হইবে না ॥১০॥

অথ মালাবিনাশ-প্রায়শ্চিত্তম্

মালা যদি বিনষ্টা স্যাৎ পূর্ব্ববৎ সকলং চরেৎ।
ততশ্চাপ্যপরাং মালাং তজ্জাতীয়াং বরাননে!॥
সমাহৃত্য প্রতিষ্ঠাপ্য গৃহ্ণীয়াৎ পুনরেব হি।
যামলে—মহাপাতক-যুক্তোঽপি গায়ত্রীং প্রজপেদ্ যদি।
সত্যং সত্যং মহাদেবি! মুক্তো ভবতি তৎক্ষণাৎ॥
অশুচির্ন স্পৃশেন্মালাং করভ্রষ্টাং ন কারয়েৎ;
শব্দে জাতে ভবেদ্ রোগঃ করভ্রষ্টা বিনাশকৃৎ॥
ছিন্নে সূত্রে ভবেন্মৃত্যুস্তস্মাদ্ যত্নপরো ভবেৎ॥ ১১॥
তন্ত্রান্তরে—হস্তাৎ পততি চেন্মালা ন জপ্তব্যা তু সা বুধৈঃ।
প্রায়শ্চিত্তং বিধাতব্যং জপ্ত্বা মন্ত্রং সহস্রকম্॥
সহস্রকমিতি। অষ্টাধিকসহস্রমিত্যর্থঃ *।
জীর্ণে সূত্রে পুনঃ সূত্রৈ গ্রথয়িত্বা শতং জপেৎ।
শতমিতি। মূলমন্ত্রমষ্টোত্তরশতং জপেদিত্যর্থঃ।
ছিন্না ভবতি চেন্মালা পূজাং কুর্য্যাৎ ততোঽধিকাম্।

মালা যদি বিনষ্ট হয়, তবে পূর্ব্ববৎ সমস্ত অনুষ্ঠান করিবে। হে বরাননে! তাহার পর তজ্জাতীয় অপর একটী মালা সংগ্রহ করিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া পুনরায় গ্রহণ করিবে। যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"মহাপাপী ব্যক্তিও যদি গায়ত্রী জপ করে, হে মহাদেবি! সত্য সত্যই সে তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে মুক্ত হয়। অশুচি ব্যক্তি মালাকে স্পর্শ করিবে না। সাধক মালাকে করভ্রষ্ট করিবে না। শব্দ হইলে রোগ হয়। করভ্রষ্ট মালা বিনাশকারী হইয়া থাকে। সূত্র ছিন্ন হইলে মৃত্যু হয়। অতএব [এই সমস্ত যাহাতে না হয়, তাহাতে] যত্নপরায়ণ হইবে" ॥ ১১ ॥

তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—"হস্ত হইতে মালা যদি পতিত হয়, তবে বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই মালা জপ করিবে না। সহস্র মন্ত্র জপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। "সহস্রকং" এই পদের অর্থ—অষ্টাধিক সহস্র। সূত্র জীর্ণ হইলে পুনরায় [নূতন] সূত্রে [মালা] গাঁথিয়া শত মন্ত্র জপ করিবে। 'শতং' এই পদের অর্থ—অষ্টোত্তর শত মূলমন্ত্র জপ করিবে। মালা যদি ছিন্ন হয়, তবে তাহা হইতেও অধিক অর্থাৎ মহতী পূজা করিবে।

* ক পুস্তকেঽত্র—'শতং সহস্রকোভয়মপি শাস্ত্রার্থঃ। সমর্থাসমর্থভেদেন ব্যবস্থে'তি পাঠঃ

পুনর্গ্রথিত্বা তাং মালাং প্রতিষ্ঠাং পূর্ব্ববচ্চরেৎ ॥
ততস্তু প্রজপেন্মালাং ন তত্র দোষভাগ্ ভবেৎ ॥ ১২ ॥

অথ গুরুক্রোধোপশমনপ্রায়শ্চিত্তম্

শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন ।
উপবাসং গুরুক্রোধে কৃত্বা তং তু প্রসাদয়েৎ ॥
যাবৎ প্রসাদং নায়াতি তাবদ্ বৈ ভোজনং ত্যজেৎ ।
গুরৌ প্রসন্নে ভুঞ্জীত এবং দোষো ন জায়তে ॥ ১৩ ॥

অথাঽনিবেদিত-ভোজন-প্রায়শ্চিত্তম্

মৎস্যসূক্তে—অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত ভক্ষ্য-ভোজ্যাদিকঞ্চ যৎ ।
অন্নং বিষ্ঠা পয়ো মূত্রং যদ্ বিষ্ণোরনিবেদিতম্ ॥
বিষ্ণুপদং স্বস্বসাধ্য-দেবতাপরম্ । অন্যত্রাপি—
অদত্তং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতম্ ।
পত্রং পুষ্পং ফলং মূল মন্নপানৌষধং প্রিয়ে ! ॥
অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত ভুঞ্জীতৈব নিবেদিতম্ ।
কালিকাপুরাণে—মহাধীরো মুনির্বাপি ব্রাহ্মণশ্চেতরোঽপি বা ।

পুনরায় সেই মালা গ্রথিত করিয়া পূর্ব্ববৎ প্রতিষ্ঠা করিবে। তাহার পর সেই মালা জপ করিবে, তাহাতে দোষভাগী হইবে না ॥১২॥

শিব রুষ্ট হইলে গুরু ত্রাণকর্ত্তা কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহ ত্রাণ করিতে পারে না। গুরুর ক্রোধ হইলে উপবাস করিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে। যাবৎকাল পর্য্যন্ত গুরুর প্রসন্নতা না আসে, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত ভোজন ত্যাগ করিবে। গুরু প্রসন্ন হইলে ভোজন করিবে, এইরূপ করিলে দোষ হয় না ॥ ১৩ ॥

মৎস্য সূক্তে উক্ত হইয়াছে—"অনিবেদিত ভক্ষ্য ভোজ্যাদি কোন কিছু ভোজন করিবে না। যে অন্ন বা জল বিষ্ণুর অনিবেদিত, সেই অন্ন বিষ্ঠার তুল্য এবং জল মূত্রের তুল্য।" এখানে বিষ্ণুপদটী নিজ নিজ উপাস্য দেবতা তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—"অদত্ত অর্থাৎ দেবতাকে অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ করিবে না। উহা অভক্ষ্যের তুল্য কথিত হইয়াছে। হে প্রিয়ে! পত্র, পুষ্প, ফল, জল, মূল, অন্ন, পানীয় ও ঔষধ দেবতাকে নিবেদন না করিয়া ভোজন করিবে না, নিবেদন করিয়াই ভোজন করিবে।" কালিকা পুরাণে উক্ত হইয়াছে—"মহাধীর ব্যক্তি,

যদ্ যদ্ ভক্ষ্যং সমর্থস্তু প্রকৃষ্টং স্যাদ্ যথা তথা ॥
প্রদদ্যাদিষ্টদেবেভ্যো গৃহ্লীয়াচ্চ তথা স্বয়ম্ ।
যামলে—যদ্ যথা ভক্ষ্যতে ভক্ষ্যং তৎ তথৈব প্রদাপয়েৎ ।
অন্যথা তৎপ্রদানেন ন তৎফলমবাপ্নুয়াৎ ॥

যদ্ যদ্ দ্রব্যং যেন প্রকারেণ ভোক্তব্যং তদ্ দ্রব্যমন্যথা প্রকারেণ ন দাতব্যম্ । অনিবেদ্য হরেভু‌র্ঞ্জন্ সপ্তজন্মনি নারকী ।

হরেরিত্যুপলক্ষণম্ । তথাচোক্তং কালিকাপুরাণে—
ফলং পুষ্পং চ তাম্বূলমন্নপানাদিকঞ্চ যৎ ।
অদত্ত্বা তন্মহাদেব্যৈ ন ভোক্তব্যং কদাচন ॥
অনিবেদ্য ন ভুঞ্জীত প্রায়শ্চিত্তীভবেন্নরঃ ।
দেব্যাশ্চাষ্টশতং মন্ত্রং জপ্ত্বা পূতো ভবেন্নরঃ ॥

দেব্যা ইত্যুপলক্ষণং স্বস্বোপাসিতদেবতানাম্ । তথাচোক্তং যামলে—
অনিবেদ্য মহেশানি ! ভুঞ্জানঃ পাতকী ভবেৎ ।
ইষ্টমন্ত্রং শতং জপ্ত্বা তস্মাৎ পাপাদ্ বিশুধ্যতি ॥ ১৪ ॥

মুনি, ব্রাহ্মণ বা অন্য কোন সাধক সমর্থ হইলে যে যে ভক্ষ্য দ্রব্য যেমন যেমন উৎকৃষ্ট হইবে, তাহা ইষ্টদেবতাগণকে প্রদান করিবে এবং স্বয়ং তাহা গ্রহণ করিবে।” যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“যে ভক্ষ্য দ্রব্য যেরূপে ভক্ষিত হয়, সেই ভক্ষ্য দ্রব্য সেইরূপেই দান করিবে। অন্যরূপে তাহা প্রদান করিলে তাহার ফল পাইবে না।” [তাৎপর্য্য এই যে—] যে দ্রব্য যে যে প্রকারে ভোজন করা হয়, সেই দ্রব্য অন্য প্রকারে দিবে না। হরিকে নিবেদন না করিয়া যে ভোজন করে, সে সাত জন্ম নারকী হয়। ‘হরি’ এই পদটী উপলক্ষণ অর্থাৎ এখানে হরি পদটী সাধকের স্ব স্ব ইষ্টদেবতা তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। কালিকাপুরাণে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—“ফল, পুষ্প, তাম্বূল, অন্ন ও পানীয়—যাহা কিছু, তাহা মহাদেবীকে না দিয়া কখনও ভোজন করিবে না। নিবেদন না করিয়া ভোজন করিতে নাই। তাহাতে মনুষ্য প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়। মানব দেবীর অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিয়া পবিত্র হয়। ‘দেব্যাঃ’ —এই পদটী স্ব স্ব উপাস্য দেবতার উপলক্ষণ অর্থাৎ নিজ নিজ ইষ্টদেবতা তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে। যামল তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—“হে মহেশানি ! দেবতাকে নিবেদন না করিয়া যে ভোজন করে, সে পাপী হয়। অষ্টোত্তর শত ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া সেই পাপ হইতে বিশুদ্ধ হয় ॥ ১৪ ॥

নচ—“যো যদ্দেবার্চ্চনরতঃ স তন্নৈবেদ্যভুগ্ ভবেৎ।” ইতি বচনাদ্ দেবতান্তর-নৈবেদ্যভক্ষণং ন কর্ত্তব্যমিতি বাচ্যম্। “অগ্রাহ্যং শিবনির্ম্মাল্য-মি”তি বচনমজ্ঞানিনাম্, জ্ঞানিনাম্ তু প্রসাদ-ভক্ষণ মেবাবশ্যকম্। তথাচোক্তং যামলে—

শিবদত্তং বিষ্ণুদত্তং গিরিজাদত্তমেব চ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যমন্যথা পাতকী ভবেৎ।

অগ্নিপুরাণে—শিবদত্তং বিষ্ণুদত্তং পার্ব্বতীদত্তমেব চ।
নৈবেদ্যমুদরে কৃত্বা নরঃ সাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ॥

লৈঙ্গে—লিঙ্গে ত্যক্ত্বা তু নৈবেদ্যং ভুঙ্‌ক্তে মোহাদ্ বিমূঢ়ধীঃ।
কুম্ভীপাকে চ নরকে পচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।

এতৎ তু শিবমস্তকদত্ত-নৈবেদ্যপরম্। স্কন্দ-পুরাণে—

বাণলিঙ্গে স্বয়ম্ভুতে স্ফাটিকে মৃদি সংস্থিতে।
অতঃ শতক্রতোঃ পুণ্যং শম্ভোর্নৈবেদ্যভক্ষণাৎ॥

আদিত্যপুরাণে—নির্ম্মাল্যং ধারয়েদ্ যস্তু শিরসা পার্ব্বতীপতেঃ।

‘যে ব্যক্তি যে দেবতার অর্চ্চনায় রত, সে সেই দেবতার নৈবেদ্যভোজী হইবে’—এই বচনানুসারে ইষ্ট দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার নৈবেদ্য ভক্ষণ কর্ত্তব্য নহে—ইহা বলিতে পার না। কারণ ‘শিবনির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য’—এই বচনটী অজ্ঞানিগণের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যাহারা অজ্ঞানী, তাহারাই কেবল উপাস্য দেবতা ভিন্ন অন্য দেবতার নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিবে না। জ্ঞানিগণের কিন্তু প্রসাদ ভক্ষণ কর্ত্তব্য। যামলতন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—“শিবকে দত্ত (নিবেদিত), বিষ্ণুকে দত্ত বা গিরিজাকে (পার্ব্বতীকে) দত্ত নৈবেদ্য প্রাপ্তিমাত্রেই ভোজন করিবে, অন্যথা পাতকী হইবে।” অগ্নিপুরাণে উক্ত হইয়াছে—“শিবদত্ত, বিষ্ণুদত্ত বা পার্ব্বতী-দত্ত নৈবেদ্য উদরে (ভোজন) করিয়া সাযুজ্যলাভ করে।” লিঙ্গপুরাণে উক্ত হইয়াছে—“যে মূঢ় ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত শিবলিঙ্গে দত্ত নৈবেদ্য ভোজন করে, সে কুম্ভীপাক নামক নরক ভোগ করে—ইহাতে সন্দেহ নাই।” এই বচনটী শিবমস্তকে দত্ত নৈবেদ্য তাৎপর্য্যে প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ শিবমস্তকে দত্ত নৈবেদ্যের ভোজনের নিষেধই উক্ত বচনের তাৎপর্য্য। স্কন্দ-পুরাণে উক্ত হইয়াছে—বাণলিঙ্গে, স্বয়ম্ভূলিঙ্গে, স্ফটিকলিঙ্গে এবং মৃন্ময় লিঙ্গে দত্ত নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবে না। এতদ্ভিন্ন অন্য শিবের নৈবেদ্য ভক্ষণে শতযজ্ঞের তুল্য পুণ্য হয়।” আদিত্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—“যে ব্যক্তি

রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য ফলমাপ্নোত্যনুত্তমম্ ।

তথাচ লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে—ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তবান্ ব্রহ্মা যোগং চান্যে মহর্ষয়ঃ

বিষ্ণুত্বমপি বিষ্ণুশ্চ শিবঃ কেন ন সেব্যতে ॥

নির্ম্মাল্যং হরতে পাপং শোকঞ্চ চরণোদকম্ ।

নৈবেদ্যং সর্ব্বপাপানি শম্ভোর্হরতি নিশ্চিতম্ ॥

নিবেদিতঞ্চ নৈবেদ্যং ভুঞ্জীত নাত্র সংশয়ঃ ।

ন হি যে ভুঞ্জতে মূর্খা নরকং তৈঃ প্রপদ্যতে ॥

নৈবেদ্যং চোপভুঞ্জীত দত্ত্বা তদ্‌ভক্তিশালিনে ।

অন্যথা নৈব সিদ্ধিঃ স্যাদর্চ্চকো নরকং ব্রজেৎ ॥

ইত্যাদি-নানাতন্ত্র-পুরাণবচনৈঃ নিবেদিত-মাত্রং ভোক্তব্যং নতু অনিবেদিতমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ১৫ ॥

নৈবেদ্য-নিন্দকং দৃষ্ট্বা নৃত্যন্তি যোগিনীগণাঃ ।

রক্তপানোদ্যতাঃ সর্ব্বা মাংসাস্থি-চর্ব্বণোদ্যতাঃ ॥

তস্মান্নিবেদিতং দেব্যৈ দৃষ্ট্বা শ্রুত্বা চ মানুষঃ ।

ন নিন্দেন্ মনসা বাচা কুষ্ঠব্যাধি-পরাঙ্মুখঃ ॥

পার্ব্বতীপতি শিবের নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করে, সে রাজসূয় যজ্ঞের শ্রেষ্ঠ ফল প্রাপ্ত হয়।” লিঙ্গার্চ্চন তন্ত্রেও তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—“ব্রহ্মা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্যান্য মহর্ষিগণ যোগ লাভ করিয়াছেন। বিষ্ণুও বিষ্ণুত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব শিবকে কে না উপাসনা করে? অর্থাৎ সকলেরই শিবোপাসনা কর্ত্তব্য। শিবের নির্ম্মাল্য পাপ নাশ করে, চরণোদক শোক নাশ করে। শম্ভুর নৈবেদ্য নিশ্চিতরূপে সমস্ত পাপ নষ্ট করে। নিবেদিত নৈবেদ্য ভোজন করিবে—এ বিষয়ে সংশয় নাই। যে মূর্খেরা নিবেদিত নৈবেদ্য ভোজন করে না, তাহারা নরক প্রাপ্ত হয়। দেবতায় ভক্তিমান্ ব্যক্তিকে নৈবেদ্য দিয়া তবে ভোজন করিবে; অন্যথা সিদ্ধ হয় না এবং পূজকও নরক গমন করে।” এইরূপ নানাতন্ত্র ও পুরাণের বাক্যে ইহাই নিশ্চয়-রূপে জানা যায় যে, নিবেদিত দ্রব্যমাত্রই ভোক্তব্য, অনিবেদিত দ্রব্য ভোক্তব্য নহে॥১৫ কারণ কালীকুলসর্ব্বস্ব তন্ত্রের বচন আছে যে,—“যোগিনীগণ নৈবেদ্য-নিন্দককে দেখিয়া নৃত্য করেন। তাঁহারা সকলে [নৈবেদ্য নিন্দকের] রক্তপানে এবং মাংস ও অস্থির চর্ব্বণে উদ্যত হন। অতএব কুষ্ঠব্যাধি পরাঙ্মুখ মানুষ দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্নকে দেখিয়া বা [নিবেদনের] কথা শুনিয়া মনের দ্বারা বা বাক্যের দ্বারা নিন্দা করিবে না।”

ইতি কালীকুল-সর্ব্বস্ববচনাৎ। (কুমারীতন্ত্রে *—

দেবতানাঞ্চ নৈবেদ্যং স্ত্রীভ্যো দদ্যান্ন কুত্রচিৎ।

তন্ত্রে—স্বশক্তিভ্যোঽন্যশক্তিভ্যো দত্ত্বা চ স্বয়মাহরেৎ।)

যামলে—অনেকধা পশোরন্নং ভুঞ্জতে যে চ সাধকাঃ।

তেভ্যঃ প্রকুপ্যতে দেবী তৎসংসর্গং ন কারয়েৎ ॥ ১৬ ॥

তন্ত্রে—অনস্থিপ্রাণিসংঘাতং হত্বা চ দশকং জপেৎ ॥

হত্বা চ পক্ষিণং সর্ব্বং ত্রিরেকাদশকং জপেৎ।

যামলে—পর্ব্বণ্যপূজ্য দেবেশীং গুরুং শক্তিঞ্চ শক্তিতঃ।

অদত্ত্বা চ বলিং তত্র মূলমষ্টশতং জপেৎ ॥

বর্ণসঙ্কর-জাতীয়ৈ র্বৈষ্ণবৈস্তু সহ প্রিয়ে!।

শাক্তঃ শৈবো বৈষ্ণবশ্চ সংসর্গং যত্নতস্ত্যজেৎ ॥

তেষাং মুখং সমালোক্য সূর্য্যদর্শনমাচরেৎ।

ইষ্টমন্ত্রং শতং জপ্ত্বা তস্মাৎ পাপাদ্ বিশুধ্যতি॥ ইতি॥ ১৭

বৈদিককর্ম্মমাত্রম্ ইষ্টদেবতাপ্রীত্যর্থং কার্য্যম্। তন্ত্রে—

দেবতাপ্রীতিকামস্তু কর্ম্ম কুর্য্যাৎ সদাশিবে! ॥

কুমারীতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"দেবতাগণের নৈবেদ্য স্ত্রীগণকে কখনও দিবে না।" তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"নিজের শক্তি বা অন্যের শক্তিকে [নৈবেদ্য] দিয়া তবে নিজে গ্রহণ করিবে।" যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"যে সাধকগণ বহুপ্রকারে পশুর অন্ন গ্রহণ করে, দেবী তাহাদের প্রতি কুপিত হন। অতএব তাহাদের সংসর্গ করিবে না" ॥ ১৬ ॥

তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"অস্থিশূন্য প্রাণিগণকে বধ করিয়া দশবার [মূলমন্ত্র] জপ করিবে। সমস্ত প্রকার পক্ষিকে বধ করিয়া ত্রিগুণিত একাদশ সংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে।" যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"সামর্থ্যানুসারে পর্ব্ব দিবসে ইষ্টদেবীকে, গুরু এবং শক্তিকে পূজা না করিলে বা বলি না দিলে সেই স্থলে অষ্টোত্তর শত মূলমন্ত্র জপ করিবে। হে প্রিয়ে! বর্ণসঙ্কর জাতীয় বৈষ্ণবের সহিত শাক্ত, শৈব বা বৈষ্ণব যত্নপূর্ব্বক সংসর্গ ত্যাগ করিবে। তাহাদের মুখ দেখিয়া সূর্য্যদর্শন করিবে। শতবার ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া সেই পাপ হইতে বিশুদ্ধ হয়" ॥ ১৭ ॥

ইষ্টদেবতার প্রীতির জন্যই বৈদিক কার্য্য অনুষ্ঠান করিবে। তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে সদাশিবে! দেবতার প্রীতিকামী হইয়া [বৈদিক] কর্ম্ম করিবে। যদি বিধিমোহিত

---

* ক্বচিৎ পুস্তকে বন্ধনীমধ্যস্থ-পাঠো ন দৃশ্যতে।

অন্যকামস্তু চেৎ কর্ম্ম করোতি বিধিমোহিতঃ।
ফলং ন জায়তে তস্য দেবস্তস্মৈ প্রকুপ্যতি।
অন্যচ্চ—যে ত্বকামা নরাঃ সম্যগ্ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি শোভনে ! ।
তেষাং দদাতি বিশ্বেশো ভগবান্ মুক্তিমীশ্বরঃ ॥

সকামানাং সাযুজ্যাদি-মুক্তিঃ, সাযুজ্যং ন পরা মুক্তিঃ শরীরসম্বন্ধাৎ। অকামানাং নির্ব্বাণমেব মুক্তিঃ, পরম-পুরুষার্থত্বাৎ। "ন চ পুনরাবর্ত্ততে" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৮ ॥

ননু—অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্।
মাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি-শতৈরপি ॥

ইতি বচনাৎ কর্ম্মমাত্রস্য ভোগনাশ্যত্বে বহুজন্মার্জ্জিতানন্তকর্ম্মণাং ভোগেন বিনিবর্ত্তনাসম্ভবাদ্ জীবস্য কথং মুক্তিরিতি চেৎ। উচ্যতে—

দেবতা-প্রীতিকামস্তু কর্ম্ম কুর্য্যাৎ সদাশিবে ! ।
দেবস্তু প্রীতিমাপন্নো ভুক্তিমুক্তি-ফলপ্রদঃ ॥
অকামঃ সাত্ত্বিকো লোকে যৎকিঞ্চিদ্ বিনিবেদয়েৎ !

অর্থাৎ বিধির তাৎপর্য্য নির্ণয়ে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি অন্য কোন ফলকামী হইয়া কর্ম্ম করে, তবে তাঁহার কোন ফল হয় না; দেবতা তাহার প্রতি কুপিত হন। আরও উক্ত হইয়াছে—"হে শোভনে ! যে সকল মনুষ্য কামনাশূন্য হইয়া সম্যক্‌রূপে কর্ম্ম করে, ভগবান্ বিশ্বপতি ঈশ্বর তাহাদিগকে মুক্তি দেন।" সকাম ব্যক্তিগণের সাযুজ্যাদি মুক্তি হয়। সাযুজ্য কিন্তু পরা মুক্তি নহে। কারণ শরীরের সহিত সম্বন্ধ থাকে। নিষ্কাম ব্যক্তিগণের নির্ব্বাণ মুক্তি হয়। কারণ উহাই পরম পুরুষার্থ এবং শ্রুতি আছে যে—['সে অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ] পুনরাবৃত্ত হয় না" ॥ ১৮ ॥

আচ্ছা—'স্বোপার্জ্জিত শুভ বা অশুভ কর্ম্ম অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। অভুক্ত কর্ম্ম শত কল্পকোটি বৎসরেও ক্ষয় হয় না"—এই বচন অনুসারে কর্ম্মমাত্র ভোগনাশ্য হইলে বহুজন্মার্জ্জিত অসংখ্য কর্ম্মের ভোগের দ্বারা ক্ষয় অসম্ভব, অতএব জীবের মুক্তি কিরূপে হইবে?—এই যদি বলি। তাহা হইলে [তাহার উত্তর] বলিতেছি—"হে সদাশিবে ! দেবতার প্রীতিকামী হইয়া কর্ম্ম করিবে। দেবতা প্রীতি প্রাপ্ত হইলেই ভোগ ও মোক্ষফল প্রদান করেন। ইহলোকে কামনারহিত সাত্ত্বিক ব্যক্তি [দেবতাকে] যাহা কিছু নিবেদন করে, [তাহাতেই] সে সেই

স তৎ স্থানমাপ্নোতি যত্র গত্বা ন শোচতি ॥
অত্যন্তদুঃখবিরহো মুক্তিরিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ১৯ ॥

যামলে—ধর্ম্মাধর্ম্মাবিতি প্রোক্তৌ দ্বৌ পাশৌ কর্ম্মসংজ্ঞিতৌ।
দেবতাপ্রীতিকর্ম্মাণি ন বন্ধায় বিমুক্তয়ে।
মূর্দ্ধ্না প্রতীচ্ছতে দেবস্তৎকামেন কৃতং তু যৎ ॥

ইত্যাদি বচনাৎ বর্ত্তমান—* কর্ম্মণাম্ ঈশ্বরপ্রীতিমাত্র-সাধকত্বেনাঽদৃষ্টাজনকত্বাৎ প্রারব্ধাতিরিক্তকর্ম্মণামীশ্বর-প্রসাদলব্ধজ্ঞানেন নাশাৎ প্রারব্ধানাঞ্চ ভোগাদেব ক্ষয়াল্লিঙ্গদেহনাশে বিমুক্তিঃ স্যাদিতি ॥ ২০ ॥

লিঙ্গদেহমাহ গান্ধর্ব্বে—পঞ্চপ্রাণ-মনোবুদ্ধির্দশেন্দ্রিয়-সমন্বিতম্।
শরীরং সপ্তদশকং সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গ মুচ্যতে ॥ †

শ্রীভাগবতে দ্বাদশে—ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশমাকাশং স্যাদ্ যথা পুরা।

স্থান [দেবলোক] প্রাপ্ত হয়। যেখানে গিয়া সে শোক করে না। পণ্ডিতগণ অত্যন্ত দুঃখের অভাবকে মুক্তি বলেন” ॥ ১৯ ॥

যামলতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“কর্ম্ম নামক ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম এই দুইটী পাশ (মোক্ষের প্রতিবন্ধক উপায়) কথিত হইয়াছে। দেবতার প্রীতিজনক কর্ম্মগুলি বন্ধের কারণ নহে—পরন্তু মুক্তির হেতু। দেবতার প্রীতির কামনায় যাহা অনুষ্ঠিত হয়, দেবতা তাহা মস্তকের দ্বারা অর্থাৎ আদরের সহিত গ্রহণ করেন।” এই সমস্ত বচনে জানা যায় যে, বর্ত্তমান কর্ম্মগুলি মাত্র ঈশ্বর-প্রীতির কারণ বলিয়া অদৃষ্টের জনক না হওয়ায়, প্রারব্ধ (বর্ত্তমান দেহ ও ভোগের নির্ব্বাহক) কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্মগুলি ঈশ্বরানুগ্রহলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হওয়ায় এবং প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগের দ্বারা ক্ষয় হওয়ায় লিঙ্গশরীর নাশ হইলে মুক্তি হয় ॥ ২০ ॥

গন্ধর্ব্বতন্ত্রে লিঙ্গদেহ বলিতেছেন—“পঞ্চপ্রাণ, মনঃ, বুদ্ধি ও দশটী ইন্দ্রিয়যুক্ত সপ্তদশ অবয়ব বিশিষ্ট যে সূক্ষ্ম শরীর, সেই শরীরকে লিঙ্গ শরীর বলে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে দ্বাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে—“ঘট বিনষ্ট হইলে ঘটাকাশ যেমন পূর্ব্বের ন্যায় আকাশ হইয়া যায়।

* ক পুস্তকে 'বচনাদি'ত্যনন্তরং “স্বকীয়-ভোগজনক-কর্ম্মনাশত্বে নিষ্ফলমেব। ঈশ্বর-প্রীত্যুদ্দেশ্যক-কর্ম্ম শরীরান্তক-দুরদৃষ্ট-বিশেষাত্মক-লিঙ্গশরীরনাশকত্বে সফলমেব। লিঙ্গ-শরীর ধ্বংসং বিনা ন মোক্ষঃ।” ইতি পাঠঃ। † ক পুস্তকেঽত্রায়ং পাঠঃ—
“অন্তঃকরণমধ্যে তু জ্যোতিরাত্মা প্রবর্ত্ততে।
লিঙ্গদেহং তু তং প্রাহুর্যোগিনস্তত্ত্ববেদিনঃ ॥”

এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ ॥

দেহে মৃতে লিঙ্গদেহে ধ্বস্তে ইত্যর্থঃ। অন্যথা পুনঃ পুনর্জন্ম মৃত্যুর্ভবত্যেব। তথাচোক্তং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকম্।
কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ ॥
ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ স কৃতে নরঃ।
পূর্ণে সংবৎসরে দেহমতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে ॥
ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা।

তৎক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ। প্রেতশরীরঞ্চ পূর্ব্বদেহরূপমত্যন্তগতিমৎ। তদাহ মার্কণ্ডেয়-পুরাণম্—

বায়ুপ্রসারিতে দেহ মতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে।
তৎপ্রমাণ-বয়োবস্থ-সংস্থানং প্রাগ্‌ভবং যথা ॥ ২১ ॥

ইতি পরিব্রাজকাচার্য্য-পরমহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মানন্দগিরি-কৃতায়াং শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণ্যাং সংসর্গদোষাদিনির্ণয়ো নাম ষোড়শোল্লাসঃ।

এইরূপ দেহ বিনষ্ট হইলে জীবও পুনরায় ব্রহ্ম হইয়া যায়।" "দেহে মৃতে" এই কথাটীর অর্থ—লিঙ্গ দেহ বিনষ্ট হইলে। অন্যথা অর্থাৎ ইহা স্বীকার না করিয়া স্থূলদেহ বিনষ্ট হয় বলিলে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হইতে থাকিবে। বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"তৎক্ষণাৎই আতিবাহিক দেহ ধারণ করে। উহা কেবল মনুষ্যগণের হয়, অন্য কোন প্রাণীর কোন সময়েই আতিবাহিক দেহ হয় না। এক বৎসর পূর্ণ হইলে বান্ধবগণ কর্ত্তৃক সপিণ্ডীকরণ অনুষ্ঠিত হইলে সেই জীব এই দেহ হইতে ভিন্ন অন্য একটি দেহ লাভ করে। সেই দেহ দ্বারা সে কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে গমন করে।" 'তৎক্ষণাৎ' এই পদের অর্থ—মৃত্যুক্ষণ হইতে। প্রেত শরীরটী পূর্ব্বদেহের অনুরূপ এবং অত্যন্ত গতিমৎ। মার্কণ্ডেয় পুরাণ তাহাই বলিতেছেন—"বায়ু প্রসারিত অর্থাৎ মৃত্যু হইলে পূর্ব্বজন্মের দেহের ন্যায় পরিমাণ, বয়স, অবস্থা ও আকৃতিবিশিষ্ট পূর্ব্বদেহ হইতে ভিন্ন অন্য একটী দেহ প্রাপ্ত হয় ॥ ২১ ॥

শাক্তানন্দতরঙ্গিণীর ষোড়শ উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোল্লাসঃ

অথ কুণ্ডবিধিঃ

গোবিন্দবৃন্দাবনে—ভূমেঃ পরিগ্রহং কুর্য্যাদ্ যাবদায়তনং ভবেৎ
গুরুরাচম্য বিধিবদাসনে উপবিশ্য চ।
মাষভক্তবলিং দদ্যাদ্ যথোক্তবিধিনা ততঃ॥
ওঁ স্বর্গপাতালমধ্যে চ যে সন্তি বাস্তুদেবতাঃ।
গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিং দত্তং তুষ্টা যান্তু স্বমন্দিরম্॥
মাতরো ভূতবেতালা যে চান্যে বলিকাঙ্ক্ষিণঃ।
দেব্যাঃ পারিষদা যে চ তে চ গৃহ্ণন্ত্বিমং বলিম্॥
এবং বলিদ্বয়ং দত্ত্বা মণ্ডপং কারয়েদ্ বুধঃ॥ ১॥

মণ্ডপ-নির্ম্মাণম্

শারদায়াম্—পুণ্যাহং বাচয়িত্বা তু মণ্ডপং রচয়েচ্ছুভম্।
পঞ্চভিঃ সপ্তভির্হস্তৈর্নবভির্বা মিতান্তরম্॥
ষোড়শস্তম্ভ-সংযুক্তং চত্বারস্তেষু মধ্যগাঃ।
অষ্টহস্তসমুচ্ছ্রায়াঃ সংস্থাপ্যা দ্বাদশাঽভিতঃ॥

কুণ্ডবিধি ঃ—গোবিন্দ বৃন্দাবনে উক্ত হইয়াছে—"যে পরিমাণ ভূমিতে কুণ্ডক্ষেত্র হইতে পারে, সেই পরিমাণ ভূমি কুণ্ডের জন্য গ্রহণ করিবে। গুরু বিধি পূর্ব্বক [আসনে] উপবেশন করিয়া ও আচমন করিয়া পরে যথোক্ত বিধানে মাষভক্ত বলি দিবেন। [মাষভক্ত বলির মন্ত্রার্থ হইতেছে—] 'স্বর্গ ও পাতালের মধ্যে যে সমস্ত বাস্তুদেবতা আছেন, তাঁহারা এই বলি গ্রহণ করুন এবং সন্তুষ্ট হইয়া নিজ মন্দিরে গমন করুন। মাতৃগণ, ভূতবেতালগণ, অন্যান্য বলিপ্রার্থিগণ এবং যে সমস্ত দেবীর পারিষদ্গণ, তাঁহারা এই বলি গ্রহণ করুন।" এইরূপে দুইটী বলি দিয়া সাধক মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে॥ ১॥

শারদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—"পুণ্যাহ বাচন করিয়া দৈর্ঘ্য প্রস্থে পাঁচ হাত, সাত হাত বা নয় হাত, ষোলটী স্তম্ভ যুক্ত শুভ মণ্ডপ রচনা করিবে। সেই ষোলটী স্তম্ভের মধ্যে অষ্ট হস্ত উচ্চ চারিটী স্তম্ভ মধ্যে স্থাপন করিবে। মধ্য স্তম্ভের

চতুর্বিংশাঙ্গুলং হস্তং তন্ত্রবেদবিদো বিদুঃ ॥
গৃহাদিকুণ্ডকরণে বেদিকা-মণ্ডপে তথা।
মানাঙ্গুলেন কর্ত্তব্যং নান্যৈর্বাপি কদাচন ॥ ২ ॥

মানাঙ্গুলি-লক্ষণম্

মানাঙ্গুলিমাহ তন্ত্রে—কর্ত্তু র্দক্ষিণহস্তস্য মধ্যমাঙ্গুলিপর্ব্বণঃ।
মধ্যস্য দৈর্ঘ্যমানেন মানাঙ্গুলিরুদাহৃতা ॥ ৩ ॥

মণ্ডপস্থান-পরিমাণম্

সিদ্ধান্তশেখরে—স্থলাদর্কাঙ্গুলোচ্ছ্রায়ং মণ্ডপস্থানমীরিতম্।
নারিকেলদলৈর্বংশৈশ্ছাদয়েন মণ্ডপং ততঃ ॥
চতুর্দ্বারৈঃ সমাযুক্তং কদলীস্তম্ভসংযুতৈঃ।
আম্রপত্রসমাযুক্ত-রজ্জুভিঃ পরিবেষ্টিতম্ ॥
অষ্টদিক্ষু ধ্বজানষ্টৌ চতুর্দ্দিক্পালবর্ণতঃ ॥ ৪ ॥

দিক্পাল-বর্ণঃ

দিক্পালবর্ণমাহ শারদায়াম্—
পীতো রক্তো সিতো ধূম্রঃ শুক্লো ধূম্রঃ সিতাবুভৌ।

চতুষ্পার্শ্বে দ্বাদশটী স্তম্ভ স্থাপন করিবে। তন্ত্রবিদ্গণ গৃহাদি নির্ম্মাণে বা কুণ্ডনির্ম্মাণে বেদিকা ও মণ্ডপ রচনায় ২৪ অঙ্গুলি যুক্ত পরিমাণকে এক হস্ত বলেন। মানাঙ্গুলের দ্বারা এই সমস্ত করিবে। অন্য কোন পরিমাণের দ্বারা কখনও করিবে না ॥ ২ ॥

তন্ত্রে মানাঙ্গুল বলিতেছেন—"কর্ত্তা অর্থাৎ যজমানের দক্ষিণ হস্তের মধ্যমাঙ্গুলির মধ্য পর্ব্বের মধ্য ভাগের দৈর্ঘ্য পরিমাণে মানাঙ্গুলি কথিত হইয়াছে অর্থাৎ মধ্যমাঙ্গুলির মধ্য পর্ব্বের মধ্যভাগের যে দৈর্ঘ্য পরিমাণ, তাহাকে মানাঙ্গুলি বলে" ॥ ৩ ॥

সিদ্ধান্তশেখরে উক্ত হইয়াছে—"সাধারণ স্থলভাগ হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি উচ্চ ভূমি মণ্ডপ স্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাহার পর অর্থাৎ মণ্ডপ নির্ম্মাণের পর নারিকেল পাতা ও বাঁশের দ্বারা মণ্ডপটীকে আচ্ছাদিত করিবে। কদলীবৃক্ষ যুক্ত চারিটী দ্বারের দ্বারা মণ্ডপ শোভিত হইবে এবং আম্রপত্র সংযুক্ত রজ্জু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইবে। আট দিকে আটটী ধ্বজ স্থাপন করিবে। সেই ধ্বজগুলি দিক্পালগণের বর্ণের ন্যায় বর্ণে অনুরঞ্জিত করিবে ॥ ৪ ॥

শারদাতিলকে দিক্পাল-বর্ণ বলিতেছেন—পীত, রক্ত, সিত, ধূম্র, শুক্ল; ধূম্র, দুইটী

গৌরোঽরুণঃ ক্রমাদেতে বর্ণতঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ৫ ॥

কুণ্ডশরীরম্

নাস্তি হোমো বিনা কুণ্ডং তস্মাৎ কুণ্ডং প্রশস্যতে।
কুণ্ডস্য রূপং জানীয়াৎ পরমং প্রকৃতের্বপুঃ ॥
প্রাচ্যাং শিরঃ সমাখ্যাতং বাহূ দক্ষিণ-সৌম্যয়োঃ।
উদরং কুণ্ডমিত্যুক্তং যোনিঃ পাদৌ তু পশ্চিমে ॥ ৬ ॥

চতুরস্রকুণ্ড-লক্ষণম্

পূর্ব্বাপরায়তং সূত্রং বিন্যসেদ্ধস্তমানতঃ।
দক্ষিণোত্তরগং সূত্রং তথৈব চ প্রবিন্যসেৎ ॥
তদগ্রয়োঃ প্রবিন্যস্য তথা সূত্রচতুষ্টয়ম্।
চতুরস্রং মহাকুণ্ডং সর্ব্বযাগে প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
মুষ্টিমাত্রমিতং কুণ্ডং শতার্দ্ধে সংপ্রচক্ষতে।
শতহোমেঽরত্নিমাত্রং হস্তমাত্রং সহস্রকে ॥
দ্বিহস্তমযুতে লক্ষে চতুর্হস্তমুদীরিতম্।
নিযুতে ষট্‌করং প্রোক্তং কোট্যামষ্টকরং স্মৃতম্ ॥ ৭ ॥

সিত, গৌর ও অরুণ—যথাক্রমে এইগুলি ইন্দ্রাদি লোকপালের বর্ণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

কুণ্ড বিনা হোম হয় না, এই জন্য [হোমে] কুণ্ড প্রশস্ত। প্রকৃতির সুন্দর আকৃতিই কুণ্ডের রূপ জানিবে। পূর্ব্ব দিকে শিরঃ কথিত হইয়াছে। দক্ষিণ ও সৌম্য (উত্তর) দিকে দুইটী বাহু কথিত হইয়াছে এবং কুণ্ড উদর বলিয়া কথিত হইয়াছে। যোনি ও পাদদ্বয় পশ্চিমে কথিত হইয়াছে ॥ ৬ ॥

পূর্ব্বাপরায়ত অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতে দক্ষিণে বিস্তৃত এক হস্ত পরিমিত একটী সূত্রপাত করিবে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত সেইরূপ অর্থাৎ একহস্ত পরিমিত আর একটী সূত্রপাত করিবে। দুই সূত্রের অগ্রভাগে সূত্রপাত করিয়া সূত্র চতুষ্টয় করিবে। সমস্ত যাগে উহাই মহাকুণ্ড চতুরস্র কথিত হইয়াছে। শতার্দ্ধ হোমে মুষ্টি পরিমিত কুণ্ড, শত হোমে অরত্নি (কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভিন্ন মুষ্টি) মাত্র কুণ্ড, সহস্র হোমে হস্তপরিমিত. কুণ্ড, অযুত হোমে দুই হস্ত পরিমিত, লক্ষ হোমে চারিহস্ত পরিমিত কুণ্ড বিহিত হইয়াছে। নিযুত হোমে ছয় হস্ত পরিমিত এবং কোটি হোমে অষ্ট হস্ত পরিমিত কুণ্ড বিহিত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

খাত-পরিমাণম্

যাবান্ কুণ্ডস্য বিস্তারঃ খননং তাবদীরিতম্ ।
চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলঞ্চ যবশূন্যং সহস্রকে ॥
ততো দ্বিহস্তমানে তু ত্রিংশদঙ্গুলকং স্মৃতম্ ।
চতুর্হস্তে মধ্যমানমষ্টত্রিংশৎ প্রকল্পিতম্ ॥
অঙ্গুলং যবশূন্যং স্যাল্লক্ষহোমে প্রকীর্ত্তিতম্ ।
ঋতুহস্তে তথা মানং চত্বারিংশৎ ত্রয়াধিকম্ ॥
অঙ্গুলং নিযুতে প্রোক্তমধিকং যবচতুষ্টয়ম্ ।
চত্বারিংশদষ্টযুতং যবসপ্তসমন্বিতম্ ॥
বসুহস্তে তথা মানমঙ্গুলং কথিতং বুধৈঃ ॥ ৮ ॥
শোভনং কমলং কুর্য্যাৎ কুণ্ডমধ্যে সরন্ধ্রকম্ ॥
সর্ব্বেষামেব কুণ্ডানাং মেখলাস্তিস্র এব চ ।
একাঙ্গুলং বিহায়াঽন্তে মেখলাস্তস্য কারয়েৎ ॥
অর্দ্ধাঙ্গুল-প্রমাণেন কণ্ঠঞ্চ বর্দ্ধয়েৎ ক্রমাৎ ॥

তন্ত্রান্তরে—কোণসূত্র-প্রমাণেন দ্বিহস্তং কুণ্ডমুদ্ধরেৎ ।
এবং লক্ষাদিকে জ্ঞেয়ং কুণ্ডং তত্র বিধানতঃ ॥

কুণ্ডের যেরূপ বিস্তার (মধ্য সূত্র) হইবে, সেই পরিমাণ খনন (খাত) কথিত হইয়াছে। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক সহস্র হোমে [এক হস্ত কুণ্ডের] মধ্যমান (ব্যাস) যবশূন্য চব্বিশ মানাঙ্গুল, দ্বিহস্ত কুণ্ডের মধ্যমান ত্রিংশৎ মানাঙ্গুল কথিত হইয়াছে। লক্ষ হোমে চতুর্হস্ত কুণ্ডের মধ্যমান যবশূন্য অষ্টত্রিংশৎ মানাঙ্গুল কথিত হইয়াছে। নিযুত হোমে ছয় হস্ত কুণ্ডের মধ্যমান ৪ যব অধিক ৪৩ মানাঙ্গুল উক্ত হইয়াছে। আট হাত কুণ্ডের মধ্যমান ৪৮ মানাঙ্গুল ৭ যব কথিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

কুণ্ডের মধ্যে ছিদ্রযুক্ত সুন্দর একটী পদ্ম করিবে। সকল কুণ্ডের তিনটীই মেখলা হইবে। কুণ্ডের অন্তে একাঙ্গুল পরিত্যাগ করিয়া অর্থাৎ কুণ্ডের প্রান্তে চতুর্দ্দিকে একাঙ্গুল পরিমিত কণ্ঠস্থান পরিত্যাগ করিয়া মেখলা করাইবে। যথাক্রমে অর্দ্ধাঙ্গুল পরিমাণে কণ্ঠ বর্দ্ধিত করিবে। তন্ত্রান্তরে উক্ত হইয়াছে—"কোণ সূত্রের পরিমাণানুসারে দ্বিহস্ত কুণ্ড উদ্ধার (নির্ম্মাণ) করিবে। লক্ষাদি হোমেও এইরূপ

একহস্তকুণ্ডস্য কোণসূত্রেণ ঈশানকোণসূত্রেণ পরিতো যন্মানং তদেব পারিভাষিকং দ্বিহস্তাদিকুণ্ডমানং নতু প্রকৃতহস্তাদ্ দ্বৈগুণ্যাদিকমিতি ॥ ৯ ॥

মেখলা-নিরূপণম্

ইদানীং মেখলাদীনাং মানং তস্য নিগদ্যতে।
কুণ্ডানাং যাদৃশং রূপং মেখলানাঞ্চ তাদৃশম্ ॥
কুণ্ডানাং মেখলাস্তিস্রো মুষ্টিমাত্রে তু তাঃ ক্রমাৎ।
উৎসেধায়ামতো জ্ঞেয়া দ্ব্যেকার্দ্ধাঙ্গুলিসম্মিতাঃ ॥
যুগাঙ্গুলং যোনিমানং যোন্যগ্রমেকমঙ্গুলম্।
যুগাঙ্গুলং নাভিপদ্মং শতার্দ্ধে সংপ্রচক্ষতে ॥
অরত্নিমাত্রকুণ্ডে তাস্ত্রিদ্ব্যেকাঙ্গুলিকাত্মিকাঃ।
কর্ত্তব্যা মেখলা যোনিশ্চতুরঙ্গুল-সম্মিতা ॥
একাঙ্গুলং তু যোন্যগ্রং কুর্য্যাদীষদধোমুখম্।
অঙ্গুলিত্রিতয়ং চৈব নাভিপদ্মং সুশোভনম্ ॥
একহস্তমিতে কুণ্ডে বেদাগ্নিনয়নাঙ্গুলাঃ।
কর্ত্তব্যা মেখলা যোনিং কুর্য্যাচ্চৈব ষড়ঙ্গুলম্ ॥

বিধানে সেই স্থলে কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে।” একহস্ত কুণ্ডের কোণ সূত্রের অর্থাৎ [কুণ্ডের] ঈশান কোণে সূত্রের পরিত অর্থাৎ আদ্যন্ত ভাগের যে পরিমাণ, তাহাই পারিভাষিক দ্বিহস্ত কুণ্ডের পরিমাণ, প্রকৃত হস্তের দ্বিগুণ পরিমাণ কিন্তু উহার পরিমাণ নহে ॥ ৯ ॥

সম্প্রতি সেই কুণ্ডের মেখলাদির পরিমাণ কথিত হইতেছে। কুণ্ডের যেমন রূপ অর্থাৎ আকার হইবে, মেখলার রূপ তাদৃশ আকার হইবে। কুণ্ডের তিনটী মেখলা হয়। মুষ্টিমাত্র পরিমিত কুণ্ডে সেই তিনটী মেখলা উচ্চতায় ও বিস্তারে যথাক্রমে দুই অঙ্গুলি, এক অঙ্গুলি ও অর্দ্ধ অঙ্গুলি পরিমিত জানিবে। শতার্দ্ধ হোমে কুণ্ডের যোনির পরিমাণ দুই অঙ্গুলি, যোনির অগ্রভাগ এক অঙ্গুলি এবং নাভিপদ্ম দুই অঙ্গুলি উক্ত হইয়াছে। অরত্নিমাত্রকুণ্ডে সেই মেখলাগুলি [যথাক্রমে] তিন অঙ্গুলি, দুই অঙ্গুলি ও একাঙ্গুলি পরিমিত করিবে। যোনি চারি অঙ্গুলি পরিমিত করিবে। যোনির অগ্রভাগ একাঙ্গুলি পরিমিত ও ঈষৎ অধোমুখ করিবে। সুশোভন নাভিপদ্ম তিন অঙ্গুলি পরিমিত হইবে। এক হস্ত পরিমিত কুণ্ডে মেখলাগুলি [যথাক্রমে] চারি অঙ্গুলি, তিন অঙ্গুলি ও দুই অঙ্গুলি পরিমিত করিবে। যোনি ছয় অঙ্গুলি

বেদাঙ্গুলং নাভিপদ্মং যোন্যগ্রেকাঙ্গুলং স্মৃতম্ ।
কুণ্ডে দ্বিহস্তে তা জ্ঞেয়া রসবেদগুণাঙ্গুলাঃ ॥
যোনিঃ সপ্তাঙ্গুলোপেতা যোন্যগ্রং চাঙ্গুলিদ্বয়ম্ ।
পঞ্চাঙ্গুলং নাভিপদ্মং কুর্য্যাচ্চৈব মনোহরম্ ॥
চতুর্হস্তমিতে কুণ্ডে বসুতর্কযুগাঙ্গুলাঃ ।
কর্ত্তব্যা মেখলাস্তিস্রো যোন্যগ্রং চাঙ্গুলিত্রয়ম্ ॥
যোনিরষ্টাঙ্গুলোপেতা নাভিপদ্মং ষড়ঙ্গুলম্ ।
কুণ্ডে রসকরে তাঃ স্যুর্দশাষ্টর্ত্বঙ্গুলান্বিতাঃ ॥
যোনির্নবাঙ্গুলোপেতা যোন্যগ্রং চতুরঙ্গুলম্ ।
সপ্তাঙ্গুলং নাভিপদ্মং কুর্য্যাচ্চ সুমনোহরম্ ॥
অষ্টহস্তমিতে কুণ্ডে ভানুপঙ্ক্ত্যষ্টকাঙ্গুলাঃ ।
যোনির্দশাঙ্গুলোপেতা কর্ত্তব্যাঽধোমুখী তথা ॥
পঞ্চাঙ্গুলং তু যোন্যগ্রং কুর্য্যাদষ্টাঙ্গুলং তথা ।
নাভিপদ্মং লক্ষহোমে তন্ত্রবিৎ-পরিকল্পিতম্ ॥
হোতুরগ্রে তু তাং যোনিং মেখলানাং পরি স্থিতাম্

পরিমিত করিবে। নাভিপদ্ম চারি অঙ্গুলি করিবে। যোনির অগ্র এক অঙ্গুলি উক্ত হইয়াছে। দ্বিহস্ত পরিমিত কুণ্ডে মেখলাগুলি [যথাক্রমে] ছয় অঙ্গুলি, চারি অঙ্গুলি ও তিন অঙ্গুলি পরিমিত করিবে। যোনি সাত অঙ্গুলি পরিমিত হইবে। যোনির অগ্রভাগ দুই অঙ্গুলি পরিমিত করিবে। মনোহর নাভিপদ্ম পঞ্চাঙ্গুলি পরিমিত করিবে। চারিহস্ত পরিমিত কুণ্ডে তিনটী মেখলা যথাক্রমে বসু (আট) অঙ্গুলি, তর্ক (ছয়) অঙ্গুলি এবং যুগ (চারি) অঙ্গুলি পরিমিত করিবে। অষ্টাঙ্গুলি পরিমিত যোনি, অঙ্গুলিত্রয় পরিমিত যোন্যগ্র এবং ষড়ঙ্গুল পরিমিত নাভিপদ্ম নির্ম্মাণ করিবে। ছয় হস্ত পরিমিত কুণ্ডে সেই তিনটী মেখলাকে যথাক্রমে দশ অঙ্গুলি, আট অঙ্গুলি ও ছয় অঙ্গুলি পরিমিত হইবে। নয় অঙ্গুলি পরিমিত যোনি, চারি অঙ্গুলি পরিমিত যোন্যগ্র এবং সাত অঙ্গুলি পরিমিত সুমনোহর নাভিপদ্ম নির্ম্মাণ করিবে। লক্ষ হোমে অষ্ট হস্ত পরিমিত কুণ্ডে মেখলাগুলি যথাক্রমে বার অঙ্গুলি ও দশ অঙ্গুলি ও আট অঙ্গুলি পরিমিত হইবে। দশ অঙ্গুলি পরিমিত অধোমুখী যোনি করিবে। সেইরূপ পঞ্চাঙ্গুলি পরিমিত যোন্যগ্র এবং অষ্টাঙ্গুলি পরিমিত নাভিপদ্ম করিবে। এই পরিমাণ তন্ত্রবিদ্‌গণ কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছে। হোতার সম্মুখে

গজকুম্ভবদাকারাং কুর্য্যাদীষদধোমুখীম্ ॥
পশ্চিমাভিমুখীং যোনিং কুণ্ডকোণেষু নার্পয়েৎ।
এবং সমস্ত-কুণ্ডানাং ব্যবস্থেয়ং প্রকীর্ত্তিতা ॥ ১০ ॥

নাল-নিরূপণম্

স্থলাদারভ্য নালং স্যাদ্ যোন্যা মধ্যে সরন্ধ্রকম্।
সরন্ধ্রকমিত্যুভয়ত্র সম্বধ্যতে। তথাচোক্তং রুদ্রযামলে—
যোন্যা মধ্যে বিলং কুর্য্যাৎ তদাজ্যগ্রাহি-সংজ্ঞকম্।
স্থলনিয়মমাহ ক্রিয়াসারে—হোমস্থানাদ্ বহিঃস্থানং স্থলমিত্যভিধীয়তে।
গৌতমীয়ে—সূক্ষ্মাগ্রং স্থূলমূলঞ্চ সরন্ধ্রং নালমিষ্যতে।
সম্মোহনতন্ত্রে—মূলং মধ্যং তথা চাগ্রং ক্রমাচ্চ ষট্‌চতুস্ত্রিকম্।
তথা চ ত্রয়োদশাঙ্গুলী-দীর্ঘং নালমিত্যর্থঃ।
নালমেখলয়োর্মধ্যে পরিধেঃ স্থাপনায় চ।
রন্ধ্রং কুর্য্যাৎ ততো বিদ্বান্ দ্বিতীয়মেখলোপরি ॥ ১১ ॥

মেখলার উপরিভাগে গজকুম্ভের ন্যায় আকার বিশিষ্টা ঈষৎ অধোমুখী যোনি নির্ম্মাণ করিবে। কুণ্ডের কোণভাগে পশ্চিমাভিমুখী যোনি স্থাপন করিবে না। সমস্ত কুণ্ডের এইরূপ ব্যবস্থা কথিত হইয়াছে ॥ ১০ ॥

স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া [যোনির] নাল হইবে। উহা মধ্যে যাহাতে রন্ধ্র বিশিষ্ট হয়, সেইরূপ হইবে। 'সরন্ধ্রকম্' এই পদটী উভয় স্থলে অন্বিত হইবে। রুদ্রযামল তন্ত্রে তাহাই উক্ত হইয়াছে। যথা—"যোনির মধ্যে বিল (রন্ধ্র) করিবে। উহা 'আজ্যগ্রাহি' নামে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ উহার মধ্য দিয়া কুণ্ডমধ্যে ঘৃতাহুতি দেওয়া হয়।" ক্রিয়াসারে স্থলনিয়ম বলিতেছেন—"হোম স্থানের বহিঃস্থান স্থল নামে অভিহিত হয়।" গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"নাল সূক্ষ্মাগ্র, মূলভাগ স্থূল অথচ সরন্ধ্র—হইয়া থাকে।" সম্মোহন তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—[নালের] "মূল, মধ্য ও অগ্র যথাক্রমে ছয় অঙ্গুলি, চারি অঙ্গুলি ও তিন অঙ্গুলি দীর্ঘ হয়। সুতরাং উহার অর্থ এই যে—নালটী ত্রয়োদশ অঙ্গুলি দীর্ঘ। তাহার পর বিদ্বান্ ব্যক্তি নাল ও মেখলার মধ্যভাগে পরিধি স্থাপনের জন্য দ্বিতীয় মেখলার উপরে একটী রন্ধ্র করিবে ॥ ১১ ॥

কুণ্ডদোষাঃ

কুণ্ডদোষমাহ বিশ্বকর্ম্মা—খাতাধিকে ভবেদ্ রোগী হীনে চৈব ধনক্ষয়ঃ
বক্রকুণ্ডে চ সন্তাপো মরণং ছিন্নমেখলে ॥
মেখলা-রহিতে শোকো হ্যধিকে বিত্তসংক্ষয়ঃ ।
ভার্য্যাবিনাশকং কুণ্ডং প্রোক্তং যোন্যা বিনা কৃতম্ ॥
অপত্য-ধ্বংসনং প্রোক্তং কুণ্ডং যৎ কণ্ঠবর্জ্জিতম্ ।
কুণ্ডমেবংবিধং ন স্যাৎ স্থণ্ডিলং বা সমাশ্রয়েৎ ॥ ১২ ॥

স্থণ্ডিললক্ষণম্

যামলে—নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং স্থণ্ডিলে বা সমাচরেৎ ।
হস্তমাত্রে তু তৎ কুর্য্যাদ্ বালুকাভিঃ সুশোভনম্ ॥
অঙ্গুলোৎসেধ-সংযুক্তং চতুরস্রং সমন্ততঃ ।
চতুরস্রং চতুষ্কোণমিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

ইতি পরিব্রাজকাচার্য্য-পরমহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদ্‌ব্রহ্মানন্দগিরি-কৃতায়াং
শাক্তানন্দতরঙ্গিণ্যাং কুণ্ডনির্ণয়ো নাম সপ্তদশোল্লাসঃ ।

বিশ্বকর্ম্মা কুণ্ডদোষ বলিতেছেন—"খাত অধিক হইলে রোগী হয়, অল্প (ছোট) হইলে ধনক্ষয় হয়। কুণ্ড বক্র হইলে সন্তাপ হয়, মেখলা ছিন্ন হইলে মরণ হয়। মেখলা-হীন কুণ্ড হইলে শোক হয়। মেখলা অধিক হইলে ধন ক্ষয় হয়। যোনি-রহিত কুণ্ড ভার্য্যানাশক বলিয়া কথিত হইয়াছে। কণ্ঠ-বর্জ্জিত যে কুণ্ড, তাহা অপত্যনাশক বলিয়া কথিত হইয়াছে। কুণ্ড যদি এইরূপ না হয়, তবে স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ করিবে ॥ ১২ ॥

যামল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—'অথবা নিত্য, নৈমিত্তিক বা কাম্য হোম স্থণ্ডিলে করিবে। মাত্র এক হস্ত পরিমিত স্থানে বালুকা দ্বারা সুশোভন স্থণ্ডিল করিবে। এক অঙ্গুলি উৎসেধ (উচ্চতা) যুক্ত কুণ্ডটী চতুর্দ্দিকে চতুরস্র (চতুষ্কোণ) হইবে ॥ ১৩

শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীর সপ্তদশ উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত

অষ্টাদশোল্লাসঃ

অথ হোমবিধিঃ

অথাঽগ্নিজননং বক্ষ্যে সর্ব্বতন্ত্রানুসারতঃ।
গোময়েন সমালিপ্য কুণ্ডং সর্ব্বত্র মন্ত্রবিৎ ॥
সামান্যার্ঘ্যং প্রকল্প্যাঽথ পঞ্চগব্যৈর্বিশোধয়েৎ

অষ্টাদশ কুণ্ড-সংস্কারাঃ

শারদায়াম্—অষ্টাদশোক্তাঃ সংস্কারাঃ কুণ্ডানাং তন্ত্রদেশিতাঃ
বীক্ষণং মূলমন্ত্রেণ শরেণ প্রোক্ষণং মতম্ ॥
তেনৈব তাড়নং দর্ভৈর্বর্ম্মণাভ্যুক্ষণং স্মৃতম্।
অস্ত্রেণ খননোদ্ধারৌ হৃন্মন্ত্রেণ প্রপূরণম্ ॥
সমীকরণমস্ত্রেণ সেচনং বর্ম্মণা মতম্।
কুট্টনং হেতি মন্ত্রেণ বর্ম্মমন্ত্রেণ মার্জ্জনম্ ॥
বিলেপনং কলারূপ-কল্পনং তদনন্তরম্।
ত্রিসূত্রীকরণং পশ্চাদ্ হৃদয়েনাঽর্চনং মতম্ ॥
অস্ত্রেণ বজ্রীকরণং হৃন্মন্ত্রেণ কুশৈঃ শুভৈঃ।

হোমবিধি ঃ—অনন্তর সমস্ত তন্ত্রসম্মত অগ্নি-জনন (অগ্নি প্রণয়ন ও সংস্কার) বলিব। মন্ত্রজ্ঞ সাধক সকল স্থানে গোময়ের দ্বারা কুণ্ড লেপন করিয়া ও সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিয়া পরে পঞ্চগব্যের দ্বারা কুণ্ড শোধন করিবে। শারদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—"কুণ্ডসমূহের তন্ত্রোক্ত সংস্কার অষ্টাদশ প্রকার উক্ত হইয়াছে। মূলমন্ত্রের দ্বারা বীক্ষণ, শর (ফট্) মন্ত্রের দ্বারা প্রোক্ষণ বিহিত হইয়াছে। সেই শর (ফট্) মন্ত্রে দর্ভের দ্বারা তাড়ন ও বর্ম্ম (হুঁ) মন্ত্রের দ্বারা অভ্যুক্ষণ কথিত হইয়াছে। অস্ত্র (ফট্) দ্বারা খনন ও [খাত মৃত্তিকার] উদ্ধার (উত্তোলন), হৃৎ (নমঃ) মন্ত্রে [অন্য মৃত্তিকা দ্বারা] পূরণ, অস্ত্র (ফট্) মন্ত্র দ্বারা সমীকরণ, (হুঁ) মন্ত্রে সেচন (অভ্যুক্ষণ) উক্ত হইয়াছে। হেতি (ফট্) মন্ত্রে কুট্টন, বর্ম্ম মন্ত্রে মার্জ্জন, বিলেপন, সোম, সূর্য্য ও অগ্নিরূপ কলাত্রয়ের কল্পনা ও পরে ত্রিসূত্রীকরণ; অনন্তর হৃদয় (নমঃ) মন্ত্রে অর্চ্চনা বিহিত হইয়াছে। অস্ত্র মন্ত্রের দ্বারা বজ্রীকরণ অর্থাৎ বজ্রের ন্যায় দৃঢ় চিন্তন, পবিত্র কুশের দ্বারা

চতুষ্পথং তনুত্রেণ তনুয়াদক্ষপাটনম্ ॥
যাগে কুণ্ডানি সংস্কুর্য্যাৎ সংস্কারৈরেভিরীরিতৈঃ।

অস্যার্থঃ—কুট্টনং দৃঢ়ীকরণম্। বিলেপনং গোময়োদকেন। কলা-রূপকল্পনং সোম-সূর্য্যাগ্নি-কলাত্মক-চিন্তনম্। ত্রিসূত্রীকরণং রক্তসূত্রেণ ত্রিঃপরিবেষ্টনম্। বজ্রীকরণং বজ্ররূপেণ চিন্তনম্। চতুষ্পথং চতুরস্রী-করণম্। অক্ষপাটনমিন্দ্রিয়োদ্‌ঘাটনম্ (১)। ইতি ॥ ১ ॥

প্রকারান্তর-সংস্কারঃ

অথবা তানি সংস্কুর্য্যাচ্চতুভির্বীক্ষণাদিভিঃ।
তিস্রস্তিস্রো লিখেল্লেখা হৃদা প্রাগুদগগ্রিকাঃ ॥
প্রাগগ্রাণাং স্মৃতা দেবা মুকুন্দেশ-পুরন্দরাঃ।
রেখাণামুদগগ্রাণাং ব্রহ্ম-বৈবস্বতেন্দবঃ ॥
অথবা ত্রিকোণং তদ্বহিঃ ষট্‌কোণং তদ্বহিরষ্টদলপদ্মং পরিকল্পয়েৎ।
চতুরস্রং চতুর্দ্বারমেবং বা বহ্নিমণ্ডলম্।
কুণ্ডস্যোত্তরভাগে চ ত্রিরেখা হস্তমানতঃ ॥

হৃন্মন্ত্রে চতুষ্পথ ও তনুত্র (হুঁ) মন্ত্রের দ্বারা অক্ষপাটন করিবে। পূর্ব্বোক্ত এই সমস্ত সংস্কারের দ্বারা যাগে কুণ্ডগুলিকে সংস্কার করিবে।" ইহার অর্থ—কুট্টন অর্থ—দৃঢ়ীকরণ। বিলেপন—গোময়োদকের দ্বারা। কলারূপ কল্পন অর্থ—সোম, সূর্য্য ও অগ্নিকলা-স্বরূপ চিন্তা। ত্রিসূত্রীকরণ অর্থ—রক্তসূত্রের দ্বারা তিনবার বেষ্টন। চতুষ্পথ অর্থ—চতুরস্রীকরণ। অক্ষপাটন শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়োদ্‌ঘাটন (১) ॥ ১ ॥

অথবা [অসমর্থ ব্যক্তি] বীক্ষণাদি চারিটী সংস্কারের দ্বারা কুণ্ডগুলিকে সংস্কার করিবে। অনন্তর নমঃ মন্ত্রে প্রাগগ্র (পূর্ব্বদিকে অগ্রভাগ করিয়া) তিনটী এবং উদগগ্র (উত্তর দিকে অগ্রভাগ করিয়া) তিনটী রেখা বিন্যাস করিবে। মুকুন্দ, ঈশ ও পুরন্দর [যথাক্রমে] প্রাগগ্র তিনটী রেখার দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ব্রহ্ম, বৈবস্বত ও ইন্দু [যথাক্রমে] উদগগ্র তিনটী রেখার দেবতা। অথবা ত্রিকোণ, তাহার বহির্ভাগে ষট্‌কোণ, তাহার বহির্ভাগে অষ্টদল পদ্ম বিন্যাস করিবে। চতুরস্র ও চতুর্দ্বার বিশিষ্ট এইরূপ বহ্নিমণ্ডল করিবে। কুণ্ডের উত্তর

---

(১) তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে অক্ষপাটন শব্দের নানা অর্থে ব্যবহার আছে। ইহা শারদাতিলকের টীকায় রাঘব ভট্ট বলিয়াছেন। আর্থার এভেলন প্রকাশিত শারদাতিলক (৩১৪ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

দক্ষিণোত্তরতস্তদ্বল্লিখেদ্ রেখাত্রয়ং শুভম্।
অর্ঘ্যাস্তিঃ প্রোক্ষ্য সর্ব্বং হি পঞ্চশুদ্ধিং সমাচরেৎ
সর্ব্বাণি তারেণাঽভ্যুক্ষ্যেতি শেষঃ ॥ ২ ॥

পঞ্চশুদ্ধিমাহ শারদায়াম্—বীক্ষণং মূলমন্ত্রেণ শরেণ প্রোক্ষণং মতম্।
তাড়নং হেতিমন্ত্রেণ কবচেনাঽথ লেপয়েৎ ॥
অস্ত্রেণ রক্ষণং কৃত্বা ততঃ সংস্কারমাচরেৎ।
ততো বহ্নের্যোগপীঠমর্চ্চয়েৎ কর্ণিকোপরি ॥
ধর্ম্মং জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যমগ্নিতো যজেৎ।
পূর্ব্বাদিদিক্ষু চাপূর্ব্বানথ ধর্ম্মাদিকান্ যজেৎ ॥ ৩ ॥
মধ্যে চ পূজয়েদ্ বহ্নের্নবশক্তীর্বিধানবিৎ।
পীতা শ্বেতাঽরুণা কৃষ্ণা ধূম্রা তীব্রা স্ফুলিঙ্গিনী ॥
রুচিরা জ্বালিনী প্রোক্তা ক্রমশো নব শক্তয়ঃ।
পূজয়েন্ মণ্ডলং তেষাং কলাভিঃ সহ মন্ত্রবিৎ ॥
অং অর্কমণ্ডলং ঙেন্তং তথা উং সোমমণ্ডলম্।

ভাগে হস্তপ্রমাণ তিনটী রেখা করিবে। দক্ষিণোত্তর ভাগেও সেইরূপ পবিত্র তিনটী রেখা করিবে। অর্ঘ্য জলের দ্বারা সমস্ত রেখা প্রোক্ষণ করিয়া পঞ্চশুদ্ধি করিবে। ‘তার অর্থাৎ প্রণব দ্বারা সমস্ত রেখা অভ্যুক্ষণ করিয়া’—এই কথাটী পূর্ব্ব শ্লোকে যোগ করিতে হইবে ॥ ২ ॥

শারদাতিলকে পঞ্চশুদ্ধি বলিতেছেন—“মূলমন্ত্রের দ্বারা বীক্ষণ, শর (ফট্) মন্ত্র দ্বারা প্রোক্ষণ বিহিত হইয়াছে। হেতি (ফট্) মন্ত্র দ্বারা তাড়ন, কবচ (হুঁ) মন্ত্র দ্বারা লেপন ও অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা রক্ষা করিয়া পরে সংস্কার করিবে। তাহার পর কর্ণিকার উপরে বহ্নির যোগপীঠ অর্চ্চনা করিবে। পূর্ব্বাদি দিকে অগ্নিকোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য এবং অ-পূর্ব্ব ধর্ম্ম প্রভৃতিকে অর্থাৎ অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্যকে পূজা করিবে। বিধিজ্ঞ সাধক মধ্যে বহ্নির নয়টী শক্তিকে পূজা করিবে। পীতা, শ্বেতা, অরুণা, কৃষ্ণা, ধূম্রা, তীব্রা, স্ফুলিঙ্গিনী, রুচিরা ও জ্বালিনী—যথাক্রমে এই নয়টী বহ্নির শক্তি। সেইরূপ ঙেন্ত (চতুর্থী বিভক্তিযুক্ত) অং অর্কমণ্ডলকে অর্থাৎ “অং অর্কমণ্ডলায় নমঃ” মন্ত্রে

মং বহ্নিমণ্ডলং তদ্বদর্চ্চয়েদ্ গন্ধপুষ্পকৈঃ ॥
বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরসন্নিভাম্।
বাগীশ্বরেণ সহিতামুপচারৈঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥ ৩ ॥

অগ্নি-প্রণয়নম্

বিহিতাগ্নিমাহ তন্ত্রে—সূর্য্যকান্তাদি-সম্ভূতং যদ্বা শ্রোত্রিয়গেহজম্ ॥
অগ্নিপ্রণয়নমাহ—পাত্রান্তরেণ পিহিতে তাম্রপাত্রাদিকে শুভে।
অগ্নিপ্রণয়নং কুর্য্যাচ্ছরাবে বাপি তাদৃশে ॥ ৪ ॥
যত্তু স্মৃতিসারে—শরাবে ভিন্নপাত্রে বা কপালে বোল্মুকেঽপি বা।
নাগ্নিপ্রণয়নং কুর্য্যাদ্ ব্যাধি-হানি-ভয়াবহম্ ॥ ইতি।
তস্য—মুখ্যপাত্রসম্ভবে শরাবো ন গ্রাহ্য ইত্যত্র তাৎপর্য্যম্।
আনীয়াস্ত্রেণ নৈঋর্ত্যাং ক্রব্যাদাংশং পরিত্যজেৎ।
অস্ত্রেণৈব চ তৎকাষ্ঠং নৈঋর্ত্যাং বর্জ্জয়েৎ প্রিয়ে! ॥ ৫ ॥
শারদায়াম্—সংস্কুর্য্যাৎ তং যথান্যায়ং দেশিকো বীক্ষণাদিভিঃ।
ঔদর্য্যবৈন্দবাগ্নিভ্যাং ভৌমস্যৈক্যং স্মরন্ বসোঃ ॥

অর্কমণ্ডলকে, 'উং সোমমণ্ডলায় নমঃ' মন্ত্রে সোমমণ্ডলকে এবং 'মং বহ্নিমণ্ডলায় নমঃ' মন্ত্রে বহ্নিমণ্ডলকে গন্ধপুষ্পের দ্বারা পূজা করিবে। নীল ইন্দীবর (নীলোৎপল) তুল্যা ঋতুস্নাতা বাগীশ্বরীকে বাগীশ্বরের সহিত উপচারের দ্বারা পূজা করিবে ॥ ৩ ॥

তন্ত্রে বিহিত অগ্নি বলিতেছেন—"সূর্য্যকান্ত বা অরণি সম্ভূত অথবা সাগ্নিক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের গৃহজাত অগ্নিকে বিহিত অগ্নি বলে। অগ্নি-প্রণয়ন বলিতেছেন —"পাত্রান্তরের দ্বারা আচ্ছাদিত পবিত্র [নূতন] তাম্রাদি পাত্রে অথবা তাদৃশ অর্থাৎ পাত্রান্তরের দ্বারা আচ্ছাদিত [নূতন] শরাবে অগ্নি প্রণয়ন করিবে ॥ ৪ ॥

স্মৃতিসারে যে উক্ত হইয়াছে—"শরাবে, ভিন্ন অর্থাৎ ভগ্ন পাত্রে, কপালে (ভাঙ্গা খোলায়) ও উল্মুকে (জলন্ত কাষ্ঠখণ্ডে) ব্যাধি, হানি ও ভয়কারক অগ্নিপ্রণয়ন (স্থাপনার্থ আনয়ন) করিবে না। তাহার—মুখ্য পাত্রে উপস্থিত থাকিতে শরাব অগ্নি-প্রণয়নার্থ গ্রহণীয় নহে—এই তাৎপর্য্য জানিবে। অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা অগ্নি আনিয়া নৈঋর্তকোণে ক্রব্যাদাংশ পরিত্যাগ করিবে। হে প্রিয়ে! অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা সেই কাষ্ঠখণ্ডকেও নৈঋর্ত কোণে ত্যাগ করিবে ॥ ৫ ॥

শারদা-তিলকে উক্ত হইয়াছে—"দেশিক (দীক্ষিত সাধক) সেই বিহিত অগ্নিকে ন্যায়ানুসারে অর্থাৎ বিধানানুসারে বীক্ষণাদি দ্বারা সংস্কার করিবে। সেই সময়ে

যোজয়েদ্ বহ্নিবীজেন চৈতন্যং পাবকে তদা।
তারেণ মন্ত্রিতং কৃত্বা ধেনুমুদ্রামৃতীকৃতম্॥
অস্ত্রেণ রক্ষিতং পশ্চাৎ তনুত্রেণাঽবগুণ্ঠিতম্।
অর্চ্চিতং ত্রিঃ পরিভ্রাম্য কুণ্ডস্যোপরি দেশিকঃ॥
প্রদক্ষিণং তদা তারমন্ত্রোচ্চারণ-পূর্ব্বকম্।
আত্মনোঽভিমুখং বহ্নিং জানুস্পৃষ্টমহীতলঃ॥
শিববীজধিয়া দেব্যা যোনাবেনং বিনিক্ষিপেৎ॥ ৬॥

সময়াতন্ত্রে—কুশেনাচ্ছাদ্য তদ্‌যোনিং চতুষ্কোণং পটং ন্যসেৎ।
ততো দেবায় দেব্যৈ চ দদ্যাদাচমনীয়কম্॥
গর্ভনাড্যা ধৃতং ধ্যায়েদ্ বহ্নিরূপং হরিং গুরুঃ।

হরিরিত্যুপলক্ষণং স্বস্বেষ্টদেবানাম্। সময়াতন্ত্রে—
দেব্যা বামকরে দদ্যাদ্ রক্ষার্থং দর্ভকঙ্কণম্।
ভূষাভির্ভূষয়েদ্ দেবীং ত্রৈলোক্যোৎপত্তিমাতৃকাম্॥ ৭॥

জিহ্বামন্ত্রঃ

রেফবায়্বৌঁশৈর্যুক্তা নাদ-বিন্দু-বিভূষিতাঃ।

ঔদর্য্য বহ্নি (জাঠরাগ্নি) ও বৈন্দব বহ্নির (সহস্রার পদ্মস্থিত পরমাত্মস্বরূপ বিন্দুসম্ভূত বহ্নির) সহিত ভৌম বহ্নির ঐক্য চিন্তা করিয়া বহ্নিবীজ দ্বারা ('রং বহ্নি-চৈতন্যং কল্পয়ামি' মন্ত্রে) বহ্নিতে চৈতন্য যোগ করিবে। দীক্ষিত সাধক অগ্নিকে তারের দ্বারা মন্ত্রিত করিয়া ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকৃত, অস্ত্রের দ্বারা রক্ষিত, তনুত্র (কবচ—হুঁ) দ্বারা অবগুণ্ঠিত ও অর্চিত করিয়া প্রদক্ষিণক্রমে দক্ষিণাবর্ত্তে কুণ্ডের উপরে তিনবার ভ্রামিত করিয়া (ঘুরাইয়া) প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক জানুদ্বারা ভূমিতল স্পর্শ করিয়া শিববীজ জ্ঞানে আত্মাভিমুখে দেবীর যোনিতে সেই বহ্নিকে নিক্ষেপ করিবে" ॥ ৬॥

সময়াতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"সেই যোনিকে কুশের দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া চতুষ্কোণ বস্ত্র স্থাপন করিবে। তাহার পর দেব ও দেবীকে (বাগীশ্বরও বাগীশ্বরীকে) আচমন দিবে। গুরু বহ্নিরূপ হরিকে [বাগীশ্বরীর] গর্ভ নাড়ী দ্বারা ধৃত চিন্তা করিবে।" 'হরি' এই পদটী স্ব স্ব ইষ্ট দেবতার উপলক্ষণ। সময়াতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"গর্ভ রক্ষার্থ দেবীর বামকরে দর্ভকঙ্কণ দিবে। ত্রৈলোক্যোৎপত্তির মাতৃকস্বরূপ বাগীশ্বরী দেবীকে বহুবিধ অলঙ্কারের দ্বারা ভূষিত করিবে॥ ৭॥

রেফ (র), বায়ু (য) ও ঔঁশ (ঊ) যুক্ত সকারাদি ষকারান্ত (স, ষ, শ, ব, ল,

সাদি-যান্তাশ্চ জিহ্বানাং মনবঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
পায়ৌ লিঙ্গে চ নাভৌ চ হৃদয়ে কণ্ঠমূলতঃ।
লম্বিকায়াং ভ্রবোর্মধ্যে জিহ্বা জ্বালারুচো ন্যসেৎ।
জিহ্বাস্তাস্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তা গুণভিন্নেষু কর্ম্মসু।
হিরণ্যা গগনা রক্তা কৃষ্ণাঽন্যা সুপ্রভা মতা।
বহুরূপাঽতিরক্তা চ সাত্বিক্যো যাগকর্ম্মসু ॥
পদ্মরাগা সুবর্ণান্যা তৃতীয়া ভদ্রলোহিতা।
লোহিতাঽনন্তরং শ্বেতা ধূমিনী চ করালিকা ॥
রাজস্যো রসনা বহ্নে র্বিহিতা কাম্যকর্ম্মসু।
বিশ্বমূর্ত্তি-স্ফুলিঙ্গিন্যৌ ধূম্রবর্ণা মনোজবা ॥
লোহিতান্যা করালাস্যা কালী তামস্য ঈরিতাঃ।
এতাঃ সপ্ত নিযুজ্যন্তে ক্রূরকর্ম্মসু মন্ত্রিভিঃ ॥ ৮ ॥

জিহ্বাধিপতিদেবতা

অমর্ত্ত্য-পিতৃ-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-নাগ-পিশাচকাঃ।
রাক্ষসাঃ সপ্ত জিহ্বানামীরিতা হ্যধিদেবতাঃ ॥
বহ্নেরঙ্গমনুং ন্যস্যেৎ তনাবুক্তেন বর্ত্মনা।
সহস্রার্চ্চিঃ স্বস্তিপূর্ণ উত্তিষ্ঠপুরুষস্তথা।

র ও য) বর্ণগুলি নাদ ও বিন্দু বিভূষিত হইয়া অর্থাৎ স্রাং ইত্যাদি [বহ্নির] জিহ্বার মন্ত্র হয়, ইহা উক্ত হইয়াছে। পায়ুতে (গুহ্যে), লিঙ্গে, নাভিতে, হৃদয়ে, কণ্ঠমূলে, লম্বিকায় (নাসিকায়) ও ভ্রূমধ্যে জ্বালারুচির (বহ্নির) জিহ্বান্যাস করিবে। সাত্ত্বিকাদি গুণভেদে বিভিন্ন কর্ম্মে অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মে সেই জিহ্বা তিন প্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে। [সাত্ত্বিক] যাগকার্য্য-সমূহে হিরণ্যা, গগনা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা ও অতিরক্তা [বহ্নির] সাত্ত্বিক জিহ্বা বলিয়া কথিত হইয়াছে। কাম্য কর্ম্মসমূহে পদ্মরাগা, সুবর্ণা, ভদ্রলোহিতা, লোহিতা, শ্বেতা, ধূমিনী ও করালিকা বহ্নির রাজস জিহ্বা। বিশ্বমূর্ত্তি, স্ফুলিঙ্গিনী, ধূম্রবর্ণা, মনোজবা, লোহিতা, করালাস্যা ও কালী বহ্নির তামস জিহ্বা। সাধকগণ কর্ত্তৃক এই সাতটী জিহ্বা ক্রূর কর্ম্মে প্রযুক্ত হয় ॥ ৮ ॥

অমর্ত্ত্য (দেবতা), পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, পিশাচ ও রাক্ষস সপ্তজিহ্বার অধিপতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রীতিতে অর্থাৎ 'সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ'

ধূমব্যাপী সপ্তজিহ্বো ধনুর্দ্ধর ইতীরিতাঃ ॥
ষড়ঙ্গমনবঃ প্রোক্তা জাতিভিঃ সহ সংযুতাঃ ॥ ৯ ॥

মূর্ত্তিন্যাসঃ

শারদায়াম্—মূর্ত্তিরষ্টৌ তনৌ ন্যস্যেদ্ দেশিকো জাতবেদসঃ।
মূর্দ্ধি স্কন্ধে বাম-পার্শ্বে কট্যন্ধু-কটি-পার্শ্বকে ॥
তথা স্কন্ধে চ বিন্যস্যেৎ প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ তু।
জাতবেদাঃ সপ্তজিহ্বো হব্যবাহনসংজ্ঞকঃ।
অশ্বোদরজসংজ্ঞোঽন্যঃ পুনর্বৈশ্বানরাহ্বয়ঃ ॥
কৌমারতেজাঃ স্যাদ্ বিশ্বমুখো দেবমুখঃ স্মৃতাঃ।
তারাগ্নয়ে পদাদ্যাঃ স্যুর্নত্যন্তা বহ্নিমূর্ত্তয়ঃ ॥
এবং বিন্যস্তদেহঃ সন্ জ্বালয়েন্ মনুনাঽমুনা।
জ্বালয়েদিতি জ্বালিনীমুদ্রাং প্রদর্শ্যেত্যর্থঃ। তল্লক্ষণং রাঘবীয়ে—
মণিবন্ধৌ সমৌ কৃত্বা করৌ তু প্রসৃতাঙ্গুলী।
মধ্যমে মিলিতে কৃত্বা অন্তরঙ্গুষ্ঠকৌ ক্ষিপেৎ।

এই মন্ত্রে নিজের দেহে বহ্নির অঙ্গমন্ত্র ন্যাস করিবে। সহস্রার্চিঃ, স্বস্তিপূর্ণ, উত্তিষ্ঠ-পুরুষ, ধূমব্যাপী, সপ্তজিহ্ব ও ধনুর্দ্ধর—এইগুলি ষড়ঙ্গ দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই ছয়টী শব্দ জাতির অর্থাৎ নমঃ, স্বাহা, বষট্, হুঁ, বৌষট্ ও ফট্ মন্ত্রের সহিত যুক্ত হইয়া ষড়ঙ্গ মন্ত্র হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ৯ ॥

শারদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—"সাধক [হোমকালে] স্বশরীরে অগ্নির অষ্টমূর্ত্তি ন্যাস করিবে। মস্তকে, বাম স্কন্ধে, বাম পার্শ্বে, বাম কটিতে, লিঙ্গে, দক্ষিণ কটিতে, দক্ষিণ পার্শ্বে ও দক্ষিণ স্কন্ধে প্রদক্ষিণক্রমে [মূর্ত্তির] ন্যাস করিবে। জাতবেদাঃ, সপ্তজিহ্ব, হব্যবাহন, অশ্বোদরজ, বৈশ্বানর, কৌমারতেজাঃ, বিশ্বমুখ ও দেবমুখ—[এইগুলি বহ্নির মূর্ত্তি বলিয়া] উক্ত হইয়াছে। এই বহ্নিমূর্ত্তিগুলি আদিতে অর্থাৎ প্রথমে তার (ওঁ) ও 'অগ্নয়ে' পদবিশিষ্ট এবং অন্তে নতি (নমঃ) যুক্ত ['ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে নমঃ'—ইত্যাদিরূপ] হইবে। এইরূপ বিন্যস্তদেহ হইয়া অর্থাৎ দেহে ন্যাস করিয়া এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্রের দ্বারা [বহ্নিকে] প্রজ্বালিত করিবে। 'জ্বালয়েৎ' এই কথার অর্থ-জ্বালিনী মুদ্রা দেখাইয়া প্রজ্বালিত করিবে। রাঘবভট্টকৃত শারদাতিলকের টীকায় তাহার লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। যথা—"মণিবন্ধদ্বয় সমান করিয়া হস্তদ্বয়কে প্রসৃতাঙ্গুলি অর্থাৎ হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিগুলি প্রসারিত করিবে। দুইটী মধ্যমাঙ্গুলিকে মিলিত করিয়া অভ্যন্তর ভাগে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্থাপন

মুদ্রা সা জ্বালিনী প্রোক্তা বহ্নের্জ্বালনকর্ম্মণি ইতি ॥ ১৭ ॥

বহ্নিপ্রজ্বালনমন্ত্রঃ

শারদায়াম্—চিৎপিঙ্গলং হন-দহ-পচ-যুগ্মান্তুদীর্য্য চ।
সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা মন্ত্রোঽয়ং পরিকীর্ত্তিতঃ ॥
অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্।
সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্ ॥
উপতিষ্ঠেত বিধিবন্মনুনাঽনেন পাবকম্।

শারদায়াম্—পরিষিঞ্চেৎ ততস্তোয়ৈর্বিশুদ্ধৈ মেখলোপরি।
দর্ভৈঃ কাষ্ঠৈশ্চ শুদ্ধৈশ্চ মূলমধ্যাগ্রচ্ছাদিতৈঃ ॥
সংস্তরেদ্ বিধিবন্মন্ত্রী প্রদক্ষিণাবসক্ততঃ।
এবং সংস্তরণং কুর্য্যাদ্ বর্জ্জয়িত্বাত্মনো দিশম্ ॥

গণেশ্বরবিমর্শিণ্যাম্—প্রাগগ্রৈরুদগগ্রৈশ্চ দর্ভৈর্বহ্নিং পরিস্তরেৎ।
যজ্ঞবৃক্ষোদ্ভবং তদ্বৎ কাষ্ঠৈশ্চ পরিধিত্রয়ম্ ॥
মধ্যে তু মেখলায়াস্তু সংস্তরেৎ তন্ত্রবিত্তমঃ।
অথ চেৎ স্থণ্ডিলে মন্ত্রী ভূমৌ সর্ব্বং পরিস্তরেৎ ॥ ১১ ॥

করিবে। বহ্নির প্রজ্বালন কার্য্যে তাহা "জ্বালিনী মুদ্রা" বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥১০॥

'চিৎপিঙ্গল' পদ এবং 'হন'পদদ্বয়, 'দহ' পদদ্বয়, এবং 'পচ' পদদ্বয় অর্থাৎ 'হন হন দহ দহ পচ পচ' পদ উচ্চারণ করিয়া 'সর্ব্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা' বলিবে। [বহ্নির] এই মন্ত্র পূর্ব্বাচার্য্যগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। তাহার পর উল্লিখিত 'অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা যথাবিধি অগ্নির উপাসনা করিবে। উক্ত মন্ত্রের অর্থ—সুবর্ণবর্ণ নির্ম্মল তেজোময় বিশ্বতোমুখ জাতবেদ প্রজ্বলিত হুতাশন অগ্নিকে বন্দনা করি। শারদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—'তাহার পর সাধক বিশুদ্ধ জলের দ্বারা চতুর্দ্দিকে সেচন করিবে এবং মেখলার উপরিভাগে মূল, মধ্য ও অগ্রে আচ্ছাদিত দর্ভ বা শুদ্ধ কতকগুলি কাষ্ঠের দ্বারা প্রদক্ষিণক্রমে পরস্পর সংলগ্নভাবে যথাবিধি সংস্তরণ করিবে। নিজের সম্মুখ ভাগ বর্জ্জন করিয়া এইরূপে সংস্তরণ করিবে। গণেশ্বরবিমর্শিণীতে উক্ত হইয়াছে—"প্রাগগ্র ও উত্তরাগ্র দর্ভের দ্বারা অগ্নিকে পরিস্তরণ করিবে। তন্ত্রবিৎ সাধক মেখলার মধ্যভাগে যজ্ঞবৃক্ষোৎপন্ন কতকগুলি কাষ্ঠের দ্বারা পরিধিত্রয়কে পরিস্তরণ করিবে। সাধক যদি স্থণ্ডিলে হোম করেন, তবে ভূমিতে সমস্ত পরিস্তরণ করিবে ॥ ১১ ॥

পরিধিলক্ষণম্

যজ্ঞকাষ্ঠসমুদ্ভূতঃ প্রাদেশপ্রমিতঃ শুভঃ। *
পরিধিঃ কথিতঃ সর্ব্বৈর্দেশিকৈস্তন্ত্রবিত্তমৈঃ॥
নিক্ষেপেদ্ দিক্ষু পরিধীন্ প্রাচীবর্জ্জং গুরূত্তমঃ॥
প্রাদক্ষিণ্যেন সংপূজ্যাস্তেষু ব্রহ্মাদিমূর্ত্তয়ঃ।
গন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য বহ্নিদেবং বিভাবয়েৎ॥ ১২॥

বহ্নিধ্যানং

বহ্নের্ধ্যানং যথা—ত্রিনয়নমরুণাভং বদ্ধমৌলিং তু শুক্লাং-
শুকমরুণমনেকাকল্পমম্ভোজসংস্থম্।
অভিমতবরশক্তিং স্বস্তিকাভীতিমুচ্চৈ-
র্নমত কমলমালালঙ্কৃতাংশং কৃশানুম্॥
এবং হি মনসা ধ্যায়েচ্ছান্তিকাদৌ গুরূত্তমঃ।
কৃষ্ণং কৃষ্ণগতের্বর্ণং ধ্যায়েন্মারণকর্ম্মণি।
মূর্ত্তিরষ্টৌ সমভ্যর্চ্চ্য ষট্‌কোণে তু ষড়ঙ্গকম্।
মধ্যে ষট্‌স্বপি কোণেষু জিহ্বা জ্বালারুচো যজেৎ॥
কেশরেষু ক্রমার্গেণ পূজয়েদঙ্গদেবতাঃ।

যজ্ঞকাষ্ঠ সমুৎপন্ন প্রদেশদ্বয় পরিমিত পবিত্র কাষ্ঠখণ্ড তন্ত্রবিৎ সমস্ত সাধক কর্তৃক পরিধি বলিয়া কথিত হইয়াছে। গুরুশ্রেষ্ঠ পূর্ব্বদিক্ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত দিকে পরিধি নিক্ষেপ করিবে। প্রদক্ষিণক্রমে সেইদিক্ সমূহে ব্রহ্মাদি মূর্ত্তির পূজা করিবে। গন্ধাদি দ্বারা বহ্নিদেবকে অর্চ্চনা করিয়া ভাবনা করিবে॥ ১২॥

বহ্নির ধ্যান যথা—"পদ্মাসনোপবিষ্ট শুক্লবস্ত্র-পরিহিত অনেকবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হস্তে অভিমত বর (বরমুদ্রা), শক্তি, স্বস্তিক ও অভিতি-(অভয় মুদ্রা) ধারী মস্তকে জটামণ্ডিত স্কন্ধে কমলমালালঙ্কৃত নয়নত্রয়ভূষিত কৃশানুকে (বহ্নিকে) ভজনা কর।" গুরুশ্রেষ্ঠ শান্তি প্রভৃতি কার্য্যে বহ্নিকে এইরূপে মনে মনে ভাবনা করিবে। মারণ কার্য্যে কৃষ্ণগতির (বহ্নির) বর্ণকে কৃষ্ণবর্ণ ধ্যান করিবে। বহ্নির আটটী মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিয়া ছয়টী কোণে ছয়টী অঙ্গদেবতার পূজা করিয়া কুণ্ড মধ্যে ছয়টী কোণে বহ্নির জিহ্বার অর্চ্চনা করিবে। এই রীতিতে কেশর-সমূহে অঙ্গদেবতাদিগকে

---

* শারদাতিলকের টীকায় রাঘবভট্ট মহর্ষি কাত্যায়নের মতানুসারে বাহুপরিমিত যজ্ঞীয় কাষ্ঠকে পরিধি বলিয়াছেন। আর্থার এভেলন প্রকাশিত শারদাতিলক ৩২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

দলেষু পূজয়েন্ মূর্ত্তীঃ শক্তিস্বস্তিকধারিণীঃ ॥
লোকপালাংস্ততো দিক্ষু পূজয়েদুক্তলক্ষণান্ ॥ ১৩ ॥

শারদায়াম্—ধ্যাতং বহ্নিং যজেন্মধ্যে গন্ধাদ্যৈর্মনুনাঽমুনা ।
বৈশ্বানর-জাতবেদ-পদে পশ্চাদিহাবহ ॥
লোহিতাক্ষপদস্যাঽন্তে সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় ।
বহ্নিজায়াবধিঃ প্রোক্তো মন্ত্রঃ পাবকবল্লভঃ ॥

কুলার্ণবে—ব্রহ্মাণং দক্ষিণেঽভ্যর্চ্চ্য ঘৃতস্থালীং প্রপূজয়েৎ ।
আজ্যস্থালীং সমানীয় ক্ষালয়েদস্ত্রমন্ত্রতঃ ॥
কুণ্ডাঙ্গারান্ সমুত্তোল্য ন্যসেৎ তত্রাঽস্ত্রমন্ত্রতঃ ।
তস্যামাজ্যং বিনিক্ষিপ্য জানীয়াৎ তাপনং হি তৎ ।

শারদায়াম্—তস্যামাজ্যং বিনিক্ষিপ্য সংস্কৃতং বীক্ষণাদিভিঃ ।
নিরুহ্য বায়ব্যেঽঙ্গারান্ হৃদা তেষু নিবেশয়েৎ ॥
ইদং তাপনমুদ্দিষ্টং দেশিকৈস্তন্ত্রবেদিভিঃ ॥ ১৪ ॥

অর্ণবে—প্রজ্বাল্য কুশগুচ্ছন্তু আজ্যে ক্ষিপ্ত্বাঽনলে ক্ষিপেৎ ।

পূজা করিবে। শক্তি ও স্বস্তিক ধারিণী বহ্নিমূর্ত্তি-সমূহকে দলে পূজা করিবে। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত দিক্‌পালগণকে দিক্‌সমূহে পূজা করিবে ॥ ১৩ ॥

শারদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—এই (বক্ষ্যমাণ) মন্ত্রে গন্ধাদি উপচারের দ্বারা ধ্যাত বহ্নিকে পূজা করিবে। [বহ্নিমন্ত্র—] 'বৈশ্বানর' পদ ও 'জাতবেদ' পদ, পরে 'ইহাবহ লোহিতাক্ষ' পদের অন্তে বহ্নিজায়াবধি (স্বাহান্ত) 'সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়' পদ অর্থাৎ 'বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা'—ইহা পাবকবল্লভ (বহ্নি) মন্ত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কুলার্ণব তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"দক্ষিণে ব্রহ্মাকে অর্চ্চনা করিয়া ঘৃতস্থালী পূজা করিবে। আজ্যস্থালী আনয়ন করিয়া অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা ক্ষালন করিবে। কুণ্ডের অঙ্গার উত্তোলন করিয়া সেই অঙ্গারের উপর অস্ত্র মন্ত্রে [আজ্যস্থালী] স্থাপন করিবে। সেই আজ্যস্থালীতে ঘৃত ঢালিয়া দিবে। উহাই তাপন জানিবে।" শারদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—"সেই আজ্যস্থালীতে বীক্ষণাদি দ্বারা সংস্কৃত আজ্য নিক্ষেপ করিয়া বায়ুকোণে অঙ্গারগুলিকে পৃথক্‌ভাবে রাখিয়া 'নমঃ' মন্ত্রে সেই অঙ্গারগুলির উপর আজ্যস্থালী স্থাপন করিবে। তন্ত্রবিৎ দীক্ষিত সাধক কর্ত্তৃক ইহা 'তাপন' বলিয়া কথিত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

অর্ণবে উক্ত হইয়াছে—"কুশগুচ্ছ প্রজ্বালিত করিয়া ঘৃতে নিক্ষেপ করিয়া

অভিদ্যোতনমিত্যুক্তং সর্ব্বত্র সর্ব্বকর্ম্মসু ॥

শারদায়াম্—দীপ্তেন দর্ভযুগ্মেন নীরাজ্যাজ্যং স বর্ম্মণা।
অগ্নৌ বিসর্জ্জয়েদ্ দর্ভমভিদ্যোতনমীরিতম্ ॥
পুনঃ কুশান্ সমুজ্জ্বাল্য নিক্ষিপেদাজ্যমধ্যতঃ।
মূলমন্ত্রেণ মতিমানাজ্যসংস্কার ঈরিতঃ ॥
সন্দীপ্য দর্ভযুগলমাজ্যে ক্ষিপ্ত্বাঽনলে ক্ষিপেৎ।
গুরুর্হৃদয়মন্ত্রেণ পবিত্রীকরণং ত্বিদম্ ॥
অভিমন্ত্র্য চ মূলেন রক্ষয়েদস্ত্রমুচ্চরন্।
প্রদর্শ্য ধেনু-যোনী চ তদাজ্যমমৃতাত্মকম্ ॥ ১৫ ॥

হোমবিধিঃ

প্রাদেশমাত্রং সগ্রন্থি দর্ভযুগ্মং ঘৃতান্তরে।
নিক্ষিপ্য ভাগৌ দ্বৌ কৃত্বা পক্ষৌ শুক্লেতরৌ স্মরেৎ ॥
বামে নাড়ীমিড়াং ভাগে দক্ষিণে পিঙ্গলাং পুনঃ।
সুষুম্নাং মধ্যতো ধ্যাত্বা কুর্য্যাদ্ধোমং যথাবিধি ॥ ১৬ ॥
স্রুক্-স্রুবৌ চ সমাদায় বিধিনা নির্ম্মিতৌ গুরুঃ।

অর্থাৎ ঘৃতের উপর ঘুরাইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। সকল স্থানে সমস্ত কর্ম্মে ইহা 'অভিদ্যোতন' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।" শারদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—"গুরু বর্ম্ম (হুঁ) মন্ত্রে প্রজ্বলিত দর্ভদ্বয়ের দ্বারা ঘৃতের চতুর্দ্দিকে ভ্রামিত করিয়া অগ্নিতে সেই দর্ভদ্বয় নিক্ষেপ করিবে। ইহা 'অভিদ্যোতন' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।" "মতিমান্ হোতা পুনরায় কুশগুচ্ছ প্রজ্বালিত করিয়া ঘৃতের মধ্যে মূলমন্ত্রে নিক্ষেপ (ভ্রামিত) করিবে। উহা 'আজ্যসংস্কার' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।" "গুরু দর্ভদ্বয় সন্দীপ্ত (প্রজ্বালিত) করিয়া নমঃ মন্ত্রে ঘৃতে নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। ইহা পবিত্রীকরণ।" সেই অমৃতাত্মক ঘৃতকে মূলমন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া অস্ত্রমন্ত্র (ফট্) উচ্চারণ পূর্ব্বক ধেনু ও যোনি মুদ্রা দেখাইয়া রক্ষা করিবে ॥ ১৫ ॥

প্রাদেশ পরিমিত গ্রন্থিযুক্ত দর্ভদ্বয় ঘৃত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া দুইটী ভাগ করিয়া [বামে] শুক্লপক্ষ ও [দক্ষিণে] কৃষ্ণপক্ষ ভাবনা করিবে। [ঘৃতের মধ্যেই] বামে ইড়া নাড়ী এবং দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী ও মধ্যে সুষুম্না নাড়ী ধ্যান করিয়া যথাবিধি হোম করিবে ॥ ১৬ ॥

গুরু বিধিপূর্ব্বক নির্ম্মিত [উদ্ধমুখ] স্রুক্ ও স্রুব আনয়ন করিয়া পরে অর্থাৎ

পশ্চাদাদায় পাণিভ্যাং স্রুক্স্রুবৌ তাবধোমুখৌ ॥
ত্রিশঃ প্রতাপয়েদ্ বহ্নৌ দর্ভানাদায় দেশিকঃ।
তদগ্রমধ্যমূলানি শোধয়েৎ তৈর্যথাক্রমম্ ॥
গৃহীত্বা বামহস্তেন প্রোক্ষয়েদ্ দক্ষিণেন তৌ।
পুনঃ প্রতাপ্য তৌ মন্ত্রী দর্ভানগ্নৌ বিনিক্ষিপেৎ ॥
স্রুবমাদায় মতিমান্ ধারয়েৎ তু ত্রিভাগতঃ।
বেদাঙ্গুলং পরিত্যজ্য ধারয়েচ্ছঙ্খমুদ্রয়া ॥ ১৭ ॥

শারদায়াম্—স্রুবেণ দক্ষিণাদ্ ভাগাদাদায়াজ্যং হৃদা গুরুঃ।
জুহুয়াদগ্নয়ে স্বাহেত্যগ্নের্দক্ষিণলোচনে ॥
বামতস্তদ্বদাদায় বামে বহ্নিবিলোচনে।
জুহুয়াদথ সোমায় স্বাহেতি হৃদয়াণুনা ॥
মধ্যাদাজ্যং সমাদায় বহ্নের্ভালবিলোচনে।
জহুয়াদগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহেতি মনুনা গুরুঃ ॥
হৃন্মন্ত্রেণ স্রুবেণাজ্যং ভাগাদাদায় দক্ষিণাৎ।
জুহুয়াদগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহেতি তন্মুখে ॥

নিজের বামভাগে কুশের উপর প্রণীতাদি স্থাপন করিয়া হস্তদ্বয়ের দ্বারা সেই স্রুক্ ও স্রুবকে অধোমুখে বহ্নিতে তিনবার সন্তাপিত করিবে। সাধক কতকগুলি দর্ভ গ্রহণ করিয়া সেই দর্ভসমূহের দ্বারা যথাক্রমে অর্থাৎ দর্ভমূলের দ্বারা স্রুক্ স্রুবের মূল, মধ্য দ্বারা স্রুক্ স্রুবের মধ্য এবং অগ্র দ্বারা স্রুক্ স্রুবের অগ্র শোধন করিবে। পরে বামহস্তে গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের দ্বারা [প্রোক্ষণী জলে] প্রোক্ষণ করিবে। সাধক হস্তদ্বয়ের দ্বারা অধোমুখ স্রুক্-স্রুবকে পুনরায় তিনবার তাপিত করিয়া অগ্নিতে দর্ভসমূহ নিক্ষেপ করিবে। মতিমান্ সাধক স্রুব গ্রহণ করিয়া ভাগত্রয়ে ধারণ করিবে অর্থাৎ চারি অঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়া শঙ্খমুদ্রায় ধারণ করিবে ॥ ১৭ ॥

শারদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—"গুরু স্রুবের দ্বারা নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে 'অগ্নয়ে স্বাহা' মন্ত্রে হোম করিবে। সেইরূপ অর্থাৎ স্রুবের দ্বারা নমঃ মন্ত্রে বামভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া বহ্নির বামনেত্রে 'সোমায় স্বাহা' মন্ত্রে হোম করিবে। পরে গুরু হৃদয় (নমঃ) মন্ত্রে মধ্যভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ করিয়া অগ্নির ললাটস্থিত নেত্রে 'অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা' এই মন্ত্রে হোম করিবে। স্রুবের দ্বারা নমঃ মন্ত্রে দক্ষিণভাগ হইতে আজ্য গ্রহণ

ইত্যগ্নের্নেত্রবক্ত্রাণাং কুর্য্যাচ্চোদ্ঘাটনং গুরুঃ ।
সতারাভির্ব্যাহৃতিভিরাজ্যেন জুহুয়াৎ পুনঃ ॥
বৈশ্বানরেণ মন্ত্রেণ ত্রিবারং জুহুয়াদ্ গুরুঃ ॥ ১৮ ॥

সময়াতন্ত্রে—একৈকাহুতিভিঃ কুর্য্যাদ্ গর্ভাধানাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ।
ক্রমেণ দেবদেবেশি ! স্বাহান্ত-মূলবিদ্যয়া ॥
গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তোন্নয়নং তথা ।
জাতকর্ম্ম নামকৃতিরুপনিষ্ক্রমণং তথা ॥
চূড়োপনয়নং ভূয়ো বেদাধ্যয়নমেব চ ।
গোদানং চ বিবাহশ্চ সংস্কারাঃ শুভকর্ম্মণি ॥
ততশ্চ পিতরৌ বহ্নেঃ সম্পূজ্য হৃদয়ং নয়েৎ ।
বহ্নিমন্ত্রেণ বিধিবৎ কুর্য্যাদাহুতিপঞ্চকম্ ॥
জুহুয়াৎ সমিধঃ পঞ্চ মূলাগ্রঘৃতসংপ্লুতাঃ ।
গুরুর্হৃদয়মন্ত্রেণ বিধিবৎ স্বাহয়া বিনা ॥ ১৯ ॥

শারদায়াম্—মন্ত্রৈর্জিহ্বাঙ্গমূর্ত্তীনাং ক্রমাদ্ বহ্নে র্যথাবিধি ।
প্রত্যেকং জুহুয়াদেকামাহুতিং মন্ত্রবিত্তমঃ ॥
অবদায় স্রুবেণাজ্যং চতুঃ স্রুচি পিধায় তাম্ ।

করিয়া অগ্নির মুখে 'অগ্নয়ে স্বিষ্টকৃতে স্বাহা' এই মন্ত্রে হোম করিবে। গুরু এইরূপে অর্থাৎ এই চারিটী হোমের দ্বারা অগ্নির নেত্রত্রয় ও মুখ উদ্ঘাটন করিবে। গুরু তার (ওঁ) যুক্ত [ব্যস্ত সমস্ত] ব্যাহৃতি মন্ত্রে ঘৃতের দ্বারা হোম করিবে। গুরু পুনরায় অগ্নিমন্ত্রের দ্বারা তিনবার হোম করিবে ॥ ১৮ ॥

সময়াতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"হে দেবদেবেশি ! স্বাহান্ত মূলমন্ত্রে এক একটী আহুতি দ্বারা যথাক্রমে [অগ্নির] গর্ভাধানাদি সংস্কার করিবে। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, উপনিষ্ক্রমণ, চূড়াকরণ-উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন, গোদান ও বিবাহ—শুভ কর্ম্মে এই দশটী সংস্কার। তাহার পর অর্থাৎ নামকরণের অনন্তর বহ্নির জনক-জননীকে পূজা করিয়া হৃদয়ে স্থাপন করিবে। তাহার পর বহ্নি মন্ত্রের দ্বারা বিধিবৎ পাঁচটী আহুতি করিবে। গুরু স্বাহা ব্যতীত কেবল নমঃ মন্ত্রে বিধিবৎ মূল, মধ্য ও অগ্রে ঘৃতপ্লুত পাঁচটী সমিধ্ হোম করিবে ॥ ১৯ ॥

শারদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—"মন্ত্রবিৎ সাধক জিহ্বার অঙ্গমূর্ত্তির মন্ত্রে অর্থাৎ 'হ্রাং হিরণ্যায়ৈ স্বাহা' মন্ত্রে ন্যাসোক্ত ক্রমানুসারে প্রত্যেককে এক এক আহুতি

স্রুবেণ তিষ্ঠন্নেবাঽগ্নৌ দেশিকো যতমানসঃ ॥
জুহুয়াদ্ বহ্নিমন্ত্রেণ বৌষড়ন্তেন সম্পদে ॥ ২০ ॥

মাধবীয়সংহিতায়াম্—পলাশস্যাপরা বাপি যজ্ঞীয়া দ্বাদশাঙ্গুলাঃ।
অবক্রাশ্চ স্বয়ং শুষ্কাঃ সত্বচো নির্ব্রণাঃ সমাঃ ॥
দশাঙ্গুলা বা বিহিতাঃ কনিষ্ঠাঙ্গুলিসম্মিতাঃ।
প্রাদেশমাত্রস্যাঽলাভে হোতব্যাঃ সকলা অপি ॥

গৌতমীয়ে—মহাগণেশমন্ত্রেণ হুনেদেকাদশাহুতীঃ।
সামান্যং সর্ব্বদেবানামেতদগ্নিমুখং স্মৃতম্ ॥
বহুরূপাখ্যজিহ্বায়ামাজ্যঞ্চ পরমেশ্বরি!।
গন্ধাদিভিঃ সমভ্যর্চ্চ্য জুহুয়াৎ ষোড়শাহুতীঃ ॥
মূলমন্ত্রেণ বিধিবদ্ বক্তে্রকীকরণং ত্বিদম্।

শারদায়াম্—ততঃ পীঠং সমভ্যর্চ্চ্য দেবতায়া হুতাশনে।
অর্চ্চয়েদগ্নিরূপাং তাং দেবতামিষ্টদায়িনীম্ ॥
তন্মুখে জুহুয়ান্মন্ত্রী পঞ্চবিংশতি-সংখ্যয়া।
আজ্যেন মূলমন্ত্রেণ বক্তে্রকীকরণং ত্বিদম্ ॥

হোম করিবে। সংযতচিত্ত সাধক সম্পৎকর হোমে স্রুবের দ্বারা স্রুকে চারিবার ঘৃত দিয়া স্রুবের দ্বারা স্রুক্‌কে আচ্ছাদিত করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বৌষড়ন্ত বহ্নিমন্ত্রের দ্বারা হোম করিবে ॥ ২০ ॥

মাধবীয়-সংহিতাতে উক্ত হইয়াছে—"পলাশ বৃক্ষের অথবা অন্যান্য যজ্ঞীয় বৃক্ষের দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত বক্রতারহিত স্বয়ং শুষ্ক ত্বগ্‌বিশিষ্ট সমান কাষ্ঠখণ্ডই সমিধ্। দশাঙ্গুলি পরিমিত বা কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত সমিধ্‌ও [হোমে] বিহিত হইয়াছে। প্রাদেশ পরিমিত সমিধের অভাব হইলে পূর্ব্বোক্ত পরিমিত সকল সমিধ্‌ই হোম করিবে।" গৌতমীয় তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"মহাগণেশ মন্ত্রের দ্বারা একাদশ আহুতি হোম করিবে। ইহাই সমস্ত দেবতার সাধারণ অগ্নিমুখ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। হে পরমেশ্বরি! গন্ধাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া বহুরূপা নামক জিহ্বায় মূলমন্ত্রে বিধিপূর্ব্বক ষোড়শাহুতি আজ্য হোম করিবে। ইহাই 'বক্তে্রকীকরণ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে।" শারদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—"তাহার পর অগ্নিতে দেয় মন্ত্রের দেবতার পীঠ অর্চ্চনা করিয়া ইষ্টফলদায়িনী অগ্নিরূপা সেই ইষ্টদেবতাকে পূজা করিবে। সাধক বহ্নির মুখে মূলমন্ত্রে ঘৃতের দ্বারা পচিশবার আহুতি করিবে।

বহ্নিদেবতয়োরৈক্যমাত্মনা সহ ভাবয়ন্।
মূলমন্ত্রেণ জুহুয়াদাজ্যেনৈকাদশাহুতীঃ ॥
নাড়ীসন্ধানমুদ্দিষ্টমেতদাগমবেদিভিঃ।
অঙ্গাদি-পরিবারাণামেকৈকামাহুতিং হুনেৎ ॥
পুনর্ব্যাহৃতিভির্হুত্বা হোমং কৃত্বা যথাবিধি।
তিলেনাজ্যেন জুহুয়াৎ সহস্রাদি যথাবিধি ॥
অনুক্তে তু হবির্দ্রব্যে [illegible]লাজ্যং হবিরুচ্যতে ॥
অল্পং তু জুহুয়াদ্ বহ্নেঃ পণ্ডিতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
তথা সম্পাতয়েদ্ ভাগেষ্বাজ্যস্যান্বাহুতিং ক্রমাৎ ॥ ২১ ॥

বিশেষমাহ তন্ত্রান্তরে—অগ্নৌ স্বাহেতি তদ্‌ভাগে শেষমগ্নৌ বিনিঃক্ষিপেৎ।
ওঁ ভূরগ্নয়ে পৃথিব্যৈ মহতে চ স্বাহা। ওঁ ভুবো বায়বে অন্তরীক্ষায় চ দিবে মহতে চ স্বাহা। ওঁ স্বশ্চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্‌ভ্যো মহতে চ স্বাহা। ওঁ ভূর্ভুবঃস্বশ্চন্দ্রমসে নক্ষত্রেভ্যো দিগ্‌ভ্যো মহতে চ স্বাহা।

স্রুবঞ্চৈব সমাদায় ঘৃতেনাপূর্য্যতে পুনঃ।
হোমদ্রব্যাণি নিক্ষিপ্য নাভৌ সংস্থাপ্যতে পুনঃ।

ইহাই 'বক্তে্রুকীকরণ' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নিজের আত্মার সহিত বহ্নি ও দেবতার ঐক্য ভাবনা করিয়া মূলমন্ত্রে ঘৃতের দ্বারা একাদশ আহুতি হোম করিবে। আগমবিৎ সাধকগণ কর্ত্তৃক উহা 'নাড়ীসন্ধান' বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অঙ্গাদি পরিবারগণের এক এক আহুতি হোম করিবে। যথাবিধি পুনরায় ব্যাহৃতি দ্বারা হোম করিয়া তিলযুক্ত ঘৃতের দ্বারা যথাবিধি সহস্রাদি হোম (সঙ্কল্পিত হোম) করিবে। হবিঃ দ্রব্য উক্ত না হইলে তিলাজ্য হবিঃ দ্রব্য বলিয়া কথিত হয়। সমস্ত কর্ম্মে পণ্ডিত ব্যক্তি অল্পও হোম করিবে অর্থাৎ যে কোন কর্ম্মেই হোম কর্ত্তব্য। সেইরূপ অন্বাহুতিক্রমে অর্থাৎ আহুতির পর প্রত্যাহুতিক্রমে এক ভাগে অর্থাৎ যে ভাগ হইতে আজ্যাহুতি গৃহীত হইয়াছে, সেই ভাগে ঘৃতের সম্পাত করিবে ॥ ২১ ॥

তন্ত্রান্তরে বিশেষ উক্ত হইয়াছে—"অগ্নয়ে স্বাহা" এই মন্ত্রে সেই ভাগে আহুতি দিবে এবং শেষ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর "ভূরগ্নয়ে" ইত্যাদি চারিটী মন্ত্রে চারিটী হোম করিবে। স্রুব আনয়ন করিয়া পুনরায় ঘৃতের দ্বারা পরিপূর্ণ করিবে এবং হোম দ্রব্য সকল নিক্ষেপ করিয়া পুনরায় নাভিতে স্থাপিত

অগ্নের্নামকৃতিং কৃত্বা দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং প্রিয়ে ।॥
ব্রহ্মার্পণেন মনুনা দদ্যাৎ পূর্ণাহুতিং পুনঃ ।
যোজয়েদ্ হৃদয়ে ধাম্নি স্বেষ্টং সাধকসত্তমঃ ॥ ২২ ॥

অগ্নিমুখনিরূপণম্

শারদায়াম্—যতঃ কাষ্ঠং ততঃ শ্রোত্রং যতো ধূমোঽত্র নাসিকা ।
যত্রাঽল্পজ্বলনং নেত্রং যতো ভস্ম ততঃ শিরঃ ॥
যত্র প্রজ্বলিতো বহ্নিস্তন্মুখং জাতবেদসঃ ॥ ২৩ ॥

শ্রোত্রাদিষু হোমফলম্

ফলমাহ শারদায়াম্—বধিরত্বং কর্ণহোমে নেত্রে ক্ষতমবাপ্নুয়াৎ ।
নাসিকায়াং মনঃপীড়া শিরোহোমো হি শূলদঃ ॥
মুখে সিন্দূরবালার্ক-বহ্নের্হোমঃ শুভাবহঃ ।
ভেরী-বারিদ-হস্তীন্দ্র-ধ্বনির্বহ্নেঃ শুভপ্রদঃ ॥
চন্দ্র-চন্দন-কুন্দাভো ধূমঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদঃ ।
খর-বায়সবচ্ছব্দো বহ্নিঃ সর্ব্ববিনাশকৃৎ ॥
কৃষ্ণঃ কৃষ্ণগতের্বর্ণো যজমানং বিনাশয়েৎ ।
নাগ-চম্পক-পুন্নাগ-পাটলা-যূথিকানিভঃ ॥

করিবে।" হে প্রিয়ে! অগ্নির নামকরণ করিয়া পূর্ণাহুতি দিবে। সাধকপ্রবর ব্রহ্মার্পণ মন্ত্রে পুনরায় পূর্ণাহুতি দিয়া নিজ হৃদয়ে স্বেষ্ট দেবতাকে স্থাপন করিবে ॥ ২২॥

শারদাতিলকে উক্ত হইয়াছে—"যেখানে কাষ্ঠ, সেইখানে বহ্নির শ্রোত্র; যেখানে ধূম, সেইখানে বহ্নির নাসিকা। যেখানে অল্প জ্বলন, সেইখানে বহ্নির নেত্র; যেখানে ভস্ম, সেইখানে বহ্নির মস্তক; যেখানে প্রজ্বলিত বহ্নি, তাহাই বহ্নির মুখ" ॥ ২৩ ॥

শারদাতিলকে [হোমের] ফল বলিতেছেন—"কর্ণহোমে বধিরতা, নেত্রে হোম করিলে ক্ষত প্রাপ্ত হয়। নাসিকায় হোম করিলে মনঃপীড়া হয়। শিরোহোম শূল (ব্যথা) প্রদ। সিন্দুর বা বালসূর্য্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বহ্নির মুখে হোম শুভজনক। ভেরী, বারিদ ও হস্তীন্দ্রের ধ্বনির ন্যায় অগ্নির ধ্বনি শুভপ্রদ। চন্দ্র, চন্দন ও কুন্দের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বহ্নির ধূম সমস্ত অর্থের সিদ্ধিদাতা। গর্দ্দভ বা বায়সের শব্দের ন্যায় শব্দবিশিষ্ট বহ্নি সমস্ত বিনাশ করে। কৃষ্ণগতির (বহ্নির) কৃষ্ণবর্ণ যজমানকে নাশ করে। নাগকেশর, চম্পক, পুন্নাগ, পাটলী, যূথিকা তুল্য

পদ্মেন্দীবর-কহ্লার-সর্পিগু র্গগ্গুলসন্নিভঃ।
পাবকস্য শুভো গন্ধ ইত্যুক্তস্তন্ত্রবেদিভিঃ॥
পূতিগন্ধো হুতভুজো হোতুর্দুঃখপ্রদো ভবেৎ।
এবংবিধেষু দোষেষ্ প্রায়শ্চিত্তায় দেশিকঃ।
মূলেনাজ্যেন জুহুয়াৎ পঞ্চবিংশতিকাহুতীঃ॥ ২৪

ইতি হোমবিধিনির্ণয়ঃ

সর্ব্বমঙ্গলাদিনামার্থঃ

সর্ব্বমঙ্গলাদিনাম্নাং যোগার্থানাহ—
মঙ্গলাঽর্হসি সর্ব্বেষাং তেন ত্বং সর্ব্বমঙ্গলা।
বরদাঽসি চ মর্ত্ত্যানাং বরদা তেন কীর্ত্ত্যসে॥
অশেষং জয়সে দুর্গং দুর্গা তেন নিগদ্যসে।
ভক্তানাং শং করোসীতি শঙ্করী ত্বং তু গীয়সে॥
সংসারার্ণবমগ্নানাং সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ।
দুর্গৈকা হি পরঃ পোতো নরাণাং মুক্তয়ে সদা॥
সংসারার্ণব-মগ্নানাং দুর্গৈকা পরমং পদম্।
দুর্গৈকা দেবতাঃ সর্ব্বা দুর্গৈকা কর্ম্ম বৈদিকম্॥
দুর্গৈকা পরমং জ্ঞানং দুর্গৈকা পরমং বলম্।

এবং পদ্ম, ইন্দীবর (নীলোৎপল), কহ্লার, ঘৃত ও গুগ্গুলু সদৃশ বহ্নির গন্ধ শুভ—ইহা তন্ত্রবিদ্গণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। হুতভুক্ বহ্নির পূতিগন্ধ হোতার দুঃখপ্রদ হয়। সাধক এই জাতীয় দোষে প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত মূলমন্ত্রে ঘৃত দ্বারা পঁচিশবার আহুতি করিবে॥ ২৪॥

সর্ব্বমঙ্গলাদি নামের যোগার্থ বলিতেছেন—"তুমি সকলের মঙ্গল সম্পাদন কর, সেইজন্য তুমি **সর্ব্বমঙ্গলা**। তুমি মর্ত্ত্যগণের বর দান কর, সেইজন্য তুমি **বরদা** বলিয়া কীর্ত্তিত হও। তুমি সকল দুঃখ জয় কর, এজন্য তুমি **দুর্গা** বলিয়া কথিত হও। তুমি ভক্তগণের শং (কল্যাণ) কর, এই হেতু তুমি **শঙ্করী** বলিয়া কীর্ত্তিত হও। সংসার সমুদ্র মগ্ন সকল প্রাণিগণের এক দুর্গাই শ্রেষ্ঠ পোত (জাহাজ) স্বরূপ। তিনি সমস্ত মানুষের উদ্ধারের জন্য সর্ব্বদা তৎপর আছেন। সংসার সমুদ্রমগ্ন প্রাণিগণের, এক দুর্গাই পরম পদ (আশ্রয়)। এক দুর্গাই সমস্ত দেবতা।

ন ত্বয়া রহিতং কিঞ্চিদ্ ভূতং স্থাবরজঙ্গমম্ ॥
দুর্গৈকা পরমা দেবী দুর্গৈকা পরমং পদম্ ।
দুর্গৈকা পরমং জ্ঞানং দুর্গৈকা জ্ঞানমেব চ ॥
দুর্গৈকা পরমং সত্যং দুর্গৈকা পরমা গতিঃ ।
দুর্গৈকা পরমং দৈবং দুর্গৈকা পরমৌষধম্ ॥
দুর্গৈকা সুখমত্যন্তং দুর্গৈকা নির্বৃতিঃ পরা ।
দুর্গৈকা পরমা তুষ্টি র্দুর্গৈকা পরমং যশঃ ॥
দুর্গৈকা পরমং তত্ত্বং দুর্গাভিন্নমিদং জগৎ ॥
প্রাণপ্রয়াণ-পাথেয়ং সংসার-ব্যাধিভেষজম্ ।
দুর্গার্ণবপরিত্রাণং দুর্গানামাক্ষরদ্বয়ম্ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীপরিব্রাজকাচার্য্য-পরমহংসতীর্থাবধূত-শ্রীমদ্ব্রহ্মানন্দগিরি-কৃতায়াং শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণ্যাং হোমাদিনির্ণয়ো নামাষ্টাদশোল্লাসঃ সমাপ্তঃ

বৈদিক কর্ম্ম এক দুর্গারই মূর্ত্তি। এক দুর্গাই পরম জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) স্বরূপ, এক দুর্গাই পরম বল। তোমা কর্তৃক রহিত হইয়া পঞ্চভূত, স্থাবর জঙ্গম কিছুই নাই। এক দুর্গাই পরম দেবী, এক দুর্গাই পরম পদ (স্থান)। এক দুর্গাই পরম জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান)। এক দুর্গাই [প্রমাণ জন্য বৈষয়িক] জ্ঞানস্বরূপ। এক দুর্গাই পরম সত্য। এক দুর্গাই পরম গতি (গন্তব্য স্থান)। এক দুর্গাই পরম দৈব। এক দুর্গাই পরম ঔষধ। এক দুর্গাই অত্যন্ত সুখ। এক দুর্গাই পরা নির্বৃতি (ব্রহ্মানন্দ)। এক দুর্গাই পরম তত্ত্ব (ব্রহ্ম)। এই জগৎ দুর্গা হইতে অভিন্ন। দুর্গারূপ অক্ষরদ্বয় প্রাণ পরিত্যাগের পাথেয়, সংসার-ব্যাধির পরমৌষধ ও দুঃখ সমুদ্রের নিস্তার [নৌকা] ॥ ২৫ ॥

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের প্রধান দর্শনশাস্ত্রাধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের ছাত্র মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত মালঞ্চ গ্রাম নিবাসী শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ কৃত শাক্তানন্দ তরঙ্গিণীর অষ্টাদশ উল্লাসের অনুবাদ সমাপ্ত

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ

শুদ্ধিপত্রম্

প্রমাদবশতঃ কয়েক স্থানে অশুদ্ধ পাঠ মুদ্রিত হইয়াছে। পাঠকবর্গ অনু পূর্ব্বক শুদ্ধিপত্র দেখিয়া অগ্রে সেইগুলি সংশোধন করিয়া লইবেন।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১	২৮	ত্রিলক্ষ্যং	ত্রিলক্ষং

৬৫ পৃষ্ঠায় প্রথমে— গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্।
স্বকর্ম্মরচিতং দত্তং পুনস্তামেব পোষয়েৎ।
এবং সর্ব্বশরীরস্থা সর্পির্বৎ পরমেশ্বরী।
এই তিন লাইন যোগ হইবে।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৫	২	দেবী	দেবি !
৬৫	৫	পূজকানাং	সাধকানাং
৬৫	৫	বিমুক্তিদঃ	স মুক্তিদঃ
৬৫	৬	পূজাদিকং	উপাসনং
৬৬	৩	ব্রহ্মস্বরূপিণী	ব্রহ্ম দ্বিধা মতম্
৬৭	৯	জ্ঞানভক্তিযোগবতাং	জ্ঞানযোগবতাম্
৬৭	১১	উপকর্ত্ত	উপকর্ত্তুং
৬৭	১১	স্তদাকারেণ	কারঃ সাকারোঽপি
৭১	৬	বিজ্ঞেয়ো	হরস্তথা রুদ্রো
১৬৮	১০	বর্ণানা	বর্ণাণা
১৬৮	১০	মন্ত্রবর্গেণ	মন্ত্রবর্ণেন
১৯২	১৩	হস	হ্সৌঁ
১৯২	২৭	হ্স	হ্সৌঁ
২০১	৯	হ্রীঁ হূঁ	হ্রীঁ হ্রীঁ
২০১	২০	অর্থাৎ ক্রীঁ	অর্থাৎ ককার
২৩৩	৫	ঋপ্‌ফ	রিপ্‌ফ
২৩৬	২৪	পালমাত্র	পলমাত্র
২৪৭	৮	ভিষক্	ভিষগ্
২৪৮	১০	লেপনং	লেপনে ৎর।
৩১২	১৭	ততঃ	বহ্নেঃ
৩১২	১৪	তেষাং	তত্র